ধাত্রী-শিক্ষা

PREFACE.

Midwifery is practised by many native females—who are either quite ignorant of the art or have gained but a slight experience in it, which can avail them nothing in the management of intricate cases. Serious and fatal results have, in too many instances, been known to have ensued from their ignorance and yet they are seldom deterred from plying their vocation. It is therefore of the utmost importance that they should be taught practical midwifery, a profession which they at present take to without any previous training. It is true that, native midwives seldom know to read or to write, but if there were in existence a work in their own vernacular giving practical lessons in the art they follow, they would, no doubt avail themselves of the earliest opportunity of getting at those lessons, either by trying to read the book themselves, or by getting it read to them by others. It appeared to me however that such a book can only be adapted to their comprehension by being written in the form of a dialogue, which is the most impressive of all methods of conveying knowledge to simple and unsophisticated minds. The aid of the teacher is dispensed with, and the widest scope given for entering into explanations for which a serious treatise is not at all fitted. I have accordingly ventured to publish a Guide to Practical Midwifery in Bengali in two parts. The first part treats of, "management of prognancy, management of natural labour, management of parturient females, and proper nursing of the child till it is two years old." The second part treats of "preternatural labour and of abnormal presentation witht heir treatment, puerperal hæmorrhage, management of twin-cases, of dysmenorrhœa and menorrhagia, signs of pregnancy, abortion and consequent effects."

Besides being of use to native midwives, who have indeed a very large practice in this country, the book may be read with profit by educated Hindufemales who will no longer place themselves in the hands of ignorant women in one of the most critical periods of their [illegible] To the student of the Bengali Class learning accou[illegible] ment, it may also prove a very easy and at the sa[illegible] time a comprehensive instructor.

It is hoped that the book will receive at the hands of the professors and the teachers of the Medical Colleg the patronage which it may seem to them to deserve.

JADUNATH MUKHERJEE.

DR. CHARLES'S LETTER TO THE AUTHOR.

10, HARRINGTON STEET,

5th July, 1870.

My dear sir,—I have to acknowledge with thanks the receipt of the second half of your Guide to Dhayes. I regret that, I have so little knowledge of the language in which it is written that, any opinion I could express on the style you have adopted would be of little value. This is of the less consequence, as I learn from your countrymen that, its excellences in this respect are well marked and thoroughly appreciated, while the language is well suited to the comprehension of uneducated women. It gives me much pleasure to be able to inform you that, having had the work critically examined and selected passages either read to me or translated for me, I have formed a high opinion of its merits. I consider that the subjects you have taken up are very judicious and your treatment of them most careful. I am convinced that an extensive circulation of the book through the Bengali districts in the Lower Provinces would do that amount of good which is possible, as long as the management of women in labour is entrusted to untrained women who can neither read nor write, I should I much like to see every Thana supplied with a copy as a commencement, and the Inspector of Police directed to encourage one or more Dhayes to have the book read to them. Should it be found practicable to reach the women in this way, and it seems probable that the Dhayes would make an attempt to benefit by the means placed within their reach, such an experimental measure might be followed by a more extensive distribution of your work. Besides any action the Government may take in the matter, the subject is one which affects so closely all classes that, self-interest alone should stimulate each land-holder to purchase one or more copies of your work, and have it read to the Dhayes employed by his own family, or in practice among those in whose welfare he is concerned.

Yours very truly

T. EDMONDSTON CHARLES.

বিজ্ঞাপন।
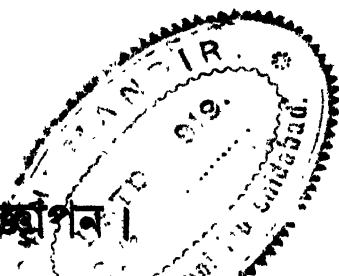
ধাত্রীর নিতান্ত মূর্খতা এবং অনবধানিতা প্রযুক্ত আমার প্রথম সন্তান বিনষ্ট হয়। সুপ্রতিবিধেয় কারণে এরূপ মহানিষ্ট এবং তন্নিবন্ধন বিজাতীয় মনঃক্লেশ অস্মদ্দেশবাসী আর কাহারও না হয়, এই ভাবিয়া ঈদৃশ গ্রন্থ প্রণয়নে কৃতসঙ্কল্প হই*। তৎপরে কোন চিকিৎসোপলক্ষে গোবরডাঙ্গার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলাম। তথায় প্রসঙ্গক্রমে আমার অনিষ্টপাত, ভবিষ্যতে তাদৃশ অনিষ্টাপাত-প্রতিবিধান সঙ্কল্প, এবং কীদৃশ গ্রন্থ প্রণয়ন ও তৎপ্রণয়নে কি প্রণালী অবলম্বন করিলে তদভীষ্ট সংসিদ্ধ হইতে পারে, তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করিলে, তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন ——ইদানীং আমাদের দেশের অবলাগণের মধ্যে অনেকেই লেখা পড়া শিখিতেছেন। অতএব আপনার প্রস্তাবিত গ্রন্থ——অর্থাৎ যাহাতে আপনি——গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কি রূপে প্রতিপালন করিতে হয়——এই গুলি অতি সরল ভাষায় লিখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, প্রকাশিত হইলে দেশের বিশেষ উপকার হয়। বামাগণ ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া অনায়াসে আপনারাই ধাত্রী-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন।

আমাদের দেশের ধাইদিগের মূর্খতায় কি কি অনর্থ ঘটিয়াছে, ও প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, তিনি তাহার অনেক অবগত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় আমার এরূপ প্রস্তাবে ঈদৃশ হর্ষ-প্রকাশ করেন। অবলাগণ অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এবং একবার পাঠ করিয়াই আদ্যোপান্ত স্মরণ করিয়া রাখিতে পারেন, এই মনে করিয়া পুস্তকখানি কথোপকথনচ্ছলে লিখিয়াছি। পাঠ করিয়া দেখিলেই এ সমস্ত বিদিত হইবেন। পুরুষেরা ধাত্রী-কার্য্য শিখিয়া অস্মদ্দেশের অবলাগণের কোন উপকারই হয় নাই বলিতে হইবে। প্রসূতি, বিজাতীয় প্রসব যাতনা সহ্য করিয়া অবশেষে ধাত্রী-হস্তে জীবন দিয়া গিয়াছেন, তথাপি ডাক্তার আসিয়া প্রসব করাইবে, এ কথাও বাটীর মধ্যে উল্লেখ করিতে দেন নাই। সুতরাং এ অবস্থায় অবলাগণ নিজে নিজে ধাত্রী কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারিলে, এ অশুভ দূর হওয়ার উপায়ান্তর দেখি না।

---

* ধাত্রীশিক্ষা প্রণয়ন করিবার মূল কারণ প্রথম সংস্করণত্রয়ে পাঠক বর্গের গোচর করা হয় নাই। সম্প্রতি মেডিকেল কলেজের কর্ত্তা এবং আমার ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার ডি, বি, স্মিত সাহেবের উপদেশ ক্রমে এবারে উহা লিখিয়া দিলাম।

অতএব অবলাগণকে ধাত্রীকার্য্য শিখানই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আর যে প্রণালীতে পুস্তকখানি লিখিত হইল, আমার বিশ্বাস, তাহার অন্যতর প্রণালী অবলম্বন করিলে উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের কম সম্ভাবনা থাকিত। এক্ষণে ইহা সাধারণের উপকারে আসিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

অপর ইহার দ্বিতীয় ভাগ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, গ্রাহকগণের আগ্রহ বুঝিয়া ত্বরায় মুদ্রিত করিব।

নবদ্বীপান্তর্গত গরিবপুর }
সন ১২৭৪। আষাঢ়। } শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা।

ধাত্রী-শিক্ষার প্রথম ভাগ সর্ব্বত্র আদরপূর্ব্বক পরিগৃহীত হওয়ায় প্রোৎসাহিত হইয়া ইহার দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত করিলাম। ইহাতে অনৈসর্গিক প্রসব ব্যাপার এবং তাহা প্রতিবিধান করিবার উপায়, কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। ব্যক্তি-নির্দ্দেশের কোন পরিবর্ত্তন করা যায় নাই।

এক্ষণে প্রথম ভাগের মত ইহা আদৃত হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

নবদ্বীপান্তর্গত গরিবপুর }
সন ১২৭৫। মাঘ। } শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা।

নবম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে কয়েক স্থলে পরিবর্ত্তন ও নূতন সংযোজন সাধিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের আমূল সংস্করণের অভিপ্রায় ছিল। সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যতদূর পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সংস্করণে তদনুযায়ী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা গেল। মূল্য পাঁচ সিকা নির্দ্ধারিত হইল।

গরিবপুর }
সন ১৩০৪। ভাদ্র। } শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপন।

এ বারে প্রথম ও অষ্টম সর্গে এবং অন্যান্য সর্গের স্থানে স্থানে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত হই-য়াছে। প্রসব-ক্ষেত্রে প্রসূতির যন্ত্রণা নিবারণ, এবং ধাত্রী-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করাই ধাত্রী-শিক্ষায় লিখিত উপদেশ সকলের এক মাত্র উদ্দেশ্য। ১২৭৪ সালের আষাঢ় মাসে ধাত্রী-শিক্ষার সৃষ্টি হয়। এতাবৎকাল মধ্যে সে উদ্দেশ্য কতদূর সংসিদ্ধ হইয়াছে বলিতে চাহি না। বঙ্গবাসিদিগের নিকট ধাত্রী-শিক্ষার অবিসম্বাদিত সমা-দরই তাহার প্রমাণ-স্থল। অষ্টম সর্গে যে অভিনব বিষ-য়টী সন্নিবেশিত হইয়াছে, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, শুদ্ধ তাহারই বলে ধাত্রী-শিক্ষা সূতিকাগারে শত শত, সহস্র সহস্র প্রসূতি ও শিশুর জীবন-রক্ষার উপায় হইয়া থাকিবে। পাঠক ও পাঠিকাদিগের মন বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবে বলিয়া উক্ত অভিনব বিষয়টী বিভিন্ন (বড় বড়) অক্ষরে লিখিত হইয়াছে (৮৫—৯৫ পৃষ্ঠা দেখ)। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য বিষয়টী কি ? বিষয়টি আর কিছুই নয় ; একটী ঔষধের কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের পরিচয় ; ঔষধটী চিকিৎসক মাত্রে-রই সুপরিচিত ; কিন্তু উহার উক্ত ধর্ম্ম তাদৃশ সুপরিচিত নহে। ফলতঃ ভারতবর্ষে আর কোনও চিকিৎসক উহার উক্ত ধর্ম্ম পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কি না, জানি না। আমি বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এতদৌষধ প্রসব-ক্ষেত্রে প্রসূতিদিগের জীবন—ইষ্টকবচ। আমার দৃঢ়

বিশ্বাস, ইহার উল্লিখিত ধর্ম্ম সর্ব্বত্র সুপরিচিত এবং ইহা যথাসময়ে ও যথানিয়মে ব্যবহৃত হইলে ভবিষ্যতে ধাত্রী-কার্য্য নির্ব্বাহার্থে যন্ত্র বা অস্ত্রশস্ত্রাদির প্রয়োজন হইবে না *। প্রসব-ব্যাপার ভয়ানক ব্যাপার বলিয়া আর কেহ মনে করিবে না। এতৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, ৮৫—৯৫ পৃষ্ঠায় তৎসমুদায় সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। গুণ জানিতে পারিয়া ধাত্রীরা যখন এতদৌষধ অঞ্চলে বন্ধন পূর্ব্বক সূতিকাগারে প্রবেশ করিতে কৃতসংকল্প হইবে, তখনি প্রসূতিদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইবে। প্রসব যন্ত্রণায় প্রসূতিদিগের আর্ত্তনাদ, এবং প্রসব-ব্যাপারে হৃদয়-বিদারক অনিষ্টপাত শ্রবণে বঙ্গবাসিদিগকে আর সন্তপ্ত হইতে হইবে না। এক্ষণে সানুনয় প্রার্থনা, গৃহীমাত্রেই এতন্মহৌষধ সংগ্রহ করুন, এবং ইহা কখন্ কি রূপে প্রয়োগ করিতে হয়, (৮৫—৯৫ পৃষ্ঠা দেখ) বিশেষ রূপে জানিয়া রাখুন।

কলিকাতা।
 ১২৮৭। শ্রাবণ } শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা।

* তবে কোন কোন নৈসর্গিক প্রসব-ব্যাপারে (যেমন আগে হাত বেরুলে, আগে ফুল বেরুলে, ছেলের মাথা স্বাভাবিক মাথার চেয়ে তিন চারি গুণ বড় হইলে, ৫৭ পৃষ্ঠা দেখ) চিকিৎসকের সাহায্যে এবং যন্ত্র বা অস্ত্রশস্ত্রাদি আবশ্যক। ঈশ্বর-কৃপায় এরূপ অনৈসর্গিক ব্যাপার এত কম ঘটে যে, তাহা গণনায় ধর্ত্তব্য নহে।

"—এতদ্দেশে ডাক্তার যতুনাথ মুখোপাধ্যায় এই লোকহিতকর ব্রত সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "ধাত্রী-শিক্ষা ও প্রসূতিশিক্ষা গ্রন্থে গর্ভিণীর শুশ্রূষা হইতে এ চিকিৎসার সমুদয় তত্ত্ব, অতি পরিষ্কাররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যতুবাবু যে প্রণালীতে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষিতা হউক, আর অশিক্ষিতা হউক, স্ত্রীলোকমাত্রেই বিনা গুরূপদেশে এই প্রয়োজনীয় তত্ত্বসকল শিখিতে পারেন। যে ভাষায় স্ত্রীলোকেরা সচরাচর পরস্পরের সহিত কথোপকথন করে, সেই ভাষাতেই তুই জন স্ত্রীলোকের কথোপকথনচ্ছলে ইহা রচিত হইয়াছে। ইহাতে এমন কথাই নাই যে সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকে তাহা বুঝিতে পারে না। তুরূহ চিকিৎসা তত্ত্ব এই রূপ পরিষ্কার করিয়া যিনি বুঝাইতে পারেন, তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় অসামান্য দক্ষতা-সম্পন্ন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক ডাক্তার যতুনাথ মুখোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত সুচিকিৎসক। তিনি এ সকল বিষয়ে যে বিধান দিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিবাদে গ্রাহ্য।

গর্ভে বা ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর, শিশুকে যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য, তদ্ব্যতিক্রমে অনেক শিশুর শরীর তুর্ব্বল এবং অস্বাস্থ্য-প্রবল হইয়া থাকে। ধাত্রী-শিক্ষার নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে এই একটী মহৎ অনিষ্টের প্রতিবিধান হইতে পারে। এমন কি, একজন ভদ্র লোকের সন্তান হইয়া অল্পকাল মধ্যে বিনষ্ট হইত। পরিশেষে তিনি যতুবাবুর ধাত্রী-শিক্ষা পুস্তক ক্রয় করিয়া, তাঁহার নিয়মগুলি প্রসূতি ও সন্তানগণের দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন। সেই অবধি তাঁহার সন্তানগণ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইতে লাগিল। ইহা তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন। যে গ্রন্থের এরূপ অপরিমেয় শুভ ফল, তাহা যে কেন বাঙ্গালির গৃহে গৃহে থাকে না, ইহাতে আমরা বিস্মিত হই। যদি শুভদিন দেখিবার জন্য পঞ্জিকা গৃহে গৃহে রাখিবার প্রয়োজন আছে, তবে জীবনের শুভবিষয়ক এই গ্রন্থ গৃহে গৃহে রাখিবার আবশ্যকতা আছে।"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
বঙ্গদর্শন-সম্পাদক।

প্রথম ভাগ।

সূচীপত্র।

প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ।

দ্বিতীয় ভাগ।

সূচীপত্র।

প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ।

দ্বাদশ সর্গ।

ধাত্রী-শিক্ষা।

গর্ভিণীর শুশ্রূষা।

(লক্ষ্মী ও বিনোদিনী।)

বিনোদিনী। ওগো আর শুনেছ, আমাদের মোহিনী যে সসত্ত্বা।

লক্ষ্মী। আহা! হোক্ হোক্, ঠাকুর করেন একটী বেটা ছেলে হয়।

বি। ওগো সে পরের কথা। এখন আমাকে বলে দেও দেখি, তাকে কি নিয়মে রাখি?

ল। নিয়ম টিয়ম আর এমন কি? কেবল একটু সাবধানে রাখ্‌লেই হ'ল।

বি। সাবধানে কি রকম, তাই আমাকে বলে দেও।

ল। হ্যাঁ, তা বলছি। মোহিনী যে শান্ত ও সুবোধ মেয়ে, তাতে তাকে সাবধানে রাখা শক্ত নয়। তবে তুমি এক দুই করে গোণ, আমি নিয়ম গুল বলে যাই।

(১) রোজ তার যাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, তা ক'রো। পোআতি-দের কোষ্ঠবদ্ধ ভাল নয়। যে পোআতির বরাবরই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, প্রসবের সময় সে কষ্ট পায়। ছেলের মাথা শীঘ্র বেরুতে পারে না।

বি। কেন, পোআতির কোষ্ঠবদ্ধ থাকলে ছেলের মাথা বেরুবার ব্যাঘাত হবে কেন?

ল। মল জমে থাকলে, ছেলের মাথা যে পথ দিয়া বেরবে, সে পথ আঁটো হবে না?

বি। হ্যাঁ, তা হবে বৈ কি?

ল। তা যদি হ'ল, তবে আঁটো পথ দিয়া মাথা সহজে বেরুবে কেমন ক'রে?

বি। তাই ত! এমন সোজা কথা এতক্ষণ বুঝ্‌তে পাচ্ছিলাম না। এখন বেশ বুঝ্‌লাম। তবে ত পোআতিদের কোষ্ঠবদ্ধ সোজা নয় দেখ্‌ছি।

ল। সোজা নয়ই ত। এ ছাড়া কোষ্ঠবদ্ধ হ'লে পোআতি শরীরে জুত পায় না, ভাল খিদে হয় না, নানান্ অসুখ হয়। প্রসবের পর পেটের-ব্যামোও হ'তে পারে।

বি। কোষ্ঠবদ্ধ হ'লে তবে কি কর্‌বে?

ল। কোষ্ঠবদ্ধ হ'লে আধ ছটাক খানেক ক্যাষ্টর অইল্ খাইয়ে দিও। ক্যাষ্টর্ অইল্ ভিন্ন অন্য কোন জোলাপ দিও না। যাতে বেশী বাহ্যে হয়, এমন জোলাপ দেওয়া বড় দোষ।

বি। আচ্ছা, বেশী বাহ্যে হ'লে কি হয়?

ল। বাহ্যে বেশী হ'লে গর্ভপাত হ'তে পারে।

বি। ওঃ তবে ত জোলাপ টোলাপ বেশ বিবেচনা ক'রে দেওয়া উচিত। ভাল, আমাদের যে বলে, গর্ভ হ'লে অসুদ দিতে নাই, সে কথাটা কেমন?

ল। সে আমাদের ভুল। তোমরা ভাব যে অসুদ দিলেই বুঝি গর্ভ নষ্ট হয়। কিন্তু তা নয়। যাতে গর্ভ নষ্ট হয়, তাই কেবল দেবে না। তা ভিন্ন অসুদ দিতে দোষ কি? আহা! বৈদ্যরা সাহস পূরে অসুদ দিতে পারে না ব'লে, কত পোআতিই মারা পড়ে! পোআতির ব্যামো স্যামো হ'লে, অসুদ দিয়ে তাকে আগে আরাম করা উচিত। নৈলে একের দায়ে দুইটিই যায়। বুঝ্‌তেই পাচ্যো।

বি। তাই ত! আমাদের এটা বড় ভুল। ভাল, এখন ইস্তক আর ও কথা শোনা হবে না। আচ্ছা, ক্যাষ্টর অইল্ খাওয়াতে বলো, পোআতি তা কেমন করে খাবে?

ল। কেন?

বি। ও যে গেলা যায় না। গন্ধতেই ন্যাকার আসে। আর যে আটা-আটা?

ল। ছটাক খানেক, কি ছটাক দেড়েক গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে আর ও রকম গন্ধ টন্ধ টের পাওয়া যায় না। বেশ খাওয়া যায়।

বি। গরম দুধের ভাবেতে বুঝি ও গন্ধটা লুকোয় ? আর ওর সঙ্গে মিশুলে বুঝি অত আটাও থাকে না ?

ল। হাঁ, ঠিক্ বলেছ।

বি। তবে আর কি ? এ ত বড় মন্দ ফিকির শেখা থাকলো না। ভাল, এক আধ দিন কোষ্ঠবদ্ধ হ'লে যেন ক্যাষ্টর্ অইল্, জোলাপ দিয়ে কোষ্ঠবদ্ধ দূর কর্‌লে। কিন্তু যে পোআতির কোষ্ঠবদ্ধ নিত্য, তার উপায় কি কর্‌বে ? রোজ ত আর তাকে দেওয়া যায় না।

ল। তা সত্যি। এ কথাটী বলেছ ভাল। এ রকম পোআতির জন্যে আলাদা ব্যবস্থা চাই।

বি। সে ব্যবস্থাটী কি তাই বল।

ল। অসুদ বিসুদ না খাইয়ে, আর কোন উপায়ে পোআতির কোষ্ঠবদ্ধ দূর কর্‌তে পাল্যে ভাল হয়।

বি। তা আবার একবার করে বল্‌ছো ? অসুদের নামেতেই যে পোআতিরে ডরায়।

ল। যে পোআতির কোষ্ঠবদ্ধ নিত্য, জলখাবারের সঙ্গে তাকে নিয়ম করে রোজ ভাল পাকা পেঁপে খেতে দিলে, তার কোষ্ঠবদ্ধ সারিয়া যায়।

বি। বল কি ? পেঁপে খেলে কোষ্ঠবদ্ধ সারে ? পেঁপের এমন গুণ! তা ত জান্তেম না। তবে এর চেয়ে সুবিধা আর কি হ'তে পারে ? যে ফলের এমন গুণ, সে ফল আবার বার মাস পাওয়া যায়। আর, এক বছরেই ফলে। এমন গুণ আর কোন ফলের আছে কি না, বল্‌তে পারি না।

ল। ঠিক্ বলেছ, এমন ফল আর নাই। কিন্তু পেঁপের আজিও তেমন আদর হয় নাই।

বি। এখন থেকে হবে। গুণ জান্তে না পাল্যে কি কোনও জিনিষের কেউ আদর করে ?

ল। পাকা পেঁপে খেলে শুদ্ধ কোষ্ঠবদ্ধ সারে, তা নয়। শরীরের বেশ পুষ্টি হয়। রক্তও পরিষ্কার হয়।

বি। আর বলতে হবে না। পেঁপের যে সব গুণ বল্লে, তাতে সকল গৃহস্থই এখন থেকে আপন আপন বাড়ীতে পেঁপের গাছ তয়ের

করবে। কোষ্ঠবদ্ধ না থাকলেও, শরীরের পুষ্টি আর রক্ত পরিষ্কার হবে ব'লে, অনেক পোআতি সাধ করে পেঁপে খাবে। তার পর, আর কি কি নিয়ম বলবে বল।

ল। (২) পোআতির রোজ কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া যেমন আবশ্যক, রোজ সহজ প্রস্রাব হওয়াও তেমনি আবশ্যক। যে পোআতির বরাবরি প্রস্রাব বাহ্যে সহজ হয়, প্রসবের সময় সে পোআতির কোন বিপদই ঘটে না।

বি। তবে সকল পোআতিরই প্রস্রাব বাহ্যের খবরটা লওয়া উচিত?

ল। তা উচিতই ত। নৈলে এত করে বলছি কেন?

বি। আচ্ছা, প্রস্রাব কম হ'লে পোআতির কি অনিষ্ট হ'তে পারে?

ল। ও বাপরে! প্রস্রাব কম হওয়া বড় দোষ। কোষ্ঠবদ্ধের চেয়েও প্রস্রাব কম হওয়া দোষের। যা খেলে শরীরের পুষ্টি হয়, গায়ে বল হয় (বিশেষ মাছ, মাংস), তা থেকে এক রকম বিষ সৃষ্টি হয়। এই বিষ প্রস্রাব আর ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। বেশার ভাগ প্রস্রাব দিয়াই বেরোয়। প্রস্রাব কম হ'লে, এই বিষ সব বেরিয়ে যেতে পারে না। শরীরের মধ্যে থেকে যায়। শেষে পুরো মাসে প্রসব-বেদনা হবার আগে, কি ব্যথা আরম্ভ হতেই, কোন খানে কিছু নাই, পোআতির হঠাৎ একটা ব্যামো উপস্থিত হয়। মৃগিনারা রোগীর যেমন খেঁচুনি হয়, পোআতিরও তেমনি খেঁচুনি হয়।

বি। আ সর্ব্বনাশ! প্রস্রাব কম হ'লে, পোআতিদের শেষে এমন বিপদ ঘটে! আচ্ছা, আমাদের পাড়ার ভট্টচায্যিদের মেয়ের না এই রকম হইছিল? তারও ত ব্যথা আরম্ভ হতেই মৃগিনারা রোগীর খেঁচুনির মত খেঁচুনি হইছিল। তারও কি তবে প্রস্রাব কম হ'তো বলে ওরকম খেঁচুনি হইছিল?

ল। তার আর কোন ভুল নাই।

বি। তবে আমাদের গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ সকলেই কেন বলে যে, তাকে ভূতে পেইছিল? ভূতে পেয়েছে বলিই ত রোজা নিয়ে এসে তার ঝাড়ান কাড়ান কল্লে।

ল। পোআতিকে ত ভূতে পায় নি; যারা রোজা ডেকে এনেছিল,

তাদেরই ভূতে পেইছিল। ভূতে ত আমাদের কথায় কথায় পায়; ঝড় বৃষ্টির মত হঠাৎ কোন একটা শক্ত রোগ হলে, আমরা অমনি বলে বসি "একে ভূতে পেয়েছে। রোজা ভিন্ন এর আর উপায় নাই।" ভূতে পেয়েছে ব'লে আমাদের পাড়াগাঁয়ে ও রকম শক্ত রোগের ত প্রায় কোন চিকিৎসাই হয় না।

বি। এ কথাটা মানি। কেন না, ভূতে পেয়েছে বলে আমাদের এখানে ও রকম যত শক্ত রোগীর চিকিৎসা হয়েছে, তাদের মধ্যে একটীও বাঁচে নাই।

ল। তা বাঁচ্‌বে কেন? যেমন রোগ, তার মত অষুদ না হলে কি রোগ সারে? এ সব কথা এখন থাক্। এর পর বেশ করে বল্‌বো।

বি। সেই ভাল। আচ্ছা, পোআতিদের প্রস্রাব কম হওয়া যখন এত দোষের, তখন তার ত একটা উপায় জেনে রাখা আবশ্যক।

ল। তা আবশ্যকই ত। যখন রোগটি জান্তে পাল্যে, তখন তার উপায়টিও জানা চাই। নৈলে শুদ্ধ রোগটি জেনে রাখায় ফল কি?

বি। তা সত্যই ত। আচ্ছা পোআতিদের যে প্রস্রাব কম হয়, তার কি কোন কারণ আছে?

ল। কারণ আছে বৈ কি? গর্ভ হলে যত মাস যায়, পেট যত বড় হয়, ছেলে যত বাড়ে, পেটের মধ্যে যে সব যন্ত্র আছে, সেই সব যন্ত্রের উপর তত ভার পড়ে। যে যন্ত্রের মধ্যে প্রস্রাব সৃষ্টি হয়, সে যন্ত্রেরও উপর সেই রকম ভার পড়ে। এতেই পোআতিদের প্রস্রাব কম হয়।

বি। বটে! এখন বুঝলাম। পোআতিদের কোষ্ঠবদ্ধও কি তবে তেমনি করে হয়?

ল। হ্যাঁ। কোষ্ঠবদ্ধও ঠিক সেই কারণে হয়। নাড়ীভুঁড়ির উপর ছেলের ভার পড়ে বলেই কোষ্ঠবদ্ধ হয়।

বি। কোষ্ঠবদ্ধ দূর করার যেমন সহজ উপায় ব'লে দিলে, প্রস্রাব সহজ কর্‌বেরও সেই রকম একটা সহজ উপায় বলে দেও।

ল। বরফ দেওয়া খুব ঠাণ্ডা জল রোজ তিন চারি গ্লাস করে খেলে, প্রস্রাব সহজ হয়।

বি। হ্যাঁ, এ উপায়টি খুব সহজ বটে। কিন্তু আমরা পাড়াগাঁয়ে বরফ কোথা পাব? পাড়াগাঁয়ের লোক বরফ কখনও চক্ষেও দেখে নাই।

আচ্ছা, পৌষ মাঘ মাসে ত সকল জলই বরফ-দেওয়া জলের মত খুব ঠাণ্ডা। তখনও কি বরফ দিয়ে জল খেতে হবে?

ল। না, তখন সেই শুদ্ধ ঠাণ্ডা জল খেলেই কাজ হবে। যেখানে বরফ কিন্তে পাওয়া যায়, সেখানে গ্রীষ্মকালে বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা জল রোজ তিন চারি গ্লাস করে খাবে। যেখানে বরফ কিন্তে পাওয়া যায় না সেখানে আর কোন উপায় করা চাই। যাদের বরফ কিনে খাবার সঙ্গতি নাই, তাঁদেরও সেই উপায় করা উচিত।

বি। সে উপায়টা কি?

ল। কাঁচা দুধ আর জল সমান ভাগে মিশিয়ে রোজ সকাল সন্ধ্যে এক বাটী করে খেলে, প্রস্রাব বেশ খোলশা হয়, আর সহজ হয়।

বি। বল কি? তবে এটীও ত খুব সহজ উপায় দেখ্‌ছি তার পর বল।

ল। (৩) পোয়াতির সহজ বাহ্যে প্রস্রাব হওয়া যেমন দরকার সহজ ঘাম হওয়াও তেমনি দরকার।

বি। ঘাম ত আপনিই হয়। ওর জন্যে আবার কিছু কত্তে হবে নাকি?

ল। সবই ত আপনি হয়। খিদে ত আপনি হয়। তবে খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম হলে খিদে থাকে না কেন?

বি। সে কথা ত মিছে নয়? তবে, কি অনিয়মে ঘাম হওয়ার ব্যাঘাত ঘটে, বলে দেও।

ল। গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখ্‌লে, ভাল ঘাম হয় না। গায়ে খুব ঠাণ্ডা বাতাস লাগ্‌লে ঘাম হওয়া বন্ধ হয়। শীতের সময় গায়ে কাপড় চোপড় দিয়ে শীত নিবারণ না কল্যে ঘাম হতে পারে না।

বি। তবেই হয়েছে। আমাদের বৌ ঝিরে ত এর কোন নিয়মই পালন করে না। তাদের কাছে শীত গ্রীষ্ম দুই-ই সমান শরীর যাতে স্বচ্ছন্দ থাকে, তারা তার দিক্‌ দিয়েও যায় না।

ল। ব্যামো পীড়ায় তারা ভোগেও তেমনি। গায়ে বল থাক্‌লে, সহজ শরীরে অনিয়ম ক'রে তারা কোন রকমে পার পায়। কিন্তু পোয়াতিরে সে রকম অনিয়ম ক'রে পার পায় না। এই জন্যেই ত আমাদের [illegible] এমন দুর্দশা। আচ্ছা বল দেখি, আমাদের কটা পোয়াতি পুরু মাস পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে থাকে, আর নির্ব্বিঘ্নে খালাস হয়?

বি। তা ত সত্যি! সুস্থ পোয়াতি কৈ আর ত দেখি নে। একটা না একটা অসুখ তাদের আছেই।

ল। তবে আর কি চাও? এতে আর তাদের পেটের ছেলে সুস্থ থাক্‌বে কেমন ক'রে? আর সে সব পোয়াতির ছেলে পিলে দীর্ঘজীবীই বা হবে কেমন ক'রে?

বি। কি সর্ব্বনাশ! তবে পোয়াতিরই দোষে আমাদের ছেলে পিলের এমন দুর্দ্দশা!

ল। তা না ত কি? নৈলে আর এত ক'রে বল্‌ছি কেন?

বি। তবে তুমি আমাকে বেশ ক'রে শিখিয়ে দাও। দেখ দেখি মোহিনীকে ঠিক্ সেই নিয়মে রাখ্‌তে পারি কি না।

ল। তা পারবে না কেন? শক্ত ত ওর মধ্যে কিছুই নেই। শক্ত মনে ক'রে যা না করা যায়, তাই শক্ত। আমরা কত শত সোজা কাজও শক্ত ব'লে তার কাছ দিয়েও যাই না। গা পরিষ্কার রাখা, শীতকালে কাপড় চোপড় গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করা, বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে না ভেজা, আর যে সময়েই হোক, খুব ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে না লাগান—এ সব করা কি শক্ত?

বি। না, তা আর শক্ত কেমন ক'রে? গা পরিষ্কার রাখ্‌লে, আর গায়ে কাপড় দিলে যদি শরীর সুস্থ থাকে, তবে এর চেয়ে সহজ উপায় আর কি হবে?

ল। গা পরিষ্কার রাখ্‌লে, গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস বা হিম না লাগালে, চৌদ্দ আনা রোগের হাত এড়াতে পারা যায়। কফ, কাশি, বাত, জ্বর, পেটের-ব্যামো, গলায় ব্যথা, পেটে ব্যথা—এ সব রোগ খুব কম হয়, হয় না বল্যেই হয়।

বি। পোয়াতির ত এই সব রোগই সচরাচর হয়ে থাকে। আচ্ছা তবে কেন বল না, এ সব রোগ আমরা সাধ করে ডেকে আনি?

ল। তা না ত কি? রোগও আমরা সাধ ক'রে ডাকি। মরিও আমরা সাধ ক'রে।

বি। ভাল কথাই বলেছ। তার পর আর কি নিয়ম বল্‌বে বল।

ল। (৪) খাওয়া দাওয়ার পক্ষে খুব সাবধান হ'তে বল্‌বে।

বি। কি রকম সাবধান হবে, আমাকে বেশ করে বলে দেও।

ল। বেশ ক'রে আর বলাবলি কি? যে আহার সহজে পরিপাক হয়, সেই আহারই ভাল—এইটী মনে থাক্‌লেই হ'ল। মোহিনীকে যে আহার দেবে, তার তিনটী গুণ থাকা চাই।

বি। তিনটী গুণ কি কি?

ল। সামান্য, বলকারক, আর সহজে পরিপাক হওয়া—এই গুণ।

বি। আমাদের দুধ, মাছের ঝোল, ভাতেরও ত তবে এই তিন গুণ আছে।

ল। আছেই ত! সরু চা'লের ভাত, মুগের ডা'ল, মাছের ঝোল, আর দুধ—সামান্য আহারও বটে, বলকারকও বটে, আর পরিপাকও সহজে হয়।

বি। তবে আর কি? মোহিনীকে নিয়ম ক'রে ঐ আহারই দেওয়া যাবে। আচ্ছা, মুগের ডা'ল ছাড়া কি অন্য ডা'ল দেওয়া যায় না?

ল। যাবে না কেন? কলায়ের ডা'ল দিতে পার। কলায়ের ডা'লও বেশ পুষ্টিকর।

বি। মোহিনীকে কি কোন অম্ল দ্রব্য খেতে দেওয়া যেতে পারে?

ল। হ্যাঁ, ভাতের সঙ্গে এক আধ খানি কাগজি কি পাতি নেবু দিতে পার। ভাতের সঙ্গে সকল পোআতিরই এক আধ খানি লেবু খাওয়া ভাল।

বি। মোহিনীর খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আর কিছু বল্‌তে চাও?

ল। হ্যাঁ, আরও কিছু বল্‌তে বাকী আছে।

বি। তবে সে গুলও বল।

ল। (৫) মোহিনী যখন খাবে, তখন যেন বেশ ক'রে চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। বেশ করে চিবিয়ে চিবিয়ে আস্তে আস্তে খেলে বেশ পরিপাক হয়। ভাল ক'রে না চিবিয়ে তাড়াতাড়ি খেলে সহজে পরিপাক হয় না। পরিপাক না হলে অনেক রকম অসুখ হ'তে পারে। আমাদের অপাক হলে, পেটের অসুখ কল্যে, পেট কামড়ালে, কেবল তারই জন্যে কষ্ট পাই। কিন্তু পোআতিরে তা ছাড়া আবার আর এক রকম কষ্ট পায়।

বি। সে আবার কি রকম কষ্ট, বল না গা।

ল। পোআতিদের অপাক হ'লে, পেটের অসুখ কল্যে, পেট-কামড়ালে, প্রসব বেদনার মত ব্যথা এসে উপস্থিত হয়। কাজেই পোআতিও ভেবে আকাট হয়, বাড়ীর লোকও ভয় পায়।

বি। বল কি? পোয়াতির পেটের অসুখ হ'লে এত দুর হতে পারে?

ল। হতে পারে কি? হয়েই ত থাকে।

বি। আচ্ছা, পোয়াতির পেটের অসুখ কল্লে, সত্যি সত্যিই কি গর্ভস্রাব হয়?

ল। হয় না ত কি আর আমি ঠাট্টা কচ্ছি? অসুখে বিসুখ দিয়ে পেটের অসুখ না ভাল কল্লো, নকল ব্যথা শেষে আসল ব্যথা হয়ে দাঁড়ায়। তখন গর্ভ-স্রাব আর কে নিবারণ করে?

বি। কি সর্ব্বনাশ! তবে ত পোয়াতির পেটের অসুখকে সোজা জ্ঞান করা উচিত নয়?

ল। তা নয়ই ত। নৈলে আর মোহিনীকে চিবিয়ে চিবিয়ে ভাত খেতে বল্‌ছি কেন?

বি। তার পর বল?

ল। (৬) খেতে ব'সে বারে বারে জল খাওয়া ভাল নয়। খেতে ব'সে বা খেয়ে উঠেই বেশী জল খেলে ভাল পরিপাক হয় না। পেট ভার হয়, আর অগ্নিমান্দ্য হয়।

বি। তবে কখন জল খাবে?

ল। খেয়ে উঠে, পর খানিক বাদে জল খেলেই ভাল হয়। যারা নিতান্ত না থাক্‌তে পার্‌বে, তারাই যেন এ নিয়ম ভঙ্গ করে। কিন্তু খেতে ব'সে বা খেয়ে উঠে ঢক্ ঢক্ ক'রে বেশী জল খাওয়া কখনই উচিত নয়—এটী যেন সকলেরই বেশ মনে থাকে।

(৭) খেয়ে উঠেই কোন কাজ কর্ম্ম না ক'রে, খানিক ক্ষণ বিশ্রাম করা ভাল। আহারের পর বিশ্রাম কল্লে পরিপাকের কোন ব্যাঘাত হয় না। তাই ব'লে দিনমানে খেয়ে দেয়ে যেন ঘুময় না। দিনে খেয়ে ঘুমুলে গা মাটি-মাটি করে, কোন কাজ কত্তে ইচ্ছা হয় না, আর সদাই শুতে ইচ্ছা হয়। দিনে ঘুমানর আর একটী বিশেষ দোষ এই যে, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া যে কত কষ্ট, তা কারুই জানতে বাকী নাই। রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া কেবল কষ্ট নয়; রাত্রে ভাল ঘুম না হ'লে বেশ পরিপাকও হয় না। পরিপাক না হ'লে পোয়াতিদের কি অনিষ্ট হতে পারে, এর আগেই তা বলিছি। কেমন মনে আছে ত?

বি। ও মা, তা আবার মনে নাই? তুমি যা যা বল্‌ছো, মনেতে সে সব একবারে এঁকে রাখ্‌ছি।

ল। তা এম্‌নিই ত চাই।

বি। আচ্ছা, পোয়াতিদের কি বেশী ক'রে খেতে দেওয়া ভাল?

ল। কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছো কেন? পোয়াতিকে বেশী ক'রে খেতে দিলে পেটের ছেলে বেশ শক্তি সমর্থ হয় ভাব্‌চো না কি? এ জেতো পোয়াতিকে যে ভাল ভাল গুরুপাক সামগ্রী অনেক করে খাওয়ায় সে ইষ্ট না ক'রে পেটের ছেলের অনিষ্ট করে।

বি। বল কি, তবে ত আমাদের একটা মস্ত ভুল শুধ্‌রে দিলে দেখ্‌ছি?

ল। গুরুপাক কোন সামগ্রী খেতে দেওয়া ভাল নয়। অধিক রাত্রে খেতে দেওয়াও ভাল নয়। পেটের অসুখ করে, এমন কোন সামগ্রী খেতে দিও না। পেটের ব্যামো হওয়া বড় দোষ। পেটের ব্যামোর বাড়াবাড়ি হলে গর্ভ-পাত হ'তে পারে।

বি। পেটের অসুখ কল্যে যখন প্রসব বেদনার মত ব্যথা এসে উপস্থিত হয় বলেছ, তখন পেটের ব্যামোর বাড়াবাড়ি হ'লে, গর্ভ-পাত হবে, আশ্চর্য্য কি? এ কথাটী আমি খুব মনে ক'রে রেখেছি। যা খেলে, পেটের অসুখ করে, মোহিনীকে তার দিক্ দিয়েও যেতে দিব না।

ল। তার পর বলি শোন।

(ঙ) কারো কারো সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বড় খিদে লাগে। মোহিনীর যদি সে রকম হয়, তবে পেটের অসুখ না করে এমন কিছু খাবার তাকে দিও। কেন না, খিদে নিবৃত্তি না করা বড় দোষ।

বি। আ দশা! আমাদের পোয়াতিরে আবার খিদে নিবৃত্তি কর্‌বে? ব্রত নিয়ম ক'রে মাসের মধ্যে এমন পাঁচটা উপস করে।

ল। বল কি? উপস কল্যে পেটের ছেলে কষ্ট পায় এটা পোয়াতিদের জ্ঞান নাই? পোয়াতির শরীর সুস্থ থাক্‌লে না ছেলে ভাল থাক্‌বে?

বি। তার আর ভুল কি?

ল। পোয়াতিদের যেন এটা বেশ মনে থাকে যে, আপন আপন শরীরের যত্ন কল্যে পেটের ছেলেরও যত্ন করা হয়। পোয়াতি যদি খাবার হওয়া পর্য্যন্ত বেশ স্বচ্ছন্দ শরীরে কাটাতে পারে, তবে তার পেটের ছেলে যে কি রকম হৃষ্ট পুষ্ট আর সুস্থ হয়, তা বল্‌তে পারিনে।

(৯) সকাল বেলা বিছানা থেকে উঠে যদি বড় গা ক্যাকার-ত্যাকার করে, তবে বিছানা থেকে উঠ্‌বার একটু আগে যেন কিছু দুধ খেয়ে ওঠে। শুন্‌ছ ত আমি যে যে নিয়ম বল্‌ছি ?

বি। হ্যাঁ, শুন্‌ছি বৈ কি ?

ল। আচ্ছা, বল দেখি কটা নিয়ম বলিছি ?

বি। গোটা আষ্টেক নয়।

ল। তবে তুমি মন দিয়ে শুন্‌ছ বটে।

(১০) পরণের কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তে ব'লো। কাপড় ক'সে পর্‌তে দিও না। গর্ভ হ'লে পোআতির কাপড় খুব সল ক'রে পরা উচিত। ভিজে কাপড় যেন একটুও থাকে না।

(১১) বেশী শ্রম কর্‌তে দিও না। তাই ব'লে যেন নিতান্ত ব'সেও থাকে না।

বি। আচ্ছা, আমি যদি তাকে কাজ কর্ম্ম কর্‌তে না দিই, তা হ'লে কি কিছু দোষ আছে ?

ল। আছে বৈ কি ? নিরবচ্ছিন্ন ব'সে থাক্‌লে শরীর মাটি হয়ে যায়। আর তা হ'লে খালাস হতে ক্লেশ পাবে। গর্ভ হ'লে যে পোআতি বরাবরি নিয়মিত শ্রম করে, সে বেশ স্বচ্ছন্দে থাকে, তার পেটের ছেলেও সুস্থ থাকে, আর খালাস হবার সময় কষ্ট পায় না।

বি। তবে ত পোআতিদের রোজ নিয়ম মত শ্রম কর্‌তে দেওয়া বড় আবশ্যক দেখ্‌ছি ?

ল। তা আবশ্যকই ত। নিয়ম মত শ্রম কল্যে শরীর সবল থাকে। শরীর সবল আর বশ থাক্‌লে পোআতি সহজেই খালাস হতে পারে।

বি। আচ্ছা, আমাদের গৃহস্থালির সব কাজ কর্ম্ম কল্যেই ত নিয়ম মত শ্রম করা হ'ল। কেমন নয় ?

ল। তা না ত কি! সংসারের নিয়ম মত কাজ কর্ত্যেই বৌ ঝিরে অমনি হিম শিম খেয়ে যায়। তাদের আর কোন রকম শ্রম কর্‌বার কিছুই দরকার নেই। তবে যাদের দশটা দাস দাসী খাটে, তাঁদের ইচ্ছা ক'রে শরীর খাটাতে হয়, নৈলে খালাস হবার সময় দাস দাসীরে তাঁদের ঠ্যাকাতে পারে না ? গর্ভ হলে যে পোআতি শরীর খাটিয়ে আপনার বশে রাখে, তারই জিত। সে, ধাই না পৌঁছিতে খালাস হয়ে ব'সে

থাকে। আর যিনি গর্ভ হ'লে এ রকম ভাবে থাকেন যে, তুলে ধরে গ'লে পড়েন, তাঁরই সর্ব্বনাশ। টেনে হেঁচড়ে খালাস না করালে আর তিনি খালাস হতে পারেন না।

বি। বেশ বুঝিছি, আর বল্‌তে হবে না। এই জন্যেই ভদ্র লোকের বৌ-ঝিদের চেয়ে ইতর লোকের বৌ-ঝিরে খালাস হতে এত কম কষ্ট পায়।

ল। ভাল কথাই বলেছ। আমাদের বৌ-ঝিরে খালাস হবার সময় প্রায় ত কোন কষ্টই পায় না। তবে আনাড়ি ধাইয়ের দোষে দুই এক জায়গায় যা কিছু কষ্ট পায়।

বি। তোমাদের বৌ-ঝির কথা বল্যে। আবার আমাদের বৌ-ঝির কথা শোন ত অবাক্ হবে।

ল। শুনতে হবে কেন? রোজ যা দেখ্‌ছি, তা শুনবার দরকার কি? তোমাদের বৌ-ঝিকে খালাস করাতে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়ে। কেবল ব'সে ব'সে খাবে। এতে কি গায়ে বল হয়, না শরীর বশে থাকে? তোমাদের পুরুষেরা বরং এক আধটু কাজ কর্ম্ম করে, এখানে ওখানে যায়। কিন্তু মেয়েরা নড়েও বসে না।

বি। তা, আজ কাল খালাসের সময় বৌ-ঝিদের দুর্গতিও তেমনি হচ্যে।

ল। তা হবে না? এখন হয়েছে কি? ব'সে ব'সে কার্পেট শেলাই করা না! এখনকার মেয়ে গুলো এমন অকেজোও হয়েছে! আগে দেখিছি, তোমাদের ভদ্রলোকের বাড়ীতে এক জন মেয়ে মানুষ থাক্‌লে বাড়ীর কাজের জন্যে পুরুষদের কিছুই ভাবতে হ'তো না, এখন তার ঠিক্ উল্টো দেখ্‌তে পাই। যাদের ভাল রকম খাওয়া পরা চলে না, মেয়েদের জন্যে তাঁদেরও দাস দাসী রাখ্‌তে হয়। আজ কাল দেখি, ভদ্রলোকের ঘরে মেয়েদেরই জন্যে বাড়ীর পুরুষেরা অস্থির! মিন্‌সে মাসে দশ টাকা উপায় করতে পারে না। কিন্তু মাগির নবাবির জন্যে দিন তার কার গণ্ডা পয়সা খরচ না কল্যে চলে না।

বি। তুমি দেখে এত খবরও রাখ!

ল। তা, না রাখ্‌লে চল্‌বে কেন? আমি যে দেখ্‌ছি, তোমাদের ভদ্রলোকের ঘরেই আজ কাল অভাব বেশী।

বি। সে আচার কি কেবল মেয়েদেরই জন্যে হয়েছে আর ?

ল। তা না ত কি ? আমাদের ঘরে মেয়েরা পুরুষদের যেমন সাহায্য করে, তোমাদের ঘরে তেম্নি করুক দেখি, কেমন তোমাদের অভাব থাকে ? বাইরে না বেরিয়ে, বাড়ীর মধ্যে থেকে তোমরা কি পুরুষদের সাহায্য কর্‌তে পার না ? তোমাদের রাঁধবার জন্যে মাইনে করা রাঁধুনি চাই। তোমরা যে সব কাজ সহজেই কর্‌তে পার, সে সব কাজের জন্যে চাকর চাকরাণী চাই। এতে আর পুরুষদের অপরাধ কি ? তোমাদের চাকর চাকরাণীর মাইনে যোগাবে, না তোমাদের ভাত কাপড় দিয়ে পুষবে ?

বি। তা সত্যি। আমাদের বৌ-ঝিরে এ সব বেশ ক'রে তলিয়ে বুঝে কাজ করে ত, ভাল হয়। তার পর আর কি বল্‌বে বল।

ল। বলি। (১২) কারো কারো পেটের চামড়া ঢিল থাকে। তাদের গর্ভ হ'লে পেট ঝুলে পড়ে। ঝুলে পড়্‌লে ক্লেশ বোধ হয়। মোহিনীর যদি সে রকম দেখ, তবে কাপড় দিয়ে পেট তুলে বাঁধ্‌তে ব'লো। তা হ'লে আর কষ্ট পাবে না। আর, কোন কোন প্রথম পোয়াতির পেট যেমন বাড়ে, পেটের চামড়া তেমনি চচ্চড় কত্তে থাকে। তাতে ভারি অসুখ হয়।

বি। হ্যাঁ গা, মোহিনীর ত তেমন হবে না ?

ল। হলুই বা ?

বি। হয় যদি ত কি কর্‌বো ?

ল। কেন ? একটু নারকেলের তেল নিয়ে আস্তে আস্তে পেটের উপর মাখিয়ে দিও। তা হ'লেই ও অসুখ যাবে। আর যদি মাইতে বড় ব্যথা হয়, তবে তেল গরম ক'রে তাতে মালিষ কত্তে বলো।

বি। বেশ কথা, এ সব জানা থাক্‌লো। তার পর বল। আর কতগুলি নিয়ম বল্‌বে ?

ল। শুদ্ধ গোটা দুই। কিন্তু শেষের দুটী যেন খুব মনে থাকে।

বি। কেন, আগেকার নিয়ম গুলি কি তবে বড় কাজের নয় ?

ল। কাজের নয়, তা ভেবো না। নিয়ম যা যা বুলিছি, সবই মনে রাখা চাই। আর তার মত কাজ করাও চাই। তবে শেষের নিয়ম দুটী বিশেষ মনোযোগ ক'রে শুনো।

বি। ও মা, তা শুন্‌বো বৈ কি? তুমি যা বল্‌ছ, তাই শুন্‌বো।

ল। তবে বলি শোন।

(১৩) মোহিনীকে কোন খানে একা যেতে দিও না।

বি। কেন গা, তাতে কি কোন দোষ আছে?

ল। দোষ এমন কিছু নেই, তবে যদি ভয় টয় পায়, তাই বল্‌ছি।

বি। ভয় পাওয়া কি দোষ?

ল। ভয় পাওয়া একটু আধটু দোষ নয়; ভয় পেলে পেটের ছেলের যেমন বিপদ, পোআতিরও তেম্‌নি বিপদ।

বি। বল কি? শুনে যে ভয় হচ্যে। তবে বল না গা, পোআতিরে ভয় পেলে কি অনিষ্ট হ'তে পারে?

ল। কোন পোআতি হঠাৎ বেশী ভয় পেয়ে যদি খুব ডরিয়ে উঠে, তবে চাই কি তার সেই ধাক্কাতেই পেটের ছেলেটী নষ্ট হ'তে পারে। সেই দিনই হোক্, আর দু দিন পরেই হোক্, তার গর্ভ-স্রাব হয়। আবার এই গর্ভ-স্রাবের সঙ্গে সঙ্গেই হোক্, বা দু চারি দিন পরেই হোক্, এমন কি, পোআতিও মারা যেতে পারে।

বি। কি সর্ব্বনাশ! বল কি? শুনে যে আমার নাড়ী একবারে ব'সে গেল। এই জন্যেই বুঝি বাড়ীর গিন্নি বান্নিরে পোআতিকে কোন খানে একা যেতে দেয় না?

ল। তা না ত কি? তা ছাড়া, ও-রকম ভয় পেলে পোআতির শক্ত রোগও জন্মে যেতে পারে। পেটের ছেলেও জড় হ'য়ে যেতে পারে।

বি। জড় কাকে বলে?

ল। যে ভাল নড়্‌তে চড়্‌তে পারে না, যেখানে রাখ সেই খানেই থাকে, তাকেই জড় বলে।

বি। তাই ত! পোআতিরে ভয় পেলে তবে না হতে পারে এমন বিপদই নাই। মোহিনীকে ত আমি কোন খানে যেতে দেব না। আর কি কত্তে বল?

ল। (১৪) আর ছেঁায়াচে রোগ যেখানে আছে, সেখানে যেন কখনও যায় না।

বি। ছেঁায়াচে রোগ কাকে বলে?

ল। ছেঁায়াচে রোগ কাকে বলে তা আর জান না? ছেঁায়া-

ছাপায় যে রোগ হয়, তাকেই ছোঁয়াচে রোগ বলে। বসন্তকে ছোঁয়াচে রোগ বলে। হামও এক ছোঁয়াচে রোগ। এসব রোগের কাছে গেলে, কি ছোঁয়া-ছাপা কল্যে, সহজ মানুষেরও সেই রোগ হয়।

বি। আচ্ছা, পোয়াতির বসন্ত বা হাম হ'লে কি বিপদ হ'তে পারে?

ল। বসন্ত হ'লে, পোয়াতি যদি কোন রকমে বেঁচে ওঠে, তার পেটের ছেলেটী কিন্তু বাঁচে না। এই জন্যে, পোয়াতির বসন্ত হ'লে, গর্ভপাত হয়েই হয়।

বি। বল কি? তবে ত ভারি পাজি রোগ।

ল। ওগো! আমার বেলা হ'ল। আর বস্‌তে পারিনে।

বি। আরে ব'সো,ব'সো,যেয়ো এখন। আর কি কি বল্‌বে বলে যাও।

ল। তোমার বুঝি পেটটা শান্ত আছে?

বি। পেট শান্ত কি? এখনো রান্নাও চড়াইনি।

ল। বল কি, আজ যে এত বেলা হ'ল?

বি। হ'ল, কাজ কর্ম্ম কত্তো কত্তো বেলা হ'য়ে গেল।

ল। আচ্ছা, তবে একটু বসি।

(১৫) হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে। তোমার পাড়া প্রতিবাসীর বৌ-ঝি যদি এর মধ্যে কেউ খালাস হয়, তবে খালাস হবার সময় তার আঁতুড় ঘরের মধ্যে মোহিনী যেন না যায়।

বি। কেন, সেখানে গেলে কি কিছু দোষ আছে?

ল। আছে বৈ কি।

বি। কি দোষ বল না গা?

ল। খালাস হওয়ার কষ্ট টষ্ট দেখ্‌লে মনে বড় ভয় হয়। সে রকম ভয় হওয়া ভাল নয়। মনে সে রকম ভয় বরাবর থাক্‌লে খালাস হওয়ার সময় মোহিনী কষ্ট পাবে।

বি। ও বাপ্‌রে! তবে ত তাকে সেখানে কখনই যেতে দেবো না।

ল। মোহিনীর শেষ বারে যে ঋতু হয়েছে সে দিনটে তাকে মনে রাখ্‌তে বলো।

বি। কেন, সে দিন মনে রেখে কি হবে?

ল। তা বল্‌ছি। মাসে মাসে যে সময় ঋতু হ'ত, গর্ভ হ'লেও সেই সেই সময় ঋতু হওয়ার মত শরীরে অসুখ হ'য়ে থাকে। পোয়াতিরে

তা বড় একটা মালুম কত্তে পারে না। যাই হোক্, ঐ সময় বিশেষ কোন অত্যাচার কল্যে গর্ভ-পাত হ'তে পারে।

বি। অত্যাচারটা কি রকম ?

ল। জেয়াদা চলা ফেরা করা, কি বেশী শ্রম হয়, এমন কোন কাজ করা, এই অত্যাচার; বিশেষ আর এমন কি ?

বি। আচ্ছা, ও সময়টা তারে মনে রাখ্‌তে বল্‌বো।

ল। (১৭) যারা মাসে মাসে বাধকের ব্যথা ভোগ ক'রে এসেছে, গর্ভ হ'লে তাদের ঐ সময় বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।

বি। কেন, গর্ভ হ'লেও বুঝি বাধকের ব্যথা তারা ভুলতে পারে না ?

ল। সে কথা বড় মিছে নয়। সামান্য কারণেই ঐ সময় ঐ স্বভাবের ব্যথা এসে উপস্থিত হয়। তার পর গর্ভটী নষ্ট ক'রে ক্ষান্ত হয়।

বি। ঠিক্ বলেছ, একথা মানি বটে। কেন না, আমাদের পাড়াতেই যে নাপ্তে বৌয়ের উপ্‌রো উপ্‌রি চারিবার গর্ভ-পাত হ'ল দেখ্‌লাম ওর যে রকম বাধকের ব্যথা ছিল, তা কিছু তুমি না জান, এমন নয়; তুমিইত অসুদ দিয়ে ওর বাধকের ব্যথা সেরে দিইছিলে।

ল। তবেই দেখ বাধকের ব্যথা সোজা রোগ নয়। কেন না, বাধকের ব্যথা থাক্‌লে গর্ভ হয় না; আবার ব্যামো সেরে গিয়ে গর্ভ হ'লে পূর মাস পর্য্যন্ত গর্ভ-রক্ষা হওয়া ভার।

বি। তাইত! তোমার নিয়ম বলা ফুরুল না কি ?

ল। হ্যাঁ, ফুরুল বৈ কি। কেবল আর একটা কথা বল্‌তে বাকী আছে। তা হ'লেই হয়।

বি। বল তবে শুনি।

ল। (১৮) প্রথম তিন মাস মোহিনীকে খুব সাবধানে রাখ্‌তে চাও।

বি। কেন গা কেন ?

ল। কেন তা বল্‌ছি। তুমি এ জেনো যে, যত গর্ভ-পাত হয়, প্রায় তিন মাসের মধ্যেই হ'য়ে থাকে। তিন মাসের পর গর্ভ-নষ্ট হওয়ার বড় একটা ভয় থাকে না।

বি। বল কি ? পাঁচ ছয় মাসেও ত গর্ভ-পাত হয় ?

ল। হয় না, তা বল্‌ছি নে। তবে সচরাচর তিন মাসেই গর্ভ-পাত হ'য়ে থাকে। আর ছ মাসে যে গর্ভ-পাত হয় বল্যে, তাকে গর্ভ-পাত বলে না।

বি। কেন ?

ল। সে ছেলে যে বাঁচান যায়। ছেলে হয়ে বেঁচে থাক্‌লে আর গর্ভ নষ্ট হ'ল কেমন ক'রে বলা যাবে ?

বি। পূর ছ মাসে ছেলে হলে কি বাঁচে ?

ল। হ্যাঁ, বাঁচে বৈ কি। তবে অনেক যত্ন কত্তো হয়।

বি। অবশ্য, তা না কল্যে অত কচি ছেলে বাঁচ্‌বে কেন ?

ল। সাত মাসে আর আট মাসে ছেলে হয়ে বেশ বেঁচে থাকে, তা জান ?

বি। হ্যাঁ, আটাশে ছেলে ত কত আছে, দেখিছি। তবে ছ মাসে ছেলে হয়ে যে বাঁচে, তা জান্তেম না। আর, ছ মাসে ছেলে হলে যদি বাঁচে, তবে সাতাসে ছেলে বাঁচ্‌বে, আশ্চর্য্য কি ? তবে তুমি এখন এস। অনেকক্ষণ অবধি যাই-যাই কচ্চো। বেলাও হয়েছে। আমিও গিয়ে রান্না চড়াই।

ল। হ্যাঁ, তবে এখন আমি আসি। যখন যেমন দরকার হয়, আমাকে খবর দিও, আমি তখনি আস্‌বো।

বি। আচ্ছা। আমার মোহিনী নির্ব্বিঘ্নে খালাস হলে, তোমাকে ভাল ক'রে খুসি কর্‌বো।

ল। সে জন্যে চিন্তা নাই। বেশ ! আমার মন এমন ভুলো হয়েছে ?

বি। কেন, ইরি মধ্যে আবার কি ভুল্যে ?

ল। তোমাকে যে এই মাত্তর বল্যেম যে, প্রথম তিন মাস মোহিনীকে খুব সাবধানে রেখো। কিন্তু সাবধানে কি রকম তা ত আর বল্যেম না।

বি। তাই ত, আমিও যে ও জিজ্ঞাসা ক'রে নিতে ভুলে গিইছি। ভাল, এখন বল, তা হলেই হবে।

ল। প্রথম তিন মাস পোআতি সাবধানে চলা ফেরা করে, তা হলেই ভাল হয়। কোন খানে যেতে পা পিছ্‌লে পড়া, আছাড় খাওয়া, কি কোন ভারি জিনিষ হঠাৎ জোর করে তোলা বড় দোষ। কিম্বা সিঁড়ি ভেঙ্গে সর্ব্বদা উপর নীচে করা, সেও ভারি দোষ। এতে গর্ভপাত হতে পারে, আর এ রকমে অনেক পোআতির গর্ভপাত হয়েছে, দেখিছি।

আমার বেশ মনে আছে, লেপ বালিশ শুদ্ধ এক খান খাট সরিয়ে সর-

কারদের বৌয়ের গর্ভপাত হয়েছিল। আর, পাল্কীতেই হোক্, আর গাড়িতেই হোক্ তিন মাসের মধ্যে দূরাদুর যাওয়া-আসা ভাল নয়।

বি। আচ্ছা, আমাদের পোআতিয়ে যে শ্বশুর বাড়ী থেকে বাপের বাড়ী যাওয়া আসা করে, সেটা কি তবে দোষ?

ল। হাঁা, তিন মাসের মধ্যে কোন দূরাদুর যাওয়া পরামর্শ নয়। এ রকম অনিয়মে গর্ভপাত হতে পারে।

বি। পোআতিদের তবে কোন স্থানান্তরে পাঠাতে হলে কি তিন মাসের পর পাঠানই উচিত?

ল। হাঁা, যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, তবে চারি মাসে পাঠাইলেই হয়।

বি। চারি মাসে যোড়া মাস হয় ব'লে যে আবার মেয়ে ছেলে দূরাদুর পাঠায় না।

ল। তা না হয় পাঁচ মাসেই পাঠালে। তাতে ত কিছু ক্ষতি নেই।

বি। না ক্ষতি আর কি? আচ্ছা, তবে এখন তুমি এসো।

দ্বিতীয় সর্গ।

ধাত্রী-পরিচয়।

মোহিনী। দিদি, আমার বড় অসুখ হয়েছে।

বিনোদিনী। কি রকম অসুখ হয়েছে, আমাকে বল দেখি।

মো। সকাল বেলা ঘুমে থেকে উঠে আমার যে কি হয়, তা ব'ল্তে পারি নে। এমনি গা স্তাকার স্তাকার করে যে, কিছুই ভাল লাগে না।

বি। আচ্ছা এখন ইস্তক সকাল বেলা বিছানা থেকে উঠ্বার আগে একটু গরম দুধ খেয়ে উঠিস্ দেখি।

মো। কেন তা হলে কি গা স্তাকার-স্তাকার কর্বে না?

বি। গা স্তাকার স্তাকার একবারে কর্বে না, তা বল্ছি নে। তবে অনেক কম পড়্বে বটে।

মো। ওগো, একটু কম পড়্লিই যে বাঁচি।

বি। হাঁা, তা নিশ্চয়ই কম পড়্বে।

মো। ভাল, আমার আর ও কত্তো কি? ও করা ত খুব সহজ।

বি। (পর দিবস প্রাতে) কেমন লা মোহিনী, আজ কেমন?

মো। হ্যাঁ দিদি, অন্য দিন চেয়ে আজ অনেক ভাল আছি।

বি। তবে আর কি, ঐ ফিকির রোজই কর্‌বি। বুঝিছিস্ ত?

মো। হ্যাঁ তা আবার বল্‌ছো?

বি। তোর যখন যে অসুখ হবে, আমাকে তখুনি বল্‌বি। আমি ধাই মাগির কাছে সব জেনে শুনে নিইচি।

মো। কোন্ ধাই? দিদি!

বি। কেন, লক্ষ্মী?

মো। লক্ষ্মী কি ভাল জানে শোনে?

বি। বলিস্ কি? লক্ষ্মীর মত ধাই কি আমাদের দেশে আর আছে? লক্ষ্মী আমাদের এখানে আছে বলিই রক্ষে। নৈলে ভেবে মর্‌তে হ'ত।

মো। কেন, ভাবনা কিসের?

বি। ভাবনা কিসের, তা তুই এখন কি জান্‌বি। যখন ঠেক্‌বি, তখনি জান্তে পার্‌বি।

মো। লক্ষ্মীর পেটে কি এত গুণ আছে?

বি। তা কি তুই এত দিন জানিস্ নে? ও যে আগে ডাক্তার সাহেবের আয়া ছিল। তার ছেলে পিলে মানুষ কত্তো। ডাক্তার সাহেব এ সব বিষয়ে বড় পণ্ডিত ছিল। সেই লক্ষ্মীকে অনেক যত্ন করে এ সব শিখিয়েছে। কত দেশ দেশান্তর থেকে বড় মানুষেরা লক্ষ্মীকে টাকা দিয়ে নিয়ে যায়। তার কেমন হাত-যশ যে, যাবা মাত্তর পোআতি খালাস হয়।

মো। বল কি, লক্ষ্মী এমন? সে না আমাদের স্বজেতের মেয়ে?

বি। স্বজেতের মেয়ে নয় বটে, কিন্তু সে ব্যাভারে বামন কায়েতকে হারায়। সে ডোমের মেয়ে। জেতে নীচ হলে হয় কি? গুণ ত আর নীচ নয়। তার গুণ আছে বলিই না লোকে এত আদর করে? নৈলে আরো ত ডোমের মেয়ে আছে?

মো। সে কথা সত্যি।

বি। এখন আমাদের দেশে যত ধাই আছে, সকলেই যদি লক্ষ্মীর মত হয়, তা হলে আর খালাস হতে বৌ ঝি এত কষ্ট পায় না। আর ছেলে পিলেও আঁতুড়ে এত মরে না। আহা! তা নাকি আর হয়েছে? আমাদের পুরুষদের ত আর প্রসব-বেদনা সৈতে হয় না। তারা যেমন

তেমন একটা ধাই ডেকে দিয়ে তফাৎ হয়ে দাঁড়ায়। তার পর মরিস্ আর বাঁচিস্, কে জিজ্ঞাসা করে?

মো। আচ্ছা, সব ধাই লক্ষীর মত কেমন করে হবে?

বি। কেন, তাদের শেখালে কি শিখ্‌তে পারে না?

মো। শেখাবে কে? আর কেমন করিই বা শেখাবে?

বি। এখন তাদের শেখ্‌বার ত বেশ উপায় হয়েছে। আজ্‌কাল্ মেয়েরা লেখা পড়া শিখ্‌ছে, তাতে তারা মনে কল্যেই আপন আপন ধাইকে বেশ করে শেখাতে পারে।

মো। মেয়েরা লেখা পড়া শিখ্‌ছে সত্যি, কিন্তু ধাই শেখাবার বৈ কোথায়? বৈ নৈলে ত আর তারা শেখাতে পারে না? আর বৈ থাকলেই বা কেমন করে শেখাবে? ধাইয়ে লেখা পড়া না জানলে ত আর হবে না?

বি। তা ধাইয়ে লেখাপড়া না জান্‌লেও হতে পারে।

মো। কেমন করে?

বি। মেয়েরা যারা লেখা পড়া জানে, তারা বৈ দেখে ব'লে দিলেই ধাইতে শিখ্‌তে পারে। তাদের ব্যবসা ঐ কি না? আর অমন এক খানা বৈ পেলে আমরাই যে নিজে নিজে ধাই হতে পারি। কিন্তু সে রকম বৈ এখন পাওয়া যায় কোথায়?

মো। খুজ্‌লে বোধ হয় মেলে। আজ্‌কাল্ এত বৈ হয়েছে, তাতে এমন দরকারী বৈ এত দিন কেউ তয়ের করে নি?

বি। বেলা হলো, চল্ এখন নাইতে যাই।

মো। হ্যাঁ, চল।

তৃতীয় সর্গ।

সূতিকাগার বর্ণন।

ল। কেন গা ডেকে পাঠিয়েছিলে, কেন?

বি। এস গো এস, বোস, বল্‌ছি।

ল। এই বসি।

বি। হ্যাঁ গো, মোহিনীর খালাস হওয়ার সময় হ'ল না?

ল। কেন, ইরি মধ্যে ন মাস হলো নাকি ?

বি। হলো বৈ কি ? তবে এখনও ন মাস পূরিনি।

ল। ওঃ তবে এখনও অনেক দেরি আছে। পূর ন মাস দশ দিন না হ'লে ত আর খালাস হবে না ?

বি। সকল পোআতিই কি ন মাস দশ দিনে খালাস হয় ?

ল। প্রায় ত বটে। তবে কেউ দশ দিন আগেও হয়, কেউ বা দু দিন পরেও হয়। তোমাকে এর একটা সোজা সুজি হিসেব বলে দিই, বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বে। আচ্ছা, মোহিনী কবে সসত্ত্বা হয়েছে ?

বি। আশ্বিন মাসের প্রথমে।

ল। তা বল্যে হবে না।

বি। তবে কি ?

ল। আশ্বিন মাসের কঁউই ?

বি। তা কেমন করে জান্‌বো ?

ল। কেন, মোহিনী শেষবারে ঋতুমান করেছে কবে ?

বি। হ্যাঁ, তা বল্‌তে পারি। দোসরা আশ্বিন।

ল। তবে সেই দিন থেকে তার গর্ভ হওয়া ধরতে হবে।

বি। আচ্ছা, ধর্‌লেম। তার পর ?

ল। তার পর দোসরা আশ্বিন থেকে ন মাস গোণ।

বি। দোসরা আষাঢ় ন মাস পূর্‌বে।

ল। তার পর আরো দশ দিন ধর।

বি। তা হলে ত বারুই আষাঢ় হলো।

ল। তবে ঐ বারুই আষাঢ় তোমার মোহিনী খালাস হবে।

বি। বল কি ? ঠিক নাকি ?

ল। ঠিক্ বারুই হোক্ না হোক্, তার কাছাকাছি হবেই। তা পাঁচ দিন আগেই হোক্, আর দু দিন পরেই হোক্। এখন হিসেবটা বুঝলে কিনা ?

বি। হ্যাঁ, বেশ সঙ্কেত বলেছ। এ বোঝা আর শক্ত কি ? এখন ইস্তক গর্ভ হওয়ার দিন জান্তে পাল্যেই বল্‌তে পার্‌বো, পোআতি কবে খালাস হবে।

ল। তা ঐ রকম হিসেব করে প্রায় পার্‌বে বটে।

বি। যাক্ এখন, মোহিনীর পূর মাস হয় নি বটে, কিন্তু প্রায় হয়ে

এল। তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, আঁতুড় ঘর এখন বাঁধ্‌বো কি না ?

ল। তা বাঁধতে দোষ কি ? ও বাঁধতেই ত হবে, তা না হয় দশ দিন আগেই বাঁধ্‌লে।

বি। আচ্ছা, কেমন জায়গায় আঁতুড় ঘর বাঁধবো ?

ল। জায়গাটা খুব ভাল হওয়া চাই।

বি। ভাল কি রকম ?

ল। জায়গাটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে, আর নিকটে কোন খানে দুর্গন্ধ থাকবে না। আর তার চারি দিক বেশ খোলা থাকবে। আঁতুড় ঘরের মেজে খুব শুকনো হওয়া চাই। স্যাঁৎসেতে হওয়া বড় দোষ। সূতিকা ঘর খানি প্রশস্ত হওয়া ভারি আবশ্যক। মেজেটী লম্বে দশ বার হাত, আর আড়ে পাঁচ ছ হাত হলেই ভাল হয়। ঘরের পোতা দু হাত আড়াই হাত উঁচু না কল্যে, মেজে শুকনো হবে না। এ ছাড়া দিন থাকতে ঘর তয়ের করে রাখলে, মেজেটি শুক্‌না খট্‌খটে হয়ে থাকবে। শীত-কালে আর বর্ষাকালে পূর্ব্বদ্বারি, আর গ্রীষ্মকালে দক্ষিণদ্বারি সূতিকা ঘর ভাল। ঘরের উত্তর দক্ষিণে দুটী রুজু রুজু জানালা থাকা চাই। তা ঝাঁপের বেড়াই হোক, আর মাটি বা ইটের দেওয়ালই হোক্।

বি। কৈ, আমাদের এখানে ত আঁতুড় ঘর বাঁধবার জন্যে ভাল জায়গা টায়গা খুজতে, বা অমন করে ঘর দুওর তয়ের কত্যে দেখিনে ? যেমন তেমন জায়গাতেই ত আঁতুড় ঘর বাঁধে। আর দেখিছি বাড়ীর মধ্যে যে জায়গাটা সব চেয়ে নোংরা, সেই খানেই আঁতুড় ঘর বাঁধে।

ল। তুমি যা বল্যে তা সত্যি, কিন্তু অমনতর জায়গায় সূতিকা ঘর হওয়া উচিত নয়।

বি। উচিত নয় কেন ?

ল। কেন, তা বল্‌ছি। আচ্ছা, তুমি বল দেখি, সূতিকাঘরে আমা-দের দেশে কত ছেলে মরে ?

বি। তা অনেক, শুনিছি বটে।

ল। ভাল, কিসে এত ছেলে মরে, তার কারণ কিছু স্থির কত্যে পেরেছ ?

বি। না ; তার কারণ কি গা ? আঁতুড় ঘরের দোষেই কি সব ছেলে মরে ? না আর কোন কারণ আছে ?

ল। শুদ্ধ আঁতুড় ঘরের দোষ দেওয়া যায় না। ধাইয়েরও দোষ আছে।

বি। আঁতুড় ঘরের বা কি দোষ, আর ধাইয়েরই বা কি দোষ তোমাকে বল্‌তে হবে।

ল। আঁতুড় ঘরের দোষ এই যে, যে জায়গায় সূতিকা-ঘর বাঁধে, সে জায়গাটা অতি নোংরা। আর এমন ক'রে ঘর বাঁধে যে, তার মধ্যে একটু বাতাস কি আলো যাবার যো থাকে না। এ ছাড়া ঘরের মেজে দিয়ে যেন জল উঠ্‌ছে, এমনি স্যাঁৎসেঁতে। এমন জায়গায় ঘর বেঁধে কি তুমি সেখানে বাস কত্তে পার?

বি। ও মা, তা কি পারা যায়? অমন জায়গায় দু দিন থাক্লেই ব্যামো হয়।

ল। তবে সেখানে কচি ছেলে কেমন করে থাকতে পারে? তাদের সে রকম ঘরে রাখ্‌লে, তারা কখনও সুস্থ থাকৃতে পারে না। একটা না একটা ব্যামো হয়ই।

বি। আচ্ছা, তা হলে ত আমাদের দেশের সকল ছেলেরই আঁতুড় ঘরে ব্যামো হতো।

ল। তা কি হয় না, ভাব্‌চো না কি? তুমি কটা ছেলেরই বা খবর রাখ? হয় ত তুমি যে কটা ছেলে হতে দেখেছ, ভাগ্যে ভাগ্যে তাদেরই যেন ব্যামো স্যামো হয় নি। কিন্তু যদি খতিয়ে দেখ যে আমাদের দেশে সূতিকা ঘরে কত ছেলের ব্যামো হয়, আর কত ছেলেই বা মরে, তা হলে বুঝতে পার। ডাক্তার সাহেবের মুখে শুনিছি, তাঁদের দেশে কোথায় * একটা হাঁসপাতাল আছে। সেই হাঁসপাতালে কেবল পোআতি খালাস হয়। প্রথম প্রথম যখন হাঁসপাতাল হলো, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সাত আট দিনের মধ্যেই অনেক ছেলে মারা পড়্‌তো। তার পর এর কারণ খুঁজে খুঁজে শেষে এই স্থির হলো যে, হাঁসপাতালের মধ্যে ভাল করে বাতাস খেলে না বলে এমন ঘট্‌চে। পরে সেই দোষ সুধ্‌রে দিলে আর তেমন করে ছেলে পিলে মারা পড়্‌তো না।

বি। ও বাপ্‌রে! অমন ঘরে কেবল বাতাস ভাল ক'রে খেলতো না বলে এত ছেলে মরতো! আমাদের দেশের সূতিকা ঘরে তবে সব ছেলে মরে না, এই আশ্চর্য্য। ভাল আমাদের আঁতুড় ঘরের দোষে

* ডবলিন্ লাইংইন্ হস্প্যিটাল।

অনেক কচি ছেলেরই ব্যামো স্যামো হয় মানলেম। এখন ধাইয়ের দোষ কি, তোমায় বলতে হবে।

ল। ধাইয়ের দোষ বলবার আগে, আমাদের দেশে আঁতুড় ঘরের দুটী দোষের কথা তোমাকে বিশেষ ক'রে বলতে চাই। ঐ দুই দোষেই আঁতুড় ঘরে অনেক কচি ছেলে মারা পড়ে। কিন্তু মনে কল্যে, কি কাঙ্গাল, কি বড়মানুষ সকলেই সেই দুটী দোষ সুধ্‌রে নিতে পারে।

বি। আঁতুড় ঘরের এমন কি দোষ? আমাকে বল না গা।

ল। বলি। (১) একটী দোষ হচ্চে আঁতুড় ঘরের মেজে ভিজে স্যাঁৎসেঁতে রাখা। শুদ্ধ এই দোষেই অর্দ্ধেক আঁতুড়ে-ছেলে মারা পড়ে।

বি। বল কি, আঁতুড় ঘরের মেজে ভিজে স্যাঁৎসেঁতে রাখা এত দোষ?

ল। তা নয়? ভেবে দেখ দেখি, পেটের মধ্যে ছেলে কত গরমে থাকে। তার পর ভূমিষ্ঠ হ'য়ে ভিজে স্যাঁৎতা ঠাণ্ডা মাটীতে অত কচি ছেলে কতক্ষণ বেঁচে থাক্‌তে পারে?

বি। তা ত সত্যিই বটে। ভিজে স্যাঁৎতা মাটীতে শুলে আমাদেরই যে শর্দ্দি হয়, গলা ধরে যায়, গায়ে ব্যথা হয়, জ্বর হয়, আর কত রকমই অসুখ করে। তাতে অত কচি ছেলে মারা পড়বে আশ্চর্য্য কি? তাই ত! আমাদের যে কোন বোধই নাই! এখন বুঝিয়ে বল্যে তাই গঙ্গাজলের মত বুঝে গেলাম। তবে বাছাদের ত আমরাই ইচ্ছা ক'রে মেরে ফেলি?

ল। তা বড় মিছে নয়। সামান্য বুদ্ধির ভুলে আমরা যে কত অনিষ্ট করে ফেলি, তা বলা যায় না। এই দেখ তোমাদের পাড়ায় ভট্‌চায্যিদের বৌয়ের হবে না হবে না করে কত বয়সে গর্ভ হ'ল। বৌ পোআতি শুনে বাড়ীর সকলেই খুসি। ক্রমে যত মাস যায়, বৌয়ের ছেলে হবার আর বড় দেরি নেই ব'লে বাড়ীর ছেলে বুড়ো সকলেই সুখী। পুর ন মাসে খুব ঘটা করে সাধ দিলে। তার পর খালাস হবার দুই এক দিন থাকতে তাড়াতাড়ি ক'রে বাড়ীর কর্ত্তারা একখানা আঁতুড় ঘর বেঁধে দিলেন। ঘর খানি তাড়াতাড়ি তয়ের হ'ল ব'লে, মেজেতে অম্নি জল শপ্‌ শপ্‌ কত্যে লাগলো। সন্ধ্যের আগে আঁতুড় ঘর তয়ের হ'ল, রাত্রি চারিদণ্ড থাকতে পোআতি খালাস হ'ল।

বি। ব্যথা হয়েছিল কখন?

ল। আগের দিন ভোর বেলা।

বি। তবে ত কষ্ট পায় নি বল্‌তে হবে।

ল। ও মা সে আবার কি? কষ্ট কি ওকে বলে? ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে পোআতি খালাস হয়, আমরা তার প্রসবকে সহজ বলি।

বি। তার পর বল, কি হ'ল।

ল। আমাকে ডাক্তে গিয়েছিল; আমি এসে দেখি ছেলে হয়েছে। বাড়ীর মেয়েদের উলুধ্বনিতে আর কলরবে কাণ পাতা যাচ্যে না। আমি নাড়ী কেটে মহা আনন্দে বাড়ী গেলাম। স্নানাহার করে বাড়ীতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছি, এমন সময় শুন্‌লাম ভট্‌চায্যিদের খোকার অসুখ করেছে, তাই ডাক্তার দেখ্‌তে এসেছে। ওমা, এই ভোর বেলা দেখে আস্‌ছি ছেলে বেশ কাঞ্চে, পল্‌তে টেনে দুধ খাচ্যে, এরি মধ্যে এমন কি অসুখ হ'ল যে ডাক্তার ডাক্তে হয়েছে? এই ব'লে ছেলে দেখ্‌তে গেলাম। পথে যেতে শুন্‌লাম ডাক্তার চ'লে গিয়েছে, আর ব'লে গিয়েছে ছেলেটী বাঁচ্‌বে না। আহা! কত আরাধনার পর একটী সন্তান হয়েছিল! কি সর্ব্বনাশের কথা শুন্‌লাম। এই ব'লে দৌড়িলাম; গিয়ে দেখি আঁতুড় ঘরের বাইরে লোক ধর্‌চে না। ভিড় ঠেলে আতুড়ের মধ্যে গেলাম। আমাকে দেখে পোআতি চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌লো। আমি তাকে সান্ত্বনা ক'রে জিজ্ঞাসা কল্যেম, আমাকে বেশ করে বল দেখি, ছেলের কি হয়েছে। সে মাথায় ঘা মেরে বল্যে সর্ব্ব-নাশের কথা আর বল্‌বোই বা কি? ছেলের গলা ভেঙে গিয়েছে, পল্‌তে টান্‌চে না, আর নাড়া চাড়া পেলেই কেঁদে উঠচে—এতেই বোধ করি গায়ে ব্যথা হয়েছে। তার কথা শেষ না হতেই বল্যেম, ভোর রাত্রে এসে যখন নাড়ী কাটি, তখন আঁতুড় ঘরের ভিজে স্যাঁতা মেজে দেখেই আমার মনে যে আশঙ্কা হয়েছিল, ঠিক্ সেইটীই ঘটেছে।—ওগো ডাক্তারও যে তাই ব'লে গেল গো! সদ্য আঁতুড় ঘর তয়ের করেই কি আমার এই সর্ব্বনাশ হ'ল? এই ব'লে আবার চীৎকার করে কাঁদ্‌তে লাগলো।——এখন কেঁদে আর কি হবে? তোমরা বল্যে শুন্‌বে না, দেখেও শিখ্‌বে না, আমার আর হাত কি বল?——এই ব'লে বিদায় হ'লাম।

বি। হ্যাঁ গা, সত্যি সত্যিই কি ছেলেটী মারা গেল?

ল। ও মা, মারা গেল বৈ কি? ঠিক সন্ধ্যের সময় ছেলেটী গেল।

বি। আহা! সব আমোদ ফুরুল!

ল। তোমরা ইচ্ছে ক'রে আমোদ ফুরিয়ে দিলে আর কে কি কত্যে পারে?

বি। তা সত্যি। হ্যাঁগা, সত্যিই কি আঁতুড় ঘরের ভিজে স্যাঁতা মেজের জন্যে ছেলেটি মারা গেল?

ল। তা না ত কি? মেজে শুকনো খট্‌খটে হ'লে, ছেলে কখনই মারা যেতো না।

বি। বল কি? তবে ত ছেলেটীকে আছাড়ে মারা হয়েছে।

ল। তা হয়েছেই ত! তোমাদের পণ্ডিতের কথা, প্রেতের আচরণ।

বি। তা মিছে নয়। বৌ পোআতি হয়েছে, আহ্লাদের সীমা নাই। ছেলে হবে, বংশ রক্ষে হবে, এই ব'লে ন মাস দশ দিন বৌকে টাটের শালগ্রাম ক'রে রাখা হ'ল। তার পর, বংশধর ভূমিষ্ঠ হবার সময় তাকে যমের হাতে সঁপে দেওয়া হ'ল। এর চেয়ে বোকামির পরিচয় আমাদের আর কি হ'তে পারে? আবার বোকামিই বা কি ব'লে বুলি? কিসে ইষ্ট হয়, কিসে অনিষ্ট হয়, জানা না থাকলে ও রকম হবে তার আশ্চর্য্য কি?

ল। ও কথাটী ভাই বলো না। অমনতর ভিজে স্যাঁতা মাটীতে শুইয়ে রাখলে, অত কচি ছেলে জীবিত থাকতে পারে কি না—এ যদি না জান, তবে তোমাদের ডালে ডালে বেড়ান উচিত।

বি। তা সত্যি। কিন্তু ও কথা শুদ্ধ আমাদের বল্যে হবে না। বাড়ীর পুরুষদেরও কি সে জ্ঞানটী নেই?

ল। থাকবে না কেন? নিজের বেলায় তা খুব আছে। পরিষ্কার ঘরে, শুকনো খট্‌খটে মেজের উপর খাট পেড়ে, তার উপর গদি পেতে না শুলে বুড়ো মিন্সেদের অসুখ করে। আর ননীর পুতুলের মত কচি ছেলেদের ভিজে স্যাঁতা মাটীতে শুইয়ে রাখলে তাদের কোন অসুখ হয় না! মিন্সেদের বুদ্ধিকে বলিহারি যাই,—স্নেহ মমতাকেও বলিহারি যাই। এই বিবেচনার অভাবেই ত আমাদের সর্ব্বনাশ হ'ল।

বি। ইচ্ছে ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ কল্যে, কে কি কত্যে পারে? এখন যে রকম ক'রে বুঝিয়ে দিলে, তাতে ত দেখছি বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটী সব চেয়ে ভাল, সেই ঘরটীই সূতিকাঘর করা উচিত।

ল। তা উচিতই ত। উচিত তা আবার একবার করে বলচো!

ভাল, তাতেও যদি বাড়ীর বুড়োবুড়ীদের আপত্তি থাকে, পরিষ্কার জায়গায় দিন থাকতে আঁতুড় ঘর বাঁধতে ত আর দোষ নাই।

বি। তা ত সত্যিই বটে। দিন থাকতে আঁতুড় ঘর খানি তয়ের ক'রে রাখ্‌লে মেজেটা শুক্‌নো খট্‌খটে হয়ে থাকে। আঁতুড় ঘরের মেজে শুক্‌নো খট্‌খটে কর্‌ত্তে, ইচ্ছে থাক্‌লে, গরিব দুঃখীরাও তা কত্তে পারে।

ল। পারেই ত। আঁতুড় ঘরের সাঁতা মেজেতেই ত ভট্‌চায্যিদের অমন সর্ব্বনাশ হ'ল। কত আরাধনা ক'রে একটী ছেলে হয়েছিল। সামান্য বুদ্ধির ভুলে তা ঘুচ্‌ল।

বি। তা ও রকম ক'রে, কত গৃহস্থ কত সোণার চাঁদ ঘুচুচ্চে।

ল। তা ঘুচুচ্চেই ত। এ রকম অবিবেচনা যত দিন থাক্‌বে, তত দিন এ অনিষ্ট দূর হবে না।

বি। আজ কাল অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে দেখতে পাই, বৌ ঝিয়ে ঘরেতেই খালাস হয়। দোতালার ভালঘরেও পোয়াতি খালাস হতে দেখিছি।

ল। আহা হোক হোক। তা হলেই পোআতির বাছারা বাঁচে, পোআতিরেও অনেক যন্ত্রণা থেকে বাঁচে। যে ঘরে বংশধর ভূমিষ্ঠ হবে, সে ঘর আবার অশুদ্ধ আর নোংরা হবে? ঘর বাড়ী করা তবে কার জন্যে? ঝাড়ীর মাগী মিন্সেদের এ জ্ঞানটা কবে হবে গা?

বি। এখন ইস্তক হবে দেখো। আমি পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ীতে বাড়ীতে সব বৌ ঝির কাছে তোমার এই সব উপদেশের কথা বলে বেড়াব, তা হলেই তারা সাবধান হবে।

তার পর বল, আঁতুড় ঘরের আর একটী দোষ কি।

ল। (২) আঁতুড় ঘরের আর একটী দোষ তোমাকে খুব সহজে বুঝিয়ে দিচ্চি।—হিম লাগলে অসুখ হবে ব'লে শীতকালে বাড়ীর মিন্সেরা ফ্ল্যানেল, শাল, রুমাল জড়িয়ে, গলায় কম্ফর্টর বেঁধে, পায়ে মোজা পরে, ঘরে দুওর দিয়ে ব'সে থাকে, আর রোআক কি উটনের খানিকটে গোটা কতক খেজুরের পাত, কি খান কতক দরমা দিয়ে অম্‌নি যোগে যাগে ঘিরে তারই মধ্যে পোআতি আর পোআতির বাছাকে সেই দুরন্ত হিমে ফেলে রাখে! আহা! কি বিচার, কি বুদ্ধি, কি বিবেচনা! পশু পক্ষিদের ব্যবহার দেখেও মিন্সেরা শেখে না। হায়! পোআতিদের, আর পোআতির বাছাদের উপায় কি হবে গা?

বি। আর বল্‌তে হবে না, এক আঁতুড় ঘরের ভিজে স্যাঁতা মেজের কথা শুনেই আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছে।

ল। তোমার আক্কেল গুড়ুম হ'লে কি হবে? মিন্সেদের আক্কেল গুড়ুম না হ'লে আর নিস্তার নাই। রৌদ্রে পুড়্‌বে, বৃষ্টিতে ভিজবে, শাতে কাঁপ্‌বে, এতে কি কচি ছেলে বাঁচে? কচি ছেলে কেন পাকা ছেলেও বাঁচে না। শীতকালে যে কত ছেলে এই রকম ক'রে মারা পড়ে, তা বল্‌তে পারিনে। সন্ধ্যাবেলা ভাল ছেলে দেখে গেলাম, রা'ত না পোয়াতে হিমাঙ্গ হয়ে ছেলেটী মারা গেল! এ কি ছেলের দোষ, না পোআতির দোষ? হিমেতে সব প্রাণীই নির্জীব হয়। কিন্তু এ জ্ঞানটা বাড়ীর মিন্সেদের নেই, এই দুঃখেই গেলাম।

বি। আর কায নেই ভাই। আঁতুড় ঘরের কথা ত অনেকই বল্যে। যার বুদ্ধি আছে, সে এ থেকেই বুঝে নেবে। আর না বোঝে, আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারবে। তা তুমিই বা কি কর্‌বে, আর আমিই বা কি কর্‌বো।

ল। ডাক্তার সাহেবের মুখে শুনিছি পৃথিবীর মধ্যে হিঁদুরাই সব চেয়ে ভাল জাত। তবে তোমাদের আঁতুড় ঘরের এমন দুর্দ্দশা কেন হ'লো?

বি। তা ত বল্‌তে পারিনে ভাই। যে হাবাতে এ নিয়ম ক'রে গিয়েছে, তার দেখা পাই ত ড্যাক্‌রাকে ভাল ক'রে শিখিয়ে দিই।

ল। হিঁদুদের সব নিয়মই ভাল। তবে পোআতি আর পোআতির বাছাদের ভাগ্যে কেন অব্যবস্থা হ'ল, তা বলতে পারিনে। বোধ হয়, নিশ্চয়ই এর ভাল ব্যবস্থা ছিল*। কোন দৈব ঘটনায় এ রকম হয়েছে।

বি। ঠিক বলেছ। তুমি যে আমার চোক কাণ ফুটিয়ে দিলে দেখ্‌ছি। তার পর বল, ধাইয়ের দোষ কি?

ল। ধাইয়ের দোষ এই যে, তারা আঁতুড়ে ছেলের যত্ন কত্যে জানে না। আর, কি কি কল্যে আঁতুড়ে ছেলে ভাল থাকে, তারা তাও জানে না।

---

* ভাল ব্যবস্থা ছিল—এ কথাটী ঠিক। তার সাক্ষী, মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বে লেখা আছেঃ—তখন মহাত্মা হৃষীকেশ অবিলম্বে অভিমন্যু-তনয়ের ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ঐ গৃহ বিবিধ মাল্য দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চিত হইয়াছে; উহার চতুর্দ্দিকে পূর্ণকুম্ভ, ঘৃত, তিন্দুক কাষ্ঠের অঙ্গার, সর্ষপ ও শাণিত অস্ত্র প্রভৃতি রক্ষোঘ্ন দ্রব্য সমুদয় বিকীর্ণ রহিয়াছে; স্থানে স্থানে হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হইতেছে এবং বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসানিপুণ বৈদ্যগণ তথায় অবস্থান করিতেছে। বাসুদেব ঐ গৃহে ঐ রূপ যথোচিত সজ্জা দেখিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে বারম্বার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

বি। হ্যাঁ গা, আমাকে শিখিয়ে দেও না গা, কি কি কল্যে তাদের ভাল রাখা যায়।

ল। সে অনেক কথা। এখনকার কায নয়। ভাল, মোহিনী ত খালাসই হোক, তখন সব হাতে হাতে দেখিয়ে দেব।

বি। সেই কথাই ভাল।

ল। আঁতুড়ে ছেলেকে পেঁচোয় পায়, শুনেছ ?

বি। পেঁচোয় পাওয়া কাকে বলে ?

ল। তোমরা যাকে পেঁচো-চুয়ালে বল।

বি। বালাই, ও কি অমঙ্গলের কথা ?

ল। নাম কল্যে আর দোষ কি ? শুনেছ কি না, তাই জিজ্ঞাসা কচ্যি।

বি। তা শুন্‌বো না কেন ? ওঃ সে বড় সর্ব্বনেশে রোগ ! তা হ'লে আর আঁতুড়ে ছেলে কিছুতেই বাঁচে না। সেই ব্যামোতেই ত আঁতুড়ে ছেলের সর্ব্বনাশ করে। ঐই জন্যে তার নাম কল্যে পোআতিরে কানে হাত দেয়। আহা ! কোন পোআতির বাছার যেন সে রোগ না হয়।

ল। আচ্ছা, বল দেখি, পেঁচোয়-পাওয়া ব্যাপারটা কি ?

বি। লোকে ত বলে পেঁচো-চুয়ালে এক রকম ভূত। তাই পেঁচো-চুয়ালে রোগ হ'লে রোজা নিয়ে এসে ছাড়ান কাড়ান করে।

ল। হ্যাঁ, ভূতের আর খেয়ে দেয়ে কায নেই, তাই আঁতুড়ে ছেলে মাত্যে আসে।

বি। তবে পেঁচো-চুয়ালে কি গা ?

ল। ধনুষ্টঙ্কার রোগ কাকে বলে জান ?

বি। জানি।

ল। ঐ রোগ আঁতুড়ে ছেলের হ'লে, তাকে পেঁচোয় পাওয়া বা পেঁচো-চুয়ালে বলে।

বি। হ্যাঁ, একথা মানি বটে। কেন না, ধনুষ্টঙ্কার রোগ হ'লে যে রকম চল্‌ টল্‌ আট্‌কে যায়, পেঁচো-চুয়ালে হলেও ঠিক সেই রকম হ'য়ে থাকে। ছেলে আর মাই মুখে কত্যে পারে না। ওঃ ! চল ধরে যায় বলেই পেঁচো-চুয়ালে বলে, বুঝিছি। আচ্ছা, আঁতুড়ে ছেলের ও রকম রোগ কেমন করে হয় ?

ল। (১) ছেলের গা অপরিষ্কার রাখলে ও রোগ হ'তে পারে।

বি। অপরিষ্কার কি রকম?

ল। ভূমিষ্ঠ হ'লে পর সাবান আর গরম জল দিয়ে ছেলের গা যদি বেশ পরিষ্কার করে না দেওয়া যায়, আর তার গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্যে প্রতিদিন যদি বিশেষ তদ্বির না করা যায়, তবে ঐ রোগ-টাকে ডেকে আনা হয়।

বি। বটে! ছেলের গা অপরিষ্কার রাখ্‌লে এত দূর হ'তে পারে? না জান্‌লে এমনিই হয় বটে।

ল। তার আর জানা শুনো কি? তোমাদের বল্যেও ত তোমরা শোন না; আমি ব'লে ব'লে হদ্দ হয়ে গিইছি! আমি ভেদ করে ছেলেকে প্রথম দিন যা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিয়ে আসি। তার পর, মাও যেমন নোংরা থাকে, ছাঁকেও তেম্‌নি রাখে। তেল মাখাইয়া ছেলের সর্ব্বাঙ্গ চট্‌চটে আটা ক'রে ফেলে, তবু তেল মাখাতে ছাড়ে না! তেলের উপর তেল, তেলের উপর তেল। তেলই না জানি তোমাদের পোআতিদের কাছে কি অমৃত? তেলে তেলে ছেলের ন্যাকড়া চোক্‌ড়া যেন কলুর ন্যাতা হয়ে যায়। সেই কলুর ন্যাতা পেতে, আর সেই কলুর ন্যাতা বুকে দিয়ে ছেলেকে শুইয়ে রাখে। ডাক্তার সাহেব এক দিন আমাদের পাড়ার মুখুজ্যেদের একটা আঁতুড়ে ছেলে দেখে গিয়ে, আমাকে কতই ঠাট্টা বিদ্রূপ কল্যেন।

বি। ডাক্তার সাহেব ঠাট্টা ক'রে তোমাকে কি বলেছিলেন, বল না গা।

ল। বল্যেন, তোমাদের বাবুদের ত বাইরে খুব ফিট্‌ফাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্তে দেখি। গায়ে বেশ ইস্তিরি-করা ধোপ পিরাণ, পরণে বেশ ধোপ কাপড়, পায়ে মোজা, খাসা বুট জুতো, টেরি ফিরণ! তবে বাড়ীতে ছেলে পিলেদের কেন এত নোংরা করে রাখে? ছেলেরা আপনার সুখ অসুখ বল্‌তে পারে না বলে না কি? এই জন্যেই তোমাদের বাবুদের ছেলে পিলের এত ব্যামো স্যামোর কথা শুন্তে পাই।

বি। তা ডাক্তার সাহেব ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা, আমাদের আঁতুড়ে ছেলেদের যে ও রকম নোংরা করে রাখে, তাতে তাদের কি কি অসুখ হ'তে পারে?

ল। সব রকম অসুখ হ'তে পারে। ছেলের গা অত অপরিষ্কার ক'রে রাখলে, তার খিদে ত আগে যায়। খিদে গেলে ভাল ক'রে খায় না, আর যাও বা খায়, তা পরিপাক কত্যে পারে না। বারে বারে ছ্যাক্‌ড়া ছ্যাক্‌ড়া

বাহ্যে যায়, দুধ তোলে—এতেই ছেলেটী অম্নি শুকিয়ে ওঠে। হাত পা গুলি নলি-নলি হয়, পেট্‌টী ডাগর হয়, আর গায়ের চামড়া বুড় মানুষের মত জড় জড় হয়ে যায়। আর দিন দিন কোথায় বাড়্‌বে, না ছোট্টটী হয়ে যায়।

বি। ঠিক বলেছ, আঁতুড়ে ছেলে ত প্রায়ই ঐ রকম দেখ্‌তে পাই। ও রকম নোংরা ক'রে রেখেই কি তাদের এ দুর্দ্দশা ঘটে?

ল। তা না ত কি? ছেলেকে যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌বে, ততই সে ফুর্ত্তিতে থাক্‌বে, দিন দিন বেশ বাড়্‌তে থাক্‌বে। আর যেন ক্ষীরের পুতুল, এম্নি তার শরীর হবে। তোমাদের পোয়াতিরে ছেলেদের খানিক খানিক করে কেবল দুধ গিলিয়ে দিতেই জানে। রীতমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌লে আঁতুড়ে ছেলেরা অর্দ্ধেক রোগের হাত এড়াতে পারে।

বি। বল কি? আচ্ছা, মোহিনীর ত আগে খোকা হোক্। তাকে যতদূর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তে হয়, তা রাখ্‌বো। তার পর বল।

ল। (২) ছেলের গায়ে হিম লাগ্‌লে ও রোগ হতে পারে।

বি। হিম লাগা কি রকম?

ল। হিম বাতাস গায়ে লাগ্‌লে ছেলের ও রোগ হওয়া সম্ভব। এই বোধ কর, বাদ্‌লা বৃষ্টির দিন, কি শীতকালে, যদি কোন পোআতি খালাস হয়, আর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ছেলের গায়ে বেশ গরম কাপড় চোপড় দিয়ে না রাখা হয়, তা হ'লে ছেলের গায়ে হিম লাগ্‌লো। আর এও জেনে রেখো যে, ছেলেকে এই গরম কাপড় চোপড় দিয়ে ঢেকে রাখ্‌লে, আবার তার পরই অম্নি গা আদুড় ক'রে বাতাস লাগালে, তাতেও ছেলের অসুখ হয়। গায়ে হিম লাগা কাকে বলে, এমন বুঝ্‌লে?

বি। হ্যাঁ, বেশ বুঝিচি। আচ্ছা, বাইরের হিম বাতাস গায়ে লাগ্‌লে ছেলের যেমন অসুখ হয় বল্যে, ভিজে স্যাঁতা মেজেতে শুইয়ে রাখ্‌লেও ত ছেলের সে রকম অসুখ হতে পারে?

ল। সেরকম অসুখ কি? তার চেয়ে বেশী অসুখ হয়। বাইরের হিম বাতাসের চেয়ে ভিজে স্যাঁতা মেজেতে বেশী অনিষ্ট করে। কথায় বলে, তাত সয় ত, বাত সয় না। এ কথাটী ভাই যেমন খাটে, এমন আর দেখ্‌তে পাইনে। ডাক্তার সাহেবের মুখে শুনিছি বেশী হিম লাগ্‌লে টঙ্কার হতে পারে। আমার বেশ মনে আছে, তিনি এক দিন বলেছিলেন, তাঁর এক জন পশ্চিমে চাকর ছিল। সে খাটিয়ে পেতে রোজ রাত্রে বাইরে

শুতো—তা, কে জানে শীত, কে জানে গ্রীষ্ম। পৌষ মাসে এক দিন ভারি শীত পড়্‌লে, ডাক্তার সাহেব তাকে ডেকে বল্যেন, তুমি আজ রেতে যেন বাইরে শুয়ো না, তা হ'লে মারা যাবে। সে তাঁর কথা না শুনে কাপড় চোপড় মুড়ি দিয়ে বাইরে শুয়ে থাক্‌লো। সে রোজ খুব ভোরে ওঠে। সে দিন বেলা হ'ল তবু উঠ্‌ল না দেখে, ডাক্তার সাহেব তার গায়ের কাপড় চোপড় খুলে ফেল্যেন। কাপড় খুলে ফেল্যে সে তাঁর মুখের দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চাইতে লাগ্‌লো। কথাও কইতে পাল্যে না, হাত পাও নাড়্‌তে পাল্যে না, এই দেখে তিনি বল্যেন এর টঙ্কার হয়েছে। চল্‌ ধ'রে গিয়েছে ব'লে কথা কইতে পাচ্যে না, আর সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়েছে ব'লে পাশও ফির্‌তে পাচো না, হাত পাও নাড়তে পাচ্যে না।

বি। হ্যাঁ গা, এই মাত্তর না বল্যে যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ভিজে স্যাঁতা ঠাণ্ডা মাটিতে শুইয়ে রেখেছিল বলে ভট্‌চায্যিদের ছেলেটির ঐ রকম অসুখ হইছিল?

ল। হ্যাঁ, তাই ত ভট্‌চায্যিদের ছেলেটা ঠিক্‌ ঐ ব্যাম্যো হয়েই ত মারা পড়্‌লো। বাইরের হিম বাতাস লাগুক, আর ভিজে স্যাঁতা ঠাণ্ডা মেজেতে শুয়েই হিম লাগুক, অসুখ হবেই হবে, তা যে অসুখই কেন হোক্‌ না। অল্প অল্প হিম লাগ্‌লে কাশি সর্দ্দি দিয়েই যায়, কিন্তু বেশী হিম লাগ্‌লে জ্বর হতে পারে, বাত হতে পারে, পক্ষাঘাত হতে পারে, টঙ্কার হতে পারে,—আর এ রকম অনেক জায়গায় হয়েছে তা দেখিছি।

বি। বল কি? শুনে শুনে যে আমার হৃৎকম্প হচ্যে। হিমকে আমাদের পোআতিরে ত মোটেই ডরায় না।

ল। তাতেই ত তাঁদের অমন ক'রে কপাল পুড়ে যায়।

বি। এখন জানলাম, হিম বাতাস আর ভিজে স্যাঁতা ঠাণ্ডা মেজে আমাদের আঁতুড়ে ছেলের যম। আমাদের আঁতুড় ঘরের যে রকম দুর্দ্দশা, তাতে গ্রীষ্মকা'ল আমাদের দেশে পোআতি খালাস হলেই ভাল হয়।

ল। সে কথা বড় মিছে নয়। যারা গ্রীষ্মকালে খালাস হয়, তারা আর তাদের কোলের বাছারা হিমের হাত অনেক এড়ায় বটে। কিন্তু গ্রীষ্মকাল হলে কি হবে? ভিজে স্যাঁতা ঠাণ্ডা মেজের উপার কি কর্‌বে? এমন নয় যে পোআতি ছেলে তক্তপোষের উপর থাক্‌বে, তা মেজে ভিজে স্যাঁতা হ'লই বা।

বি। আ মলা! আমাদের পোআতিয়ে এমন ভাগ্য ক'রে আসেনি যে, আঁতুড় ঘরে আবার তক্তপোষ পাবে! একটা ছেঁড়া পাটিই পায় না, তা আবার তক্তপোষ! বালিশ অভাবে অগ্নি আশিয়রিই পড়ে থাকে!

ল। তা তোমরা ইচ্ছে করে তাদের কষ্ট দিলে, কে কি কত্তে পারে? বাছারা খালাস হলে যেন চোর দায় ধরা পড়ে। ন মাস দশ দিন কত ক্লেশ করে কাটায়। তার পর, আঁতুড় ঘরে তাদের খোয়ারের একশেষ হয়। না মাজুর, না বালিশ, না কাপড়—বাছাদের ক্লেশ দেখে আমার হাড় কালি হয়ে গিয়েছে। এক একবার ইচ্ছে করে যে, ব্যবসা ছেড়ে দিই; তা হলে আর তাদের অমন দুর্দ্দশা আমাকে নিত্য নিত্য দেখ্‌তে হয় না।

সাহেব বাড়ী দেখ্‌তে পাই, খালাস হওয়ার পর মেয়েরা খাটের উপর খাসা বিছানায় দিব্য সুখে শুয়ে থাকে। কচি ছেলে কাছে থাকে বলেই আঁতুড়ে পোআতি বলে জাস্তে পারা যায়। নৈলে সাধ্য কি যে বল্‌তে পারে এ ঘরে পোআতি আছে? আর আমাদের পোআতিরে যে ঘরে আর যে রকম করে থাকে, তাতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই, যে না সেই বল্‌তে পারে যে, পোআতি খালাস হয়েছে। আঁতুড় ঘরের মধ্যের কথা ছেড়ে দেও, তার কাছ দিয়া গেলে ছেপ্‌ ফেল্‌তে হয়। তোমরাই বল শুদ্ধ শাদ্ধ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌লে, আর বাড়ীতে সাঁজে সকালে ঘরে ঘরে ধুনোর ধোঁয়া দিলে গৃহস্থের প্রতি লক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকে। হ্যাঁ গা, তবে আঁতুড়ে পোআতির লক্ষ্মী বুঝি আলাদা? তিনি বুঝি দুর্গন্ধেই তুষ্ট?

বি। আর ঠাট্টা করো না ভাই। আমাদের যেমন ব্যাভার, তার মতন হয়েছে। আমাদেরই বা দোষ কি? আমরা চিরকাল যা দেখে আস্‌ছি, তাই করে থাকি। আমাদের বলে দিলে কি আমরা পোআতিকে ভাল করে রাখ্‌তে পারিনে? ও রকম দুর্দ্দশা আর ক্লেশ ত আমাদেরই জেতের? বাড়ীর পুরুষেরা আপনাদের বেলায় সব তাতেই ফিট্ট ফাট্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ল। তা সত্যি, ইংরিজি পড়ে, সাহেবদের দেখে শুনে তোমাদের পুরুষদেরই অবস্থা, বাইরে যতদূর দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ভালই হ'য়েছে বল্‌তে হবে। কিন্তু তোমাদের যে হীন অবস্থা, সেই হীন অবস্থাই আছে। ডাক্তার সাহেবের মুখে শুনেছি যে দেশ যত সভ্য, সে দেশের মেয়েদের অবস্থা তত ভাল। তিনি এও বলেছেন যে, বাঙ্গালি বাবুরা নিজেরা অনেক

সভ্য হয়েছেন বটে, কিন্তু মেয়েদের অবস্থা ভাল কত্তে চেষ্টা কচ্চোন না ব'লে তাঁদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি হতে পাচ্চে না।

বি। আমাদের দেশের অন্য শ্রীবৃদ্ধিতে এখন কাজ নেই ভাই। পোআতি আর পোআতির বাছারা যে কোন প্রকারে প্রাণটা না হারায়, বাবুরা তাই করে দিলেই বাঁচি।

ল। তা মিছে নয়। কাজের কথাই সেই।

বি। আচ্ছা, হিম বাতাসে আর ভিজে শ্যাঁতা ঠাণ্ডা মেজেতে ছেলের যে রকম সর্ব্বনাশ করে, তা ত বিশেষ করেই বল্যে। ভাল, ওতে পোআতির কি কোন অনিষ্ট করে?

ল। ও মা, সে আবার কি? ওতে একটু আধটু অনিষ্ট করে না; শর্দ্দি, কাশি, জ্বর, বাত, পেটে ব্যথা, টঙ্কার প্রভৃতি সকল রকম রোগই হতে পারে। কাঁচা নাড়ী বুঝ্‌তেই পাচ্ছো। শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হবে ব'লে তোমরা পোআতিকে কাঁচা জল পর্য্যন্ত খেতে দেও না; ঘি মরিচ খাওয়াও; কত গরমে রাখ। এতে হিম লাগান বা শীত বাত ভোগ করা পোআতিদের পক্ষে যে কত বড় কুপথ্য, তা সহজেই বুঝতে পার। খালাস হ'লে পর পোআতিরও ধাত কচি ছেলের মত হয়। কাযেকাযেই, হিমে ছেলেরও যেমন অনিষ্ট করে, পোআতিরও তেম্নি অনিষ্ট করে—এটা জেনে রেখো। ভিজে শ্যাঁতা ঠাণ্ডা মেজেতে পড়ে আছে, আঁতুড় ঘরের চারিদিক্ দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগছে, আর শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হবে বলে কাঁচা জল খেতে দিচ্যে না! তোমাদের বদ্দিগিরিকে বলিহারি যাই।

বি। আর লজ্জা দিও না ভাই, বেশ বুঝিচি। তার পর আর কি বল্‌বে বল।

ল। (৩) ছেলেকে খাওয়াইবার দোষেও রোগ হতে পারে।

বি। খাওয়ার দোষ কি রকম?

ল। খাওয়ার দোষ কি রকম, তা তোমাকে এক কথায় বলে দিচ্ছি। বাসি দুধ খাওয়ালে ছেলের ও রোগ হ'তে পারে।

বি। আ সর্ব্বনাশ! বল কি? যে তিন দিন পোআতির মাইতে ভাল দুধ না হয়, গাইয়ের দুধ কি ছাগলের দুধ ত আমাদের ছেলেপিলেকে দিয়েই থাকে। তা টাট্‌কাই বা কে জানে, বাসিই বা কে জানে? সকাল বেলা গাই দুইতে দেরি হ'লে, রাত্রের বাসি দুধ ছেলেকে খাইয়ে

দের ; পাছে ছেলের ভোচ্‌কানি লাগে। কিন্তু হাতে করে যে বিষ খাওয়াচ্ছো, পোয়াতিরে তা কি জানে ? আ দশা ! এই গুলি না জান্‌তেই ত আমাদের পোয়াতিদের কপাল এমন করে পুড়ে যায় ?

ল। খাওয়াবার দোষ কি, আর বুঝিয়ে দিতে হবে !

বি। না, আর বল্‌তে হবে না। বেশ বুঝেছি। ছেলেকে এমন করে খাওয়াবে যে, তার পেটের অসুখ যেন কিছু মাত্তর না হয়। তার পেটের কোন রকম অসুখ না হলেই ত হ'ল ?

ল। হ্যাঁ, তা নয় ত কি ? যে তিনদিন মাইতে ভাল করে দুধ না হবে ছেলেকে গাইয়ের দুধ খাওয়াবে, সে দুধ টাট্‌কা হওয়া চাই, অল্প গরম থাকা চাই, আর একেবারে বেশী খাওয়াবে না, খুব ঘন ঘনও খাওয়াবে না।

বি। ঘন ঘন খাওয়ান কি রকম ?

ল। এই দুধ খাওয়ালে, আবার দণ্ড খানেক না হতেই দুধ খাওয়ান ভাল নয়। তাতে ছেলের ভাল পরিপাক হয় না। আর সাম্লাতেও পারে না। ঘন ঘন দুধ খাওয়ান কাকে বলে, এখন বুঝলে কি না ?

বি। বুঝ্‌লাম।

ল। (৪) ভূমিষ্ঠ হয়ে ছেলের কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে ও রোগ হ'তে পারে।

বি। ছেলে হলে পরেই ত তবে তাকে জোলাপ দেওয়া উচিত ?

ল। উচিত ত। আর সেই জন্যে দিয়েও থাকে।

বি। আচ্ছা, আমাকে বলে দেও না গা, কি রকম ক'রে অত কচি ছেলেকে জোলাপ টোলাপ দিতে হবে।

ল। তা পরে বল্‌বো।

(৫) নাড়ী কাটার দোষে, আর নাড়ী কাটা হ'লে পরে নাই শুকবার জন্যে বিশেষ তদ্বির না কল্যে ও রোগ হ'তে পারে।

বি। নাড়ী কাটার দোষ কি রকম, আর নাই শুকাইবার জন্যে বিশেষ তদ্বিরই বা কি রকম ?

ল। নাড়ী কাটার দোষ এই যে, ধাইতে যদি নাড়ী গোড়া ঘেঁসে কাটে, তবে নাড়ীর ব্যথা বেড়ে ছেলের ও রোগ হ'তে পারে। আর চ্যাচাড়ি দিয়ে নাড়ী ছেঁচিরে পুঁচিরে কাট্‌লেও ছেলে বড় কষ্ট পায় — তাতে ও রোগ হ'তে পারে।

বি। ওগো, আমাদের ধাইয়েদের যে ও দুই দোষই আছে। তারা নাড়ী প্রায়ই গোড়া ঘেঁসে কাটে। আর, চ্যাচাড়ি দিয়া নাড়ী কাটা ত তাদের শাস্ত্রই আছে। চ্যাচাড়ি খান যদি ধারাল হয়, তবেই রক্ষে, নৈলে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাট্‌বার সময় বাছারা বড়ই কাঁদে। আমাকে বলে দেও না গা, কি রকম করে নাড়ী কাট্‌লে ছেলের অসুখ হবার কোন ভয় থাকে না।

ল। সে কথা এখন কেন? মোহিনীর আগে খোকা হোক্, তখন হাতে হাতে সব দেখিয়ে দেব।

বি। সেই ভাল। তার পর বল, নাই শুকবার জন্যে বিশেষ তদ্বির কি রকম?

ল। প্রদীপের শিশে ডান হাতের বুড়ো আঙুল তাতিয়ে তাতিয়ে নাইতে চেপে চেপে সেক দিয়ে, তোমরা নাইয়ের ব্যথা সার্‌তে দেও না। রাত দিন খোঁচালে কি ঘা সারে, না ব্যথা সারে? কাঁচা নাইতে এই রকম করে সেক দেওয়াও পেঁচো-চুয়ালের আর একটী কারণ। এই রকম করে সেক দিয়ে ছেলেকে যদি ব্যথা দেও, তবে নাই শুকবার জন্যে বিশেষ তদ্বির আর কিছুই কত্যে হবে না। এসব কথা এর পর ভাল ক'রে বল্‌বো।

বি। তার পর বল।

ল। (৮) সূতিকা ঘরের মধ্যে ভাল ক'রে বাতাস খেল্‌তে না পেলে ছেলের ও রোগ হতে পারে। তোমাকে এর আগেই বলিছি যে, ডাক্তার সাহেবদের দেশে পোআতিদের জন্যে, যে হাঁসপাতাল আছে, তাতে প্রথম প্রথম অনেক কচি ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই মারা যেত। কেমন এ কথাটা মনে পড়্‌ছে কি?

বি। হ্যাঁ, তা বেশ মনে আছে। কেন সব ছেলে কি এই রোগেই মারা পড়্‌তো?

ল। হ্যাঁ, তা না ত কি? ভাল, এখন এ রোগের কত গুল কারণ বল্যেম বল দেখি?

বি। ৮টা বৈত আর বলনি। সে গুল সব কি কি, তা বল্‌বো না কি?

ল। হ্যাঁ, বল। সে সব মনে করে রাখা ভারি আবশ্যক।

বি। (১) ছেলের গা অপরিষ্কার রাখ্‌লে ও রোগ হতে পারে।

(২) ছেলের গায়ে হিম লাগ্‌লে ও রোগ হতে পারে।

(৩) ছেলেকে খাওয়াবার দোষে ও রোগ হ'তে পারে।

(৪) ভূমিষ্ঠ হ'য়ে ছেলের কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে,ও রোগ হতে পারে।

(৫) নাড়ী কাটার দোষে, আর নাড়ী কাটা হ'লে পরে,নাই শুকবার জন্যে বিশেষ তদ্বির না কল্যে, ও রোগ হ'তে পারে।

(৬) আর সূতিকা ঘরের মধ্যে ভাল ক'রে বাতাস খেলতে না পেলেও ছেলেদের ও রোগ হতে পারে।

ল। বা, বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনচ বটে।

বি। এখন জানলেম যে এই জন্যেই আমাদের দেশে এত কচি ছেলে মারা পড়ে। আহা! পোআতিরে যদি এ সব জান্তে পারে, তা হলে কোলের বাছারা কি আর এমন করে প্রাণ হারায়? ছেলে বাঁচাবার জন্যে পোআতিরে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। তাতে তাদের ভাল রাখবার জন্যে কি সামান্য নিয়মগুলি রক্ষে কত্যে পারে না, বোধ কর? তারা একবার জান্তে পাল্যে হয় যে, এই এই কল্যে ছেলে ভাল থাকে; তা হলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেও সেই সব নিয়ম রক্ষে করবে, তার আর কিছুই ভুল নেই।

ল। হ্যাঁ তা আবার একবার ক'রে ব'লছো।

বি। আচ্ছা, ছেলে পিলের ও রোগ হওয়ার কি একটা সময় আছে?

ল। সময় ধরা আছে বৈকি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সাত দিনের মধ্যেই প্রায় ও রোগ হয়ে থাকে। সাতদিনের পর ও রোগ হতে পারে। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে হ'লে বড় ভয়ানক; ছেলেকে কিছুতেই বাঁচান যায় না। সাত দিনের পর হলে বাঁচাবার বরং একটু আশা থাকে। পোনর দিনের পর ও রোগ হবার বড় ভয় থাকে না।

বি। তবে ত, এ সময়টা যত দিন উৎরে না যায়, ততদিন ছেলে খুব সাবধানে রাখা চাই।

ল। তা চাই ত। ও রোগ হওয়ার যে যে কারণ বলিছি, সেই গুল সব মনে রেখে ছেলের লালন পালন কল্যে আর কোন ভয়ই থাকে না। তবে এখন আমি আসি। তুমি আঁতুড় ঘর টর বাঁধ। সময়ে খবর দিও।

বি। তা আর একবার ক'রে বলছো? (লক্ষ্মী গেলে পর) সাবু সব শুনলেত?

সাধু। এজ্ঞে শোন্‌লাম।

বি। তবে যাও, যেমন যেমন বলে গেল, ঠিক্‌ তেম্নি করগে।

সা। এজ্ঞে, এই চল্লাম।

বি। সাধু, আঁতুড় ঘর যেখানে বাঁধবে, সে জায়গাটা যেন ভাল হয়। আর এম্নি করে ঘরখানি বাঁধবে যে তার মধ্যে যেন বেশ বাতাস খেল্‌তে পারে। মেজেটী বেশ শুক্‌নো খট্‌খটে হওয়া চাই। আর ঘরটী যেন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। ঘরের মেজে হাতে ওসারো হওয়া চাই। জায়গা আঁটো হওয়া বড় দোষ।

সা। এজ্ঞে, আপনি যা বল্লেন, তা সবই হবে। আপনি দেখে নেবেন। তার আর কি? ধাই মাগি এত ক'রে বলে গেল, তবু কি তার কথা মনে থাকবে না?

ব। আচ্ছা, তবে যাও।

চতুর্থ সর্গ।

সূতিকাগারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এবং পরে ধাত্রীর কর্ত্তব্য নিরূপণ।

মোহিনী। দিদি, আজ আমার মাজাটা দব্‌ দব্‌ কচ্চে কেন?

বিনোদিনী। তা অমন ক'রে থাকে, দশ মেসে পোআতি। (মনে মনে) তবে বুঝি ব্যথা হয়েছে। ধাই ডাক্তে পাঠাই। সাধু!

সা। এজ্ঞে, কি বল্‌ছেন মা ঠাকৃরুণ।

বি। তুমি আমার নাম ক'রে, লক্ষ্মী ধাইকে শীঘ্র ডেকে নিয়ে এস ত।

সা। এজ্ঞে যাই।

ল। (লক্ষ্মী আসিয়া) কেন গা, ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?

বি। মোহিনীর যে ব্যথা হয়েছে।

ল। সত্যি নাকি? কৈ দেখি। (মোহিনীর প্রতি) হ্যাঁ গা, ব্যথা হয়েছে?

যো। ওগো কি জানি, মাজা যেন ফেটে যাচ্চে।

ল। ভয় কি ? কিছু ভয় করো না।

বি। (লক্ষ্মীর প্রতি) এখন কি করবে ?

ল। এখন পরণের কাপড়খানি ছেড়ে, একখানি বাসি করা ধুতি পরবো।

বি। কেন, পরণের ও কাপড়ে কোন দোষ আছে কি ?

ল। বিশেষ এমন কোন দোষ নাই। তবে এই কাপড়ে কত লোকের কাছে যাতায়াত করিছি, হয় ত ছোঁয়াচে রোগ যোগেরও ছোঁয়া ন্তাপা হয়েছে। কাজে কাজেই, সাবধান না হয়ে পোআতি খালাস কত্তে গেলে একে আর হবে। ধাই এ রকম সাবধান টাবধান না হ'লে আঁতুড়ে পোআতিদের কত রকম ব্যামো স্তামো হতে পারে, তা বলতে পারিনে।

বি। বল কি ? আচ্ছা কৈ আমাদের এ ধাইয়েরা ত কাপড় চোপড় ছাড়ে না। পরণে তাদের যে ময়লা কাপড় থাকে, তাই নিয়েই ত আঁতুড়ের মধ্যে যায়।

ল। ওতে কি দোষ হয়, তারা কি জানে, তা কাপড় চোপড় ছাড়বে ? জান্তো ত অবশ্যই ছাড়তো। বরঞ্চ তোমরা যদি কাপড় চোপড় না ছেড়ে আঁতুড়ঘরে যাও, তাতে তত দোষ নেই। কিন্তু ধাইয়েরা দশ পোআতির কাছে বেড়ায়, তাদের অবশ্যই একটু সাবধান হওয়া উচিত। আর তোমাদের গৃহস্থের বৌ ঝিরেও জানেনা যে, ধাইদের শিখিয়ে দেবে।

বি। তা সত্যি। তার পর কি করবে ?

ল। তারপর হাতের আঙুলের নখগুলি বেশ ক'রে ফেলবো।

বি। কেন, নখ ফেলবার দরকার কি ?

ল। হাত দিয়ে দেখতে টেক্তে হবে, নখ থাক্লে যদি খোঁচা টোঁচা লাগে। যার মধ্যে ছেলে থাকে, তাতে নখের খোঁচা টোঁচা লাগ্‌লে খালাসের পর পোআতি ভারি ক্লেশ পেতে পারে। এই জন্তে হাত দিয়ে দেখতে হলে, খুব সাবধান হয়ে দেখা উচিত। ধাইয়ের হাতে পোআতির প্রাণ, এ যেন সকল ধাইয়েরই বেশ মনে থাকে।

বি। এই দেখ, হাতের আঙুলের নখ না ফেলে পোআতি খালাস কত্তে গেলে কি কি অনিষ্ট হ'তে পারে তা আমাদের ধাইয়েরা জানে না

বলেই নখ ফেলে না। নৈলে, পোআতিরে কষ্ট পায়, তাদের ত আর এমন ইচ্ছে নয়।

ল। হ্যাঁ, তা না ত কি?

বি। যাক্; তার পর কি করবে?

ল। তার পর একবার পোআতির কাছে যাব।

বি। তার কাছে গিয়ে কি করবে?

ল। তার পেটটা একবার দেখবো।

বি। পেট দেখে কি বুঝবে?

ল। পেট দেখো ছেলে কেমন হ'য়ে আছে বুঝতে পারবো।

বি। পেটের মধ্যে আবার ছেলে কেমন হয়ে থাকে কি রকম?

ল। কেন? ছেলের মাথা নীচের দিকে আছে কি উপরে আছে, কি ছেলে আড় হয়ে আছে, তা জানা চাইনে?

বি। ও মা, পেটের ছেলে আবার এত রকম ক'রে থাকে, তা ত জান্তেম না।

ল। কেন? অমুকের ছেলের আগে পা বেরিয়েছিল, কি হাত বেরিয়েছিল, এ কথা কি কারো বলতে শোন নি?

বি। হ্যাঁ, তা ত শুনিছি বটে। আমাদের গাঁয়েতেই যে মুখুজ্যেদের বৌয়ের ছেলে হবার সময় আগে পা বেরিয়েছিল।

ল। তবে আর জাননা কেমন ক'রে? ছেলেদের পা নীচের দিকে না থাক্লে ত আর আগে পা বেরুতে পারে না?

বি। ও মা তাত সত্যি।

ল। তেমনি, ছেলের মাথা নীচের দিকে থাক্লে তবে মাথা আগে বেরোয়। আর ছেলে আড় হয়ে থাক্লে, তবে হাত আগে বেরোয়।

বি। আচ্ছা, এর মধ্যে কি ভাল?

ল। আগে মাথা বেরণ ভাল।

বি। মাথা প্রায়ই আগে বেরোয়।

ল। হ্যাঁ, তা আবার একবার করে? তার সাক্ষী কেন দেখনা, একশটী ছেলের মধ্যে ছেয়ানইটীর মাথা আগে বেরোয়। একশটী ছেলের মধ্যে একটীর পা আগে বেরোয়। আর দুশ চব্বিশটী ছেলের মধ্যে কেবল একটীর হাত আগে বেরোয়। খতিয়ে দেখলে ঠিক এইরকম হিসেবটী পাবে।

বি। তবে আগে হাত বেরণ খুব কম বল্‌তে হবে?

ল। কম বৈ কি? ও কম নহিলে কি আর রক্ষে ছিল!

বি। কেন, আগে হাত বেরুলে পোয়াতি খালাস হতে বড় কষ্ট পায় না কি?

ল। কষ্ট ত পায়ই। ছেলে যদি আপনি ঘুরে না আসে, কি ধাইতে ঘুরিয়ে না দেয়, তবে পোয়াতি খালাস হতে পারে না। মারা পড়ে।

বি। আ সর্ব্বনাশ! বল কি? আগে হাত বেরণ এত ভয়ানক? আচ্ছা, ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া কি রকম?

ল। তা বল্‌ছি। ছেলের যদি আগে হাত বেরোয়, তা হ'লে কৌশল করে আস্তে আস্তে পা দুখানি ধ'রে নামিয়ে নিয়ে আস্‌তে হয়। তা হলেই পোয়াতি খালাস হতে পারে। একেই ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া বলে। ধাইতে ঘুরিয়ে না দিলেও ছেলে কখন কখন আপনিই ঘুরে আসে।

বি। আচ্ছা, কি কৌশল ক'রে ছেলে ঘুরিয়ে দিতে হয়, বেশ ক'রে বল না গা।

ল। সে এখনকার সময় নয় পরে বল্‌বো। *

বি। সেই ভাল। ভাল, ছেলের আগে পা বেরোবে কি মাথা বেরোবে, তা পেট দেখে কেমন ক'রে জান্‌বে?

ল। তা বল্‌ছি শোন। পোয়াতিকে চিত হয়ে শুতে বল্‌বে। বালিশ দিয়ে তার মাথা আর ঘাড়টা একটু উচু ক'রে দেবে। তার পর তার পেটের কাপড় খুলে ফেলবে। পেটের কাপড় খুলে ফেলে ডান্ হাত দিয়ে তার বুকের কড়ার নীচে থেকে তলপেটের নীচে পর্য্যন্ত বেশ ক'রে দেখ্‌বে, একটা লম্বা ঢিবি সোজাসুজি উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে কি না।

বি। আচ্ছা, হাত দিয়ে ও রকম জান্‌তে পার্‌লে কি হবে?

ল। তা হলেই একবারে ঠিক কর্‌বে যে ছেলের হয় পা উপর দিকে আছে, মাথা নীচে দিকে আছে; তা নয় মাথা উপর দিকে আছে, পা নীচে দিকে আছে। অর্থাৎ ছেলের হয় মাথা আগে বেরবে, নয় পা আগে বেরবে।

বি। তা সত্তি। ছেলে পেটের মধ্যে সোজা ভাবে থাকলে ঐ

* দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় অধ্যায় দেখ।

রকমই ত হবে বটে। নৈলে, পোয়াতির পেটের মধ্যে ডাইনে বাঁয় ছেলের মাথা কি পা থাকলে ত আগে মাথা কি পা বেরুতে পারে না।

ল। বাঃ বেশ বুঝেছ। কথাটি তলিয়ে বুঝেছ।

বি। আচ্ছা তা হ'লে ত পূর পোয়াতির পেটের আকার দেখেই বলা যায়, পেটে ছেলে সোজা হয়ে আছে, কি ত্যার্চা আড় ভাবে আছে?

ল। তা বলা যায়ই ত। ভাল ক'রে ঠাউরে দেখ্‌লে তা বেশই বলা যায়। আর ছেলে যদি পেটের মধ্যে ঐ রকম সোজা ভাবে থাকে, তা হ'লে পোয়াতির উপর-পেটে (বুকের কড়ার নীচে) এক হাত আর তল-পেটে এক হাত দিয়ে বেশ করে আস্তে আস্তে টিপে টিপে দেখ্‌লে, এক হাতে ছেলের পাছা, আর হাতে ছেলের মাথা, বেশ মালুম কর্‌তে পারা যায়।

বি। বল কি? তবে ত ঐ রকম ক'রে হাত দিয়ে দেখাই উচিত। মাথা কি পাছা তাও বেশ মালুম কত্তে পারা যায়। কেন না, পাছার চেয়ে মাথা অবশ্যই শক্ত মালুম হবে। কেমন নয়?

ল। হ্যাঁ, তা আবার একবার ক'রে বল্‌চো? পোয়াতির পেটের চামড়া ঢিলে হ'লে, বেশ করে ঠাউরে হাত দিয়ে দেখ্‌লে ছেলের হাত, পা, হাঁটু, কুনো পর্য্যন্তও মালুম কত্তে পারা যায়।

বি। বল কি, সত্তি না কি? আচ্ছা, বল্‌লে যে কখন কখন ছেলের হাত আগে বেরোয়। পেট দেখে তা কেমন করে বল্‌তে পার্‌বে?

ল। কেন? পেট্‌টা দেখ্‌লেই যদি বোধ হয়, যে ছেলে আড় হয়ে শুয়ে আছে, তা হলেই আগে হাত বেরুতে পারে।

বি। তা ত বটে। পেটের মধ্যে ছেলে সোজা ভাবে থাক্‌লে যেখানে তার মাথা কি পা আগে বেরোয়, সেখানে ছেলে আড় ভাবে কি ত্যার্চা ভাবে থাক্‌লে তার হাত আগে বেরোবেই ত। কেন না, আড় কি ত্যার্চা ভাবে থাক্‌লে ছেলের মাথা আর পা প্রসবের দুওরের ত সন্না সন্নি থাকে না, যে আগে বেরবে।

ল। বাঃ বেশ যুক্তির কথাটি বলেছ। আমিও যে তোমাকে ও রকম ক'রে বুঝিয়ে বল্‌তে পাত্তেম না। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারী যাই।

বি। তার পর বল।

ল। ছেলের আগে মাথা বেরবে কি পা বেরবে, পোয়াতিকে জিজ্ঞাসা কল্যেও তার অনেক সন্ধান জান্তে পারা যায়।

বি। ও মা, সে আবার কি? পোয়াতি কি আর জেনে বসে রয়েছে যে, আমার ছেলের মাথা আগে বেরবে, কি পা আগে বেরবে?

ল। তাই কি আর বল্‌ছি? ওর সংকেত আছে বল্‌ছি শোন—পেটের মধ্যে ছেলে নড়ে, তা জান?

বি। হ্যাঁ, তা ত বেশই জানি।

ল। সকল পেটে ছেলে নড়ে বেড়ায় না তাও জান?

বি। হ্যাঁ, ডান্ কোঁকের দিকেই ত বেশী নড়ে দেখেছি। অন্য দিকে নড়া বড় মালুম হয় না।

ল। তবেই, যে পোয়াতির ডান্ কি বাঁ কোঁকের দিকে ছেলে খুব নড়ে আর তলপেটের বাঁ দিকটে কি ডান্ দিকটে ভারি ভারি বোধ হয়, তার ছেলের আগে মাথা বেরোয়।

বি। বটে! এ জান্‌লে ত তবে আগেই বলা যায়, ছেলের আগে মাথা বেরোবে কি না।

ল। তা বলা যায়ই ত?

বি। তার পর বল, পা আগে বেরবে কি না কেমন ক'রে জান্‌বে?

ল। কেন, পোয়াতিতে যদি বলে যে ডান্ কি বাঁ কোঁকের দিকে ভারি ভারি বোধ হয়, আর তলপেটের বাঁ দিকে কি ডান্ দিকে ছেলে নড়ে, তা হ'লেই জান্তে পারা গেল ছেলের আগে পা বেরবে।

বি। বটে! তবে এও ত বেশ সংকেত দেখ্‌ছি?

ল। তা বেশ সংকেতই ত। পোয়াতিরেও নিজে নিজে অনেক বুঝ্‌তে পারে।

বি। আচ্ছা, এই মাত্র না বল্লে যে, ছেলের আগে হাত বেরণ বড় ভয়ানক?

ল। তা বলেছিই ত। আগে মাথা বেরণ সব চেয়ে ভাল। আগে পা বেরণ মন্দর ভাল; কেন না, আগে পা বেরুলে পোয়াতি আপনিই খালাস হ'তে পারে। কিন্তু আগে হাত বেরণ বড় ভয়ানক—পোয়াতি আপনি খালাস হতে পারে না—ছেলে ঘুরিয়ে দিতে হয়। এ কথা তোমাকে এর আগেই বলেছি। কেমন মনে আছে ত?

বি। মনে না থাক্‌লে আর বল্যোম কেমন ক'রে? পূর্ণ পোয়াতির পেট দেখে আগেই জাস্তে পারা যায় ছেলের মাথা, পা, কি হাত আগে বেরবে; মাথা কি পা আগে বেরুলে পোয়াতি আপনিই খালাস হতে পারে; কিন্তু হাত আগে বেরুলে পোয়াতি খালাস হতে পারে না—এই কথা ত বলে। ভাল জিজ্ঞাসা করি, ছেলের হাত আগে বেরবে—এ যদি আগেই জাস্তে পার, তবে আগে হাত না বেরুতে পারে এমন কি কোন উপায় ক'রে দিতে পার না? প্রসবের সময় হাত আগে বেরুলেই না পোয়াতির সর্ব্বনাশ? তা আগে জাস্তে পেরেও কি শুধ্‌রে দেওয়া যায় না?

ল। হঁ্যা, এ বেশ কথা জিজ্ঞাসা করেছ। আগে জেনে শুনে, বিপদ্‌ না ঘট্‌তে পারে, এমন উপায় যে কত্তে পারে, সেই ত ধাই।

বি। তা আবার একবার ক'রে বল্‌চো? তবে এমন উপায় আছে?

ল। নেই বলা যায় না। তবে ধাই যদি খুব চালাক চতুর হয়, তা হ'লে কৌশল করে আস্তে আস্তে হাত দিয়ে ত্যার্চা আড় ভাব থেকে ছেলেকে সোজা ভাবে আস্তে পারে।

বি। বল কি? শুনে যে বড় খুসী হ'লাম। তা কি পারা যায়?

ল। হঁ্যা, পারা যায় বৈ কি।

বি। আহা! ঠাকুর করেন সব ধাইতেই যেন তা পারে। তা হলে, পোয়াতিদের আর কোন আপদই থাকে না। হঁ্যাগা, বলে দেওনা গা, কি রকম কৌশল ক'রে ছেলে সোজা ক'রে দেবে?

ল। পোয়াতিকে চিত ক'রে শুইয়ে পেটের কাপড় খুলে ফেলে বেশ নজর করে, আর পেটের উপর হাত দিয়ে দেখে যদি তোমার নিশ্চয় বোধ হয় যে, পেটের মধ্যে ছেলে আড় ভাবে কি ত্যার্চা ভাবে আছে, তা হলে, দুই হাত দিয়ে ছেলের দুই দিক আস্তে আস্তে ঠেলে দিয়ে সোজা ক'রে দেবে।

বি। এবারে ভাই ভাল বুঝ্‌তে পাল্লেম না। আর একবার ভাল করে বলে দেও।

ল। হাঁ, এ বোঝা একটু শক্ত হবে। এই বোধ কর, পুরু নরম চামড়ার ডাগর আর লম্বা রকম একটা পোয়রা আছে। সেই পোয়রাটা জল পোরা। পোয়রার মধ্যে সেই রকম ডাগর, নরম আর সেই আকারের

একটী জিনিষ ত্যার্চা ভাবে আট্‌কে আছে। সেই জিনিষটে যদি তুমি বাইরে থেকে হাত দিয়ে সোজা ক'রে দিতে চাও ত কি কর্‌বে?

বি। দুই হাত দিয়ে পোরোর মধ্যেকার জিনিষটের দুই মুড়ো দেখবো।

ল। তার পর কি কর্‌বে?

বি। তার পর দুই হাত মুড়োর দিয়ে (অর্থাৎ উপরকার মুড়োর নীচে এক হাত, আর নীচের মুড়োর উপর এক হাত দিয়ে আস্তে আস্তে এম্নি ক'রে ঠেল্‌বো যে ও জিনিষটে সর্‌তে সর্‌তে বেশ সোজা হ'য়ে যাবে।

ল। তবে আর কি? ঠিক্ ঐ রকম ক'রে পোয়াতির পেটের দু পাশে দু হাত দিয়ে,ছেলের দুই মুড়ো (পায়ের দিক আর মাথার দিক) অম্নি ক'রে আস্তে আস্তে ঠেলে দেবে। ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ছেলে স'রে সোজা হবে।

বি। ভাল, সোজা যেন হ'ল। সোজা থাকবে ত? না খানিক পরে যেমন ত্যার্চা ছিল, তেম্নি ত্যার্চা হবে?

ল। তা একটু কৌশল না খাটালে পুনরায় ত্যার্চা হওয়াই সম্ভব বটে।

বি। কৌশলটা কি রকম?

ল। ছেলে ঐ রকম ক'রে সোজা ক'রে দিয়ে, কাপড়ের গদি ক'রে ছেলের দুই মুড়োর উপর বসিয়ে পোয়াতির পেটে কাপড় দিয়ে বেঁধে দেবে। তা হ'লে আর সরবে না। তার পর ব্যথা হ'লে, খানিক ক্ষণ ছেলেকে সোজা ভাবে রাখ্‌তে পারলেই ইষ্ট সিদ্ধি হয়।

বি। হ্যাঁ, এ বেশ যুক্তি বটে। তবে আর কি? সংকেত গুলিও বেশ জানা থাক্‌লো, ছেলে সোজা রাখবার উপায়ও বেশ শিখিয়ে দিলে। তার পর আর কি বল্‌বে বল।

ল। এই ত মোটামুটি সংকেত গেল। হাত দিয়ে দেখে আরো ভাল ক'রে বলা যায়।

বি। সে আবার কি রকম?

ল। একটু নারিকেল তেল মাখিয়ে ডান হাতই হোক, আর বাঁ হাতই হোক, প্রসবের দুওরে দিলে ছেলের গা টের পাওয়া যায়। হাতই বেরুক, পা-ই বেরুক, আর মাথাই বেরুক, হাত দিলেই টের পাওয়া যায় কি না?

বি। তা যায় বৈ কি ? মাথা হ'ল গোল আর হাত পায়ের আলাদা গড়ন। আচ্ছা ছেলের আগে মাথা না বেরিয়ে কখন কখন যে হাত কি পা আগে বেরোয়, তার কি কিছু কারণ আছে ?

ল। কারণ আছে বই কি ?

বি। কারণটা কি বল না গা ?

ল। পেটের মধ্যে ছেলে সচরাচর কি রকম ক'রে থাকে তা জান ?

বি। হ্যাঁ, তুমি যেখানে বল্লে যে প্রায়ই ছেলেদের মাথা আগে বেরোয়, সেখানে কাজেই বুঝে নিতে হবে যে, ছেলের মাথা নীচের দিকে থাকে, আর পা উপর দিকে থাকে।

ল। (১) ছেলে যখন ছ মাস পেটে, তখন তার মাথাটী নীচের দিকে আসে, আর পা দুখানি উপরের দিকে যায়। তার পর বরাবর ঠিক্ এই রকম ভাবেই থাকে। কিন্তু এর আগে পেটের মধ্যে ছেলে ঘুরে বেড়ায় ; মাথা কি পা ঠিক্ এক জায়গায় থাকে না। এই জন্যে ছ মাসের আগে ছেলে হ'লে, তার মাথা আগে না বেরিয়ে হাত কি পা প্রায়ই আগে বেরোয়।

বি। আচ্ছা, আমাকে এঁকে দেখিয়ে দেও না গা, ছ মাসের আগে পেটের মধ্যে ছেলে কি ভাবে থাকে।

ল। এই দেখ (১ম চিত্র দেখ)।

১ম চিত্র।

ছ মাসের আগে জরায়ু আর ছেলের আকার প্রকার।

বি। বাঃ এখন বেশ বুঝ্‌লাম। ভাল, ছ মাসের আগে ছেলে হলে বাঁচে না, কেমন ?

ল। না, তা ত তোমাকে আগেই বলেছি।

বি। হ্যাঁ, তা বলেছ বটে, তবু একবার জিজ্ঞাসা করছি।

ল। (২) পেটে মরে গেলে ছেলেটা ভূমিষ্ঠ হবার সময় আগে তার মাথা না বেরিয়ে, হাত কি পা প্রায়ই আগে বেরোয়।

(৩) ব্যামো স্যামো হয়ে যদি ছেলের স্বাভাবিক আকার বদ্‌লে যায়, তবে মাথা আগে না বেরিয়ে হাত কি পা প্রায়ই আগে বেরোয়।

বি। এমন কি ব্যামো আছে যে, তাতে ছেলের আকার বদ্‌লে যায়?

ল। তা অনেক আছে। একটা রোগের নাম ক'রে তোমাকে তা বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিচ্চি। ছেলের মাথার মধ্যে কখন কখন জল হ'য়ে থাকে। সে জল এত বেশী হতে পারে যে, ছেলের মাথা স্বাভাবিক মাথার চেয়ে তিন চারি গুণ বড় হয়।

বি। আ সর্ব্বনাশ! ছেলের এত বড় মাথা হ'লে পোয়াতি খালাস হয় কেমন করে?

ল। আপনি কি আর খালাস হতে পারে? খালাস করাতে হয়।

বি। হ্যাঁ গা, তা হলে কি রকম ক'রে প্রসব করাবে, বল না গা।

ল। এখনকার সময় নয় পরে বল্‌বো। *

(৪) পোয়াতির ব্যামো স্যামো হয়ে, যার মধ্যে ছেলে থাকে, তার স্বাভাবিক আকার বদ্‌লে গেলেও ছেলের মাথা আগে না বেরিয়ে, হাত কি পা প্রায়ই আগে বেরোয়।

বি। পোয়াতির কি ব্যামো হলে সেটার আকার বদ্‌লে যেতে পারে?

ল। কুঁজ হলে, কি পাছার হাড় বেঁকে চুরে গেলে ওরকম হতে পারে।

(৫) ব্যথা আরম্ভ হয়ে যদি কোন কারণে হঠাৎ জল ভেঙে যায়, তা হলে ছেলের মাথা আগে না বেরিয়ে হাত কি পা প্রায়ই আগে বেরোয়।

বি। হঠাৎ জল ভাঙ্গা ত তবে বড় দোষ?

ল। দোষ বৈ কি। এর পর তোমাকে এ সব বেশ করে বুঝিয়ে দেব।

বি। সেই ভাল।

ল। (৬) আর দেখ, পাঁচ মাসের পর পোয়াতিকে কোন দুরাদুর পাঠান পরামর্শ নয়।

বি। কেন?

---

* চতুর্থ ভাগে এ সমস্ত লিখিবার ইচ্ছা আছে।

ল। কেন তা বল্‌ছি। কিছু দিন হ'ল একটী বামনের মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে "আমার মেয়ে এই প্রথম পোয়াতি, সাত মাস গর্ভ, শ্বশুর-বাড়ী আছে। এখন তাকে আমি বাড়ী আন্তে চাই। তোমার কি মত হয়?" পোয়াতির সাত মাস গর্ভ শুনে, তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্যেম, মেয়ে কতদূর থেকে আন্তে হবে। তিনি বল্যেন "প্রায় দেড় দিনের পথ হবে।" আমি এ শুনে তাঁকে বিশেষ ক'রে নিষেধ কল্যেম যে, এখন তুমি সেখানে থেকে মেয়ে কখনও এনো না। কিন্তু তিনি আমার কথা না শুনে মেয়েকে বাড়ীতে আন্‌লেন। কিছু দিন পরে শুন্‌লাম যে, সেই পোয়াতির একটী মেয়ে হয়েছে। হবার সময় মেয়ের আগে পা বেরিয়েছিল।

বি। তবে ত তুমি যা ভেবে বারণ করেছিলে, ঠিক্ তাই ঘটেছিল।

ল। তা ঘট্‌বেই ত। ওর সব নিয়ম টিয়ম ধরা আছে কি না। তিন মাসের আগে আর পাঁচ মাসের পরে পোয়াতিকে কোন স্থানান্তর পাঠাবে না। যদি নিতান্তই পাঠাবার দরকার হয়, তবে এর মধ্যে পাঠাবে।

বি। ভাল, পেটের মধ্যে যদি ছেলে ম'রে যায়, তাহ'লে কি পোয়াতি তখনই খালাস হয়।

ল। ছেলে মরে গেলে যে অম্‌নি তখনি পোয়াতি খালাস হয়, তা নয়। তবে মরা ছেলে পেটে বিস্তর দিন থাক্‌তে পারে না। ঈশ্বরের কেমন ইচ্ছে, তাতে পোয়াতি কষ্ট পাবে ব'লে শীঘ্রই খালাস হয়!

বি। আচ্ছা, পেটের মধ্যে মরা ছেলে যদি কিছুদিন থাকে, তা হলে পোয়াতি কি বড় কষ্ট পায়?

ল। কষ্ট পায় বৈ কি। খালাস হ'লে পরেও শীঘ্র সাম্লে উঠ্‌তে পারে না। শরীর এম্‌নি অসুস্থ হয়ে যায়। পেটের মধ্যে ছেলে ম'রে গিয়েছে জান্তে পার্‌লে, দেরি না ক'রে পোয়াতিকে খালাস করাবে।

বি। পেটের মধ্যে ছেলে ম'রে গিয়েছে তা জান্‌বে কেমন ক'রে?

ল। তা বেশ জান্তে পারা যায়, এমন সংকেত আছে।

বি। সংকেতটা কি?

ল। ছেলে ম'রে গেলে পোয়াতি আর ছেলে-নড়া টের পায় না। মাই দুটী নরম হয়ে যায়, তেমন আর দুধে পোরা থাকার মত শক্ত শক্ত

থাকে না। আর নাই থেকে হৃৎ-শব্দ বন্ধ হ'য়ে যায়। এই গুলি হঠাৎ দেখ্লেই ছেলে ম'রে গিয়েছে ব'লে সন্দেহ করা যেতে পারে।

বি। পেটের মধ্যে ছেলে ম'রে গিয়েছে, এমন সন্দেহ হলে কি কর্বো?

ল। গোপ না করে বিচক্ষণ ডাক্তার এনে দেখাবে। তার পর যে ব্যবস্থা হয় ডাক্তারেই কর্বে।

বি। আচ্ছা, এখন দেখ দেখি, মোহিনীর ছেলের আগে মাথা বেরোবে কি না?

ল। দেখি। (পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া) হাঁ। তাস, আগে মাথা বেরোবে বৈ কি?

পঞ্চম সর্গ।

প্রসবের অবস্থা বিভাগ।

বি। তার পর এখন কি কর্বে?

ল। এখন দেখ্বো যে প্রসবের কোন অবস্থা।

বি। সে আবার কি? ওত বুঝ্তে পাল্যেম্ না।

ল। তা বল্ছি। বুঝিয়ে না দিলে বুঝ্তে পার্বে না। আমার পড়া শুনো সব ডাক্তার সাহেবের কাছে, তা জান?

বি। হাঁ, তা জানি।

ল। ডাক্তার সাহেব বলেছেন যে, গোরাস্তির ব্যথা আরম্ভ হওয়া অবধি ফুল পড়া পর্য্যন্ত যে সময়, সেই সময়কে তিন ভাগ ক'রে নিলে ধাইয়ের পক্ষে খুব সুবিধা হয়।

বি। তিন ভাগ কি রকম?

ল। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ।

বি। প্রসবের আবার ভাগ ভাগ কি?

ল। তা নয়? ব্যথা আরম্ভ হ'লেই কি অমনি তখনি ছেলে হয়?

বি। না, তাই কি আর বল্ছি?

ল। প্রথমে ব্যথা মিন্ মিন্ ক'রে আসে; তার পর ক্রমে ক্রমে বেশী হয়; তার পর জল ভাঙে, তার পর কড়কড়ে ব্যথা [illegible] হয়। ছেলে হওয়ার পর তবে ফুল্ পড়ে। এত গুলি ব্যাপার হওয়া চাই?

বি। তা ত বটে!

ল। তবে, এত গুলি ব্যাপার যে হবে, তার একটা ভাগ বিলি না থাক্‌লে যে সব গোলমাল হ'য়ে যাবে। ভাল বোঝা যাবে কেন? আর কখন্ কি কত্তো হবে, তারই বা জুৎ পাওয়া যাবে কেন?

বি। তা সত্যি। তবে ভাগ বিলি কি রকম, বল।

ল। তা বল্‌ছি। ব্যথার সূত্র থেকে জরায়ুর মুখ বেশ ক'রে খোলা পর্য্যন্ত সময়কে প্রসবের প্রথম ভাগ বা 'প্রথম অবস্থা' বলে, ধর।

বি। জরায়ু আবার কি বল্যে, বুঝ্‌তে পাল্যেম না।

ল। যার মধ্যে ছেলে থাকে, তাকে জরায়ু বলে।

বি। তবে সেই পোরোটা না কি?

ল। না, সেটা কেন? সে তো একটা চামড়ার থলি, জলে পোরা থাকে। সেই জলের মধ্যে ছেলে ডুবে থাকে। ব্যথা ক্রমে বাড়্‌তে বাড়্‌তে সেটার মুখছিঁড়ে যায়। ছিঁড়ে গেলেই তার মধ্যে যে জল থাকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সব জল এক বারে বেরোয় না। এই যে জল বেরোয় একেই 'জল ভাঙ্গা' বলে। জল ভাংলেই তার সঙ্গে সঙ্গে কি তার একটু পরেই প্রায় ছেলে হ'য়ে থাকে। শেষে যখন ফুল পড়ে, সেই সঙ্গেও থলিটে বেরিয়ে আসে। আমি যার কথা বল্‌ছি, তারি মধ্যে ছেলে সুদ্ধ এই জল-পোরা থলি থাকে। তার আর কিছু ছেঁড়ে খোঁড়ে না। আর বাইরেও আসে না। শরীরের মধ্যে থাকে। যখন গর্ভ না থাকে, তখন তার আকার অতি ছোট। কিন্তু গর্ভ হলে পর এদিকে ছেলে যেমন বাড়্‌তে থাকে, তেমনি সেই সঙ্গে ওটাও বাড়ে। ছেলে হ'লে পর আবার কম্‌তে কম্‌তে প্রায় সাবেক মত হয়ে যায়। জরায়ু কাকে বলে, এখন বুঝ্‌তে পাল্যে কি না?

বি। ওঃ বুঝিছি, আমরা যাকে পো-নাড়ী বলি, তুমি তাকেই জরায়ু বল্‌চো?

ল। হাঁা হাঁা, সেই পো-নাড়ীকেই ভাল কথায় জরায়ু বলে।

বি। আ মলো! এতক্ষণ তবে তা বলিনি কেন? তা হ'লে আর তোমাকে এত [illegible] বুঝিয়ে দিতে হ'ত না। হ্যাগা, [illegible] [illegible]কারটা কি রকম?

ল। বোঁটা কেটে একটা বেগুনের মধ্যে যা থাকে, বেশ ক'রে ফুরে

ফেলে দিয়ে, যদি সেটা হাত দিয়ে চ্যাপ্টান যায়, তবে তার যে রকম আকার হয়, জরায়ুও দেখ্‌তে প্রায় সেই রকম।

বি। আচ্ছা, জরায়ুটা পেটের মধ্যে কি রকম ক'রে থাকে?

ল। মোটা দিকটে উপরের দিকে থাকে, আর সরু দিকটে নীচের দিকে থাকে। উপরে মোটা দিকটেকে জরায়ুর 'শরীর' বলে। আর নীচের ভাগটাকে জরায়ুর 'মুখ' বলে। জরায়ুর এই মুখ আর প্রসবের দুওর এক কথা।

বি। বটে! তবে এখন বেশ বুঝ্‌লাম। আচ্ছা, জরায়ুর আকার বেশ করে এঁকে দেখিয়ে দিলে ত আরও ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারি।

ল। তা বেশ ত। এই দেখ (২য় চিত্র দেখ)।

২য় চিত্র।

যে কখনও পোয়াতি হয়নি, তার জরায়ু এই রকম
(স্বাভাবিক আকার)।
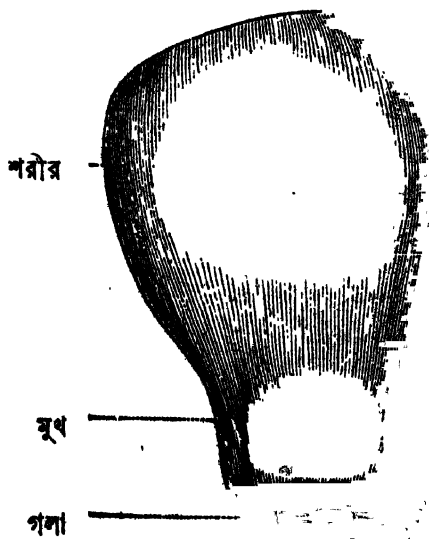
বি। পোয়াতি হ'লে কি জরায়ুর আকার বদ্‌লে যায়, না যেমন এঁকে দেখালে, ঠিক ঐ রকমই থাকে?

ল। বেশ কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছ। এখন যেটা এঁকে দেখিয়ে দিলাম যে কখনও পোয়াতি হইনি, তার জরায়ু ঠিক ঐ রকম। পোয়াতি হ'লে ও রকম আকার থাকে না; বদলে যায়।

বি। তা ত সত্যিই বটে; এর আগেই যে তা এঁকে দেখিয়ে দিলে।

ল। সেটা যে জরায়ু, তা জান্‌লে কেমন ক'রে?

বি। আমি এমনই বোকা আর কি? যখন বলো যে জরায়ুর মধ্যে ছেলে থাকে, তখন সেটা জরায়ু না হ'বে আর কি হ'তে পারে?

ল। তা বুদ্ধি থাক্‌লে সব কথাই ঐ রকম ক'রে বুঝে নেওয়া যায় বটে। এর আগে যা এঁকে দেখিয়েছি, তাতে চার পাঁচ মেসে পোয়াতির জরায়ু আর তার মধ্যে ছেলে কেমন ক'রে থাকে, তাই দেখিয়েছি সেটা যেন মনে থাকে।

বি। কেন? তবে পূর পোয়াতির জরায়ুর আকার আলাদা নাকি?

ল। আলাদা বৈ কি?

বি। তবে সেটা এঁকে দেখিয়ে দেওনা গা, আর পূর মাসে ছেলে তার মধ্যে কেমন ক'রে থাকে, তাও দেখিয়ে দেও।——

ল। এই দেখ (৩য় এবং ৪র্থ চিত্র দেখ)।

৩য় চিত্র।
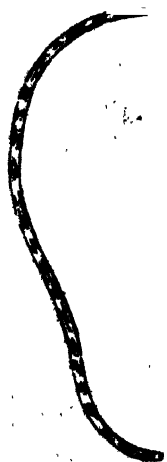
পুরো পোয়াতির জরায়ুর আকার এই রকম। ছোট করে আঁকা হইয়াছে।

৪র্থ চিত্র।

পুরো পোয়াতির জরায়ুর মধ্যে ছেলে এই রকম ক'রে থাকে।

বি। এখন সব বেশ বুঝ্‌তে পালোম। তার পর বল, জরায়ুর মুখ খোলা যে বল্লো, সে কি রকম?

ল। তা বল্‌ছি, শোন। এখন জরায়ু আর জরায়ুর মুখ বল্লে বুঝ্‌তে পার্‌বে? গোল হবে না ত?

ঝি। এমন ক'রে বুঝিয়ে দিলে আর এঁকে দেখিয়ে দিলে, তা বুঝতে পারবো না!

ল। তবে শোন প্রথম পোয়াতিদের জরায়ুর মুখ একেবারে বন্ধ থাকে। আর যারা এক ছেলের মা, তাদের জরায়ুর মুখ অল্প খোলা থাকে। প্রথম পোয়াতিদের খালাস হ'তে যে দেরি হয়, তার এই একটা কারণ।

ঝি। ঠিক বলেছ। প্রথম পোয়াতিদের খালাস হ'তে দেরি হয়, আর কষ্টও হয়। তার পর বল, জরায়ুর মুখ কি রকম ক'রে খোলে।

ল। ব্যথার সূত্র হ'লেই জরায়ুর মুখ খুলতে আরম্ভ করে। ব্যথা একবার ক'রে আসে আর যায়, তা জান? এক ব্যথা কিছু বরাবর সমান থাকে না।

বি। ওমা, সে আবার কি? তা জানি নে? বিয়েন ব্যথার জিরেন আছে বলেই ত রক্ষে; নৈলে পোয়াতিরে কি বাঁচতো?

ল। তা ঠিক কথা। ব্যথা যখন আসে, তখনি একটু ক'রে জরায়ুর মুখ খোলে। অমনি সেই সময়, যে পোরোর মধ্যে ছেলে আছে, সেইটে এসে নামে; আর ঐ মুখের মধ্যে সেঁদোবার চেষ্টা করে। ব্যথা গেলেই আবার পোরেটা উপরে ওঠে। এই রকম ওটা বারে বারে যাওয়া আসা ক'রে জরায়ুর মুখ বেশ ফাঁক ক'রে দেয়। এই মুখ যখন বেশ খুলে যায়, তখন তার বেড় প্রায় পোনর আঙুল হয়।

বি। বল কি, এত হবে?

ল। তা নয়? ছেলের মাথাটা ত তার মধ্যে দিয়ে বেরণ চাই।

বি। তা সত্যি।

ল। তার পর ঐ মুখ বেশ খুলে গেলে, বার কতক ব্যথা এলে পোরোর যে জায়গাটা ঐ মুখের মধ্যে থাকে, চাপ পেয়ে ছিঁড়ে যায়। ছিঁড়ে গেলেই পোরোর মধ্যেকার জল খানিক বেরিয়ে যায়। একেই "পানমুচি ভাঙা" বলে।

বি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধাইয়ের মুখে "পানমুচি ভাঙার" কথা শুনিছি বটে। আচ্ছা, পোরো ছিঁড়ে গেলে তার মধ্যেকার সব জল না বেরিয়ে খানিকটে জল বেরিয়ে যায় কেন?

ল। তার কারণ আছে, বলছি। পোরো যেমন ছিঁড়ে যায় সব জল

না বেরুতেই অমনি ছেলের মাথা এসে নাবে। তাতেই আবার বেরুতে পারে না। এই হ'লেই প্রসবের 'প্রথম অবস্থা' সারা হল। এখন বুঝলে কি না?

বি। বুঝলাম। তবু আর একবার ভাল ক'রে বল যেন বেশ মনে থাকে।

ল। তা বল্‌ছি। ওতে আর আমার আলিস্যি নেই। ব্যথা সুরু হওয়া অবধি জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণরূপে খোলা পর্য্যন্ত সময়কে প্রসবের প্রথম অবস্থা বলে। এখন বুঝ্‌লে?

বি। হাঁ, বেশ বুঝেচি! এতেও যদি না বুঝ্‌তে পারি, তবে আর কিছুতেই বুঝ্‌তে পারবো না।

ল। আচ্ছা, বল দেখি প্রসবের 'প্রথম অবস্থা' কাকে বলে?

বি। ব্যথা আরম্ভ হ'য়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত জরায়ুর মুখ বেশ না খোলে, ততক্ষণ প্রসবের 'প্রথম অবস্থা' বলা যেতে পারে।

ল। হ্যাঁ, তবে বেশ বুঝেছ। ধাই এসে যদি বুঝ্‌তে পাল্যে, যে প্রসবের কোন্ অবস্থা, আর ঠিক সেই মত কাজ কত্তে পাল্যে, তবেই সে বড় ধাই হ'ল। তার হাতে পোয়াতি কখনও কষ্ট পায় না, আর ছেলেরও কোন ভয় থাকে না।

বি। বটে? তবে প্রসবের "দ্বিতীয় অবস্থা" কাকে বলে, আর "তৃতীয় অবস্থা" বা কাকে বলে বেশ ক'রে বল না গা।

ল। জরায়ুর মুখ বেশ খুল্‌লে, তার পর যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছেলে না হয়, ততক্ষণ প্রসবের "দ্বিতীয় অবস্থা" বল্‌তে পার। প্রসবের দ্বিতীয় অবস্থাই বড় ভয়ানক। এই ব'লে বল্‌ছি যে, এই অবস্থাতেই যত বিপদ্ আপদ্ ঘটে।

বি। বিপদ্ আপদ্ কি রকম?

ল। তা বল্‌ছি। জরায়ুর মুখ বেশ খুল্যে পর, আর জল ভাঙার পর যদি ছেলে হ'তে দেরি হয়, তা হ'লে বড় প্যাঁচ। ছেলেও হাঁপায়, আর পোয়াতিও বড় কষ্ট পায়।

বি। আচ্ছা, এমনও ত দেখেছি যে, ছেলে হ'তে খুব গৌণ হয়েছে, ছেলে হাঁপায়নি। এর কারণ কি?

ল। তুমি যাদের কথা বল্‌ছো, তাদের প্রসবের প্রথম অবস্থাতেই

খোলা... বুঝ্‌তে পারবে?

দেরি হয়েছে। 'দ্বিতীয় অবস্থা' অর্থাৎ জরায়ুর মুখ বেশ খুল্‌লে আর জল ভাংলে পর আর বড় দেরি হয় নি।

বি। তবে প্রসবের 'তৃতীয় অবস্থায়, দেরি হ'লে কিছু ভয় নেই।

ল। না, কোন ভয়ই নেই।

বি। যাক। প্রসবের 'তৃতীয় অবস্থা' কাকে ব'লে, এখন বল।

ল। ছেলে হ'লে পর যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফুল না পড়ে, ততক্ষণ 'তৃতীয় অবস্থা' বলা যেতে পারে।

বি। যথার্থ, বেশ ভাগ বিলি গুলি বলেছ। শুনে বড় সুখী হ'লেম। এমন তর ব্যাপারে এ রকম নিয়ম টিয়ম ধরা না থাক্‌লে চল্‌বে কেন? এ জানা থাক্‌লে কত সুবিধে দেখ দেখি। ধাইয়ের মুখে পোয়াতির বৃত্তান্ত শুনিই সব ঠিক করা যেতে পারে। যদি বলে যে জরায়ুর মুখ এখনও বেশ খোলেনি, আর জলও ভাঙে নি, তা হ'লে আপাতক কোন ভয় নেই ব'লে সাহস করা যেতে পারে। আর যদি বলে যে, জরায়ুর মুখ বেশ খুলেছে আর জলও ভেঙ্গেছে, তা হলেই জানা গেল যে, খুব সাবধান হ'তে হবে। এ কি কম সুবিধে?

ল। হ্যাঁ, তার আর ভুল কি।

বি। আর আর ত প্রায় সবই বল্যে; এখন কোন্ অবস্থায় কি কল্যে পোয়াতি আর ছেলে দুয়েরই মঙ্গল হয়, বল্যেই নিশ্চিন্ত হই।

ল। তা আর বলাবলি কি? সে সব মোহিনীকে দিয়েই ত হাতে হাতে দেখিয়ে দেয় এখন।

বি। সেই ভাল।

ষষ্ঠ সর্গ।

প্রসবের প্রথম অবস্থা।

বি। আচ্ছা, এখন দেখ দেখি মোহিনীর প্রসবের কোন্ অবস্থা।

ল। (পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া) এখনও প্রথম অবস্থা; জরায়ুর মুখ এখনও বেশ খোলেনি।

বি। তবে এখন ও কি করবে ?

ল। একটু উঠে হেঁটে বেড়াক।

মো। (লক্ষ্মীর প্রতি) আমি উঠে হুটে বেড়াতে পারি নে।

ল। না, পার না বৈ কি ? এখনি কি হয়েছে ? এখনও ত আও কাল পড়ে রয়েছে।

বি। (লক্ষ্মীর প্রতি) কষ্ট হয় ত শুক্ না কেন ?

ল। হ্যাঁ, কষ্ট ত কত ? না, এখন শুয়ে টুয়ে কায নেই প্রসবের "প্রথম অবস্থায়" দাঁড়িয়ে কি উঠে বেড়িয়ে ব্যথা খাওয়া ভাল। তা হ'লে শীঘ্র খালাস হয়। বড় একটা কষ্ট পায় না।

বি। (মোহিনীর প্রতি) তবে দিদি, একটু উঠে হেঁটে বেড়াও করবে কি। (লক্ষ্মীর প্রতি) আচ্ছা, আমাদের এ সব ধাইয়ে ত ব্যথা হলেই পোয়াতিকে আঁতুড়ে নিয়ে গিয়ে বসায়।

ল। তারা ঐ ক'রে ক্ষান্ত থাক্‌লে ভাবনা ছিল কি ?

বি। কেন, তারা আর কি ক'রে থাকে ?

ল। ব্যথা হলেই যে তারা পোয়াতিকে বসিয়ে কোঁত দিতে ব'লে থাকে, সেটা কি বড় ভাল ভাবচো না কি ?

বি। ভাল নয় ? তাতে দোষ কি ?

ল। দোষ তার অনেক। প্রসবের "প্রথম অবস্থায়" কোঁত দিলে উপকার ত কিছুই নেই বরং বিশেষ ক্ষতি এই যে অসময়ে কোঁত দিয়ে পোয়াতি বড় কাবু হ'য়ে পড়ে। শেষে "দ্বিতীয় অবস্থায়" যখন আপনিই কোঁত দিতে হবে, তখন আর তার শক্তি থাকে না। তবেই দেখ, ভারি দোষ ঘটে গেল।

বি। তাই ত ! ও কপাল ! আনাড়ি ধাইয়ের দোষেই পোয়াতিরে তবে মিছামিছি এত কষ্ট পায় ?

ল। আহা ! তাদের দোষ কি ? তারা কি জানে প্রসবের "প্রথম অবস্থায়" পোয়াতি খালাস কত্তো চেষ্টা করা বৃথা। জানলে আর কি অমন করে ?

বি। তারা ত পোয়াতির কাছে ব'সে কেবল বল্‌তে থাকে 'হুল দেও, খুব হুল দেও'। বাছাদের মুখ চোক রাঙা হ'য়ে আসে, তবু বলে 'হুল দেও'।

ল। তাদের দোষ দিছে কেও ? তারা ভালোর জন্যে বায়, কিন্তু

শেষটা অবশ হয়ে পড়ে। সে কেবল তারা, কিসে কি হয়, জানে না ব'লে। নৈলে, পোয়াতিরে কষ্ট পায়, এমন তাদের ইচ্ছে নয়।

বি। যাক্। তবে 'প্রথম অবস্থা'য় পোয়াতি কি ধাইয়ের কিছুই কত্তো হয় না?

ল। না, শীঘ্র খালাস কর্‌বো ব'লে ধাইয়ে "প্রথম অবস্থায়" যেন কিছু চেষ্টা না করে। কেবল মধ্যে মধ্যে তাকে এই দেখ্‌তে হবে যে, জরায়ুর মুখ খুলেছে কি না?

বি। কেন, তা দেখ্‌বার দরকার কি?

ল। দরকার নয়? তা নৈলে কেমন ক'রে জান্‌বে যে প্রসবের 'প্রথম অবস্থা' গিয়া "দ্বিতীয় অবস্থা" হ'ল? জরায়ুর মুখ বেশ খুল্যেই না 'প্রথম অবস্থা' গেল। আর তোমাকে এর আগেই বলেছি যে, প্রসবের 'দ্বিতীয় অবস্থা'টাই গোলমেলে বেশি। এই জন্যে সেটা জানা ভারি আবশ্যক।

বি। সে কথা সত্যি। কিন্তু জল ভাংলেই ত জান্ত্যে পারা গেল যে, প্রসবের 'দ্বিতীয় অবস্থা' হ'ল।

ল। প্রায় তাই বটে। কিন্তু এমনো ত ঘটে যে, জল মোটেই ভাঙে না।

বি। বল কি? সে আবার কি রকম? পোয়াতি তবে কি রকম ক'রে খালাস হয়?

ল। কেন, পোয়ো-সুদ্ধ, ছেলে প্রসব করে।

বি। আচ্ছা, তাতে কিছু ভয় টয় নেই ত?

ল। না, তা কিছুই নেই। তবে ধাইয়ের একটু সতর্ক আর সাবধান হওয়া চাই। নৈলে ছেলেটা মারা পড়্‌তে পারে।

বি। কেমন ক'রে?

ল। ভূমিষ্ঠ হবা মাত্র পোয়োর মধ্যে থেকে বার ক'রে না দিলে ছেলে হাঁপিয়ে মর্‌ত্যে পারে।

বি। হ্যাঁ গা, তবে কি রকম ক'রে ছেলে বার ক'রে নেগে গা?

ল। কেন, পোয়োটা হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেল্‌বে।

বি। হাত দিয়ে সেটা ছেঁড়া যায়?

ল। যায় বৈ কি? যদিই না যায়, কোন অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে একটা

জায়গায় কেটে ছিঁড়ে ফেলেই হ'লো। কিন্তু সাবধান, পোরো কাটতে গিয়ে ছেলের গায়ে যেন না লাগে। পোরো-সুদ্ধ ছেলে হ'লে ধাইয়ে বুঝতো না পেরে যেন সেটাকে ফেলে ঠেলে না দেয়। তা হ'লে কি সর্ব্বনাশ বুঝ্‌তেই পার্‌ছো। তার মধ্যে 'সোণার চাঁদ' এটা যেন বেশ মনে থাকে।

বি। আহা! হয় ত, না বুঝতে পেরে কত যাদুকেই ঐ রকম ক'রে ভাসিয়ে দিয়েছে!

ল। তা হবে, আটক কি? পোরো-সুদ্ধ ছেলে হ'লে জল ভাঙে না, এখন বুঝ্‌তে পাল্যে।

বি। হ্যাঁ, তা বেশ বুঝিছি।

ল। এ ছাড়া, কোন কোন পোয়াতির জরায়ুর মুখ ভাল ক'রে না খুল্‌তেই জল ভেঙে যায়। তা হ'লে পোয়াতি বড় কষ্ট পায়। শীঘ্র খালাস হ'তে পারে না। ছেলেটী মারা পড়্‌তে পারে। আর তোমাকে এর আগেই বলিছি যে, ব্যথা আরম্ভ হয়েই যদি কোন কারণে হঠাৎ জল ভেঙে যায়, তা হ'লে ছেলের মাথা আগে না বেরিয়ে, হাত কি পা আগে বেরুতে পারে।

বি। বল কি? শীঘ্র জল-ভাঙা ত তবে ভারি দোষ দেখ্‌চি? আচ্ছা, তা হলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত জরায়ুর মুখ বেশ না খোলে, যাতে জল না ভাঙে তা ত করা উচিত?

ল। তা উচিতই ত।

বি। ভাল, কেমন ক'রে জান্‌বো যে, এই কল্যে জল ভাংবে, আর এই কল্যে জল ভাংবে না?

ল। তা জানা বড় শক্ত নয়। প্রসবের 'প্রথম অবস্থায়' ধাইতে যদি পোয়াতিকে কোঁত দিতে না বলে, আর হাত দিয়ে দেখ্‌তে গিয়ে যদি পোরোটা ছিঁড়ে না ফেলে, তা হ'লে আর অসময়ে জল ভাংবে কেন? তার সময় হ'লে আপনিই ভাংব্যে।

বি। বেশ কথা বলেছ। ধাইতে সাবধান হ'য়ে পোরোটা বজায় রাখ্‌তে চেষ্টা পেলে তা ছিঁড়বেই বা কেন, আর জলই বা ভাংবে কেন? ধাইরে ভাল মন্দ না জানাতেই ত আমাদের পোয়াতিরে এত কষ্ট পায়।

ল। আর দেখেছ; পোয়াতি খালাস কত্তো গেলে হাতের নখ ফেল্‌া যে খুব আবশ্যক, তার এই একটা দৃষ্টান্ত পেলে।

বি। হ্যাঁ, বেশ কথা মনে ক'রে দিয়েছ। হাতের নখ গেলেই যে পোরো ছিঁড়ে যেতে পারে। যাক্। আচ্ছা, যদি জরায়ুর মুখ খুল্‌তে অনেক দেরি হয় তা হলেও কি ধাইতে কিছু কর্‌বে না?

ল। না তা হ'লে চল্‌বে কেন? অবশ্য তার কোন উপায় দেখবে।

বি। উপায়টা কি?

ল। তা বল্‌ছি। ন্যাকার না হয়ে তোয়াতির বারে বারে ওয়াক্ ওঠে এমন কোন উপায় কর্‌বে।

বি। কেন, তা হ'লে কি হবে?

ল। জরায়ুর মুখ খুলে দেবে।

বি। বল কি!

ল। হ্যাঁ, তা নিশ্চয়।

বি। তবে ত এ খুব সহজ উপায় বল্‌তে হবে?

ল। সহজ বৈ কি?

বি। আচ্ছা, আমাদের এ ধাইরে দেখিছি পোয়াতির গালের মধ্যে তার মাথার চুল পুরে দিয়ে ওয়াক্ তোলায়। সেও কি তবে এই জন্যে?

ল। শীঘ্র ফুল না পড়্‌লে তারা ঐ রকম ক'রে পোয়াতিকে ওয়াক্ তোলায় সত্যি, কিন্তু তারা জানে না যে, জরায়ুর মুখ শীঘ্র না খুলে এটা কত্তো হয়। প্রসবের 'দ্বিতীয় অবস্থা'য় কি 'তৃতীয় অবস্থা'য় এরূপ কল্যে কিছুই উপকার নেই। লাভের মধ্যে কেবল পোয়াতি মিছেমিছি কাবু হ'য়ে পড়ে।

বি। জরায়ুর মুখ শীঘ্র না খুল্লে তবে আমরা পোয়াতির মুখের মধ্যে তার মাথার চুল পুরে দিয়ে বারে বারে ওয়াক্ তোলাতে পারি?

ল। হ্যাঁ, তা বেশ পার।

বি। তাতে উপকার হবে ত?

ল। উপকার হবে তা আবার একবার ক'রে? আর দেখ, কোন কোন পোয়াতি প্রসবের 'প্রথম অবস্থা'য় আপনা হতেই ন্যাকার ক'রে থাকে। কিছুই কত্তো হয় না। এ ন্যাকারে কিছু ভয় নেই তা বুঝ্‌তেই পার্‌ছো? বরঞ্চ বিশেষ উপকার আছে।

বি। হ্যাঁ, তা পাচ্চি বৈ কি। তা হ'লে জরায়ুর মুখ শীঘ্র খোলে।

ল। আর প্রসবের 'প্রথম অবস্থা'য় পোয়াতিকে মাঝে মাঝে একটু করে গরম দুধ খেতে দেওয়া ভাল। তা হ'লে আহার অসুদ দুই-ই হয়।

বি। দুই-ই কি রকম? আহার ত হয় বুঝ্‌লাম।

ল। গরম দুধ খেলে জরায়ুর মুখ শীঘ্র খোলে।

বি। বল কি? তবে ত এ ভারি সুবিধে। আমাদের ধাইয়ে এ না করে কেন?

ল। তারা কি জানে, তাই কর্‌বে? তবে কোন কোন জায়গায় পোয়াতিকে গরম দুধ চুমুক দিয়ে খেতে দেয় দেখিছি। কিন্তু প্রসবের অবস্থা বিবেচনা ক'রে দেয় না। জল ভাংবার আগেও দেয়, পরেও দিয়ে থাকে। জল ভাঙার পর অর্থাৎ প্রসবের 'দ্বিতীয় অবস্থা'য় গরম দুধ খেতে দেওয়া অপকার বৈ উপকার নেই।

ব্যথা হ'লে তারা পোয়াতিকে নিয়ম মত খেতে টেতে দেয় না। তা ব্যথা যদি দু দিন থাকে, তবু প্রায় উপস করিয়াই রাখে। এটা কিন্তু যা হোক্ তাদের ভারি অন্যায়। বাছাদের না খেতে দিয়েই আধ-মরা করে।

বি। তোমার কাছে যে রকম শুন্‌চি, তাতে তাদের কোন্‌টাই বা অন্যায় নয়।

ল। তবু, একবারে খেতে না দেওয়াটা ভারি অন্যায়। পোয়াতি তাতে ভারি কাবু হয়ে পড়ে। একে প্রসবের যাতনা, তাতে আহার নেই।

বি। আচ্ছা, যে শীঘ্র খালাস হয়, তাকে ত আহার দেওয়ার কোন দরকারই হয় না?

ল। তার আর ভুল কি? কিন্তু যে পোয়াতি এক দিন, দেড় দিন, কি দু দিন ব্যথা খেয়ে খালাস হয়, তার পক্ষে কি ব্যবস্থা হবে? উপস করিয়ে রাখবে?

বি। না, তা কেমন করে হবে? আহার কিছু দিতেই হবে; নৈলে পোয়াতি যে মারা পড়্‌বে।

ল। কি আহার দেবে?

বি। তা বলতে পারি নে। তবে আহার যে কিছু দেওয়া উচিত, এই বল্‌তে পারি।

ল। লঘু আহার দেওয়াই পরামর্শ।

বি। লঘু আহার কি রকম?

ল। দুধ, সাগু, য়্যারারুট, একেই লঘু আহার বলে। কেন না, খেলে সহজে পরিপাক হয়; পেটে, ভার টার কিছুই হয় না। অথচ খিদেও ভাঙে, গায়েতেও বল হয়।

বি। তবে আর কি চাও, এর বাড়া আর কি সুবিধে হবে? প্রসবের সময় পোয়াতির পক্ষে তবে এই উপযুক্ত আহার।

ল। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে।

বি। কি রকম?

ল। প্রসবের 'প্রথম অবস্থা'য় পোয়াতিকে যে আহার দেবে, তা গরম গরম দেওয়া চাই। কেন, তা আর বল্‌তে হবে না, আগেই বলিছি।

বি। হ্যাঁ, গরম দ্রব্য খেলে জরায়ুর মুখ শীঘ্র খোলে বলেছ বটে। আচ্ছা 'দ্বিতীয় অবস্থা'য় কি রকম আহার দেবে?

ল। হিম জিনিষ খেতে দেবে। গরম দ্রব্যটা খেতে দেওয়া উচিত নয়।

বি। হিম জিনিষ কি রকম? হিম জল কি হিম দুধ, এই রকম ত কেমন?

ল। হ্যাঁ, ত' বৈ কি?

বি। আচ্ছা, হিম জিনিষ খেতে দেওয়ার ফল কি? আর গরম দ্রব্য খেতে দিলেই বা হানি কি?

ল। 'দ্বিতীয় অবস্থা'য় গরম দ্রব্য খেতে দিলে, ছেলে হ'লে পর রক্ত ভাংতে পারে। এই জন্যে এই অবস্থায় তপ্ত জিনিষ খাওয়া নিষেধ। তা ছাড়া হিম জিনিষ পেটে পড়লে ব্যথা শীঘ্র আসে।

বি। বল কি! খাওয়ার হের ফেরে এত যায় আসে?

ল। তা নয় ত কি?

বি। এ সব মুষ্টিযোগ জানা ত তবে খুব ভাল?

ল। তার আর ভুল কি? কিন্তু আপেক্ষের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের ধাইয়েরা এর কিছুই জানে না। তা জান্‌বেই বা কেমন ক'রে? তাদের এ সব না শেখালে আর ত শিখতে পারে না।

বি। খালাস হবার সময় দেখেছি, পোয়াতিরে তৃষ্ণায় জল জল করে। এ সময় ত তাদের হিম জল খেতে দেওয়া ভাল?

ল। ভাল, তা আবার একবার ক'রে? প্রসবের 'দ্বিতীয় অবস্থা'য়

জল চাইলে, হিম জল কি হিম দুধ নির্ব্বিঘ্নে খেতে দিতে পার। কিন্তু 'প্রথম অবস্থা'য় হিম জিনিষ খেতে দেবে না, এ যেন বেশ মনে থাকে। জল খেতে চাইলে গরম দুধ খেতে দেবে। বুঝেছ ত? কেন না, দুধে তৃষ্ণা নিবারণ ও বল দুই-ই একবারে হবে।

বি। হ্যাঁ, তা বেশ বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। আচ্ছা 'তৃতীয় অবস্থা'য় আহারের ব্যবস্থা, কি?

ল। ঠিক দ্বিতীয় অবস্থা'র মত। তার কিছু তফাত নেই। গরম জিনিষ খেতে দেওয়া নিষেধ। তা দুধই হোক্, জলই হোক্, আর যাই হোক্। নৈলে রক্ত ভাংতে পারে।

বি। তবে প্রসবের 'দ্বিতীয় আর তৃতীয় অবস্থা'য় পোয়াতিকে যা খেতে দেওয়া যাবে, সব হিম হওয়া চাই।

ল। হ্যাঁ, এটা বেশ মনে ক'রে রেখো।

সপ্তম সর্গ।

প্রসবের দ্বিতীয় অবস্থা এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া হাঁপাইলে তাহার চিকিৎসা।

বি। আচ্ছা, এখন দেখ দেখি, মোহিনীর প্রসবের কোন্ অবস্থা?

ল। (পরীক্ষা করিয়া) 'প্রথম অবস্থা' গিয়ে প্রায় 'দ্বিতীয় অবস্থা' হ'ল। জরায়ুর মুখ বেশ খুলেছে।

বি। এখন তবে কি কর্‌বে?

ল। এখন মোহিনীকে আঁতুড় ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়াব। আর ব'সে কি দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হয় না।

বি। কেন?

ল। ছেলে হবার ত আর দেরি নেই।

বি। বল কি? (মোহিনীর প্রতি) তবে যা, আঁতুর ঘড়ে বিছানা পাতা আছে, শুগে যা।

মো। (কষ্টের সহিত) যাই (সূতিকাগারে গিয়া শয়ন)।

ল। (সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া, মোহিনীর প্রতি), ওগো বাঁকেতে শুতে হবে।

বি। আচ্ছা, না শুলে কি হয় না?

প্র। 'প্রথম অবস্থা' গেলে শুয়ে ব্যথা খাওয়াই ভাল। কেন না, 'দ্বিতীয় অবস্থা'য় দাঁড়িয়ে কি ব'সে ব্যথা খেলে ছেলের মাথা যদি জোরে এসে নামে, চাই কি মাটীতে লেগে ছেলে মারা পড়্‌তে পারে।

বি। কি সর্ব্বনাশ! তবে ও শুয়েই ব্যথা থাক্।

ল। তোমাদের ধাইরে মেনে বাছাদের বড় ক্লেশ দেয়। ছেলের মাথা বেরবার সময় হ'লেই, পোয়াতিকে বলে 'উঠে উঁচু হয়ে বোস, ব'সে বেশ ক'রে স্থূল দেও'। আমি কোন কোন পোয়াতিকে বল্‌তে শুনেছি 'ও ধাই মা, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে একটু শুতে দেও'। তবু ধাইতে শুতে দেয় নি। তারা ভাবে বুঝি যে, পোয়াতি শুয়ে থাক্‌লে আর কোঁত না দিলে খালাস হতে পারে না। এটা তাদের ভারি ভুল? এতে লাভ কিছুই নেই, কেবল মিছেমিছি পোয়াতিদের কষ্ট দেওয়া হয় মাত্র। সে সময় তারা শুতে পেলে বাঁচে।

বি। সে কথা সত্যি। এই যে জল ভাংল্যো দেখ্‌ছি?

ল। তবে আর কি, খুব সাবধান হও। আর মোহিনীকে ভাল ক'রে বাঁকেতে শোয়াও। দুই হাঁটুর মধ্যে একটা মোটা বালিশ দেও।

বি। আচ্ছা, আমাদের এ ধাইরে ত পোয়াতিকে চিত ক'রে শুইয়েই খালাস করে।

ল। তা করে সত্যি। কিন্তু চিত করে শুইয়ে পোয়াতি খালাস করা ভাল নয়।

বি। ক্যান্ন গা, তাতে দোষ কি?

ল। চিত ক'রে শুইয়ে পোয়াতি খালাস কল্যে, প্রসবের দুওর থেকে মল দুওর পর্য্যন্ত চিরে যাবার ভয় বেশী থাকে।

বি। ওগো, তবে মোহিনী চিত হয়ে শুতে চাইলেও তাকে চিত হয়ে শুতে দিও না।

ল। তা আর তোমাকে আমায় বল্‌তে হবে না।

বি। আচ্ছা, চিত হয়ে শুইয়ে পোয়াতি খালাস কল্যে, ও ভয়টা বেশী থাকে কেন গা?

ল। তা আর বুঝ্‌তে পার্‌ছো না? ছেলের মাথা বেরবার সময় পোয়াতি চিত হয়ে শুলে, তার প্রসবের দুওরের নীচেটায় ভারি চাড় পায়। ছেলের মাথার সমস্ত ভ:টা ঐ জায়গায় লাগে কি না?

বি। তা ত সত্যিই বটে। চিত হয়ে শুলে ও জায়গায় বেশী চাড় পায়ই ত। এখন তা বেশ বুঝতো পার্‌ছি।

ল। তবে আর কি? ছেলের মাথা বেরবার সময় পোয়াতিকে বাঁকেতে শোওয়াবে, তার হাঁটু দুট পেটের দিকে টেনে নিতে বল্‌বে। আর দুই হাঁটুর মধ্যে একটা বালিশ দেবে—এ গুলি কত্তো যেন কখনও ভুলো না।

বি। ও মা, তুমি যা বলে দিচ্যো, তা নাকি আবার ভুলতে পারি? তবে আর এত যত্ন ক'রে শিখ্‌চি কেন? আচ্ছা, হাঁটুর মধ্যে বালিশ দেবে কেন?

ল। এখন ছেলের মাথা বেরবার সময় হয়েছে। হাঁটুর মধ্যে বালিশ দিয়ে উরত দুটো একটু তফাত ক'রে না দিলে হবে কেন? হাঁটুর মধ্যে বালিশ দিলে ছেলের মাথা বেরবার সুবিধে হয়। ছেলের মাথায় পোয়াতির উরতের চাপ লাগে না। আর পোয়াতিরও আরাম বোধ হয়।

বি। আচ্ছা, তবে দিচ্ছি।

মো। ওঃ মাজাটা ফেটে গেল গো।

ল। (বিনোদিনীর প্রতি) মাজায় একটু চেপে হাত বুলিয়ে দেও।

বি। হাত বুলাইতে বুলাইতে, কেমন লা, একটু সোয়াস্তি বোধ হচ্যে?

মো। হ্যাঁ দিদি, হচ্ছ্যে। ওগো, আমার উরত আর পায়ের গোছে খিল লাগ্‌ছে।

ল। (বিনোদিনীর প্রতি) অম্নি ক'রে আবার উরতে আর পায়ের গোছে চেপে হাত বুলিয়ে দেও?

বি। দিই। হ্যাঁ গা, মোহিনী ভুল বক্‌চ্যে কেন? কিছু ত ভয় নেই?

ল। ভয় আবার কি? ছেলের মাথা বেরবার সময় অনেক পোয়াতি ভুল বকে, হাত পা ছোড়ে, জোর জার করে, ঠিক যেন পাগলের মত ব্যাভার করে। তাতে কিছু ভয় নেই! বরং তাতে আরও আহ্লাদ করা উচিত।

বি। কেন?

ল। কেন তা বল্‌ছি। পোয়াতি ও রকম কচ্যে দেখলেই ঠিক কর্‌বে যে ছেলের মাথা বেরুতে আর বড় দেরি হবে না।

বি। বল কি? জানা শুনা না থাক্‌লে অম্‌নিই হয় বটে। ছিতে বিপরীত ভাব্‌তে হয়।

হ্যাঁগা, মোহিনীর বাহ্যে হচ্চে কেন? অজ্ঞান হয়ে ত বাহ্যে যাচ্চো না? ওতে ত কোন ভয় নেই গা?

ল। ভয় কি? অনেক পোয়াতির ও রকম হয়ে থা'কে। ছেলের মাথা বেরোবার সময় চাপ পেয়ে পোয়াতির প্রায়ই বাহ্যে হ'য়ে থাকে।

বি। বটে। তবে ত, এ ও একটা বেশ সংকেত জানা থাক্‌লো। হ্যাঁগা ছেলের ঐ মাথা দেখা যাচ্চে না?

ল। তা যাবেই ত। মাথা বেরবার যে সময় হয়েছে।

বি। তবে এখন কি কর্‌বো?

ল। এখন কি কত্তে হ'বে তা বল্‌ছি। তুমি পোয়াতির পেছন দিকে গিয়ে বোস।

বি। পেছনে বসে কি কর্‌বো।

ল। তা বল্‌ছি। ছেলের মাথা বেরুচ্ছে বলে প্রসবের দ্বারের নীচেটা একটু ঠেল ধ'রেছে দেখেছ।

বি। হ্যাঁ, তা ত বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি।

ল। তুমি ঐ জায়গাটায় ডান্‌ হাত খান দিয়ে চুপ ক'রে বোস। বেশী চাপ টাপ দিও না। ইষেরায় হাত খানি ঐ খানে দিয়ে রাখ্‌বে।

বি। তুমি একবার দেখিয়ে দেও, ওখানে কি রকম ক'রে হাত দিয়ে রাখ্‌তে হবে।

ল। তা দিচ্চি। এই দেখ (৫ম চিত্র দেখ)।

বি। বেশ দেখেছি। এখন আমি ওখানে ঐ রকম করে হা'ত দিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বো।

আচ্ছা, ও জায়গায় ও রকম ক'রে হাত দিয়ে রাখ্‌লে কি হবে?

ল। ওখানে হাত দিয়ে না রাখ্‌লে চাই কি প্রসবের দ্বার থেকে মল দ্বার পর্য্যন্ত চিরে যেতে পারে।

বি। আ সর্ব্বনাশ! কেমন ক'রে?

ল। ছেলের মাথা বেশী ঠেল ধর্‌লে ও স্থানটা চিরে যাবে, তার আশ্চর্য্য কি। মাংস আর চামড়া বৈ ত নয়?

বি। সে কথা সত্যি। কিন্তু এমন ঘটনা যে হয়, তা কখনও জান্তে না।

ল। তা জান্‌বে কেমন ক'রে? কখনও দেখও নি, শোনও নি। আর এমন ঘটনা প্রায় প্রথম পোয়াতিদেরই ঘটে থাকে।

বি। ওগো তবে কি হবে? মোহিনী যে প্রথম পোয়াতি গা?

ল। তাতেই ত বল ছি যে ডান্ হাত খান ঐ খানে ঐ রকম ক'রে দিয়ে রাখ। তা হলে আর ভাবনা কি?

৫ম চিত্র।
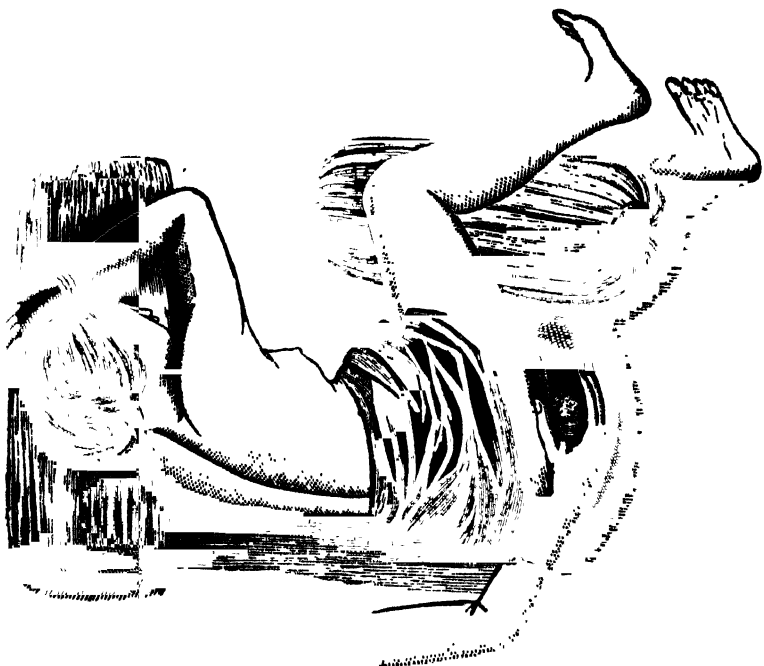
বি। হাত খান কেবল ঐ খানে ঐ রকম ক'রে দিয়ে রাখ্‌লেই হবে?

ল হ্যাঁ, তা না ত কি? বেশী চাপন কি জোর টোর কিছুই দিতে হবে না। কেবল ইসেরায় একটু চাপন দেবে। বেশী চাপন দিলে আবার বিপরীত ফল হবে।

বি। বিপরীত ফল কি রকম?

ল। বিপরীত ফল এই বলে বল্‌ছি যে, জেয়াদা চাপন দিলে, যা নিবারণ কত্তে যাচ্চ, তাই আগে ঘটবে?

বি। বল কি? তবে ত সে বিপরীতই বটে। ভাল, যেমন বল্যো ঠিক্ সেই রকমই কর্‌বো। তার কিছু তফাৎ হবে না।

ল। একবার বল্যে কি আর তোমার কাছে তার অন্যথা হবার যো আছে।

বি। আচ্ছা, প্রথম পোয়াতিদেরই ও রকম ঘটে কেন গা ?

ল। তা আর বুঝ্‌ত্যে পাচ্যে না ? তাদের শরীর যে আটা শোঁটা, শীঘ্র ত নোয় না ; কাজেই ছেলের মাথা বেরবার সময় বেশী চাপ পেলে ও জায়গাটা ফেটে বা চিরে যাবে, তা আশ্চর্য্য কি ? একবার যে নির্ব্বিঘ্নে খালাস হয়েছে, তার ও দুর্ঘটনা হবার বড় ভয় থাকে না। এখন বুঝ্‌লে ?

বি। হ্যাঁ, এখন বেশ বুঝেছি। একবার ছেলে হ'য়ে যাদের চাড় চোড়, টান টোন লাগবার জায়গা গুলো বেশ নোল হয়ে গিয়েছে, তাদের যে ফাঁড়া উৎরে গিয়েছে, তা ত বেশ বুঝা যাচ্ছে।

ল। যে সব পোয়াতির এক বছর, দু বছর, কি তিন বছর অন্তর ছেলে হয়, তাদের এ আশঙ্কা বড় নেই—মোটামুটি এটা জেনে রেখো। কিন্তু ৮।১০ বছর বাদে যারা খালাস হয়, তাদের আবার প্রথম পোয়াতির মত সাবধান কত্যে হয়।

বি। তা ত কতে'ই হবে। অনেক দিন খালাস না হ'লে পোয়াতির শরীর ত আর সে রকম নোল থাকে না ? কাজেই সাবধান হওয়া উচিত।

ল। বাঃ কথাটি বেশ তলিয়ে বুঝেছ।

বি। এই যে ছেলের মাথা বেশ দেখা যাচ্যে, আর এ জায়গাটায় খুব ঠেল ধরুছে।

ল। হ্যাঁ, ছেলের মাথা বেরোয় আর কি ? তুমি ডান্ হাত খান ঐ জায়গায় বেশ করে দিয়ে রেখো।

বি। আচ্ছা, এখানে হাত কতক্ষণ দিয়ে রাখ্‌বো।

ল। ছেলের কাঁক না বেরুলে আর ওখান থোক হাত নিও না।

বি। বেশ কথা, তাই জিজ্ঞেসা কচ্ছি।

ল। দেখ দেখ ছেলের মাথা বেরিয়েছে। গলাটায় একবার হাত দিয়ে দেখ দিকি।

বি। কেন, ছেলের গলায় হাত দিয়ে কি দেখ্‌বে ?

ল। গলায় নাড়ী জড়ানআছে কি না, তাই দেখ্‌বো।

বি। সে আবার কি ? গলায় নাড়ী জড়াম থাকে না কি ?

ল। থাকে বৈ কি? কত ছেলের গলায় নাড়ী জড়ান থাকে দেখেছি।

বি। আচ্ছা, গলায় নাড়ী জড়ান থাকলে ত কোন দোষ নেই?

ল। পেটের মধ্যে যত দিন থাকে, তত দিন কোন ভয় নেই বটে; কিন্তু ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লে পর যদি তার গলা থেকে নাড়ীর প্যাঁচ শীঘ্র খুলে না দেওয়া যায়, তা হ'লে ছেলে মারা পড়তে পারে।

বি। ওগো, তবে দেখ না গা, এর গলায় নাড়ী জড়ান আছে কি না?

ল। না, তা নেই। সে জন্যে চিন্তা নেই।

বি। আচ্ছা, যদি থাকতো ত কি কত্যে?

ল। কেন, সে আর শক্তটা কি? নাড়ীর প্যাঁচগুল মাথা গলিগে গলিয়ে খুলে ফেলতাম।

বি। তবে ত এ বড় সহজ উপায় দেখছি?

ল। সহজ না ত কি! কিন্তু নাড়ীর প্যাঁচগুলি যে মাথা গলিয়ে খুলবো, তা খুব সহজে আর আস্তে আস্তে খোলা চাই নৈলে নাড়ী ছিঁড়ে যেতে পারে। তা হ'লই হিতে বিপরীত।

বি। হ্যাঁ, তা আবার একবার ক'রে বলছো। পোয়াতি খালাস করা কাজই যে তাড়াতাড়ি নয়। ধীরে ধীরে করলে তবে ভদ্র হয়।

ল। তবে জানগে যে, অনেক ছেলের গলায় নাড়ী জড়ান থাকে। আর নাড়ী জড়ান থাকলে ও কোন ভয় নেই। একটু সাহস ক'রে আর সাবধান হ'য়ে ছেলের মাথা গলিয়ে নাড়ীর প্যাঁচগুলি খুলে দিলেই আপদ্ গেল।

বি। বেশ বুঝেছি। আচ্ছা, তবে ছেলের মাথা বেরুলেই ত গলায় হাত দিয়ে দেখা উচিত? যদি নাড়ী জড়ান থাকে, তবে অমনি মাথা গলিয়ে গলিয়ে প্যাঁচ খুলে দেবে। তা হলে আর কোন ল্যাটা থাকে না?

ল। তাই ত দেখতে হয়। আর আমিও ত সেই জন্যে ছেলের গলায় হাত দিয়ে দেখলাম।

বি। ভাল, গলায় অমন ক প্যাঁচ থাকে?

ল। তার কিছু ঠিক নেই। দু তিন প্যাঁচও থাকে, বেশী থাকতেও পারে।

বি। যদি পাঁচ সাত ফের থাকে, তবে এক এক ক'রে মাথা গলিয়ে খুল্‌তে গেলে ত তবু দেরি হ'তে পারে।

ল। হ্যাঁ, তা পারে বৈ কি? কিন্তু অত দেরি করা পরামর্শ নয়, তা কত্যে গেলে ছেলে মারা পড়্‌তে পারে।

বি। তবে কি কর্‌ব্যো?

ল। কাঁচি দিয়ে নাড়ীর প্যাঁচগুলি কেটে ফেল্‌বে। কাটবার আগে ছেলের নাইয়ের দিকে এক বাঁধন, আর পোয়াতির দিকে নাড়ীতে এক বাঁধন দেবে। এ রকম দুট বাঁধন দিয়ে কাটলে নাড়ী থেকে রক্ত প'ড়ে পোয়াতি কি ছেলে কারুই বিপদ্ হওয়া সম্ভব নয়। তা হলেই সব দিক রক্ষা হ'ল কি না?

বি। হ্যাঁ, এ বেশ উপায় বটে। আচ্ছা, আমাদের এ ধাইরে বুঝি এর কিছু সন্ধান টন্ধান জানে না।

ল। তা কেমন ক'রে জান্‌বে? তাদের কেউ না বলে দিলে ত আর তারা আপনা আপ্‌নি শিখ্‌তে পারে না?

বি। তা সত্যি। কিন্তু আহা! এমন দিন কবে হবে যে আমাদের দেশের ধাইরে আর সব মেয়ে ছেলে এ সব জান্‌বে। তা হ'লে যে মুলুক রক্ষা পায়। হ্যাঁ গা, ছেলের মাথা বেরিয়ে যে অম্নি থাক্‌লো, আর বেরোয় না কেন?

ল। অত উতলা হয়ো না। উতলা হওয়ার কর্ম্ম নয়। ছেলের মাথা বেরিয়ে শরীর বেরুতে একটু গৌণ হয়ে থাকে। সে জন্যে কোনচিন্তা নাই।

বি। তাই না থাকলেই হ'ল। আচ্ছা, মাথা ধ'রে টানলে কি ছেলে বেরিয়ে আসে না?

ল। আ সর্ব্বনাশ! ও কথা মুখেও এনো না। তা হ'লে কি আর রক্ষে আছে? ছেলেটি অমনি মারা যাবে।

বি। বল কি! কেমন ক'রে মারা যাবে?

ল। ঘাড়ের শিশিতে যে হাড় আছে, সেই হাড়ের মধ্যে একটা শির* আছে। সেই শিরে টান পড়্‌বা মাত্র ছেলে অম্‌নি মরে,তা আর দেখ্‌তে শুন্তে হয় না। ছেলের মাথা ধ'রে টানলে সেই শিরে টান পড়্‌বে, বুঝতেই পার্‌চো?

---

* মেডুলা অবলঙ্গেটা (Madulla ablongata)

বি। বটে! তবে আমাদের ধাইমাগীরে কি? তারা ত তবে মাথা ধ'রে টেনেই অনেক ছেলে মেরে ফেলেছে।

ল। কি কলো কি হয়, না জান্‌ল্যে অমন ক'রে মেরে ফেল্‌বে তার আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এতে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কেন না, তারা জানে না ব'লেই না এমন ক'রে থাকে। নৈলে ছেলে মেরে ফেলা ত তাদের সাধ নয়।

বি। তা সত্যি। ভাল, ছেলের মাথা ধ'রে ত কখনও টান্‌বে না বল্যে। কিন্তু মাথা বেরিয়ে যদি শরীর বেরুতে বেশী গৌণ হয়, তা হলেও কি কিছু উপায় কর্‌বে না?

ল। উপায় অবশ্য কর্‌বে। নৈলে ছেলে যে মারা যাবে।

বি। সে উপায় টা কি?

ল। তা বল্‌ছি। ছেলের মাথা বেরিয়ে একটু খানি পরেই যদি ব্যথা আসে, তা হ'লে আর কিছুই কত্যে হবে না। ছেলে আপনিই হবে। কিন্তু তা না হয়ে, মাথা বেরবার পর যদি ব্যথা পড়ে যায়, তবেই জান্‌লে ছেলে হ'তে দেরি হ'ল। এ দেখে পোয়াতি শীঘ্র খালাস কর্‌বার যদি কোন উপায় না করা যায়, তা হ'লে ছেলেটি মারা যাবে।

বি। সে উপায়টা তবে কি গা বল না?

ল। ছেলের মাথা বেরিয়ে পোয়াতির ব্যথা পড়ে গেলে, পোয়াতির পেটের উপর বেশ ক'রে হাত বুলবে। হাত বুলুতে বুলুতেই ব্যথা আস্‌বে। ব্যথা এলিই ছেলে হতে আর দেরি হবে না।

বি। ভাল, এ একটা সংকেত জানা থাকলো। কিন্তু শুধু হাত বুলনয় যদি ব্যথা না এলো, তবে কি কর্‌বে?

ল। তারও উপায় আছে বল্‌ছি। এক জনকে পোয়াতির পেটটা হাত দিয়ে বেশ ক'রে চেপে ধর্‌তে বল্‌বে। আর ধাই ছেলের ঘাড়ে এক হাত, আর বগলে আর হাতের একটা কি দুটো আঙুল, কিম্বা ছেলের দুই বগলে দু হাতের দুটী আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে টেনে বার কর্‌বে। তাতে ছেলে কি পোয়াতি কারুই কষ্ট হবে না। আর বুঝতেই পাচ্ছো, এমন ক'রে বার কল্যে ছেলের ঘাড়ে একটুও টান পড়্‌বে না।

বি। হাঁ, তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। আচ্ছা, কৌশল করে ধাইতে ছেলে টেনে বার কর্‌বে বল্যে, কিন্তু পোয়াতির পেটে চাপ দেবে কেন?

ল। পেটে চাপন না দিয়ে ছেলে অমনি টেনে বার্ কল্যে ভারি রক্ত ভাংতে পারে। তাতে চাই কি পোয়াতি মারা পড়্‌তে পারে।

বি। বল কি? ছেলে টেনে বার করা ত তবে বড় ভয়ানক? পার্‌তি পক্ষে তবে ত ছেলে টেনে বার করা উচিত নয়?

ল। তা নয়ই ত। টেনে বার্ কর্‌বার নিতান্ত দরকার হ'লে, পেটে চাপ না দিয়ে কথনও বার কর্‌বে না! এটা যেন সকলেরই বেশ মনে থাকে।

বি। এই যে, আমাদের কথা কৈতে কৈতেই ছেলের কাঁধ বেরুলো দেথ্‌ছি।

ল। হ্যাঁ, তা ত বল্যেমই যে, ছেলের মাথা বেরিয়ে একটু পরেই কাঁধ, বুক, পেট এক এক করে সব বেরবে। তুমি ডান হাত খান ঐ জায়গায় দিয়ে রাখ। আর বাঁ হাত দিয়ে মোহিনীর পেটটা চেপে ধর। আমি, এ দিকে ছেলে যেমন বেরুছে অম্‌নি দু হাত দিয়ে ধরি।

বি। ছেলের মাথা আর কাঁধ বেরুলেই কি পোয়াতির পেট হাত দিয়ে চেপে ধত্যে হবে?

ল। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এ একটা নিয়ম জেনে রেখো।

বি। পোয়াতির প্রসবের দুওরের নীচে থেকে তবে এখন হাত নিতে পারি?

ল। হ্যাঁ, তা পার। কেন, আগেই ত বলিছি যে, ছেলের কাঁধ বেরুলে আর ওখানে হাত দিয়ে রেখে কাজ নেই।

বি। তা বলেছ বটে, তবু একবার জিজ্ঞাসা কছ্যি। আচ্ছা, পেটের উপর হাত এমন ক'রে কতক্ষণ দিয়ে রাথ্‌তে হবে?

ল। যতক্ষণ ফুল না পড়ে, ততক্ষণ রাথাই উচিত। তার পর কি কি কত্যে হবে বল্‌ছি।

বি। রাম বল, দুটো দু ঠেঁই হ'ল; বাঁচ্‌লেম! ওরে উলু দে, উলু দে, মোহিনীর খোকা হয়েছে।

ল। তা দিচ্ছ্যে। তুমি আসল কর্ম্ম ভুলো না। মোহিনীর পেটের উপর থেকে হাত নিও না। আমি, ছেলের যা যা কত্যে হয়, তা কছ্যি। ছেলে ভূমিষ্ঠ হলেই তাকে পোয়াতির ডাইনে কি বাঁয়ে সরিয়ে রাথ্‌বে। নৈলে যদি রক্ত টক্ত ভাঙ্গে ত ছেলের চোকে, মুখে, নাকে, কানে গিয়ে সর্ব্বনাশ হতে পারে।

বি ; না, তা নিচ্ছি নে। আচ্ছা, তুমি সেই জন্যেই বুঝি তাড়াতাড়ি ছেলে অমন ক'রে সরিয়ে রাখ্‌লে। বটে, বুঝেছি।

ল। আগে ছেলের মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে দেখি, লাল ঝোল কিছু আছে কি না? যদি থাকে ত বেশ ক'রে, পরিষ্কার ক'রে দিই। একেই ধাইরে ঘড়ঘড়ে ভাঙ্গা বলে।

বি। মুখের মধ্যে লাল ঝোল এলো কোথা থেকে?

ল। কেন মাথা বেরোবার সময়; তা আর বুঝ্‌তে পাচ্ছো না? বেশ কাঁদ্‌ছে, তবে আর কি এখন নাড়ী কাটি।

বি। ছেলে না কাঁদ্‌লে বুঝি নাড়ী কাট্‌তে নেই।

ল। ও মা, না কাঁদ্‌লেই যে জানা গেল, ছেলে হাঁপিয়েছে। হাঁপালে পর সুস্থ না ক'রে নাড়ী কাট্‌লে যে ছেলে মারা যাবে।

বি। আচ্ছা, ছেলে হাঁপায় কেন।

ল। পোয়াতি খালাস হতে ক্লেশ পেলে, কি বড় দেরি হ'লে ছেলে হাঁপায়।

বি। ছেলে হাঁপালে পর তাকে বাঁচাবার উপায় কি।

ল। বাঁচাবার উপায় বড় সহজ। আগে মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে দেখ্‌বে। যদি লাল ঝোল থাকে ত বেশ ক'রেপরিষ্কার ক'রে ফেল্‌বে। তার পর হিম জল খাবলা দুই তিন নিয়ে ছেলের চোখে মুখে ছিটিয়ে দেবে। এ কল্যেই ছেলে খাবি খাওয়ার মত বার দু তিন করেই অম্‌নি কেঁদে উঠ্‌বে। কাঁদ্‌লিই ভয় গেল।

বি। চোকে মুখে হিম জলের আছ্‌ড়া দিয়ে কিছু না হ'ল ত কি করবে?

ল। তা হ'লে একটা পাত্রে হিম জল রেখে, ছেলের গলা পর্য্যন্ত তাতে ধাঁ করে ডুবিয়ে দেবে। ডুবিয়ে দিয়েই অমনি তুল্‌বে। তা হলেই ছেলে চঙ্কে ওঠার মত হয়েই কেঁদে উঠ্‌বে। শুধু এতে যদি কিছু না হয়, তবে ছেলেকে অম্নি করে একবার হিম জলে, আর একবার গরম জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে ধত্যে হবে আর তুল্‌তে হবে। এই রকম বার কতক কত্যে কত্যেই ছেলে কেঁদে উঠ্‌বে। কাঁদ্‌লেই বলাই গেল। ছেলের গায়ে বেশ সয় এমনি গরম জল ব্যবহার কর্‌বে, বুঝেছ ত?

বি। হাঁ, তা বেশ বুঝেছি। তবে বল যে, ছেলে হবার আগে আঁতুড় ঘরে হিম জল আর গরম জল আলাদা আলাদা পাত্রে ক'রে রাখা চাই?

ল। তা চাই বৈ কি? নৈলে সে সময় যে আস্তে নিতেই ছেলে মারা যাবে। শুদ্ধ জল ব'লে কেন, এক জোড়া কাঁচি, একটু সরু ফিতে, হাত চেরেক লম্বা এক টুক্‌রো ফ্লানেল, একটু ফর্শা সরু ন্যাকড়া, আর হাত দুই লম্বা আর এক টুক্‌রো ফ্ল্যানেল কাপড় রাখা চাই।

বি। কেন, ও সব জিনিষের দরকার কি?

ল। দরকার কি, তা পরে দেখিয়ে দিচ্ছি।

বি। আচ্ছা, হিম জলে আর গরম জলে ছেলেকে অমন করে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে যদি কিছু না হ'ল, ছেলে যদি তাতেও না কাঁদ্‌লো, তা হ'লে কি ক্ষান্ত হবে, না আর কোন উপায় দেখ্‌বে?

ল। ক্ষান্ত হবে কেন? ছেলেকে কোলে চিত ক'রে শুইয়ে তার দুই হাতের দুই বাউ দু হাত দিয়ে ধর্‌বো। আর তার মুখে মুখ দিয়ে ফুঁ দেব। তার দুই বাউ দিয়ে তার পাঁজার একবার ক'রে চাপবো, আর তার দুই বাউ তার মাথার দু পাশে এক বার ক'রে উচু ক'রে তুল্‌বো। যখন তার দু বাউ উচু ক'রে তুল্‌ব্যো, তখন মুখের মধ্যে ফুঁ দেবো। এই রকম অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কল্যে পর তবে ছেলে প্রথম প্রথম অনেকক্ষণ অন্তর খাবি খাওয়ার মত করে উঠ্‌বে। তার পর ঘন ঘন ঐ রকম কর্‌বো। তার পর ক্রমে ক্রমে সহজ নিশ্বেস ফেল্‌বে।

বি। বাউ দুটো অমন ক'রে তুলে মুখের মধ্যে ফুঁ দিলে আর পাঁজরে দুই বাউ দিয়ে অমন ক'রে চাপ্‌লে কি হবে?

ল। ও রকম কল্যে কি হবে তা বল্‌ছি। নিশ্বেস টেনে নিলে বুকের ছাতি ফোলে, তা জান।

বি। হাঁ, তা ত বেশই জানি।

ল। আর নিশ্বেস ফেল্যে বুকের ছাতি কমে যায়, তাও জান? সেই জন্যে ছেলে নিশ্বেস নিলে আর ফেল্যে তার বুকের ছাতি যে রকম ফোলে আর কমে; তার দুই বাউ দিয়ে তার পাঁজর একবার ক'রে চেপে, আর দুই বাউ তার মাথার দু পাশে একবার ক'রে উচু ক'রে তুলে ঠিক্ সেই রকম কর্‌বো। আর নিশ্বেস নিলে বুকের মধ্যে বাতাস গিয়ে থাকে। আমিও তার বদলে মুখের মধ্যে ফুঁ দিয়ে ছেলের বুকের মধ্যে বাতাস পুরে দেব।

বি। তবে বল ছেলেকে কল কৌশল ক'রে নিশ্বেস ফেলাবে।

ল। তা না ত কি? নৈলে কি ছেলেকে বাঁচান যায়?

বি। এতে ছেলে না বাঁচ্‌লেই যেন তার আশা ভরসা ছেড়ে দেবে, কেমন?

ল। কাজে কাজেই। আর কিছু উপায় না থাক্‌লে আর কি কর্‌বে?

বি। ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে আগে যে সব উপায় বলেছ, সে সব দেখে তবে এটা কর্‌বে কেমন?

ল। হাঁ, এইটিই হচ্ছে শেষ উপায়। এ ছাড়া ছেলের পাছায় বার কতক চাপড় মার্‌লে, আর তার নাকের মধ্যে আর টাক্‌রায় পালক দিয়ে সুড় সুড়ি দিলেও বাঁচাতে পারা যায়। কিন্তু এগুল প্রথমে করা চাই। আর যদি দেখ, যে ছেলে হয়ে কাঁদ্‌লো না, আর চোক মুখ সব নীল-মূর্ত্তি হয়ে গিয়েছে, তা হলে তার নাইয়ের দিকে তিন আঙুল আন্দাজ রেখে নাড়ী কেটে ফেলবে। নাড়ী কেটেই অম্‌নি তখনি না বেঁধে তা থেকে প্রায় কাঁচ্চা খানেক আন্দাজ রক্ত পড়্‌তে দিও। কাঁচ্চা খানেক রক্ত পড়ে গেলে তবে নাড়ী বাঁধবে। এই রক্তটা পড়ে গেলেই দেখবে যে ছেলের চোক মুখ আর তেমন নীলমূর্ত্তি থাকবে না। এ করেও যদি দেখ যে, ছেলে নিশ্বেস ফেল্‌বার চেষ্টা কল্যে না, কি কাঁদ্‌লো না, তা হলে আগে যেমন বলেছি, চোকে মুখে হিম জলের ছিটে প্রভৃতি সব দেবে। আমি যা বল্যোম, বেশ করে তলিয়ে বুঝ্‌লে কি না?

বি। বুঝেছি। এ বোঝা আর শক্তটা, কি? তুমি আমাকে বুঝেছি কি না জিজ্ঞাসা কচ্ছো কেন, তাও বল্‌তে পারি।

ল। কেন, বল দেখি।

বি। ছেলের চোক মুখ নীলমূর্ত্তি হয়ে গিয়েছে, এমন না দেখ্‌লে আর নাড়ী থেকে রক্ত বার কতে দেব না। কেমন ত?

ল।. ঠিক্ বলেছ। মনের কথাটী টেনে বার করেছ। তোমার মত বুঝ্‌তে ত আর মেয়ে দেখিনে গা।

বি। আচ্ছা, ছেলে হাঁপালে পরে তাকে বাঁচাবার ত তবে অনেক উপায় দেখ্‌ছি।

ল। তা অনেক বৈ কি? কিন্তু এত উপায় থেকেও তোমাদের ধাইয়ে কত বাছাকে মরা বলে জীয়ন্ত ভাসিয়ে দিয়েছে।

বি। তা দিয়েছিই ত তারা কি আর এত কল কৌশল জানে? ছেলে হয়ে না কাঁদলেই আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। তবে কোন কোন কল্লিত-কর্ম্মা ধাই শরায় করে ফুলে তাত দিয়ে থাকে, ছেলের মাথায় হিম জল ঢালে, আর গোলমরিচ চিবিয়ে ছেলের নাকে মুখে ফুঁ দেয়। এ গুলো করায় কি কিছু উপকার আছে?

ল। ফুলে তাত দিলে কি উপকার হয়, তা আমি বলতে পারি নে। মাথায় জল ঢালার উপকারের চেয়ে বেশী অপকার আছে। ছেলে ওতে আরো নির্জ্জীব হয়ে পড়তে পারে। ঝালের ফুঁ দেওয়া সোজা জ্ঞান করোনা। ওতে ছেলে যদিই বাঁচে ত ভয়ানক কাশ রোগ জন্মিয়ে দিতে পারে। তার পর নাড়ী কাটে কেমন ক'রে, দেখ।

বি। নাড়ী কাটার আর কি দেখবে, চ্যাচাড়ি দিয়ে ত কাটবে?

ল। নাড়ী কাটার আর কি দেখবো, এ কথা বলো না। নাড়ী কাটা আর বাঁধার দোষে অনেক বাছার প্রাণ গিয়েছে।

বি। বল কি? এ ত কখনও জাস্তেম না। তবে দেখতে হ'ল নাড়ী কি রকম ক'রে কাটবে, আর কি রকম ক'রেই বাঁধবে।

ল। এক জোড়া কাঁচি আর হাত খানেক সরু ফিতে আস্তে বল দেখি।

বি। কেন, আমাদের ধাইরে ত তাঁত দিয়ে নাড়ী বাঁধে, আর চ্যাচাড়ি দিয়ে নাড়ী কাটে। তাতে কিছু দোষ আছে না কি?

ল। এমন কিছু দোষ নেই; তবে তাঁত না কি বড় শক্ত আর ধারাল, তাই কি বাঁধনের জায়গায় নাড়ী কেটে যেতেও পারে। নাড়ী কেটে গেলে বেশী রক্ত পড়ে ছেলে মারা পড়তে পারে। আবার গোড়ায় আর একটা বাঁধন না দিলে আর রক্ত থামান যায় না।

বি। তবে আর এতে বিশেষ দোষ নেই কেমন ক'রে? তুমি ফিতে দিয়েই নাড়ী বাঁধ, মিছে ন্যাটায় কাজ নেই। ভাল, চ্যাচাড়ি দিয়ে নাড়ী কাটার দোষ কি?

ল। ছেলে তাতে ভারি ব্যথা পায়। পুঁচিয়ে কাটতে হয় কি না? দেখেছই ত যে নাড়ী কাটবার সময় ছেলে কত কাঁদে। ধারাল কাঁচি দিয়ে কাটলে ছেলে টেরও পায় না। সেই জন্যে কাঁদেও না। চ্যাচাড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটলে নাড়ীর ব্যথা বেড়ে ছেলের

পেঁচো-চুয়ালে ব্যামো হতে পারে ; আর অনেক জায়গায় হয়েছে দেখিছি। এ কথা তোমাকে এর আগেই বলেছি, মনে আছে ত ?

বি। ওমা, তা মনে আছে বৈ কি।

ল। তবে চ্যাঁচাড়ি দিয়ে নাড়ী কাটার দোষ কি আবার জিজ্ঞাসা কচ্চো কেন ?

বি। তা ত সত্যি বটে। ওটা আমার ভুল হয়েছে। তবে আর কেন চ্যাঁচাড়ি দিয়ে নাড়ী কেটে ছেলেকে মিছেমিছি ব্যথা দেবে ? ধারাল কাঁচি আছে, তাই দিয়েই কাট। চ্যাঁচাড়ি দিয়ে নাড়ী কাটা ত শাস্ত্র নয়, যে ঐ দিয়ে কাট্‌তেই হবে।

ল। আহা! তোমার কথা শুনে বড় খুসী হলেম। আমি ত অনেক মেয়ে দেখিছি, কিন্তু তোমার মত কেউ বুঝ্‌তে-সুঝ্‌তে পারে না। বরাবর যেটা হয়ে আস্‌ছে, সেটা তারা কর্‌বিই। চোকে আঙুল দিয়ে তার দোষ দেখিয়ে দিলেও তারা তা কত্তে ছাড়্‌বে না।

বি। সেটা ভারি দোষ। তা কল্যে কি সংসার চলে ? আমরা আজ যে রকম আছি, দশ বছর পরেও যদি সেই রকম থাকি, তা হ'লে আর মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হবে কেমন ক'রে ? যেটা ভাল দেখ্‌বো, সেইটিই কর্‌বো। তার আর এ দিক্‌ ওদিক্‌ কর্‌বো কেন ?

ল। তবে এই দেখ, নাইয়ের দিকে তিন আঙুল আন্দাজ রেখে একটা বাঁধন দিলাম। তার পর বাঁধনের ওদিকে আধ আঙুলের কম বাদ দিয়ে আর একটা বাঁধন দিলাম। এই দুই বাঁধনের মধ্যে কাঁচি দিয়ে কাট্‌লেম। কৈ, ছেলে কাঁদ্‌লো ?

বি। না, তাই ত! আহা! চ্যাঁচাড়ি দিয়ে নাড়ী কেটে তবে বাছাদের যথার্থই মিছেমিছি কষ্ট দিই। আবার শুধু কষ্ট নয়, এই রকম ক'রে মেরেও ফেলি। যাক্‌, এখন এ গুলি বেশ শেখা গেল। আমাকে যদি কখন নাড়ী কাট্‌তে হয়, তা হলে কখনই চ্যাঁচাড়ি দিয়ে কাট্‌বো না। আচ্ছা, নাড়ীতে দুটো বাঁধন দিলে কেন ? আমাদের ত একটা বাঁধনই দিয়ে থাকে ?

ল। দুটো বাঁধন দেওয়া ভারি আবশ্যক। তা না দিয়ে নাইয়ের দিকে শুধু একটা বাঁধন দিয়ে নাড়ী কাট্‌লে, পেটের মধ্যে যদি আর একটী ছেলে থাকে, ত সেটি মারা পড়্‌তে পারে।

বি। পেটের মধ্যে আর একটী ছেলে থাকা কি রকম ?

ল। কেন পোয়াতির কি যমক ছেলে হতে নেই ?

বি। তা হবে না কেন ?

ল। যমক হ'লে কি দুটী ছেলেই একবারে হয় ?

বি। না, তা কেমন ক'রে হবে ? একটী আগে হয়, তার পর খানিক বাদে আর একটী হয় ?

ল। পোয়াতির একটী ছেলে হবে, কি যমক হবে, তা কিছু আগে থাক্‌তে বলা যায় না।

বি। তা কেমন ক'রে জানা যাবে ?

ল। তবে আর কি, বুঝ্‌তেই পাচ্যো যে, নাড়ী কাট্‌বার সময় পেটে আর একটী ছেলে আছে ভেবে কাটাই উচিত। নৈলে পেটে যদি আর একটী ছেলে থাকে, আর তার ফুল আর ফুল এক হয়, তা হ'লে রক্ত প'ড়ে পেটের ছেলেটী মারা পড়্‌তে পারে। এ ছাড়া দুটো বাঁধন দিয়ে নাড়ী কাট্‌লে ফুল শীঘ্র পড়ে।

বি। বটে ! তবে ত একটা বাঁধন দিয়ে নাড়ী কাটা বড় দোষ ?

ল। দোষ না হ'লে আর এত ক'রে বল্‌ছি।

বি। আমাদের ধাইরে ত এর কিছুই জানে না। তাদের শিখিয়ে দেওয়া ত ভারি আবশ্যক হচ্যে ? নৈলে দেখ একটা সামান্য ভুলে কি অনর্থ ঘট্‌তে পারে।

ল। তা দেখ, দেশের রীত, নীত, আচার, ব্যাভার, এত ভাল হচ্যে ; ধাইদের শেখালে বিশেষ উপকার হয়, এ ভেবেও কি কেউ এর কোন উপায় কর্‌বে না ?

বি। চেষ্টা কল্যে আর হয় না ? আমরা অবলা জা'ত আমাদের দুঃখের দিকে কেউ চোক দেয় না। ধাইরে ভাল না জানা শোনায় যে কত পোয়াতি আর কত ছেলে মারা পড়্‌ছে, তা কি পুরুষেরা ভাবে, তাই এর উপায় কর্‌বে ? যা হোক পুরুষেরা বড় নিষ্ঠুর।

ল। যাক্, ও মনে ক'রে এখন আর মিছে আক্ষেপ ক'রে কি হবে ? এখন নাড়ী কাটা হ'ল, গরম জল আর সাবান দিয়ে বেশ ক'রে ছেলের গা ধুইয়ে দেও। তার পর শুক্‌নো ধোপ কাপড় দিয়ে গা মুচিয়ে দিয়ে, ফ্ল্যানেল্ কাপড় দিয়ে ছেলেকে বেশ করে ঢেকে রাখ। ছেলের গা

কেমন ক'রে পরিষ্কার কত্যে হয় যে জিজ্ঞাসা করেছিলে, এই দেখ। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বেশ ক'রে গা পরিষ্কার ক'রে না দিলে, ছেলে বড় অসুখে থাকে। আর গা অপরিষ্কার রাখ্‌লে ছেলের কি রকম ভয়ানক রোগ হ'তে পারে, তা এর আগেই বলেছি। কেমন মনে আছে ত?

বি। হাঁ, তা বেশ মনে আছে। যে রোগের নাম কল্যে পোয়াতিরে ডরিয়ে যায়, সেই রোগ এসে ঘটে! কেমন এই বটে ত?

ল। হাঁ, তবে বেশ মনে আছে। গৃহস্থের বৌ ঝিরে যদি এ সব নিয়ম টিয়ম বেশ ক'রে জেনে রাখে, তা হ'লে যে কত বাছার প্রাণ রক্ষে পায়, তা বলা যায় না।

বি। তার আর ভুল কি? আচ্ছা, দুটো বাঁধন দিয়ে নাড়ী কাট্‌লে শীঘ্রই ফুল পড়ে কেন?

ল। নাড়ীতে বাঁধন থাকায় ফুলের রক্ত বেরিয়ে আস্‌তে পারে না। কাজেই ফুলের মধ্যে রক্ত জমে যায়, আর ফুল ক্রমে ক্রমে ভারি হয়ে জরায়ুর গা থেকে শীঘ্র ছেড়ে আসে।

বি। বটে! তবে ত দুটো বাঁধন দিয়ে নাড়ী কাটায় সকল দিকে উপকার দেখ্‌ছি।

ল। তা বটেই ত। আর শোন, তোমাকে একটী কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছি। সেটী জেনে রাখা বড় আবশ্যক।

বি। কি কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছ গা, বল না?

ল। ভূমিষ্ঠ হ'লে পর ছেলেটীকে দেখে যদি বড় দুর্ব্বল বোধ হয়, তবে নাড়ী কাট্‌বার আগে ফুলের দিক থেকে রক্ত চুঁচে নিয়ে এসে নাইয়ের মধ্যে দিয়ে ছেলের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তবে নাড়ীতে নিয়ম মত বাঁধন দেবে। মায়ের রক্তেই শিশুর জীবন। কাজেই সেই রক্ত একটু ও রকম ক'রে তার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিতে পার্‌লে, তার কিছু বলাধান হয়ই হয়।

বি। বেশ যুক্তিটী বলেছ। এটী আমাকে বড় ভাল লেগেছে। আচ্ছা, অনেক ঋজু ছেলে দেখেছি ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্প দিন পরে অতি সামান্য কারণেই মরে যায়। সেই রকম ঋজু ছেলের পক্ষে ত এ ব্যবস্থা অতি উত্তম হতে পারে?

ল। সেই রকম ঋজু ছেলের পক্ষেই ত এই ব্যবস্থা। আর আমার

এটী বলবার উদ্দেশ্যও ত তাই। ভূমিষ্ঠ হ'লে পর ছেলেটীকে যদি বড় নির্জ্জীব দেখ, তবে ঐ রকম ক'রে রক্ত চুঁচে শিশুর শরীরের মধ্যে দিয়ে নাড়ী কাটার পরই মায়ের দিকের নাড়ীর আগা থেকে ৪। ৫ ফোঁটা রক্ত নিয়ে ছেলেকে খাইয়ে দেবে। এ জন্যেই ছেলে চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌বে।

বি। এটীও ত বেশ যুক্তি দেখ্‌ছি।

অষ্টম সর্গ।

প্রসবের তৃতীয় অবস্থা এবং প্রসবের পর প্রসূতির শুশ্রূষা।

বি। কৈ গা এখনও যে ফুল পড়্‌লো না?

ল। পড়্‌লো বলে। তার জন্য অত ব্যস্ত হয়ো না। তুমি পেটের উপর হাত দিয়ে জরায়ুটা (পো-নাড়ী) ঐ রকম করে একটু ক'সে ধরে রাখ?

বি। তা ত ধরেই আছি। তুমি না বল্যে আর হাত নিচ্ছি নে। আচ্ছা আমাদের ধাইরে ত ছেলে হ'লে পরেই অম্‌নি পোয়াতির পেটের মধ্যে হাত দিয়ে ফুল বা'র ক'রে ফেলে।

ল। আ সর্ব্বনাশ! তার বাড়া দোষ আর নেই।

বি। কেন গা, কেন?

ল। পেটের মধ্যে হাত দেওয়া আর পোয়াতিকে খুন করা প্রায় সমান। ফুল টেনে বার কল্যে ভয়ানক রক্ত ভাংতে পারে, চাই কি তাতেই পোয়াতি মারাও পড়্‌তে পারে। আর ফুল টেনে বার কত্তো গিয়ে যদি জরায়ুতে নখের খোঁচা লাগে, কি ছিঁড়ে ফুলের একটু আধটু জরায়ুর গায়ে গেলে থাকে, তা হলেই আর কি সর্ব্বনাশ! শেষে পোয়াতির প্রাণ নিয়ে টানাটানি। সূতিকা-জ্বরেই বাছার প্রাণটা যায়।

বি। বল কি! ফুল টেনে বার করা এত দোষ। তবে আমাদের ধাইরে ডাকাত!

ল। আহা! তাদের অপরাধ কি? তারা কি এর ভাল মন্দ কিছু জানে? জান্তো ত আমি যেমন যেমন বল্যেম, অবশ্যই তারা সেই রকম কত্তো। ফুল পড়্‌লো না, পড়্‌লো না ক'রে গৃহস্থও ব্যস্ত হয়, ধাইও

ব্যস্ত হয়। এই জন্যে ছেলে হওয়ার পর ফুল পড়তে কারও দেরি সয় না। ফুল পড়লিই যেন সব বাঁচেন। তা আপ্নিই পড়ুক, আর ধাইতে টেনেই বার করুক। কিন্তু ফুল টেনে বার কল্যে যে পোয়াতির কি সর্ব্বনাশ করা হয়, তা পোয়াতিও জানে না ধাইও জানে না, পাড়া প্রতিবাসী যারা দেখ্‌তে আসে, তারাও জানে না।

বি। আচ্ছা, তবে ফুল কেমন ক'রে বার কর্‌বে?

ল। ফুল বা'র ক'ত্ত্যে হবে কেন? আপ্নিই পড়্‌বে, ছেলে হওয়ার পর দণ্ড খানেকের মধ্যেই ফুল পড়ে থাকে। তার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে কেন?

বি। ছেলে হলে পর যে ব্যথা আসে, সেই ব্যথাতেই কি ফুল পড়ে?

ল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক্ বলেছ। ছেলে হওয়ার পর যে বার কতক ব্যথা আসে, তাতেই ফুল ক্রমে এসে পড়ে।

বি। আচ্ছা, দণ্ড খানেকের মধ্যে যদি ফুল পড়্‌লো ত বড়ই ভাল কিন্তু যদি দেরি হ'ল, তা হলে কি কর্‌বে?

ল। তার উপায় আমার আঁচলের মুড়তেই আছে।

বি। কেন: অসুদ একবারে সঙ্গে করে এনেছ না কি?

ল। তা না আনলে হয়? দরকার হ'লে তখন পোয়াতি ফেলে আস্তে যাবো না কি? আমি ওদিকে অসুদ আস্তে যাই; আর এ দিকে পোয়াতি রক্ত ভেঙে মারা যাক্!

বি। তা এ সব কাজে তোমার কাছে কি ত্রুটি হবার যো আছে? আচ্ছা, ও অসুদ খাওয়ালে কি ফুল পড়্‌বে?

ল। হ্যাঁ, এ অসুদ খাওয়ালে প্রায় তখনই ব্যথা আস্‌বে। আর এই রকম ব্যথা বার কতক এলেই ফুল পড়্‌বে।

বি। বটে! তবে ত ও চমৎকার অসুদ?

ল। চমৎকার অসুদ তা আবার একবার করে বল্‌ছো? শুধু এই অসুদেই যে কত পোয়াতির প্রাণ রক্ষা হয়েছে, তা বল্‌তে পারি নে। এ অসুদটী সকলেরই ঘর ক'রে রাখা উচিত।

বি। তা অমন অসুদ ঘর ক'রে রাখার দেই নে শিওরে ক'রে রাখা উচিত।

ল। তা, এ অম্‌নি অসুদই বটে।

বি। আচ্ছা, ও অসুদ কি একবার খাওয়ালেই হয়। না, বারে বারে খাওয়াতে হয় ?

ল। অনেক জায়গায় একবার বৈ খাওয়াতে হয় না। তবে দরকার হ'লে ৩।৪ বারও খাওয়াতে হয়।

বি। দরকার কেমন ক'রে বুঝবো ?

ল। তা বোঝা শক্ত নয়। অসুদ খাওয়ালে একটু পরেই যদি খুব ব্যথা আসে, আর জরায়ু রক্ত ভাঁটার মত হ'য়ে যায়, তবে আর অসুদ খাওয়াতে হয় না। একবারেই কাজ হয়। আর যদি একবার খাইয়ে তেমন ব্যথা না আসে, তবে খানিক পরে আর একবার খাইয়ে দেবে।

বি। কতক্ষণ পরে আর একবার খাইয়ে দেব।

ল। তার কিছু ঠিক নেই। এ অসুদ খাওয়াতে খাওয়াতেই কাজ হয়। পোয়াতিকে খাওয়াইয়ে যদি জরায়ুটো হাত দিয়া ধরে থাক, তবে তোমার হাতেই এ অসুদের কাজ টের পাবে। জরায়ু কুঁকড়ে সুঁকড়ে এমনি শক্ত হবে যে, তোমার হাতের মধ্যে লোহার একটা ভাঁটা আছে বলে বোধ হবে। আর পোয়াতিও ব্যথায় কাতর হবে। অসুদ খাওয়ালে খানিক পরেই এ রকম হয়। কিন্তু একবার অসুদ খাইয়ে খানিক (দণ্ড খানেক) পরে যদি ও রকম না হয় দেখ, তবে আর একবার অসুদ খাইয়ে দেবে। এখন বুঝ্‌লে ?

বি। হ্যাঁ, এখন বেশ বুঝ্‌লাম্।

ল। অসুদ যদি ভাল হয়, তবে, একেবারেই কাজ হয়। কিন্তু অসুদ যদি টাট্‌কা না হয়, আর তার তেমন তেজ না থাকে, তবে একবারের জায়গায় ২।৩ বারও খাওয়াতে হয়। যাই হোক, জরায়ুটো হাত দিয়ে ধ'রে থাক্‌লে, এ অসুদের কাজ তোমার হাতেই টের পাও—এ কথাটা যেন খুব মনে থাকে।

বি। আচ্ছা, এ অসুদ খাওয়ালে যখন ব্যথা আসে বল্যে, তখন হাত দিয়ে জরায়ু ধ'রে না থাক্‌লেও ত ও অসুদের কাজ টের পাওয়া যায় ?

ল। কেমন ক'রে ?

বি। কেন, ব্যথা এলেই ত পোয়াতি কাতর হয় ? তা দেখে কি ঠিক করা যায় না ?

ল। হ্যাঁ, তা দেখেও ঠিক করা যায় বটে। তবু হাত দিয়ে জরায়ু

ধ'রে থাক্‌লে আরও ভাল রকম জান্তে পারা যায়। কেন না, জরায়ু যত কুঁকড়ে সুঁকড়ে ছোট আর শক্ত ভাঁটার মত হ'য়ে যাবে, ও অসুদের কাজ ততই বুঝতে পারবে। জরায়ু কুঁকড়ে সুঁকড়ে ছোট আর শক্ত ভাঁটার মত হ'লে, তবে ত পোয়াতির ব্যথা আস্‌বে।

বি। বটে। তবে এখন বেশ বুঝ্‌লাম। আর বল্‌তে হবে না। আচ্ছা, ধাইরে যে বলে পোয়াতি খালাস হ'লে পর, তার পেটে হাত দিয়ে দেখ্‌লে ছেলের সিঁতেন টের পাওয়া যায়। সে কথাটা কি? ছেলের সিঁতেন আবার কারে বলে?

ল। আ দশা! তারা এই জরায়ুকেই সিঁতেন বলেন। যখন গর্ভ না থাকে, তখন তারা ওকে পো-নাড়ী বলে। জরায়ুর মধ্যে যখন ছেলে থাকে, তখনও তারা ওকে পো-নাড়ী বলে। খালাস হ'লে পর জরায়ু যখন কুঁকড়ে সুঁকড়ে ছোট আর শক্ত ভাঁটার মত হ'য়ে যায়, তখন তারা ওকে ছেলের সিঁতেন বলে। তারা কি জানে, যে জরায়ুর মধ্যে ছেলে ছিল, সেই জরায়ু ছোট হয়ে ঐ রকম হয়েছে। তারা জানে পেটের মধ্যে ছেলে ঐটে শিওর দিয়ে শুয়ে থাকে।

বি। বটে! আবার তাদেরই কাছে আমাদের শিক্ষা। কাজেই তাদের চেয়েও যে আমাদের বিদ্যে আরও বেশী, তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছো। হ্যাঁ গা, যে অসুদের এত গুণ বল্যে, সে অসুদটা একবার দেখি?

ল। এই দেখ।

বি। এ গুঁড়ো অসুদ? এ অসুদের নাম কি গা?

ল। এ অসুদের নাম অর্গট অব্‌ রাই।

বি। অর্গট অব্‌ রাই জিনিষটে কি?

ল। অর্গট অব রাই এক রকম শস্য। এই শস্যের কোন রোগ হ'লে কি পোকায় খেলে এর আশ্চর্য্য গুণ জন্মে।

বি। অর্গট অব রাই কোথায় হয়?

ল। ইংরাজদের দেশে।

বি। অর্গট রাইয়ের আকার কেমন?

ল। দেখতে প্রায় আমাদের যবের মত। একটু বাঁকা আর কটাসে এর গাছ আর আমাদের ধানের গাছ এক জা'ত আর কি? ঘাস, ধান, আক, বাঁশ, আর আর্গট অব্‌ রাই — এদের গাছ সব এক জা'ত অর্থাৎ

এদের আকার প্রকার সব এক। অর্গট অব রাই দ্রব্যটী অতি সামান্য, কিন্তু এর গুণ অসাধারণ।

বি। অসাধারণ তা আবার একবার ক'রে? আর্গট অব রাই কি রৌদ্রে শুকিয়ে গুঁড়ো কত্যে হয়।

। হ্যাঁ, রৌদ্রে বেশ ক'রে শুকিয়ে হামামদিস্তেতে বেশ ক'রে গুঁড়ো ক'রে একটা শিশিতে করে রাখ্‌তে হয়। শিশির মুখ কাক দিয়ে ভাল ক'রে এঁটে রাখা চাই। এ রকম যত্ন ক'রে রাখ্‌লে অসুদটী থাকে ভাল। তার পর, দরকার হ'লে কাগজে ক'রে ঢেলে নিলেই চলে।

বি। এর গুঁড়ো এক এক বারে কত খানি ক'রে খাওয়াতে হয়?

ল। এক একবারে দশ রতি ক'রে খাওয়াতে হয়।

বি। তবে ত এক বার চল্লিশ রতি (৪০ কুঁচ) ওজন ক'রে, তাতে চারি মোড়া অসুধ তয়ের ক'রে রাখ্‌লেই ভাল হয়।

ল। তা ভাল হয়ই ত? অসুদের দরকার হ'লে, শিশি থেকে বারে বারে অসুদ না নিয়ে, একেবারে চারি মোড়া অসুদ তয়ের ক'রে রাখাই ভাল।

বি। আচ্ছা, অর্গটের যে গুণ বল্যে, তাতে প্রসবের প্রথম কি দ্বিতীয় অবস্থায় পোয়াতির ব্যথা কম পড়্‌লে, কি ব্যথা পড়ে গেলে, এ অসুদ একবার কি দুবার খাইয়ে দিলে ত খুব উপকার হয়? ব্যথা খুব আসে আর ছেলেও শীঘ্র হয়?

ল। আ সর্ব্বনাশ! ও কথা মুখেও এনো না। পেটে যতক্ষণ ছেলে থাক্‌বে, ততক্ষণ আর্গটের নামও ক'রো না।

বি। কেন, পেটে ছেলে থাক্‌তে অর্গট খাওয়ালে কি ছেলের কোন অনিষ্ট হয়?

ল। অনিষ্ট একটু আধটু নয়। ছেলেটী মারা যায়।

বি। বল কি? তবে কি অর্গট বিষ?

ল। তা বুঝে সুঝে না দিতে পালে অমৃতও বিষ হয়।

বি। তা সত্যি।

ল। ছেলে হবার দেরি থাক্‌তে কখনও আর্গট দিবে না। এ কথাটা যেন খুব মনে থাকে। দিলেই ছেলেটীকে হারাবে।

বি। অর্গট এব রাই তবে কখন দেবে?

ল। জরায়ুর মুখ যত দূর খোল্‌বার তা খুলেছে। জল ভেঙেছে। ছেলের মাথা খুব নীচে এসেছে। ছেলের মাথা বাইরে থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে। ছেলের মাথার চারি দিকে আঙুল চালিয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে আন্‌লে আঙুল কোনও খানে আট্‌কায় না। কেবল বার কতক জোরে ব্যথা এলেই পোয়াতি খালাস হয়—এই রকম অবস্থায় অর্গট দিলে পোয়াতি তখনই খালাস হয়। আর নির্ব্বিঘ্নে খালাস হয়। আর ছেলের তাতে কোন অনিষ্টই হয় না।

বি। হ্যাঁ, এখন বুঝ্‌লাম। অর্গট তবে যখন তখন দেওয়া যায় না। আর যার তার হাতে দিয়েও বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, এতে হিতে বিপরীত হ'তে বিস্তর ক্ষণ নয়।

ল। তা মিছে নয়। তোমাকে মোটামুটি গুটি কতক কথা ব'লে দিই।

(ক ছেলে হবার আর কোনও ব্যাঘাত নাই, দেরীও নাই। কেবল বার কতক জোরে ব্যথা এলেই পোয়াতি খালাস হয়। কিন্তু তেমন ব্যথা ত নেই! তাতেই ত পোয়াতির কাছে, এতক্ষণ ব'সে ভাব্‌ছি। নৈলে কোন্‌ কালে পোয়াতি খালাস করে বাড়ী গিয়ে ব'সে থাক্‌তেম। এখন তোমাদের যদি এমন কোন অষুদ থাকে, যাতে ব্যথা আসে, তা দেও। এখনি খাইয়ে দিই—যখন ধাই (করিত-কর্ম্মা ধাই) তোমাকে এই সব কথা এম্‌নি ক'রে বল্‌বে, তখনি অর্গট দিবার ঠিক সময় জানবে।

(খ) প্রসবের পরই যে পোয়াতির একবার ভারি রক্ত ভেঙেছে, ফিরে বার তার ছেলে হবার সময় তার রক্ত ভাঙার কথাটা যেন মনে থাকে। ছেলের মাথা যেই বেরবে, কি তার একটু আগেও, অর্গট খাইয়ে দেবে। তা হ'লে, ছেলে হবার পরও তার ব্যথা জুড়োবে না। কাজে কাজেই রক্তও ভাংতে পার্‌বে না। ছেলেও হ'ল, ব্যথাও পড়ে গেল—এই হ'লেই সর্ব্বনাশ! এই হ'লেই ভয়ানক রক্ত ভাঙে। অর্গট অব রাই আগে খাইয়ে রাখ্‌লে এ বিপদ্‌ কখনও ঘটে না।

(গ) প্রসবের পর রক্ত-ভাঙার ভয় থাকে না ব'লে, শীঘ্র ফুল পড়ে ব'লে, আর ফুল পড়ার পরও রক্ত ভাঙে না ব'লে, ছেলের মাথা বেরুলেই, কি তার একটু আগেও সব পোয়াতিকেই অর্গট খাইয়ে থাকি। আগে থাক্‌তে সাবধান হওয়া ভাল। লোকে বলে সাবধানের বিনাশ নাই।

বি। আচ্ছা, মোহিনীকে তবে অর্গট খাইয়ে দিলে না কেন?

ল। মোহিনী যে প্রথম পোয়াতি। প্রথম পোয়াতিদের অর্গট দেবার প্রায়ই দরকার হয় না। তাদের শরীরের আঁট শুঁট বেশী ব'লে প্রসবের পর তাদের প্রায়ই রক্ত ভাঙে না। তবে আনাড়ী ধাইয়ে নিতান্ত টেনে, হেঁচড়ে, ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেল্যে আর বাছাদের অপরাধ কি? "শানে আছড়ালে সিদ্ধ পুরুষও মরে"।

বি। এ কথা তুমি এক শ বার বল্‌তে পার।

ল। তবু আমি অর্গট সঙ্গে ক'রে এনেছিলাম; জানি কি, যদিই দরকার হয়। প্রথম পোয়াতি ব'লে ত আর একবারে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। দরকার হ'লে অসুদ কোথায় পাই?

বি। তা আবার একবার করে বল্‌ছো? তোমাকে কি কিছু শিখিয়ে দিতে হয়, না ব'লে দিতে হয়।

আচ্ছা, প্রসবের প্রথম অবস্থাতেই হোক্ কি দ্বিতীয় অবস্থাতেই হোক্ পোয়াতির ব্যথা প'ড়ে গেলে, কি ব্যথার জোর না থাক্‌লে, তার কিছু কি উপায় নেই? অর্গট্ অব রাই ত তাদের খাইয়ে দেয়া যায় না? শুধু পোয়াতি খালাস হ'লেই ত হয় না? পোয়াতিরও যেমন কল্যাণ চাই, ছেলেরও তেমনি কল্যাণ চাই।

ল। ও মা তা চাই নে? তবে আর দশ মাস অত কষ্ট ক'রে বোঝা বয়ে বেড়াবার দরকার কি? অত কষ্ট করা কার জন্যে? তুমি বেশ কথাই মনে ক'রে দিয়েছ। খালাস হতে যত পোয়াতি কষ্ট পায়, তার চৌদ্দ আনা পোয়াতি ব্যথা পড়ে যায় কি ব্যথার তেমন জোর থাকে না বলে কষ্ট পায়। ভাল ব্যথা না এলে, ব্যথার বেশ জোর না হলে পোয়াতি খালাস হবে না, জেনেও আনাড়ী ধাই মাগিরা কেবল ঘেঁটে ঘুঁটে পোয়াতিকে আধ-মরা করে ফেলে। আর নরম জায়গা টায়গা সব এমনি ফুলিয়ে

দেয় যে, শেষে ব্যথার জোর হলেও পোয়াতি সহজে খালাস হতে পারে না। আবার খালাস হওয়ার পরও গায়ের ব্যথার জন্যে শীঘ্র সাম্‌লে উঠ্‌তে পারে না। পোয়াতিদের এ দুর্দ্দশা আমাকে নিত্যই দেখ্‌তে হচ্ছে।

বি। ভাল, আবারও জিজ্ঞাসা করি, এর কি কিছু উপায় নেই ?

ল। উপায় নেই, কে বল্যে। উপায় কল্যেই উপায় আছে। এর উপায় আছে কি না তবে আমার কাছে শোন।

আমি যখন যে পোয়াতি খালাস কত্যে যাই, ডাক্তার সাহেবকে বলে যাই। তিনিও কোনও খানে শক্ত পোয়াতি পেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। কখন কখন নিজে না গিয়ে আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। এক দিন আমি একটী পোয়াতি খালাস কত্যে যাচ্ছিলাম। ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞাসা কল্যেন, কি রকম পোয়াতি ? আমি বল্যেম পোয়াতিটি আজ তিন দিন কষ্ট পাচ্ছে। খালাস হতে পাচ্ছে না। ব্যথা নেই বল্যেই হয়। যাও বা দুই একবার ব্যথা আসে, তার মোটেই জোর নেই। ধাই মাগিরে ঘেঁটে ঘুঁটে পোয়াতিকে আরও কষ্ট দিচ্ছে— "এ দেশের ধাইদের গুণের মধ্যে কেবল ঐটীই আছে," এই ব'লে তিনি আমার হাতে তিন মোড়া অস্‌দ দিলেন। বল্যেন্, "গিয়েই এক মোড়া খাইয়ে দেবে। এই এক মোড়া অস্‌দেই পোয়াতি খালাস হবে। দু ঘণ্টার মধ্যে যদি পোয়াতি না খালাস হয়, তবে আর এক মোড়া দেবে। তিন মোড়া খাওয়াবার দরকার হবে না।"

আমি গিয়ে আগে পোয়াতিকে বেশ ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লাম। জরায়ুর মুখ অল্পই খুলেছে। ভাল ক'রে খুল্‌বার কোন আকারই নেই। আর ধাইরে বারে বারে ঘেঁটে ঘেঁটে পানমুচিটি ভেঙ্গে দিয়েছে। কাজেই, জরায়ুর মুখ খুল্‌বার একটা প্রধান উপায়ও নষ্ট করেছে।

বি। আচ্ছা, আগে পানমুচি ভেঙ্গে গেলে, জরায়ুর মুখ খুল্‌বার খুব ব্যাঘাত হয়, এ কথা ত এর আগেই বলেছ। আর কেন ব্যাঘাত হয়, তাও বলেছ। কিন্তু জরায়ুর মুখে হাত দিয়েই কেমন ক'রে জান্‌লে যে, ও মুখ খুল্‌বার কোন আকারও নেই?

ল। শক্ত থাকতে জরায়ুর মুখ কখনও খোলে না। খুল্‌তে পারেও না। খুল্‌বার আগে বেশ নরম হওয়া চাই। এতে, হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে কেন না বল্‌তে পার্‌বে? জিনিষটে শক্ত কি নরম, তা কি বলে দিতে হয়?

বি। বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। তার পর বল।

ল। তার পর গালে জল দিতে পোয়াতিকে এক মোড়া অস্থদ খাইয়ে দিলাম। বিস্তর নয়, আধ ঘণ্টা পরে দেখ্‌লাম, যেন সে পোয়াতিই না। যে পোয়াতি আগে অত অস্থির ছিল, তার আর কোন যাতনা রইল না। আগে ব্যাথা মোটেই ছিল না, আর যাও বা ছিল তার তেমন জোর ছিল না। এখন ব্যথা নিয়ম মত আস্‌তে লাগ্‌ল, আর ব্যাথার জোরও বেশ হ'ল। আবার পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লাম, জরায়ুর মুখ অনেক খুলেছে, আর বেশ নরম হয়েছে।

বি। বল বল, তোমার কথা শুনে আমার আহ্লাদ আর ধর্‌চে না। পোয়াতিদের তবে এবারে যথার্থই ভাগ্য ফির্‌লো দেখ্‌ছি! তার পর বল, কি কল্যে।

ল। তার পর, বেশ ব্যথা আস্‌তে লাগ্‌ল দেখে ডাক্তার সাহেব যেন বলে দিয়েছিলেন, দু ঘণ্টা আর অস্নুদ খাওয়ালেম না। দু ঘণ্টা পরে আর এক বার পরীক্ষা করে দেখ্‌লাম। পরীক্ষা করে দেখে একবারে আশ্চর্য্য হ'লাম। জরায়ুর মুখ যত দূর খুল্‌বার তা খুলেছে। আর ছেলের মাথা এত নিচে এয়েছে, যে প্রসবের দুওরের মধ্যে একটু হাত দিলেই ছেলের মাথায় হাত ঠেক্‌চ্যে।

বি। বল কি? এতে ত আশ্চর্য্য হবারই কথা বটে! তার পর বল, কি কল্যে। আর এক মোড়া কি অস্নুদ খাইয়ে দিলে।

ল। হ্যাঁ, তেমনি করে আর এক মোড়া অস্নুদ খাইয়ে দিলাম। আধ ঘণ্টা খানেক পরে ব্যাথার আরও জোর হল, আর ব্যাথাও খুব ঘন ঘন আসতে লাগ্‌লো। এবারে অস্নুদ খাইয়ে দেয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই ছেলের মাথা বেরুল—তার পরই কাঁধ বেরুল—তার পরই ছেলেটী যেন অমনি শড়াৎ করে হ'ল। ধাইতেও জান্তে পার্‌লে না, পোয়াতিতেও জান্তে পাল্যে না যে কখন ছেলের মাথা বেরুল, কখন্ কাঁধ বেরুল, আর কখনই বা বুক পেট পাছা বেরুল। ছেলে যেন কেউ হাত দিয়ে ঠেলে বার্ করে দিলে। আবার খানিক পরেই ফুল আপ্‌নিই পড়্‌ল। ফুল পড়ার পর একটুও রক্ত ভাংল না। পোয়াতি আগে যা কিছু কষ্ট পেয়েছিল।

তার পর, সে প্রসবের কোন যাতনাই পাই নি। আমি এত দিন ব্যবসা কচ্ছি, অসুদের ত এত গুণ আর কখনও দেখি নি।

বি। ঠিক্ বলেছ। আমিও যে শুনে এক বারে অবাক্ হইয়াছি। তার পর বল, কি কল্যে ?

ল। তার পর, মনের খুসিতে ডাক্তার সাহেবের কাছে গেলাম। তাঁকে বল্যেম এমন অসুদ আর হবে না। আপ্নি যা বলে দিয়েছিলেন, দু মোড়ার বেশী খাওয়াতে হয় নি। ডাক্তার সাহেব বল্যেন, এ অসুদটীর এ রকম গুণ আমরা অল্প দিন হ'ল জান্তে পেয়েছি। আজও এর এ সব গুণ সকলে জান্তে পারে নি। আমি অনেক জায়গায় এর এ সব গুণ পরীক্ষা করে দেখেছি। পোয়াতিদের ত এ অসুদ নয়, জীবন।

বি। সে কথা মিছে নয়। ডাক্তার সাহেব ঠিকই বলেছিলেন। এ অসুদ পোয়াতিদের জীবনই বটে। আমার শুনে যতদুর বিশ্বাস হচ্ছে, তাতে পোয়াতিরে খালাস হ'তে আর যে কখনও কষ্ট পাবে, তা বোধ হয় না। এমন অসুদ পেলে আমরাই কি কারু ডাকি না কি, ভাব ? পোয়াতি কষ্ট পাচ্ছে দেখ্লেই অমনি এক মোড়া অসুদ খাইয়ে ব'সে থাকি। অর্গটের মত এ অসুদে ত কোন ভয় নেই, যে খুব দেখে শুনে, বুঝে সুঝে খাওয়াতে হবে।

ল। না, তা এ অসুদে কোন ভয় নেই। এর যে কত গুণ তা বল্বো কি ? ডাক্তার সাহেবের কাছে সব শুনিছি। এখন ত প্রতি দিনই হাতে হাতে এর গুণ টের

পাচ্ছি। আমি ত আর এখন এ অস্যুদ না নিয়ে পোয়াতি খালাস কত্যে যাই নে।

বি। তা ও অমনি অস্যুদই বটে। আচ্ছা, এখানেও কি সে অস্যুদ নিয়ে এসেছ।

ল। নিয়ে এসেছি বৈ কি? তা না নিয়ে এলে চল্‌বে কেন? এই দেখ, এ অস্যুদও আমার আঁচলের মুড়োয় বাঁধা রয়েছে?

বি। তাই ত! তোমার যে তবে অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই!

ল। অনুষ্ঠানের ত্রুটি হ'লে কি চলে? ধাইগিরি কি সোজা কাজ? ধাইয়ের হাতে যে দুটো প্রাণ! সামান্য বুদ্ধির ভুলে যে, পোয়াতি ছেলে দুই-ই মারা যেতে পারে। সেটা ভাবচ না?

বি। আহা! তোমার কথা শুনে পোয়াতিদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।

আচ্ছা, অর্গট অব রাই আর এ অস্যুদে তবে ত অনেক তফাত।

ল। অনেক কি? আকাশ পাতাল তফাত। এ অস্যুদের সঙ্গে অর্গটের তুলনাই হয় না। অর্গট খাওয়ালে শুদু ব্যথাই বাড়ে। জরায়ুর মুখ নরমও হয় না, খোলেও না। আর অর্গট খাওয়ালে যে ব্যথা আসে, সে ব্যথা ত সহজ ব্যথা নয়। সে ব্যথার জিরেন নেই। সে ব্যথা জুড়োয় না। সে ব্যথা লেগেই থাকে। সে রকম ব্যথায় পোয়াতি ভারি কষ্ট পায়, আর ভারি কাবু হ'য়ে পড়ে। তা ছাড়া, ছেলে হবার দেরি থাক্‌লে অর্গট দিতে পারা

যায় না। এ কথা এর আগেই বলেছি। কেমন মনে আছে ত ?

বি। ওমা, তা মনে আঁছে বৈ কি ? ও যদি ভুলে গেলাম, তবে আর মনে করে রাখব কি ? তার পর বল।

ল। ছেলে হবার দেরি থাক্‌লে যদি অর্গট দিতে না পাল্যে, তবে তোমার ওতে দরকারই কি? পোয়াতি কষ্ট পাচ্ছ্যে বলেই না অস্থদ দেওয়া। আর পোয়াতি শীঘ্র খালাস হ'তে পাল্যেই না তার কষ্ট যায় ?

বি। তা না ত কি ? নৈলে অস্থদ দেওয়া ত আর একটা সাধ নয়।

ল। যাই হোক্, অর্গট সোজা অসুদ নয়। বেশ বুঝে সুঝে না দিতে পাল্যে, চাই কি পোয়াতিও মারা পড়্‌তে পারে।

বি। আ সর্ব্বনাশ ! বল কি ? কেমন করে ?

ল। ছেলে বেরিয়ে আস্‌বার পথ যদি বেশ খোলসা না থাকে (যেমন জরায়ুর মুখ শক্ত থাক্‌লে, বেশ খোলা না পেলে), তবে ব্যাথার ধমকে জরায়ু ফেটে যেতে পারে। জরায়ু ফেটে গেলে কি পোয়াতি বাঁচে।

বি। তা, অর্গট খাওয়ালে যে রকম ব্যথা আসে বল্যে, তাতে ও রকম ঘটনা হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অর্গটের পায়ে নমস্কার। আর ওর গুণ শুন্‌তে চাই নে। এখন ডাক্তর সাহেবের সেই নতুন অসুদটীর গুণ বেশ ক'রে বল শুনি। সে অসুদটীর উপর আমার বড়ই ভক্তি হয়েছে।

ল। ভক্তি কর্‌বারই সে অসুদ বটে।

সে অস্থদ খাওয়ালে—(১) জরায়ুর মুখ শক্ত থাকে

ত নরম হয়; খোলা না থাকে ত খুলে যায়। (২) ব্যথা না থাকে ত ব্যথা আসে; ব্যথার জোর না থাকে ত জোর হয়, আর সহজ ব্যথার মত ব্যথা আসে; সহজ সবল পোয়াতির জিরেন ব্যথার মত ব্যথা আসে; এ ব্যথায় পোয়াতির কোনও কষ্ট হয় না। (৩) জরায়ুর মুখ শক্ত থাক্‌লে, ব্যথা এলে পর জরায়ুর সেই শক্ত মুখে ভারি এক রকম যাতনা হয় ব'লে পোয়াতির চিৎকার করে, আর্ত্তনাদ করে, অস্থির হয়, এমন কি ব্যথার সময় তারে ধ'রে রাখা যায় না। এমত সকল পোয়াতির পক্ষে সে অসুদ ব্রহ্মাস্ত্র। অসুদ খাওয়ার পর আধ ঘণ্টার মধ্যেই পোয়াতি এমন সুস্থ হয়, যে আগুনে যেন জল পড়ে। (৪) পোয়াতিকে যখন ইচ্ছে তখন সে অসুদ খাওয়ান যায় তাতে কোনও ভয় নেই। খালাস হ'তে পোয়াতি কষ্ট পাচ্যে দেখ্‌লেই সে অসুদ দিতে পার। প্রসবের অবস্থার কোন বাছ গোছ করবার দরকার নাই। (৫) সে অসুদ খাওয়ালে জরায়ুর বল এত বাড়ে যে, তার মধ্যে থেকে কেউ যেন হাত দিয়া ছেলে ঠেলে বার ক'রে দেয়। (৬) সে অসুদ খাওয়ালে ছেলেও যেমন সহজে হয়, ফুলও তেমন সহজে পড়ে। (৭) সে অসুদ খাওয়ালে পোয়াতি আবার রক্তও ভাঙে না। (৮) সে অসুদ খাওয়ালে পোয়াতি আবার এত সহজে খালাস হয়, আর খালাস হওয়ার পরও এত সুস্থ থাকে যে, তাকে আঁতুড়ে পোয়াতি বলেই বোধ হয় না। এ অসুদের এমনি গুণ যে রোগা কাহিল পোয়াতিরেও খালাস হওয়ার পর বেশ চাঙ্গা থাকে।

বি। তবে আর কি চাও? অর্গট তোমার কোথায় লাগে। অর্গটেরই বা দরকার কি? অর্গটের ত দেখছ্ সবই দোষ। আবার যে অস্থদের কথা এখন বল্‌ছো, সে অসুদের ত দেখ্‌ছি সবই গুণ। সে অসুদে যখন রক্ত ভাঙ্গা পর্য্যন্ত বারণ হয়, তখন আর অর্গট কেন?

বি। তা মিছে নয়। সে অসুদ পেলে অর্গট তো করে থুতে পারে।

বি। তা, ও ডাকাতে অসুদ তো করে রাখাই ভাল। যাক্ তার পর বল। এমন যে অসুদের গুণ, সে জিনি-সটে কি? সে অসুদের নামই বা কি?

ল। যে অস্থদের এত গুণ শুন্‌লে, সে একটা গাছড়া অস্থদ। একটা গাছের শিকড়। তার নাম ইপেকা-কুয়ানা। সোজাসজি ইপেকা বল্যেও হয়।

বি। তা ইপেকাকুয়ানার চেয়ে ইপেকা বলাই স্থবিধে। আচ্ছা ও গাছ কোথায় পাওয়া যায়?

ল। মকিন দেশে। সেই দেশ থেকে বিলেতে যায়। আবার বিলেতে থেকে এ দেশে আসে। এখানে যারা ইংরিজি অসুদ বিক্রী করে, তাদের কাছে শিকড়ও পাওয়া যায়, শিকড়ের গুঁড়ো পাওয়া যায়। ওর দামও খুব কম। চারি গণ্ডা পয়সার ইপেকার গুঁড়ো কিনে নিয়ে এলেই যথেষ্ট।

বি। তবে ত সব দিকেই সুবিধে দেখ্‌ছি। আজ থেকে ইপেকার গুণ আমি রাত দিন জপ কর্‌বো।

ল। তা রাত দিন জপ কল্যেও ওর গুণের শোধ দেওয়া যায় না।

বি। ইপেকার গুঁড়ো এক এক বারে কতটুক ক'রে খাওয়াতে হয়?

ল। এক এক বারে দু গ্রেণ (এক রতি এক কুঁচ) ক'রে খাওয়াবে। ইপেকার গুঁড়ো পরিষ্কার শিশিতে কাক্ এঁটে রাখ্তে হয়। আলোতে এ অসুদ ভাল থাকে। এই জন্যে, শিশি কাগজ দিয়ে মুড়ে রাখা হবে না, বাক্স কি সিন্ধুকে ও রাখা হবে না। তবে যাঁদের কাচের আলমারি আছে, তাঁরা সেই আলমারিতে রাখ্তে পারেন।

বি। আচ্ছা, এমন অসুদ তোমার কাছে থাক্তে মোহিনীকে তবে কষ্ট দিলে কেন?

ল। মোহিনী কষ্ট পেয়েছে বল না কি? ও ত হাস্তে হাস্তে খালাস হয়েছে।

বি। মোহিনীর জরায়ুর মুখ খুল্তে কি দেরি হয়নি।

ল। কৈ না, ওকে কি আর দেরি বলে? দেরি হবার গতিক দেখ্লে কি আমি নিশ্চিন্ত থাক্তেম। তখনই এক মোড়া অসুদ খাইয়ে দিতাম।

বি। আচ্ছা, ডাক্তারেরা যে সব পোয়াতি যন্ত্র দিয়ে প্রসব করিয়ে থাকেন, সে সব পোয়াতিকে এ অসুদ খাইয়ে দিলে তারা কি আপ্নি খালাস হতে পারে না?

ল। ভাল কথাই বলেছে। ডাক্তার সাহেবও আমাকে ঠিক্ ঐ কথা বলে দিয়েছেন। তিনি বল্যেন, এ অসুদটীর যে রকম গুণ দেখ্ছি, তাতে বোধ হয় যন্ত্র দিয়ে আমাদের আর প্রসব করাতে হবে না। একটী পোয়াতির প্রসবের পথ একটু আঁটো ছিল। সকলেই ভেবিছিল তাকে যন্ত্র

দিয়ে প্রসব করাতে হবে। কিন্তু এই অস্নুদ মোড়া দুই তিন খাইয়ে দিলে সে সহজেই খালাস হ'ল। পেটের মধ্যে থেকে হাত দিয়ে ঠেলে বার ক'রে দিলে ছেলে যেমন বেরিয়ে আসে, এ অস্নুদ খাইয়ে দিলেও জরায়ু যেন তেমনি ক'রে ঠেলে ছেলে বার করে দেয়। ছেলে বার করে দেবার জরায়ুর যে একটা শক্তি আছে, এই অস্নুদে সেই শক্তি খুব বাড়ে। এতে যে কেবল সেই শক্তিই বারে, এমন নয়। জরায়ুর মুখ শক্ত থাকে ত নরম করে দেয়, খুল্‌তে দেরি থাকে ত শীঘ্রই খুলে দেয় পোয়াতিদের পক্ষে এর বাড়া গুণের অস্নুদ আর হবে না। ডাক্তার সাহেবের কাছে এই সব কথা শুনে অবধি এই অস্নুদটাকে আমি একবারে ইষ্টি কবজ ক'রে রেখেছি।

বি। আমিও এখন থেকে ও অস্নুদটী ইষ্টি কবজের বাড়া করে রাখ্‌বো।

ল। যার যার ঘরে পোয়াতি আছে, তারা যেন এই অস্নুদটী সকলেই ঘর ক'রে রাখে।

বি। তা তোমাকে বল্‌তে হবে না। তারা একবার শুন্‌তে পেলে হয়।

বি। তার পর বল।

ল। প্রসবের প্রথম আর দ্বিতীয় অবস্থায় পোয়াতি ও ছেলে দুয়েরই কল্যাণ চাই। কিন্তু তৃতীয় অবস্থার শুদ্ধ পোয়াতিরই কল্যাণ কামনা কত্তে হয়।

বি। তা ত বটেই। ছেলে নির্ব্বিঘ্নে ভূমিষ্ট হ'লে তখন ত তার জন্তে কোন চিন্তাই থাকে না। তখন কেবল পোয়াতিকেই নিয়ে ব্যস্ত হতে হয়।

বি। প্রসবের তৃতীয় অবস্থায় ধাই খুব সাবধান হ'য়ে আর বিবেচনা ক'রে কাজ ক'ত্তে পাল্যে পোয়াতির রক্ত-ভাঙার ভয় থাকে না, ভাদালির কামড়ে বেশী কষ্ট পায় না, তার পরে তার কোন বিপদও ঘটে না।

বি। বল কি? তবে তৃতীয় অবস্থাতেই ধাইয়ের বুদ্ধি কৌশল আর বিবেচনার বেশী দরকার?

ল। বেশী দরকারই ত। নৈলে আর এত ক'রে বলছি কেন?

বি। তবে ব'লে দেও না, ধাইতে কি রকম বুদ্ধি কৌশল খাটাবে?

ল। বুদ্ধি কৌশল খাটান আর কি? ব্যস্ত হ'য়ে ফুল টেনে বা'র না কল্যেই হ'ল। ফুল টেনে বা'র করার যে দোষ, তা এর আগেই বলেছি, কেমন মনে আছে ত?

বি। ও মা, তা আবার মনে নেই! তবে আর তোমার কাছে এত যত্ন ক'রে শিখ্‌চি কেন?

ল। এর আগেই বলেছি যে ছেলের কাঁধ বেরুলেই পোয়াতির পেটের উপর হাত দিয়ে জরায়ুটো বেশ জুত ক'রে একটু করে ধর্‌বে। তার পর ছেলের বুক, পেট, পাছা ক্রমে যেমন বেরুতে থাক্‌বে, জারায়ুটো তেমন তোমার মুটোর মধ্যে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌বে। ধাইয়ের কাছে যদি আর কেউ না থাকে, তবে ধাই-ই ডা'ন হাতের তেলোয় ছেলের মাথা ধর্‌বে, আর বাঁ হাত দিয়ে জরায়ুটো ঐ রকম ক'রে ধর্‌বে। ছেলের বুক, পেট, পাছা, উরত বেরবার সময় পোয়াতির পেটের উপর হাত দিয়ে জরায়ুটো ঐ রকম ক'রে ধ'রে রাখ্‌লে রক্ত-ভাঙ্গার ভয় থাকে না।

বি। তার পর, ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লে কি কর্‌বে?

ল। ফুল টেনে বা'র করবার জন্যে ব্যস্ত না হয়ে, দণ্ড খানেক পর্য্যন্ত জরায়ুটো ঐ রকম ক'রে হাত দিয়ে ধ'রে রাখবে। হাত দিয়ে ঐ রকম ক'রে একটু কষে ধ'রে রাখলে জরায়ু কুঁকড়ে সুঁকড়ে ছোট হ'য়ে যাবার আর কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এই দণ্ড খানেকের মধ্যেই জরায়ুর গা থেকে ফুল ছেড়ে আসে। জরায়ুর গা থেকে ছেড়ে এলে ফুল পড়্‌তে ক দেরি হয়? একটু ব্যথা এলেই ফুল এসে পড়ে।

বি। ও! এতেও আমাদের আনাড়ি ধাইয়ের হাতে পোয়াতি মারা যায়! জরায়ুর গা থেকে ছেড়ে না এলে যে ফুল পড়্‌তে পারে না,

তা তারা জানেও না। এই জন্যেই তারা অমন তাড়াতাড়ি ক'রে মরে। তারা তবে জরায়ুর গা থেকে ফুল টেনে ছিঁড়ে বা'র করে?

ল। তা না ত কি?

বি। তবে এতে আর রক্ত ভাংবে না? আর পোয়াতিই বা পরে কেন না কষ্ট পাবে? তার পর বল।

ল। দণ্ড খানেকের মধ্যে যদি ফুল না পড়ে, তবে পোয়াতির পেটের উপর হাত দিয়ে জরায়ুর উপর দিকটে ধ'রে জুত বরাত ক'রে টিপে ফুলটা বা'র ক'রে দেবে।

বি। সে জুত বরাতটা কি, তবে বেশ ক'রে শিখিয়ে দেও।

ল। তা দিচ্ছি। পোয়াতির পেটের উপর থেকে তোমার বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙুলের দিকটে কাত ভাবে এম্‌নি জুত বরাত ক'রে জরায়ুর পিছনে চালিয়ে দেবে গে, জরায়ুর মাথাটা (উপর দিকটে) যেন তোমার হাতের খোলের মধ্যে আসে। তার পর, জরায়ুটা তোমার হাতে যখন শক্ত ঠেকবে, তখন জরায়ুর মাথাটা খুব কষে চাপ্‌বে। যদি বেশ জুত বরাত ক'রে আর কষে চাপন দিতে পার, তবে সেই চাপনেই ফুল আর রক্তের ডেলা টেলা জরায়ুর মধ্যে যা থাকে, সব বেরিয়ে আসে। একটা পাকা কলার বোঁটার দিকে অম্‌নি জুত বরাত ক'রে কষে চাপন দিলে খোসার মধ্যে থেকে কলাটা যেমন বেরিয়ে আসে, এও ঠিক তেমনি জানবে।

বি। আচ্ছা, যদি একবার ও রকম চাপন পেয়ে ফুল বেরিয়ে না আসে, তবে কি কর্‌বে?

ল। জরায়ু ফের শক্ত হ'লে আবার ঐ রকম ক'রে চাপ দেবে। ছেলে হ'লে পর দণ্ড খানেক অপেক্ষা ক'রে যদি ঐ রকম ক'রে চাপ দিতে পার, তবে তোমার দুবার চেষ্টা কত্তে হবে না। একেবারেই কাজ সিদ্ধি হবে।

বি। ভাল, ও রকম দুবার চেষ্টা করেও যদি ফুল বা'র ক'রে দিতে না পার, তবে কি উপায় কর্‌বে?

ল। প্রসবের দুওরের মধ্যে একটী কি দুটী আঙুল চালিয়ে দিয়ে দেখবে, তার মধ্যে ফুল এসে রয়েছে কি না। যদি থাকে ত আঙুল দিয়েই টেনে বা'র করে ফেল্‌বে।

বি। আচ্ছা, প্রসবের দুওরের মধ্যে যদি ফুল এসে না থাকে, তবে কি কর্‌বে?

ল। প্রসবের দুওরের বাইরে পর্য্যন্ত যে নাড়ী ঝুল্‌ছে, জরায়ুর মুখের ভিতর আঙুল চালিয়ে দেখ্‌বো, সেই নাড়ী জরায়ুর ভিতর পর্য্যন্ত আছে কি না। যদি থাকে তবেই জান্‌লেম যে জরায়ুর গা থেকে ফুল ছেড়ে আসে নি।

বি। এ জান্‌লে কি কর্‌বে?

ল। আবার সেই রকম ক'রে জরায়ুর মাথায় চাপন দেব। তবু ফুত টেনে বা'র করবার চেষ্টা ক'র্‌বো না।

ফুল পড়লে তার পরেও খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত (১০।১৫ মিনিটের কম নয়) জরায়ুটা ঐ রকম ক'রে কষে ধ'রে রাখবে; আর রক্তের ডেলা টেলা বা'র ক'রে দেবার জন্যে আস্তে আস্তে চট্‌কাবার মত কর্‌বে। তার পর অর্গট অব রাই এক মোড়া (দশ রতি) খাইয়ে দেবে। ফুল পড়ার পর, জরায়ু যে রকম কুঁকড়ে সুঁকড়ে ছোট আর শক্ত হ'য়ে থাকার দরকার, অর্গট খাওয়াইলে জরায়ু ঠিক সেই রকম হয়। তাতে রক্ত ভাঙার ভয় মোটেই থাকে না। ভাদালির কামড়েও পোয়াতি কষ্ট পায় না।

বি। তা অর্গট খাওয়ালে ব্যথা জুড়োয় না যখন বলেছ, তখন জরায়ু ও রকম কুঁকড়ে সুঁকড়ে থাক্‌বারই ত কথা বটে।

আচ্ছা, এর আগে অর্গট আর ইপেকার যে সব গুণ বলেছ, তাতে অত কল কৌশল ক'রে ফুল বা'র করবার দরকার কি? দুই অসুদেই ত ফুল পড়ে।

ল। হ্যাঁ, তা ত বলিছিই বটে। তবে এ কৌশলটা জেনে রাখা ভাল। যখন যেটা কাজে লাগে। উপায় যত বেশী জেনে রাখতে পার, ততই ভাল।

বি। হ্যাঁ, এ কথা মানি।

ল। ফুল বেরুলে পোরোটা প্রায়ই প্রসবের দুওরের মধ্যে থাকে। পাক দিয়ে দড়ি জড়ান মত ক'রে টেনে বা'র ক'ল্যে পোরো সব খানি বেরিয়ে আসে। এক আধটুও লেগে থাকতে পারে না।

বি। রাম বল, এই যে, ফুল আপ্নিই পড়্‌লো, কিছুই ত কত্যে হ'ল না।

ল। কেন, সে কথা ত তোমাকে এর আগেই বলিছি যে, ফুল টেনে বা'র কত্যে হয় না। আপনা হাতেই পড়ে। তবে তোমাদের ধাইয়ে যে

তাড়াতাড়ি ক'রে ফুল টেনে বা'র করে, সে তাদের ভারি ভুল। ওতে যে কি সর্ব্বনাশ হয়, তারা কি তা জানে? জান্‌লে কি আর অমন করে? কখনই না।

বি। ছেলে হ'লে পর, তবে দণ্ড খানেক না দেখে আর অমন কল-কৌশল ক'রে ফুল বা'র ক'রে দেবার চেষ্টা করবে না?

ল। না, কোন মতেই না। এটা যেন খুব মনে থাকে।

বি। এখন তবে পেটের উপর থেকে হাত নিই।

ল। না, আর একটু পরে। তুমি সেই ফ্ল্যানেলের বড় টুকরো টুকু আস্তে বল দেখি।

বি। তা ত আমার কাছেই আছে। ও নিয়ে কি করবে?

ল। দেখ ত কি করি। এইটে দিয়ে মোহিনীর তল-পেটের নীচে থেকে বুকের কড়া পর্য্যন্ত বেশ ক'রে এঁটে জড়িয়ে দিই। ফুল পড়লে পর, জরায়ু কুঁকড়ে সুঁকড়ে ছোট আর শক্ত হয়ে গিয়েছে দেখে, তবে পোয়াতির পেট এই রকম ক'রে বেঁধে দেবে। পাছার নীচে দিয়ে কাপড় নিয়ে আসা চাই। নৈলে আঁট হবে না। কাপড়ের একটা গদি করে জরায়ুর উপর দিয়ে তার উপর ঐ রকম ক'রে কাপড় জড়িয়ে দিলে জরায়ুর উপর আরও বেশ চাপ পায়, বাঁধনেরও আঁট হয়।

বি। আচ্ছা ও রকম ক'রে কাপড় দিয়ে পেট বাঁধলে কি হবে?

ল। কাপড় দিয়ে এমন ক'রে পেট বাঁধার অনেক গুণ। রক্ত ভাঙে না, পেটের উপর এ রকম চাপ থাকাতে পোয়াতির সোয়াস্তি বোধ হয়, আর পরে পেট ঝলমলে হয় না। বেশ আঁটা সাঁটা থাকে।

বি। তবে ত অমন ক'রে পেট বাঁধার অনেক গুণ বটে। আচ্ছা, অমন করে ক দিন বাঁধা থাকবে?

ল। দশ দিন। এ দশ দিন একবারও পোয়াতি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াবে না।

বি। ভাল, আমাদের ধাইয়ে যে পোয়াতি খালাস হ'লেই একটু পরে তাকে উঠে বস্‌তে বা দাঁড়াতে বলে, সেটা কি রকম?

ল। আ সর্ব্বনাশ! সে বড় দোষ; তা কল্যে চাই কি মূর্চ্ছা গিয়ে পোয়াতি তখনই মারা পড়্‌তে পারে। এ ছাড়া, ভয়ানক রক্ত ভাংতে পারে।

বি। আমাদের ধাইয়ে তবে না কত্তো পারে এমন কর্ম্মই নেই দেখ্‌ছি। তারা বলে যে প্রসবের পর উঠে বস্‌লে পেটের রক্তটা সব ঝেড়ে প'ড়ে যায়।

ল। তাদের বলার কপালে আগুন। তা নৈলে আর আমাদের দেশে এত পোয়াতি মারা পড়ে? আহা! ধাইয়ে কবে জান্‌বে শুন্‌বে গা? তা হ'লে যে বাছাদের প্রাণ বাঁচে।

বি। তাই ত, এদের গুণ শুনে শুনে যে আমার হরি-ভক্তি উড়ে গেল।

ল। আর দেখ, তোমাদের ধাইয়ে জানে যে পোয়াতি খালাস হ'লে পর রক্ত ভাংতেই হবে। কিন্তু এটা তাদের ভারি ভুল। ঠিক নিয়ম মত পোয়াতি খালাস কত্তো পাল্যে, একটুও রক্ত ভাংবার কথা নয়।

বি। বল কি সত্যি না কি?

ল। হাঁ তা ঠিক জেনো। কেন, মোহিনীর কি কিছু রক্ত ভেঙেছে?

বি। না, তাই ত, রক্ত ত একটুও ভাঙে নি।

ল। এই রকম ক'রে খালাস কল্যে কোন পোয়াতিরই রক্ত ভাঙে না। রক্ত-ভাঙা ত সোজা কথা নয়। প্রসবের পর রক্ত ভাঙে বলেই না আমাদের পোয়াতিরে শীঘ্র সাম্‌লে উঠ্‌তে পারে না। নৈলে দেখ যে, দশ বার দিনের মধ্যেই পোয়াতিরে সুস্থ হয়ে উঠে।

বি। বটে! এ ত কখনও জান্তেম না। যথার্থ তোমার কাছে যে কত শিখ্‌লাম্ তা আর বল্‌তে পারি নে। এখন আমার এই ইচ্ছা যে গৃহস্থের বৌ ঝিয়ে সকলেই এ সকল বেশ ক'রে শেখে।

ল। প্রসবের পর, এক দিন এক রাত্রি পোয়াতি বিছানা থেকে এক বারও উঠবে না। তা প্রস্রাব কত্তোও না। দশ দিন পর্য্যন্ত পোয়াতিকে খুব সাবধান রাখ্‌বে। বড় একটা উঠ্‌ বোস্ কত্তো দেবে না। সেটা ভারি নিষেধ।

বি। পোয়াতির আহার কি দেবে?

ল। প্রথম দু দিন শুদ্ধ একটু দুধ আর সাগু। আর কিছুই দেওয়া যায় না। তা দুধ-সাগু দু বার তিন বার ক'রে পোয়াতিকে দিতে পার।

বি। তিন দিনের দিনেও কি দুধ সাগু দিতে হবে, না চারিটী ভাত দেওয়া যাবে?

ল। সে দিনও দুধ সাগু দিলে ভাল হয়। কেন না, তিন দিনের দিন মাইতে দুধ নাবে। সেই শঙ্কায় পোয়াতির একটু জ্বর-ভাব হয়। এর উপর ভাত পড়্‌লে জ্বরটা বেশী 'হ'তে পারে। তাই কি সেই জ্বরে পোয়াতি খুব ভুগ্‌তেও পারে। এ রকম ত প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

বি। ওমা কি হবে! মোহিনীকে তবে আমি উপরো উপ্‌রি চারি দিন দুধ-সাগু খাইয়ে রাখ্‌বো। যখন দেখ্‌বো যে মাইতে বেশ দুধ নেবেছে, আর নাব্‌বার সময় যে একটু জ্বর-ভাব বা অসুখ হয়েছিল, তা সুধ্‌রে গিয়েছে, আর শরীর বেশ খোলসা হয়েছে, তবে তখন মোহিনীকে ভাত দেব। তার আগে ভাতের জন্যে কাঁদ্‌লেও তাকে ভাত দেব না।

ল। তা ও রকম কথাকথ আর ধরাধর করা খুব ভাল। ওতে পোয়াতির মঙ্গলই হয়। আঁতুড়ে পোয়াতির জ্বর জাড়ি, অসুখ বিসুখ হওয়া বড় দায়।

বি। কেন গা, কেন?

ল। কেন, তা আর বুঝ্‌তে পাছ্যো না? আঁতুড়ে পোয়াতির বেশী অসুখ বিসুখ হ'লে, তার মাইতে কি দুধ থাকে? দুধ শুকিয়ে যায়। মাইয়ের দুধ শুকিয়ে গেলেই কোলের কচি ছেলের দফা নিশ্চিন্ত।

বি। কেন গোরুর দুধ খাওয়ালে কি হয় না?

ল। কেবল ঢোকা দুধ খাইয়ে কি অত কচি ছেলেকে বাঁচান যায়? কখনই না। আমাদের দেশের আঁতুড়ে যে এত ছেলে মরে, সবই কি রোগে মরে ভাব? অর্দ্ধেক ছেলে ঢোকা দুধ খেয়ে মরে।

বি। বল কি? শুনে যে একবারে অবাক্ হ'লাম। ঢোকা দুধ খাওয়ান এত দোষ!

ল। তা নয়? অত কচি ছেলে কি গোরুর দুধ হজম কত্তো পারে? উপ্‌রো উপ্‌রি দু তিন দিন গোরুর দুধ খেলেই তাদের পেট নাব্‌তে আরম্ভ করে। পেট নাব্‌লে অত কচি ছেলে ক দিন বাঁচে? দু দিনেই মাথার তেলো, চোক মুখ সব ব'সে গিয়ে অম্‌নি মারা যায়। এই রকম ক'রেই ত আমাদের দেশের অর্দ্ধেক আঁতুড়ে ছেলে মরে। তবু ত পোয়াতিরে শেখে না। লোকে বলে দেখে শেখে আর ঠেকে শেখে; দেখে শেখা দূরে থাক, আমাদের পোয়াতিরে ঠেকেও শেখে না। এ সব কথা তোমাকে এর পর ভাল ক'রে বল্‌বো।

বি। সেই ভাল। আচ্ছা, আমাদের বলে আঁতুড়ে পোয়াতিকে দুধ দিতে নেই—দুধ খেলে নাড়ী পাকে। সে কথাটা কেমন?

ল। যারা ও কথা বলে, তাদের মুখে আগুন। আমার হাতের যত পোয়াতি, সকলেই ত দুধ খায়। কৈ, তাদের এক জনেরও ত নাড়ী পাকে না। দুধ খেলে কেবল তোমাদেরই নাড়ী পাকে? নাড়ীর আবার পাক্‌বে কি? নাড়ী ত সেই পো-নাড়ী, যাকে জরায়ু বলে? জরায়ু আবার পাক্‌বে কি? আর জরায়ু পাক্‌লে কি পোয়াতি বাঁচে?

বি। কে জানে, অত শত জানি নে। নাড়ী পাকে, না নাড়ী পাকে। ওর মধ্যে যে আবার এত আছে, তা কেমন ক'রে জান্‌বো? তা যদি জানতেম, তা হ'লে আর আমাদের দশা এমন হয়।

আচ্ছা, ঝাল খাওয়ার আর সেক দেওয়ার কি হবে?

ল। কেন, ছাল খাওয়ার কিছু দরকার নেই। তাতে কোনও উপকার নেই। কেবল পোয়াতিকে কষ্ট দেওয়া মাত্র। খালাস হ'তে পোয়াতি যে কষ্ট না পায়, ঝাল খেতে তার বাড়া ক্লেশ পায়। বেশী ঝাল খেলে অগ্নিমান্দ্য, পেট-জ্বালা, রক্ত-আমাশা প্রভৃতি রোগ জন্মে যেতে পারে।

বি। সে কথা সত্যি। তাতেই ত জিজ্ঞাসা কচ্ছি যে, ওতে যদি উপকার না হয়, তবে মিছে মিছি কেন কষ্ট দেওয়া।

ল। না, ঝাল টাল্ কিছুই খাওয়াতে হবে না।

বি। সেক তাপ দেওয়ার কথা কি বল?

ল। তোমরা যে রকম সেক তাপ দিয়ে থাক, তাতে পোয়াতি ছেলে দুই-ই আধ-পোড়া করা হয় বৈ ত না? পোয়াতি কোন রকমে তা সৈতে পারে। কিন্তু ছেলে তাতে ভারি কষ্ট পায়। আমি অনেক ছেলের দেখিছি, সেক তাপে গায়ে ফোস্কা পড়েছে। আর সেই ধাক্কায় ছেলে মারা গিয়েছে।

বি। বল কি? শুনে যে বড় ভয় হ'ল গা। তবে কি কর্‌বো?

ল। কেন, এর আর করা-করি কি? তোমাদের ব্যথার জিনিষ। তোমরা যদি নিজে যত্ন ক'রে আর সাবধান হয়ে ছেলেকে সেক তাপ দাও, তবে কি কোন অনিষ্ট হ'তে পারে? তোমরা ত তা কর্‌বে না। আঁতুড় ঘরের মধ্যে যাওয়া দূরে থাক, আঁতুড়-ঘর ছোঁও না! কাওরা, হাড়ি, ডোম, দুলে, বাগ্‌দি—এই সব ছোট লোকের ঘরের মাগিরে না হ'লে আর তোমাদের আঁতুড়ে ছেলে মানুষ করা হয় না!

বি। ভাল কথাই বলেছ। আমাদের আঁতুড় ঘরের সব নিয়মই এই রকম। কোন্ সর্ব্বনেশে যে এ সব নিয়ম ক'রে দিয়েছে, তা বল্‌তে পারি নে। দেখা পাই ত তাঁর শ্রাদ্ধ করি।

ল। সবই কি সেই সর্ব্বনেশেরই দোষ? তোমাদেরই বা বিবেচনা কি? তোমরা ত ঘাস খাও না। ষষ্ঠী পূজা না হ'লে ছোঁবে না—এরে বাড়া নির্ব্বুদ্ধির কাজ আর কি হ'তে পারে? আঁতুড়ে ছেলের যত আপদ্ বিপদ্ সব প্রায় আট দিনেও মধ্যে ঘটে। আট তিন উৎরে গেলে তবে একটু ভর্সা হয়। খুব যত্ন ক'রে এ আট দিন বাচিয়ে রাখ্‌তে পাল্যে তবে ত তোমার ছেলের ষষ্ঠী পূজো হবে! তোমাদের এই সর্ব্বনেশে নিয়মেই ত অনেক জায়গায় ষষ্ঠী পূজর আগে যমের পূজ কত্যে হয়। যার জন্যে এত আরাধনা, সেই ননির পুতুলকে তুলে বাগদির হাতে দিয়ে মার! তোমাদের চেয়ে পশুরাও ভাল। তাদেরও বিবেচনা আছে।

বি। আজ্ তুমি আমার কি জ্ঞানই দিয়ে দিলে! বাড়ীর গিন্নি বান্নিদের এ জ্ঞান হ'লে আঁতুড়ে ছেলে কি আর এমন ক'রে মরে?

ল। তা দেখ, সে বিবেচনা এখন তোমাদের। আর দেখ, তোমরা যে রকম ক'রে নাইতে সেক দিয়ে থাক, তাতে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রদীপের শিসে বুড় আঙুল তাতিয়ে নাইতে সেক দিলে কাঁচা নাইয়ের মধ্যে ও তার চারি পাশে তেলকালি লেগে যায়। এদেশে অনেক আঁতুড়ে ছেলের যে শীঘ্র নাই শুকোয় না, আরও বেশী ভাগ পাকে, তার কারণই এই। এ ছাড়া কাঁচা নাইতে বুড় আঙুলের চাপ দেওয়া সোজা নয়। তাতে নাইতে এমন ব্যথা হ'তে পারে যে, তারই তাড়সে ছেলের চল্ আট্‌কে যেতে পারে। পেঁচো-চুয়ালে কি গাছ থেকে পড়ে? এ রকম করেও পেঁচো-চুয়ালে রোগ হয়। যে, ছেলের নাই পাকে, সে বড় কষ্ট পায়। এ ছাড়া তাতে বিপদ্ নেই এমনও নয়।

বি। আ সর্ব্বনাশ! নাইতে সেক দেওয়ার পায়ে তবে নমস্কার! ওর নামও আর কর্‌বো না। আচ্ছা, নাই পাক্‌লে তা সারবের উপায় কি?

ল। গরম জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার কর্‌বে। আর মনিসের খ'লের গরম পুলটিশ রোজ চারি পাঁচটা ক'রে নাইতে দেবে। এই কল্যেই

শীঘ্র নাই শুকিয়ে উঠ্‌বে। পরিষ্কার রাখাটাই কেজো। নৈলে সাত রকম প্রলেপ দিলে আরও খারাপ হয়ে উঠে।

বি। আচ্ছা, এই যে বলে, ছেলের গায়ে মাথায় জল থাকে, সেক তাপ দিলে তবে সে জল যায়। সে কথা সত্যি ?

ল। সে কথা তুমি শুনো না। সে সবই মিথ্যে। তা হ'লে আর ইংরেজেদের ছেলে পিলে বাঁচ্‌তো না। তাদের ত সেক তাপ কিছুই দেয় না।

বি। যাক্, বুঝ্‌লাম, আর বল্‌তে হবে না। তার পর পোয়াতির মাজাটায় কি সেক দেওয়া যাবে ? না তাও দিতে হবে না ?

ল। তা দিতে পার ? তাতে কিছু হানি নেই ! বরং পোয়াতি তাতে আরাম বোধ করে। কিন্তু তল-পেটের নীচে থেকে বুকের কড়া পর্য্যন্ত যে রকম ক'রে কাপড় জড়ান থাক্‌ল্যো, তাতে আর কিছুই কর্‍ত্যে হবে না। মোহিনী বেশ থাকবে।

বি। ওগো তাই হ'লেই হ'ল। পোয়াতি ভাল থাকা নিয়েই না কথা, তা যেমন ক'রেই হোক্।

ল। তার শোন, আমাদের সূতিকা-ঘরে আট দিন থাকার যে নিয়ম আছে, সে নিয়মটী বড় ভাল। সে আট দিন আঁতুড় ঘর থেকে বাইরে মোটেই বেরোয় না। এই নিয়মটী যিনি ক'রে গিয়াছেন, তিনি বড় জ্ঞানবান্ লোক ছিলেন। বাইরে আমাদের যে রকম জানে শোনে, তাতে আঁতুড় ঘরে এ রকম ক'রে বদ্ধ হ'য়ে থাকার একটা নিয়ম না থাক্‌লে, পোয়াতিরে মারা পড়্‌ত্যো।

বি। কিন্তু এ নিয়ম আজ্‌ কাল অনেক পোয়াতিতে রাখ্‌ছে না।

ল। বল কি ? সে কি রকম ?

বি। হরি ঠাকুরের মানসা ক'রে সদ্য আঁতুড় বাড়িয়ে ঘাট থেকে স্নান ক'রে আসে। পোয়াতির মত কোন নিয়মই পালন করে না।

ল। আ সর্ব্বনাশ ! সে যে বড় দোষ। সে রকম কল্যে হরির বাপেরও সাধ্য নেই যে, পোয়াতিকে রক্ষা করেন। ঐ রকম গোঁয়ার-তম ক'রে স্নান ক'রে যে কত পোয়াতি টঙ্কার হয়ে মরেছে, তা বলা যায় না।

বি। কি সর্ব্বনাশ ! শুনে যে আমার হৃৎকম্প হচ্ছ্যে ! পোয়াতিরে

এ সব জান্তে পাল্যে যে দেশ রক্ষা হয়। তার পর, এখন তোমার কল্যাণে সব জেনে শুনে নিলাম, আমাকে আর কে পায় ?

ল। হাঁ, তোমাকে যা যা বল্যেম্, যদি মন দিয়ে শুনে থাক, আর মনে করে রাখ, তা হ’লে তুমি নিজেই এক ধাই হ’লে।

বি। এখন এ দিককারের ত সব করা কর্ম্ম হ’ল।

ল। হাঁ, তা প্রায় হল বৈ কি ? আর গোটাকতক নিয়ম বল্যেই হয়।

বি। তবে বল শুনি।

ল। খালাস হওয়ার পর পোয়াতি একটু স্থির হ’লে, আর এ দিক-কার নাড়ী টাড়ী কাটা হ’লে, যাতে তার একটু ঘুম হয়, তা করা উচিত। ঘুম হওয়া বড় ভাল। তাতে প্রসবের যাতনা চৌদ্দ আনা যায়।

বি। ঘুম হবার জন্যে কি কত্যে হবে, তবে বল ?

ল। বিশেষ কিছুই কত্যে হবে না। আঁতুড় ঘরের মধ্যে কোন গোলমাল না কল্যে কি কথাবার্ত্তা না কৈলে পোয়াতির আপ্‌নিই ঘুম আসবে এখন।

বি। তবে এখনি আঁতুড় ঘরের গোলমাল ঘুচুছ্যি। তার পর আর কি কত্যে হবে, বল ?

ল। একখান পরিষ্কার চিকণ ন্যাকড়া দুই তিন পুরু ক’রে আগুনে তাতিয়ে পোয়াতির প্রসবের দুওরে আর তার চারি পাশে দিয়ে রাখতে বল ?

বি। তা কল্যে কি হবে ?

ল। ব্যথা অন্তর হবে।

বি। অমন একবার কল্যে হবে না, মধ্যে মধ্যে আবার গরম ক’রে লাগাতে হবে ?

ল। একবার গরম কল্যে কি আর ন্যাকড়া বরাবর গরম থাকে ? ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আবার গরম ক’রে লাগাবে।

বি। এ রকম ক’দিন কত্যে হবে ?

ল। ক’ দিন তার এমন নিয়ম টিয়ম ধরা নেই। ব্যথা অন্তর হ’লে আর ও লাগাবে না। ব্যথা অন্তর হতেও হদ্দ দু দিন। স্থূল কথা, ন্যাকড়া খানি পরিষ্কার ও গরম থাকা চাই। কোন রকম দাগ দোগ লাগ্‌লে কি ময়লা হ’লে বদ্‌লে ফেল্‌বে।

বি। বুঝিছি আর বল্‌তে হবে না। ব্যথা অন্তর হ'লে কি কর্‌বে ?

ল। গরম দুধ আর গরম জল সমান ভাগে মিশিয়ে রোজ দুবার করে প্রসবের দুওর ধুয়ে ফেল্‌বে।

বি। তাতে কি উপকার হবে ?

ল। তাতে শুধু শরীর পরিষ্কার থাক্‌বে এমন নয়, পোয়াতি শীঘ্র সুস্থ হতে পার্‌বে।

বি। তবে ত ও কত্তোই হবে।

ল। খালাস হ'লে পর পোয়াতির প্রসবের দুওর থেকে কিছু দিন পর্য্যন্ত অল্প অল্প ক'রে যে রক্ত নির্গত হয়ে থাকে, তিন দিন, চারি দিন, কি পাঁচ দিন পর্য্যন্ত সে রক্তটা রাঙা থাকে। তার পর ক্রমে ক্রমে রং বদ্‌লে গিয়ে ময়লা জলের মত হয়ে যায়।

বি। আচ্ছা, ওটা ত প্রায় একুশ দিন পর্য্যন্ত থাকে, নয় ?

ল। হাঁ, তা বই কি ? তার পর বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পেট থেকে মরা ছেলে পড়লে ওটা অতি অল্প দিন নির্গত হয়েই বন্ধ হয়।

বি। তার পর কি বল্‌বে বল ?

ল। তার পর বলছি এই যে, কোন কারণে যদি হঠাৎ ওটা বন্ধ হয়ে যায়, তা হ'লে পোয়াতি বড় কষ্ট পায় ?

বি। কি রকম কষ্ট পায় ?

ল। তল পেটে ব্যথা হয়, আর তার শঙ্কায় জ্বরও হয়। এরই আবার বাড়াবাড়ি হ'লে বিলক্ষণ রোগ জন্মে গেল।

বি। বটে ! তবে হঠাৎ বন্ধ হওয়া ভারি দোষ ?

ল। ভারি দোষ তা একবার ক'রে !

বি। তবে কি কল্যে ওটা হঠাৎ বন্ধ হয়, সেটা ত জেনে রাখ্‌তে হয়। নৈলে পোয়াতিকে সাবধান কর্‌বে কেমন ক'রে ?

ল। প্রসবের দুওরে, তল-পেটে কি উরতে হিম জল লাগলে ওটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বি। বল কি ? তবে পোয়াতি এক মাসের এ দিকে হিম জলে স্নান কর্‌বে না ?

ল। তা ত কর্‌বেই না। হিম জলে নামা, কি ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকা, এও নিষেধ।

বি। আচ্ছা, ন দিনের দিন যে আমাদের পোয়াতিরে নত্তা বেরিয়ে ঘাট থেকে ডুব দিয়ে নেয়ে আসে সেটা ত তবে ভারি দোষ ?

ল। দোষ যা হতে হয়। আঁতুড়ের মধ্যে আট দিন এত গরমে থেকে বাইরে মোটে না বেরিয়ে, ন দিনের দিন যে এক বারে ঘাট থেকে ডুব দিয়ে নেয়ে আসা কত দোষের, তা আমি বল্‌তে পারি নে। এমন ব্যামো নেই যে এই অনিয়মে হত্তে পারে না। টঙ্কার পর্য্যন্ত হতে পারে। আর এতে এ রোগ হয়েছে, আমি দেখেছি।

বি। ও সর্ব্বনাশ! শুনে শুনে যে অবাক্ হলেম। আহা, এই রকম করে হয় ত কত পোয়াতিই মারা পড়েছে ? তাদের কিন্তু যা হোক কিছু দোষ নেই। না বলে দিলে তারা কোথা থেকে শিখ্‌বে ?

ল। এখন ইস্তক দেখো তারা সকলেই শিখ্‌বে।

বি। কেমন করে ?

ল। কেন বৈ দেখে ?

বি। বৈ কোথায় ? আহা! আমাদের দুঃখ দূর কর্‌বর জন্যে কি কেউ সে রকম বৈ তয়ের করেছে ? তুমিও যেমন!

ল। করেছে গো করেছে, আমি কি আর মিথ্যে বল্‌ছি ? তত্ত্ব কল্যেই সে রকম বৈ পাবে।

বি। তা হ'লে যে অবলারা বাঁচে গা ? আচ্ছা, এমন বৈ যদি হয়ে থাকে, তা হ'লে ত মেয়েদের তা বেশ ক'রে শেখান উচিত ?

ল। তা না শেখালে আর কি হল ? মেয়েরা ভাল করে জান্‌বে শুন্‌বে বলেই ত সে বৈ হয়েছে। সে বৈ কেবল মেয়েরা পড়বে বলেই তয়ের হয়েছে বল্যে হয়।

বি। কেন ?

ল। কেন আবার জিজ্ঞাসা কছ্য ? পুরুষেরা ও সব জান্‌লে শুন্‌লে আমাদের লাভ কি বল দেখি ? পোয়াতি খালাস হ'তে কষ্ট পেলে, কি একটু এ দিক ও দিক হলে, কি ডাক্তার ডেকে থাক।

বি। ও মা! প্রাণ গেলেও ত তা পারি নে।

ল। তবেই দেখ, মেয়েরা নিজে নিজে এ সব না জান্‌লে পোয়াতিদের আর বাঁচন নেই।

বি। তা সত্যি। যাক, স্নান কি তবে গরম জলে করাব ?

ল। হাঁ, প্রসবের পর এক মাস পর্য্যন্ত অল্প গরম জলে স্নান করাই ভাল। শীত কালের ত কথাই নেই। তাত কালেও প্রসবের পর কিছু দিন পর্য্যন্ত অল্প গরম জল ব্যবহার করা উচিত।

বি। যা বিধি হবে, তাই কত্তো হবে, তার আর দেখা শুনা কি? বাহ্যে প্রস্রাব কত্তো পোয়াতিতে যে জল ব্যবহার করবে, তাও ত গরম চাই?

ল। তা চাই বই কি? এক মাসের পর তবে হিম জল ব্যবহার কর্‌বে।

বি। খাবে কি গরম জল?

ল। না, গরম জল খেতে গেল কেন? কাঁচা জল খাবে।

বি। তাই জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি।

ল। খালাস হওয়ার পর এক দিন এক রাত যদি পোয়াতির বাহ্যে না হয় ত ভাল হয়। কি, তার পর, যদি সহজে বাহ্যে হয়ত বড়ই ভাল। নৈলে আধ ছটাক খানেক ক্যাষ্টর অইল খাইয়ে দেবে। আর সূতিকা-ঘর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌বে। পোয়াতির পরাণের কাপড় আর গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা চাই। তোমাদের পোয়াতিরে আঁতুড় ঘরে বড় নোংরা কাপড়ে থাকে।

বি। তা না থাকৃলে চল্‌বে কেন?

ল। কেন?

বি। রক্ত টক্ত লেগে সর্ব্বদাই অপরিষ্কার হচ্ছে, তা পরণের কাপড় পরিষ্কার কেমন করে রাখবে?

ল। রক্ত লেগে পরণের কাপড় অপরিষ্কার হতে কেন দেবে? প্রসবের দুওরে যে কাপড় দিয়ে রাখবে, তাই যেমন ময়লা হবে, অম্‌নি বদ্‌লে ফেল্‌বে। আর ভাল নূতন কাপড় কি দামি কাপড় এই যেন আঁতুড় ঘরের মধ্যে পার্‌বে না। বাসি-করা পুরাণ কাপড় পরতে দোষ কি? ফরসা কাপড় পরা নিয়েই কথা।

বি। হ্যাঁ, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় চোপড়ে থাকা ভাল বৈ কি। পোয়াতির গা কি রকম করে পরিষ্কার রাখ্‌বো? স্নান ত কর্‌বে না।

ল। স্নান না কল্যে বুঝি গা পরিষ্কার রাখা যায় না? গরম জল ক'রে তাতে গামছা ভিজিয়ে নিংড়ে সব গা বেশ করে রোজ মুচে

ফেল্যোই হ'ল। পোয়াতি তাতে কেমন আরাম পায় তা জান? আর ময়লা কাপড়ে, ময়লা গায়ে তুমি দু দিন থেকে দেখ দিকি, কেমন থাক?

বি। তা কি থাকা যায়? অমনি অসুখ হয়।

ল। তবে পোয়াতিরে কেমন ক'রে থাক্‌বে? তোমাদের দেশের নীত পদ্ধতি হ'লে এই। কাজেই অসুখ হ'লেও তারা মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পারে না। চুপ ক'রে সয়ে থাকে।

বি। তা সত্যি। সূতিকা-ঘরের মধ্যে তবে পোয়াতিদের ময়লা কাপড় চোপড়ে থাকা পরামর্শ নয়?

ল। সূতিকা-ঘরের মধ্যে বলে কেন? ময়লা কাপড়ে কি ময়লা গায়ে থাকা কখনই ভাল নয়। তাতে অনেক রকম ব্যামো হতে পারে। আর দেখ, আঁতুড় ঘরের মধ্যে ধোঁয়া হ'তে দিও না।

বি। কেন, ধোঁয়া হওয়া কি দোষ?

ল। দোষ বৈ কি? ধোঁয়াতে ছেলের চোকের ব্যামো হওয়া খুব সম্ভব। অত কচি ছেলের চোকে কি ধোঁয়া লাগা সয়? দেখ্‌ছই ত সূতিকা-ঘরে কত ছেলের চোক নিয়ে পোয়াতিকে বিব্রত হ'তে হয়।

বি। সে কথা সত্যি, কিন্তু আগুন রাখ্‌তে গেলেই ত কাজে কাজেই ধোঁয়া হবে।

ল। আগুন রাখ্‌তেই হবে, এমন কোন কথা নেই যদি নিতান্ত দরকার হয়, তা হ'লে এক কোণে কয়লা কি গুলের আগুন একটা পাত্রে ক'রে রেখে দেবে, তাতে ধোঁয়া হবে কেন?

বি। আগুণের যদি তত দরকার না হয়, তবে না রাখ্‌লেই হবে।

ল। কৈ, আঁতুড়-ঘরে, বিশেষ আমাদের দেশে, আগুন রাখার ত বিশেষ দরকার দেখিনে। তবে আগুন রাখ্‌লে সূতিকা-ঘরের বাতাসটা পরিস্কার থাকে, এটা কম উপকার মনে ক'রো না। সেই জন্যে বল্‌ছি, আগুনও রাখা চাই, অথচ ধোঁয়াও হবে না।

নবম সর্গ।

শিশু-পালন।

ল। যাক, এখন ছেলেকে একটু ক্যাষ্টর অইল্ খাইয়ে দেও।

বি। ও মা, এত টুকু ছেলেকে নাকি জোলাপ দেওয়া যায়?

ল। কেন, ভুলে গেল নাকি? ভূমিষ্ঠ হয়ে বাহ্যে না গেলে ছেলের কি ভয়ানক রোগ হ'তে পারে, তোমাকে কি এর আগে বলি নি?

বি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছ বটে। আমিও ত ভাল দেখ্‌ছি। ইরি মধ্যে সে কথা ভুলে গেলাম? তবে ছেলেকে জোলাপ দেও। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি? ভূমিষ্ঠ হ'লে পর জোলাপ না দিলে যদি ছেলের ব্যামো হয়, তা হ'লে আর সকল ছেলে পিলের ব্যামো স্যামো হয় না কেন? তাদের ত আর কেউ জোলাপ টোলাপ দেয় না?

ল। তার কারণ আছে।

বি। কারণটা কি?

ল। প্রসবের পর পোয়াতির মাই-দুধ প্রথম দিন কতক ছেলের পক্ষে জোলাপের কাজ করে। অর্থাৎ ঐ দুধ খেলে বেশ বাহ্যে হয়। এই রকম বাহ্যে হয় বলেই জোলাপ না দেওয়ার যে দোষ, সেটা খণ্ডে যায়।

বি। বেশ, আরো ত ভাল বল্যে। মার দুধ খেলেই যদি জোলাপের কাজ হ'ল, তবে আর বেশীর ভাগ জোলাপ দেওয়া দরকার?

ল। মার প্রথম ক দিনের দুধ খেলেই যে সব ছেলের সমান বাহ্যে হবে, তারই বা ঠিক্ কি? জোলাপ নেয়ার মত খোলসা না হ'লেও হতে পারে। বিশেষ, প্রসবের পর তিন দিনের দিন নৈলে ত আর মাইতে ভাল করে দুধ হবে না, যে ছেলে সেই দুধ খেয়ে, বাহ্যে যাবে। অত দেরি কত্যে গেলে চাই কি কোষ্ঠবদ্ধ হয়ে ছেলে মারা পড়্‌তে পারে। তোমাকে এর আগেই ত বলিছি যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ছেলের বাহ্যে না হ'লে ধনুষ্টঙ্কার রোগ হতে পারে। তোমরা যাকে "পেঁচো-চুয়ালে" বল।

বি। হাঁ, এ কথা মানি বটে। তিন দিনের দিন নৈলে আর পোয়াতির মাইতে ভাল করে দুধ নাবে না। কাজেই এর মধ্যে ছেলেকে

জোলাপ না দিলে চলে না। আচ্ছা, ছেলে হ'লে পরেই কি তার বাহ্যে হওয়া বড় আবশ্যক ?

ল। আবশ্যক তা একবার করে ? নৈলে আর এতক্ষণ কি বল্‌ছি ? অনেক আঁতুড়ে ছেলে জান্‌বে শুদ্ধ এই জন্যেই মারা পড়েছে।

বি। ভাল, ভূমিষ্ঠ হ'লে পর খানিক বাদেই না ছেলে বাহ্যে যায় ?

ল। হ্যাঁ, তা প্রায়ই যায় বটে। কিন্তু বাহ্যে বেশ পরিষ্কার হয় না, এই জন্যেই জোলাপ দেওয়া পরামর্শ। বিশেষ কোষ্ঠবদ্ধ থাকা যেখানে এত দোষ।

বি। আর বল্‌তে হবে না। এখন বেশ বুঝিচি। কতটুকু ক্যাষ্টর অইল খাওয়াতে হবে, দেখিয়ে দেও।

ল। ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক দেও। এক কাঁচ্চার চারি ভাগের এক ভাগ নাও, তা হ'লেই হবে।

বি। আঙুলে ক'রে খাওয়াই ?

ল। তা না ত কি ? কিন্তু ওর সঙ্গে একটু মধু দিয়ে মিষ্টি ক'রে না দিলে ত খাবে না।

বি। সত্যি না কি ? দেখি দিকি। তাই ত এ যে বেশ চক্ চক্ ক'রে খাচ্যে। এ ত মন্দ ফিকির নয় ? আচ্ছা এ দু দিন ত মাইতে বড় একটা দুধ পাবে না। ছেলে খাবে কি ?

ল। কেন, গাইয়ের দুধ জল মিশিয়ে।

বি। জল মিশিয়ে কেন ?

ল। নৈলে, অত ঘন দুধ ছেলের পেটে সবে কেন ? পোয়াতির মাইয়ের দুধ যে ওর চেয়ে অনেক পাতলা।

বি। কত খানি জল দেব ?

ল। যত খানি দুধ, তত খানি জল ?

বি। জল মিশুলে খাবে ত ?

ল। একটু চিনি দিয়ে মিষ্টি ক'রে দিলে আনন্দ ক'রে খাবে ?

বি। মাইতে দুধ হ'লে ছেলেকে আর কিছুই দেওয়া যাবে না ?

ল। না, আর কিছুই না। শুদ্ধ মাই খেয়ে থাক্‌বে। যত দিন পর্য্যন্ত দাঁত না বেরবে, তত দিন গাইয়ের দুধও খাবে না। অধিক আর কি বল্‌বো।

বি। পোয়াতির মাইতে যদি বরাবর বেশ দুধ থাকে, তা হ'লে ত ছেলেকে আর কিছুই খাওয়াব না। কিন্তু তা না হয়ে মাইতে যদি ভাল দুধ না হয়, কি প্রথম দিন কতক বেশ দুধ হয়ে, পরে দুধ খুব কম প'ড়ে যায়, তা হ'লে ত ছেলেকে শুধু মাই খাইয়ে রাখা যাবে না।

ল। তা হ'লে কাজে কাজেই গাইয়ের দুধও খাওয়াতে হবে। কিন্তু আগে যেমন ক'রে গাইয়ের দুধ খাওয়াতে বল্যেম, ঠিক্ অমনি ক'রে খাওয়ান চাই। জল না মিশিয়ে খাওয়ালে ছেলের পেটে সবে না—এ যেন সকল পোয়াতিরই বেশ মনে থাকে। কিন্তু ছেলেকে গাইয়ের দুধ খাওয়াতে আরম্ভ করার আগে পোআতির মাইতে যাতে বেশ দুধ হয় তার বিশেষ চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে।

বি। পোআতির মাইতে ভাল দুধ না হ'লে, কি প্রথম প্রথম দিন কতক বেশ দুধ হ'য়ে পরে খুব কমে গেলে, আবার মাইতে বেশ দুধ হয়, এমন কোন উপায় আছে কি না!

ল। উপায় নেই এমন নয়

বি। উপায়টা কি ব গা? এমন উপায় থাক্‌লে যে অনেক বাছার প্রাণ বাঁচান যায়।

ল। উপায় অতি সহজ। তেল ভেরেণ্ডার গাছ চেন?

বি। তা চিন্‌বো না কেন? আমাদের বাগানেতেই যে সে গাছ কত আছে।

ল। সেই তেল ভেরেণ্ডার গোটা চারি পাঁচ পাতা একটা হাঁড়িতে ক'রে জল দিয়ে বেশ ক'রে সিদ্ধ করবে। তার পর হাঁড়িটী নামিয়ে রেখে দেবে। হাত সয়, এমন গরম থাক্‌তে থাক্‌তে সেই জল দিয়ে পোয়াতির দুই মাই বেশ ক'রে ধুইয়ে দেবে। তার পর সিদ্ধ পাতাগুল হাঁড়ি থেকে নিয়ে বেশ করে ঝাড়বে। ঝেড়ে বেশ গরম থাক্‌তে থাক্‌তে সেই পাতা দুই মাইতে বেশ ক'রে গত বেঁধে দেবে। এই কল্যেই মাইতে খুব দুধ হবে।

বি। বল কি? এত তবে বড় সহজ উপায়? ও রকম ক'রে ক' দিন মাই ধুতে হবে? আর ঐ সিদ্ধ পাতাই বা মাইতে ক' দিন বাঁধতে হবে?

ল। উপ্‌রো-উপ্‌রি তিন চারি দিন ঐ রকম কল্যে আর মাইতে দুধ ধর্‌বে না।

বি। বল কি? শুনে যে আর আহ্লাদে বাঁচি নে।

ল। হাঁ, তুমি ক'রে দেখ্‌লেই জান্তে পার্‌বে।

বি। আচ্ছা, ঐ সিদ্ধ জল দিয়ে এক এক বারে কতক্ষণ ধ'রে মাই ধোয়াতে হ'বে?

ল। আধ ঘণ্টা ধ'রে ধোয়ালেই কাজ হবে।

বি। আহা! এমন সহজ উপায় থাক্‌তে কত পোয়াতির বাছাই মার দুধ না খেতে পেয়ে মারা পড়েছে। মাইতে দুধ নেই, ছেলেকে গাইয়ের দুধ গিলোও। অত কচি ছেলে শুধু গাইয়ের দুধ খেয়ে কত দিন বাঁচ্‌তে পারে?

ল। হাঁ, তা আবার একবার ক'রে বল্‌ছো?

বি। আচ্ছা, মাইতে দুধ কর্‌বের যে মুষ্টিযোগটী বল্যে তা ত কর্‌বো, সেই সঙ্গে পোয়াতির খাওয়া দাওয়ার ত খুব তদ্বিরও কত্তো হবে।

ল। ও মা, তা না কল্যে হবে কেন? পোয়াতির গায়ের রক্ত থেকেই ত দুধ হয়। যাতে রক্ত বাড়ে, তাতেই দুধ বাড়ে। ভাল আহার দিলে গায়ে রক্ত হয়, গায়ে রক্ত হ'লেই মাইতে দুধ হয়। গোরুর মুখে দুধ, এ কথা শোন নি?

বি। ও মা, তা আর শুনি নি!

ল। তবে তার অর্থ বল দেখি?

বি। গোরুকে ভাল করে খাওয়ালেই তার বেশী দুধ হয়।

ল। তবে? গোরুর বেলায় বুঝ্‌তে পার, আর মানুষের বেলা বুঝ্‌তে পার না? পোয়াতির মুখে দুধ এ কথাটা যেন সকলেরই মনে থাকে।

বি। এখন বেশ বুঝিছি। আর বল্‌তে হবে না।

ল। আর দেখ, মায়ের দুধ ভাল ক'রে না খেতে পেয়েই অনেক ছেলে মারা পড়ে।

বি। সে কি রকম?

ল। পোয়াতির মাইতে ভাল করে দুধ না হ'লে কি দুধ কম পড়্‌লে ছেলেকে গাইয়ের দুধ খাওয়াতে আরম্ভ করে। দিন কতক গাইয়ের দুধ খেলেই ছেলের পেটের অসুখ জন্মে যায়। ছানা ছানা দুধ তোলে, ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া বাহ্যে যায়, আর দিন দিন যেন শুকিয়ে ওটে। আর পেটের কামড়ানিতে কেঁদে অস্থির হয়। এই রকম পেটের অসুখটী হ'লে

পর গাইয়ের দুধ খাওয়ান একবারে বন্ধ করে, পেটের ব্যামো আরাম করবার জন্য বিশেষ তদ্বির না কল্যে ছেলেটি মারা যায়।

বি। ঠিক্ বলেছ। অনেক কচি ছেলেই এই রকম ক'রে মারা পড়ে বটে। হ্যাঁ গা, আমাকে বেশ ক'রে ব'লে দেও না গা পোয়াতির মাইতে ভাল দুধ না হলে, কি দুধ কমে গেলে, তার ছেলেকে কি রকম ক'রে মানুষ কত্যে হবে?

ল। তা বল্‌ছি শোনো। আগে যে মুষ্টিযোগটি বল্যেম, তা ক'রে যদি পোয়াতির মাইতে দুধ না নাবে, তা হ'লে কি কর্‌বে বলি। ছেলের বাপ যদি বড় মানুষ হয়, তা হ'লে ছেলেকে আর এক পোয়াতির দুধ খাওয়াবে। কিন্তু দুই পোয়াতির ছেলেরই সমান বয়স হ'লে ভাল হয়।

বি। ও বাপ্‌রে। অমন যোগাযোগ করা কি গৃহস্থ মানুষের হ'য়ে ওটে?

ল। সকলেই কি তা পারে বল্‌ছি? সে যে টাকার কর্ম্ম। কিন্তু যারা পারে, তারা যেন ও ছাড়া অন্য উপায় দেখে না।

বি। ভাল এ নিয়ম যেন বড় মানুষের পক্ষেই গেল। আমরা তোমরা কি কর্‌বো?

ল। ছেলেকে গাধার দুধ খাওয়াবে।

বি। গাধার দুধ খাওয়ান কি সোজা জ্ঞান ক'ল্যে?

ল। তা যদি না পার, গাইয়ের দুধ জল মিশিয়ে খাওয়াবে। গাই-য়ের দুধ খাওয়াতে হ'লেই জল মিশিয়ে খাওয়াবে। এটা যেন সকল পোয়াতিরই বেশ মনে থাকে। নৈলে ছেলের পেটে সবে না। প্রথম প্রথম যত খানি দুধ, তত খানি জল মিশিয়ে খাওয়াবে। তার পরে ছেলে যত বড় হ'তে থাক্‌বে, ক্রমে জলের ভাগ কমিয়ে দেবে। বুঝেছ ত?

বি। হ্যাঁ, বেশ বুঝিছি। ভাল, দুধে জল মিশিয়ে তাতে কি একটু চিনি দিয়ে মিষ্টি ক'রে দেবে?

ল। হ্যাঁ, নৈলে খাবে না। অত ব'লে বেশী মিষ্টি না হয়।

বি। দুধ গরম ক'রে খাওয়াবে? কেমন?

ল। একটু গরম করা চাই বৈ কি? যত খানি দুধ, ততখানি জল মিশিয়ে তাতে একটু চিনি দিয়ে কেবল আগুনে তাতিয়ে নেবে, জ্বাল দিতে হবে না, সিদ্ধও কত্যে হবে না। যখন দুধ খাওয়াবে, তখনি একটু

আগুনে তাতিয়ে খাওয়াবে। বাসি দুধ ছেলেকে কখনও খেতে দিও না। তাতে পেটের ভারি অসুখ করে। সকাল বেলার দুধ বৈকালে খাইও না, বৈকালের দুধ রেতে দিও না, রেতের দুধ তার পর দিন সকালে খাইও না। এটা ভারি দোষ। এতেই জেনো অনেক ছেলে মারা পড়ে। বাসি দুধ খাওয়ালেই ছেলের পেটের অসুখ করে, তার আর কোন ভুল নেই।

বি। বাসি দুধ ত মরে গেলেও কখনও দেব না।

ল। খাওয়াবার দোষেই আমাদের দেশের ছেলে পিলের এত ব্যামো স্যামো হয়।

বি। খাওয়ার দোষ কি রকম?

ল। ছেলেকে মাই দেবে তার একটা নিয়ম নেই। হয় ত মাই মুখে দিয়েই আছে, নয় ত ছেলেটা দিনের মধ্যে দু বারও মাই পায় না। এই দুটিই আমাদের ভারি দোষ।

বি মাই দিতে হবে, তাও কি আবার নিয়ম ক'রে দিতে হবে না কি?

ল তা নয়? তোমার দু বার ক'রে খাওয়া অভ্যেস, তিন বার খাও দেখি? অসুখ হবে না?

বি। তা হয় বৈ কি?

ল। তবে ছেলেরা বল্‌তে জানে না বলে না কি?

বি। আচ্ছা তবে ছেলেকে খাওয়ার একটা নিয়ম ব'লে দেও। ঠিক্ সেই রকম ক'রে চল্‌বো। তার এ দিক্ ও দিক্ হবে না।

ল। ছেলে দশ দিনের হ'লে পর তাকে সমস্ত দিন রেতের মধ্যে আট বারের জেয়াদা মাই দেবে না। এই মোটামুটি হিসেব মনে রেখো। এই মাই খেলে, আবার দু-দণ্ড না হতেই মাই দেওয়া বড় দোষ। তাতে ছেলের পেটের অসুখ করে।

বি। এই রকম নিয়ম ক'রে ছেলেকে মাই খাওয়ান তবে ক্রমে অভ্যেস করাতে হয়?

ল। ক্রমে অভ্যেস করা আর কি? দু দিনেতেই হয়।

বি। ভাল, বুঝ্‌লাম। আর কোন নিয়ম টিয়ম আছে?

ল। জেয়াদা রেতে ছেলেকে মাই খাওয়ান অভ্যেস করা ভাল নয়। এক পর রেতের পর আর মাই দেবে না।

বি। ও মা, তা হ'লে ছেলের গলা শুকিয়ে যাবে না?

ল। না, ও দুদিন অভ্যেস করালেই আর ভারি রেতে মাই খাবার জন্যে কাঁদবে না। কিন্তু এমন অভ্যেসটি শীঘ্র হয়, তার একটী ফিকির আছে।

বি। ফিকিরটে কি ?

ল। পোয়াতির কোলে ছেলেকে রেতে না শুতে দিলেই হয়।

বি। ও মা, তা নাকি পারা যায় ? আর পোয়াতিই বা ছেলে থুয়ে কেমন ক'রে সোয়াস্তি পাবে ?

ল। আমি কি আর ছেলেকে আলাদা ঘরে রাখ্‌তে বল্‌ছি ? এক বিছানাতেই থাক্‌বে, কেবল একটু তফাতে।

বি। একটু তফাতে রেখে লাভ কি ?

ল। লাভ এই যে, পোয়াতি ঘুমুলে পর ছেলে হাঁতড়ে মাই পায় না। একটু উস খুস করে, কি একটু কেঁদে অমনি ঘুমোয়। এই রকম দু চা'র দিন কল্যেই অভ্যেস পেয়ে গেল। মাই খাবার জন্যে রেতে আর ব্যস্ত হবে না। চুপ ক'রে ঘুমুবে।

বি। হ্যাঁ, এটা বেশ ফিকির বটে। কেন না, পোয়াতির কোলে রেতে শুয়ে থাক্‌লে মাই খাবার বড় সুবিধে হয়। চাই কি সকল রাতই মাই টান্‌তে পারে।

ল। এই নিয়মে মাই খেতে অভ্যেস করালে শুদু ছেলে বলে নয়, পোয়াতিরও শরীর বেশ থাকে। ছেলেকে যা অভ্যাস করাও, তাই হয় কি না ?

বি। তা হয়ই ত। আর এ করাই বা শক্তটা কি ? তুমি যে সহজ উপায় ব'লে দিলে ?

ল। সমস্ত দিন রাত যদি মাই দিতে হয়, তা হ'লে কি আর পোয়াতির বাঁচন আছে ? শরীর একেবারে গলে যায়।

বি। তা সত্যি।

ল। ছেলেকে দুধ খাওয়াবার আর একটা নিয়ম বলে দিই। পোয়াতির শরীরে রাগ হ'লে কি কোন শোক দুঃখ হ'লে ছেলেকে যেন মাই দেয় না।

বি। কেন গা, কেন ?

ল। ও অবস্থায় মাই দিলে ছেলের পেটের ব্যামো হয়। পোয়াতির মনের সঙ্গে আর মাই-দুধের সঙ্গে এমনি সম্বন্ধ যে, মন ভাল না

থাক্‌লে মাইয়ের দুধও ভাল থাকে না। শরীরে রোগ, কি কোন শোক দুঃখ হ'লে, পোয়াতি যদি ছেলেকে মাই দেয়, তবে সে দুধ ছেলের পেটে কখনও পাক পায় না।

বি। বল কি? তাতেই বুঝি আমাদের দেশের ছেলে পিলের এত পেটের-ব্যামো হয়। ছোট ছেলে পিলের ত দেখিছি, পেটের ব্যামো লেগেই আছে। দু দিন বা ভাল থাক্‌লো, পাঁচ দিন বা পাতলা পাতলা বাহ্যে গেল।

ল। সে কথা বড় মিছে নয়। দেখেছই ত, কত পোয়াতি ছেলেকে মাই দিতে দিতেই ঝগড়া করে। সে বিষতুল্য দুধ খেয়ে কি ছেলে কখনও ভাল থাকৃতে পারে? সেই দিনই তার পেটের ব্যামো হয়। ছেলেকে মাই দিতে দিতে কাঁদা কাটি করাও ভারি দোষ।

বি। আর বল্‌তে হবে কেন? পোয়াতির মন ভাল না থাক্‌লে ছেলেকে মাই দেবে না, মোটামোটী এইটী জানা থাক্‌লেই হ'ল কি না?

ল। হ্যাঁ ঠিক বলেছ; তা হ'লেই হ'ল।

বি। আহা! এ সব নিয়ম টিয়ম পোয়াতিরে যদি জান্‌তে পায়, তা হ'লে কি বাছাদের এত ব্যামো স্যামো হয়?

ল। আর দেখ, ছেলে পিলের ব্যামো স্যামো হ'লে আরাম করা বড় কঠিন। এই জন্যে তাদের ব্যামো পীড়া যাতে না হয়, তার বিশেষ ধরাধর করা উচিত। তার সাক্ষী কেন দেখ না, আঁতুড়ে ছেলেকে 'পেঁচোয় পেলে' তাকে প্রায়ই বাঁচান যায় না। কিন্তু যে সব কারণে ঐ ভয়ানক রোগ হয়ে থাকে, তা অতি সামান্য বল্‌তে হবে। মনে কল্লেই সে সব কারণ দূর করা যেতে পারে। 'পেঁচোয় পাওয়া' কারে বলে, আর তা কি কি কারণে হয়ে থাকে, এর আগেই সে সব কথা বেশ ক'রে বলিছি, মনে আছে ত?

বি। হ্যাঁ, তা বেশ মনে আছে। তুমি যা বল্লে আমার বেশ মনে ধরেছে। কচি ছেলে পিলের ব্যামো হ'লে বাঁচান বড় কঠিন। কিন্তু যত্ন কল্লে সে সব রোগ যাতে না হতে পায়, তা করা যায়। কেমন ত?

ল। হাঁ, ঠিক বলে। এই বিবেচনা ক'রে ছেলে মানুষ কল্লে তার কোনও চিন্তা থাকে না। আর শোনো, তোমরা একটি ভারি অন্যায় করে থাক, তা জান?

বি। কি রকম।

ল। কচি ছেলের একটু বাড়াবাড়ি ব্যামো হ'লে, তা যে ব্যামোই কেন হোক্ না, তার চিকিৎসা নেই ব'লে আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাক। চিকিৎসার মধ্যে রোজা নিয়ে এসে ঝাড়ান কাড়ান ক'রে থাক। কেমন নয়?

বি। হাঁ, এ আর নয় বল্‌বো কেমন ক'রে? কচি ছেলের একটু বাড়াবাড়ি ব্যামো হ'লেই মেয়েরা অম্‌নি কানাকানি কত্তে থাকে। "ছেলেটি আর রক্ষা পায় না, উপরিভাব হয়েছে"; এই ঠিক হ'লেই রোজার কাছে খবর যায়। রোজা এসে সর্ব্বোণ মেরে ছেলেটাকে মেরে থুয়ে যায়। এই ত আমাদের কচি ছেলে পিলের চিকিৎসা করার দশা। আমাদেরও কপালে আগুন, আমাদের দেশেরও কপালে আগুন।

ল। পেঁচোয় পেয়েছে ব'লে যে ছলে বাঁচ্‌বে না, গৃহস্থেরা ঠিক করেছে, আমি গিয়ে শুদ্ধ একটু ক্যাষ্টর অইল খাইয়ে সে ছেলে আরাম করিছি।

বি। আহা! তোমার কথা শুনে বড় খুসী হচ্ছি। আমাদের পোয়া-তিয়ে এ একবার জান্তে পাল্যে হয়। ছেলের ব্যামো স্যামো হ'লে কি তারা রোজা নিয়ে এসে ঝাড়ান কাড়ান করায়?

ল। তা সত্যি। তার পর বলি। সুমুকের দুটী দাঁত উঠ্‌লে ছেলেকে মায়ের দুধ ছাড়া আরো কিছু দিতে পারে।

বি। আর কি দেওয়া যেতে পারে।

ল। একটু সাগু আর দুধ সচ্ছন্দে দেওয়া যায়। তাতে ছেলের কোন অসুখ হয় না।

বি। ছেলে কত দিনের হ'লে তবে তাকে মাই ছাড়ান উচিত?

ল। কসের চারিটী দাঁত বাদে মাড়ীর আর সব দাঁত যত দিন না উঠ্‌বে, তত দিন ছেলে মায়ের দুধ খাবে। এর আগে ছাড়ান উচিত নয়। তেমনি সব দাঁত উঠ্‌লেও ছেলেকে মাই খেতে দেওয়া বিধি নয়। দুই-ই দোষ।

বি। আচ্ছা, কসের চারটি দাঁত বাদে আর সব দাঁত না উঠ্‌তিই যদি ছেলেকে মাই ছাড়ান যায়, তা হ'লে তার কোন ব্যামো স্যামো হয় কি?

ল। তা হয় বৈ কি? নৈলে নিষেধ কচ্ছি কেন? ছেলে শুকিয়ে ওটে। আর পেটের ব্যামো হয়।

বি। মাই ছাড়্‌লে ছেলেকে কি খেতে দেওয়া যাবে?

ল। সরু চালের চারটী ভাত, অল্প ক'রে একটু তরকারি, আর দুধ। আর দেখ মায়ের দুধ ছাড়্‌বার সময় ছেলে প্রায়ই বড় কাহিল হয়ে থাকে, এই জন্যে তাকে সে সময় বিশেষ যত্নে রাখা উচিত।

বি। বিশেষ যত্ন করা কি রকম?

ল। বিশেষ যত্ন-বল্‌ছি এই যে, দুধ ছাড়্‌লে পর আহারের দোষে ছেলে পিলের প্রায়ই পেটের-ব্যামো হয়ে থাকে। কাজে কাজেই তার খাওয়া দাওয়ার খুব ধরাধর না কল্যে হবে কেন? পেটের অসুখ করে, এমন কিছু দেওয়া উচিত নয়।

বি। আচ্ছা, মাছের ঝোল দেওয়া যেতে পারে না?

ল। হাঁ, সুমাছের ঝোল দিতে পার। আর দেখ, আমাদের পোয়াতিরে ছেলে পিলে মানুষ কত্তো জানে না।

বি। কেন?

ল। তারা ভাবে যে, খুব খাওয়াতে পাল্যেই বুঝি ছেলে শীঘ্র বড় হ'য়ে উঠে। এই বলেই ছেলেকে চার বারও খাওয়ায়, পাঁচ বারও খাওয়ায়।

বি। ছেলেকে তবে ঘন ঘন খেতে দেওয়া ভারি দোষ।

ল। ভারি দোষ বৈ কি? তার চেয়ে না খেতে দেওয়া ভাল।

বি। আহারাদির তবে একটা নিয়ম বলে দেও।

ল। নিয়ম আর এমন বিশেষ কি? সমস্ত দিন রেতের মধ্যে তিন বারের বেশী খেতে দিও না। নৈলে পেটের অসুখ হবে আর ছেলেকে কখনও গণ্ডে পিণ্ডে খাইও না। সেটা ভারি দোষ।

বি। ঠিক বলেছ, সেটা আমাদের ভারি দোষই বটে। ছেলে খেতে না পেরে ওয়াক তুল্যেও তাকে খাওয়াতে ছাড়ি নে।

ল। তাতেই আমাদের ছেলে পিলের এমন দশা। পেট মোটা, গলা সরু, দেখ্‌তে বিশ্রী, সর্ব্বদাই পেটের-ব্যামো, আর গায়ে তিন কড়ার বল নেই। এ সব কি সাধে হয়?

বি। ভাল বলেছ, আমার মনে বড় ধরেছে। খাওয়াবার দোষেই ছেলে পিলে গুলরে আমরা অমন ক'রে ফেলি।

ল। যদি অল্প ক'রে খাওয়ান যায়, তা হ'লে গায়েও লাগে, বল ও হয়। শুধু এ বলে নয়, খাওয়াবার দোষে অনেক ছেলে পিলে মারাও

পড়ে। আর শোন, ছেলে পিলে ফল ফুলুরি, মিষ্টি যত কম খায়, ততই ভাল।

বি। কেন, ও গুলতে কি পেটের অসুখ করে?

ল। পেটের অসুখ করে বৈ কি? এ ছাড়া মিষ্টিতে দাঁতের বিলক্ষণ অপকার করে।

বি। বটে! তবে ফল ফুলুরি কি মিষ্টি খেতে নাই দিলাম। আমাদের ছেলে পিলের বুঝি তবে এই জন্যেই এত পেটের-ব্যামো হয়। তারা যে মিষ্টি খায়! ছেলে পিলে আবদার ধল্যেই ত দেখিচি মা বাপে সন্দেশ, মিঠাই, গজা প্রভৃতি মিষ্টি সামগ্রী খেতে দিয়ে থাকে। এ ছাড়া আমাদের দেশের ছেলে পিলের জলপানই ত মিষ্টি।

ল। তার পর শোন। তাত কালে ছেলের গায়ে, বেশী কাপড় চোপর দিয়ে রাখবে দরকার নেই। কেবল রাত্রে যখন ঘুমুবে, তখনি তার গায়ে একটা কাপড় কি চাদর দিয়ে রাখ্‌বে।

বি। গা আদুল ক'রে ঘুমুন বুঝি ভাল নয়?

ল। না। তাতে কফ কাসি হ'তে পারে। আর যে ছেলের কফ কাসি বা পেটের-ব্যামো হয়, তার গায়ে একটা গরম কাপড় দিয়ে রাখা উচিত।

বি। গরম কাপড় কি ফেনানেল?

ল। হাঁ, গরম কাপড়ের মধ্যে ফেলানেলই ত উত্তম।

বি। আচ্ছা, যাদের ফেলানেল কাপড় কিন্‌বার শক্তি নেই, তারা ছেলের গায়ে কি দেবে?

ল। ফেলানেলের বদলে অন্য কাপড় দেবে। ছেলের গা ঢেকে রাখা নিয়েই না কথা।

বি। ভাল, এটা জেনে রাখা গেল।

ল। ছেলে যে ঘরে থাক্‌বে, সে ঘরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। ঘরের মধ্যে যেন বেশ বাতাস খেলে। দিনমানে সব দুওর জানা খুলে রাখ্‌বে।

বি। রেতে সব দুওর জানালা বন্ধ ক'রে রাখ্‌বে ত, না?

ল। রেতে দুওর জানালা বন্ধ কত্তো হবে বটে, কিন্তু ঘরের মধ্যে যে একটুও বাতাস যাবে না, এমন করা হবে না।

বি। সে কি রকম?

ল। ছেলে যে দিকে শুয়ে থাকবে, সেই দিকের দুওর জানালা বন্ধ ক'রে অন্য দিকের ঝুম্‌কো ঝুম্‌কি দুটো জানালা খুলে রাখ্‌লিই হ'ল। তা হ'লে ঘরেরও বাতাস খেল্‌তে লাগ্‌লো, অথচ ছেলের গায়ে বাতাস লাগ্‌লো না।

বি। হাঁ, বেশ ফিকির বটে।

ল। শুয়ে থেকে ছেলের গ্রীষ্ম বোধ হ'লে, রেতে দুওর খুলে দিয়ে, কি জানালার কাছে গিয়ে তার গায়ে বাতাস লাগান উচিত নয়। তাতে কফ্, কাসি, জ্বর ও পেটের-ব্যামো হ'তে পারে।

বি। ছেলে যদি কাঁদে তবে কি কর্‌বো?

ল। হাত-পাখার বাতাস দেবে। বর্ষাকালে ছেলে পিলেকে খুব সাবধানে রাখ্‌বে। গায়ে সর্ব্বদা যেন বেশ কাপড় চোপড় থাকে। বৃষ্টিতে যেন ভেজে না; কি, জলে কাদায় বেড়িয়ে পা ভিজোয় না। পা ভিজান বড় দোষ।

বি। তাতে কি অসুখ হয়?

ল। অসুখ হয় বৈ কি? কফ্ কাসি হয়। বাতাস আর আলো না পেলে ছেলে পিলে বাড়ে না, তা জান?

বি। হাঁ, তা বেশ জানি।

ল। দশ বার দিনের হ'লে ছেলেকে কোলে ক'রে প্রাতঃকালে আর সন্ধ্যাকালে বাইরের বাতাসে একটু একটু ক'রে নিয়ে বেড়াবে। এতে ছেলের শরীর সুস্থ থাকে। ছেলের গায়ে বেশ কাপড় চোপড় না দিয়ে কিন্তু বাইরের বাতাস লাগাবে না। হাঁট্‌তে শিখ্‌লেই বাইরে একটু একটু ক'রে হাঁটাবে। ছেলেকে যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, ততই ভাল। রোজ নিয়ম মত একবার ক'রে স্নান করিয়ে দেবে।

বি। রোজ নাওয়ালে ছেলের কফ লাগ্‌বে না।

ল। পাঁচ সাত দিন অন্তর ছেলের গায়ে জল দিলেই বরং কফ্ লাগে। রোজ নাওয়ালে একটা অভ্যেস পেয়ে যায় কি না? ছেলে বেশ থাকে, আর কফ্, কাসি কিছু হয় না।

বি। কাঁচা জলে নাওয়াব, না গরম জলে?

ল। তাত কালে ছেলেকে গরম জলে নাওয়াবার দরকার করে না।

হিম জলে নাওয়ানই ভাল। আর শীতকালে যদি ছেলে হয়, তা হ'লে যত দিন বড় কচি থাকে, তত দিন অল্প গরম জল দিয়েই স্নান করান ভাল। তার পর শীত যত যাবে, ক্রমে ক্রমে কাঁচা জলে নাওয়ান অভ্যেস কর্‌বে। ছেলের অসুখ কল্যে, কি ব্যামো স্যামো হ'লে, রোজ নাওয়াবে না। আর ছেলে যদি বড় ঋজু আর দুর্ব্বল হয়, তা হ'লে তাকে যে জলে স্নান করাবে, সেই জলে একটু লবণ দিয়ে স্নান করাবে।

বি। জলে লবণ দিয়ে কি হবে?

ল। জলে লবণ দিয়ে স্নান করালে ছেলের গায়ে শীঘ্র বল হয়। আর অত ঋজু থাকে না।

বি। তবে ত এ একটা বেশ সংকেত শেখা থাকলো দেখ্‌ছি।

ল। ছেলেকে দুধ খাওয়াবার আর একটা নিয়ম ব'লে দিই। তোমা-দের পোয়াতিরে দেখিছি, গৃহস্থের কায কর্ম্ম সেরে অনেক রেতে যখন শুতে যায়, তখন ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে দুধ খাওয়ায়। এ রকম করা উচিত নয়।

বি। কেন?

ল। তাতে ছেলের ভারি পেটের অসুখ করে। অত রেতে দুধ খেলে পাক কত্যে পারে না।

বি। ছেলের যদি তাতে অসুখ করে, তবে তা না কল্যেই হ'ল।

ল। আর একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি। তিন চারি মাসের মধ্যেই ছেলের ইংরিজি টিকে দিতে চাও।

বি। ইংরিজি টিকে কেন? আমাদের বাংলা টিকে কি দোষ করেছে?

ল। বাংলা টিকে দেওয়া অনেক বিপদ্‌। টিকে দিলে পর যে বসন্ত বেরোয়, চাই কি তাতেই ছেলে মারা পড়্‌তে পারে। তা হলেই টিকে যে জন্যে দেওয়া তা হ'ল, কেমন?

বি। নাঃ টিকে দিলেই যে অম্‌নি ভয়ানক বসন্ত হয়ে ছেলে মারা যাবে, এমনিই বা কি? টিকে দিয়েও অনেক ছেলে বেঁচে আছে?

ল। তাকি নেই আর বল্‌ছি? তবে বাংলা টিকে দেওয়ার ফল্‌টা বড় ভয়ানক বলছি? এক শ ছেলের বাংলাটিকে দিলে বিশপঁচিশটী বসন্ত হয়েই মারা যায়। প্রায় তত গুলি ম'রে বাঁচে। গোড় নেমে দশ পোনরটির হাত পা যায়; অবশিষ্ট ক'টি কেবল ভাগ্যে ভাগ্যে বেঁচে

যায়, বড় একটা বসন্ত বেরোয় না ব'লে কেমন একথা সত্যি কি না ?

বি। হাঁ, প্রায় বটে।

ল। তবে এ ব্যাপারটা বড় ছোট জ্ঞান কল্যে নাকি ? আর কোন্ সাহসেই বা ছেলেকে টিকে দেবে ? মর্‌বে কি বাঁচ্‌বে তা কি নিশ্চয় জান ?

বি। না, তা কেমন ক'রে জানা যাবে ? তবে দেশের যেমন নীত-ব্যবহার, সেই মত চল্‌তে হয়। আচ্ছা, ইংরিজি টিকে দেওয়াতে ত কোন ভয় নেই ?

ল। না, কোন ভয় নেই। মোটে বসন্তই বেরোবে না, তার আর কি ? জ্বর নেই, জারি নেই, যন্ত্রণা নেই, কোন ল্যাঠাই নেই। এমন সুবিধে কি আর হ'তে আছে ?

বি। বটে ! তবে ত সেই ভাল ? আচ্ছা, ও টিকে দিলে ত আর বসন্ত হওয়ার কোন ভয় থাকে না।

ল। না, সে ভয় মোটেই থাকে না।

বি। তবে ও টিকে লোকে না দেয় কেন ?

ল। সকলে কি সমান বোঝে ? কেউ ভাল বলে, কেউ মন্দ বলে। কিছু দিন না গেলে আর আমাদের দেশে ও টিকে ভাল ক'রে চলিত হচ্ছো না।

বি। ইংরিজি টিকের নাম ত অনেক দিন অবধি শুন্‌ছি, ও টিকে না কি মধ্যে মধ্যে দিতে হয় ?

ল। হাঁ, পাঁচ বছর অন্তর দেওয়া উচিত। তা হ'লে কোন সন্ধ থাকে না।

বি। তবিই ত ইংরিজি টিকের ঐ একটা মহৎ দোষ। মধ্যে মধ্যে না দিলে আর ত হবে না ? আমাদের বাংলা টিকে একবার বৈ ত আর দিতে হয় না।

ল। বাংলা টিকে একবার দিলেই যে আর কখনও বসন্ত হবে না, তা মনে করো না। সে বার কলিকাতায় তা বেশ করে দেখা গিয়েছে।

বি। সে কি ? যার বাংলা টিকে হইছিল, তারও বসন্ত হইছিল ?

ল। তা না ত কি বল্‌ছি ? এমন কি, যার দুবার হলো বসন্ত হয়ে গিয়েছে ; সেও সে বার বসন্ত হ'য়ে মারা প'ড়েছে।

বি। তবে তোমার কাছে হারি মান্‌লেম। বাংলা টিকে দিয়েও যদি বসন্ত হওয়ার ভয় না গেল, তা হ'লে ইংরিজি টিকে দেওয়াই মঙ্গল। বাংলা টিকে দেওয়া "ঘুমন্ত বাঘ চিওন" দেখ্‌ছি।

ল। প্রায় তাই বটে। যে রোগ নিবারণ কত্যে চাচো, তাই এনে ঘটান বৈ ত না।

বি। আচ্ছা, এখন ইস্তক তবে ছেলে পিলেকে ইংরিজি টিকে বৈ আর কোন টিকে দেব না। আর অন্য অন্য পোয়াতিদেরও বারণ ক'রে দেব, তারা যেন ছেলে পিলেকে আর বাংলা টিকে না দিতে দেয়।

ল। তোমার কথা শুনে বড় খুসী হলেম। তোমার মত যদি আর সব মেয়েরা বুঝ্‌ত, তা হ'লে কি আর এত দিন ইংরিজি টিকে চলিত হ'তে বাকী থাক্‌তো?

বি। মেয়েদের এমন ক'রে বুঝিয়ে দিলে কি ভাব তারা ছেলে পিলের বাংলা টিকে দিতে দেয়? কখনও না। তারা এর ভাল মন্দ কিছুই জানে না? অনেক পুরুষেই জানে না, তা আবার কোণের বউ ঝিরে জান্‌বে? হা দশা! তবে বল্‌ছো, যে এই রকম একখান বৈ তয়ের হয়েছে, তাই দেখে যদি এখন সব শেখে।

ল। হাঁ, এখন সকলেই এ সব ভাল মন্দ জান্‌তে পার্‌বে।

বি। ছেলে কত দিনের হ'লে তার ইংরিজি টিকে দেবে?

ল। দরকার হ'লে মাস খানেকের হ'লেই দিতে পার।

বি। টিকে দেওয়ার আবার দরকার হওয়া কি রকম।

ল। তা বল্‌ছি। এই বোধ কর, মাঘ মাসে যদি ছেলে হয়, তা হলে ছেলে এক মাসের হলেই তার ইংরিজি টিকে দেবে। কেন না, ফাল্গুন, চৈত্র, বসন্ত রোগের সময়। আগে টিকে দিয়ে না রাখ্‌লে, জানি কি যদি ছেলেটির বসন্ত হয়। টিকে দেওয়ার দরকার হওয়া কাকে বলে এখন বুঝ্‌লে?

বি। হাঁ, এখন বেশ বুঝিছি। আচ্ছা, অত কচি বেলায় ও [illegible]কে দেওয়া যায়?

ল। তা যাবে না কেন? ওতে ত কিছু কষ্ট নেই যে, কচি ছেলে সৈতে পার্‌বে না।

বি। কি মাসে ও টিকে দেবো?

ল। শীতকালেই দিতে হয়। কার্ত্তিকমাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ও টিকে দেওয়ার সময়। তাত ফুট্‌লে টিকে দেওয়া বিধি নয়।

বি। আচ্ছা, আমাদের বাংলা টিকেও ত ঐ সময় দিয়ে থাকে ?

ল। হাঁ, টিকেটা শীতকালে দেওয়াই ভাল। এখন বাংলা টিকে আর ইংরিজি টিকের ইতর বিশেষ বুঝ্‌তে পাল্যে ?

বি। হাঁ, তা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি।

ল। আর শোন, কচি ছেলে যদি দেখ্‌লে যে, এক দিন এক রাত বাহ্যে গেল না, তা হ'লে তার পর দিনেই তাকে একটু ক্যাষ্টর অইল খাইয়ে দিতে চাও।

বি। কতটুকু ক্যাষ্টর অইল খাওয়াব ?

ল। ছেলের বয়স বুঝে জোলাপের মাত্রার ইতর বিশেষ কত্যে হবে। আট দিন, পোনর দিন কি এক মাসের ছেলের এক কাঁচ্চা ক্যাষ্টর অইলের চা'র ভাগের এক ভাগ খাইয়ে দেবে। এক মাস থেকে দু মাস পর্য্যন্ত এক কাঁচ্চার অর্দ্ধেক খানি খাইয়ে দেবে। তার পর, বয়স বুঝে তেলের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। ক্যাষ্টর অইল খাইয়ে যদি দেখ যে, ছেলে বাহ্যে গেল না, তা হ'লে ঐ তেল একটু নিয়ে ছেলের পেটে মালিস ক'রে দিলেই তখুনি বাহ্যে যাবে।

বি। বল কি ? ক্যাষ্টর অইল পেটে মালিস কল্যে বাহ্যে হয় ? এ ত জান্তেম না। এ ত বড় সুবিধে বল্‌তে হবে।

ল। ক্যাষ্টর অইল জোলাপ ছেলে পিলের বড় অসুদ। পেটের-ব্যামো হ'লে, কি পেট কামড়ালে ঐ জোলাপ দিলেই ছেলে আরাম হয়, আর কিছুই কত্যে হয় না।

বি। পেটের-ব্যামো হ'লে আবার জোলাপ দেওয়া কি রকম ?

ল। ছেলে যদি বারে বারে ছ্যাক্‌ড়া ছ্যাক্‌ড়া বাহ্যে যায়, তা হ'লেই জানা গেল যে, সেই ছ্যাক্‌ড়া ছ্যাক্‌ড়া ক্রূর মল ছেলের পেটে যত দিন থাক্‌বে, তত দিন পেটের-ব্যামো কিছুতেই আরাম হবে না। এ দেখে যদি ছেলেকে ক্যাষ্টর অইল জোলাপ দেওয়া যায়, তা হ'লে ঐ দুষ্ট বদ্ধ মল পরিষ্কার হয়ে গেলেই ছেলের ব্যামো সেরে গেল। পেটের-ব্যামো হ'লে ক্যাষ্টর অইল জোলাপ দেওয়ার দরকার এখন বুঝ্‌তে পাল্যে ?

বি। হাঁ, এখন তা বেশ বুঝিছি।

ল। ছেলে পিলের পেটের ব্যামো হ'লে ক্যাষ্টর অইল জোলাপ দেওয়ার প্রায়ই দরকার হয়।

বি। আর যে বল্যে ছেলের পেট কামড়ালে ক্যাষ্টর অইল জোলাপ দিতে হবে, ভাল, তা কেমন করে জান্‌বো যে ছেলের পেট কামড়াচ্ছে?

ল। কেন, তা জানা ত বড় শক্ত নয়। ছেলে যদি থেকে থেকে ককিয়ে কেঁদে ওঠে, আর পেটে তাপ দিলে কি পেট চেপে ধল্যে শান্ত হয়, তা হ'লে জান্তে পারা গেল যে, ছেলের পেট কামড়াচ্ছে কেমন, এ সংকেত ভাল নয়?

বি। ভাল, তা আর একবার ক'রে?

ল। ছেলে পিলের পেটের-ব্যামোর পক্ষে চূণের জলটা খুব ভাল।

বি। সে কি রকম।

ল। ক্যাষ্টর অইল জোলাপ দেওয়ার পর যদি দেখ্‌লে যে ছেলের পেটের-ব্যামো আরাম হ'ল না, তা হ'লে দুধের সঙ্গে একটু ক'রে চূণের জল খাওয়াতে আরম্ভ কর্‌বে। কিছু দিন এই নিয়মে খাওয়াতে খাওয়াতে পেটের ব্যামোটা বেশ সেরে যাবে।

বি। চূণের জল কেমন ক'রে তয়ের কত্যে হয়, আর দুধের সঙ্গে কি পরিমাণেই বা খাওয়াতে হয়, আমাকে ব'লে দেও?

ল। তা বল্‌ছি। একটা বড় বোতলে পাকি আড়াই সের পরিষ্কার জল পুরে, তাতে পাকি আধ ছটাক গুঁড়ো চূণ ফেলে দেও। তার পর বোতলের মুখ কাক দিয়ে বেশ ক'রে এঁটে বোতলটা খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত খুব ঝাঁকাও। তার পর একটা নিনড় জায়গায় বোতলটা রেখে দেও। পর তিনেক আন্দাজ পরে বোতলের মধ্যেকার থিতন জল এমন কৌশল ক'রে আলাদা পাত্রে ঢেলে নেবে যে, নীচেকার চূণ যেন ঘুলিয়ে না ওঠে। এই তোমার চূণের জল তয়ের হ'য়ে গেল। এখন দুধের সঙ্গে মিশনর ভাগটা ব'লে দিই। তিন পোয়া দুধের সঙ্গে আধ পোয়া চূণের জল মিশিয়ে সেই দুধ খেতে দেবে। যখন দুধ খাওয়াবে, সেই চূণের জল-মিশনো দুধ খেতে দেবে। রোজ এই রকম ক'রে দুধ তয়ের কর্‌বে, বুঝেছ ত?

বি। হাঁ, তা বেশ বুঝিছি।

ল। যে ছেলে ভারি দুধ তোলে, তাকে এই রকম ক'রে চূণের জল

মিশিয়ে দুধ খাওয়ালে খুব উপকার হয়। ছেলে ছানা-ছানা দুধ তুল্লেই তাকে চূণের জল মিশিয়ে দুধ খেতে দেবে। মাসে মাসে ছেলেকে একটা করে ক্যাষ্টর অইল জোলাপ দেওয়া উচিত।

বি। কেন, মাসে মাসে জোলাপ দেওয়ার দরকার কি? আর জোলাপ দেওয়া অভ্যেস করা কি ভাল?

ল। মাসে মাসে একটা ক'রে জোলাপ দিলে, ছেলে পিলে বেশ থাকে। কোষ্ঠ বদ্ধ হওয়ার দরুণ যে একটা অসুখ, তা হ'তে পারে না, আর পেটের ব্যামো স্যামো বড় একটা হয় না। আর দেখ, ছেলে পিলের যে তড়কা হয়, তা জান?

বি। তা জানি বৈ কি? তড়কা হ'লে পর ছেলে যেন একেবারে নেই এমনি বোধ হয়। এই খেলা কচ্ছে, দেখ্তে দেখ্তে অমনি চোক আকাশে তুলে, মুখ নীল মূর্ত্তি হয়ে, ছেলে মাটিতে পড়ে গিয়ে যেন একবারে কিছুই থাকে না, এমনি বোধ হয়। তার পর, ছেলের চোকে মুখে জল দিয়ে পাখার বাতাস কত্তে কত্তে একটু বাদেই চৈতন্য হয়। এই রকম মধ্যে মধ্যে হয়। এতে কিন্তু কোন ভয় নেই দেখিছি। তবু তড়কা হ'লে পর ছেলেটি যেন গেল এম্নি বোধ হয়। আচ্ছা, তড়কা হওয়ার কারণ কি? তড়কা না হতে পায় আগে থাক্তে তার কিছু কি উপায় করা যেতে পারে?

ল। কোষ্ঠবদ্ধ হ'লে সহজে বা মোটেই পরিপাক হয় না, এমন দ্রব্য খেলে, আর পেটে কৃমি থাক্‌লে ছেলে পিলের তড়কা হয়। কোষ্ঠবদ্ধ না হতে পায়, আর কৃমি জন্মিতে না পারে, এমন যদি কিছু উপায় কত্তে পার, তা হ'লেই তড়কা নিবারণ কত্তে পাল্যে। আর দাঁত উঠ্‌বার সময়েই প্রায় তড়কা হয়ে থাকে। মাড়ি ফুঁড়ে দাঁত ওঠাই তড়কার প্রধান কারণ। বিলম্বে অর্থাৎ মাড়ি শক্ত হয়ে দাঁত উঠ্‌লে তড়কা হওয়ার বেশী সম্ভব। এই জন্যে পাঁচ ছ মাসে যদি শিশুর দাঁত ওঠে ত ভাল।

বি। ভাল, মধ্যে মধ্যে জোলাপ দিলে যেন কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারণ করা গেল। কৃমি জন্মাতে না পায়, এমন উপায় কি? দাঁত উঠ্‌বার সময় যে তড়কা হয়, তারই বা কি উপায়?

ল। দুয়েরই উপায় আছে বলছি। মধ্যে মধ্যে ছেলেকে জোলাপ দেও, খাওয়াবার ধরাধর কর, মাঝে মাঝে একটু করে তিত খাওয়াও, আর

তার জলপানের সঙ্গেই হোক, আর আহারের সঙ্গেই হোক, রোজ একটু ক'রে লবণ খাওয়াও। এমন যদি বুঝতে পার যে, দাঁত বেরবার পাকেট তড়কা হচ্ছো, তা যেটা বা যে কটা দাঁত বেরবে বেরবে হয়েছে, তার পাশ ও উপরকার মাড়ি ছুড়ি দিয়ে চিরে দিতে হবে। চিরে দেবা মাত্র বালাই যাবে। কিন্তু এটী ডাক্তরের কাজ; পোয়াতিরে সাহস ক'রে পারবে না।

বি। ও মা, তা নাকি পারে? ভাল, এসব জানা থাকলে ডাক্তার দেখাইতেই কতক্ষণ?

ল। মিষ্টি খেতে দেবে না। পান্তু ভাত, বাসি ডা'ল কি বাসি তরকারি খেতে দিও না। যে দ্রব্য খেতে দেবে, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর টাট্‌কা হওয়া চাই। পেটের অসুখ করে, এমন আহার কি জল-পান তাকে কখনও দিওনা। আহারাদির ধরাধর এই রকম আর কি? এখন বুঝতে পাল্যে কি না?

বি। হাঁ, এখন বেশ বুঝিছি।

ল। আর দেখ, ছেলে পিলে দামাল হ'লে পর তাদের বিশেষ সাব-ধানে রাখা চাই।

বি। বিশেষ সাবধান কি রকম?

ল। বিশেষ সাবধান এই যে, দামাল ছেলে পিলেদের সর্ব্বদা চোকের উপর না রাখ্‌লে, এখান থেকে ওখান থেকে আছাড় খেয়ে হাত পা ভাঙা প্রভৃতি ক'রে অনেক বিপদ ঘট্‌তে পারে।

বি। তা সত্যি।

ল। আর একটা কথা এই সময় ব'লে রাখি।

বি। কি কথা?

ল। তড়কা ছাড়া দাঁত উঠ্‌বার সময় ছেলে পিলের আরও অনেক রকম ব্যামো স্যামো হ'য়ে থাকে। সেই সময়টা একটু সাবধান হয়ে ছেলে পিলে মানুষ কর্‌বে।

বি। হাঁ, দাঁত উঠ্‌বার সময় ছেলে পিলের পেটের ব্যামো, দুধ তোলা, ও কফ কাশি হয় ত বটে। সে কথা ত মিছে নয়। এ রকম ব্যামো স্যামো হলে কি করা যাবে?

ল। অবহেলা না ক'রে বিচক্ষণ ডাক্তারকে দেখাবে। দাঁত উঠ্‌বার সময় অনেক ছেলে পিলে মারা পড়েছে। এই জন্যে তোমাকে বিশেষ

করে বল্‌ছি যে যত দিন ঐ সময়টা উৎরে না যায়, তত দিন ছেলেকে খুব সাবধানে রাখ্‌বে।

বি। ভাল, তড়কা হওয়ার কথা যে বল্যে, তড়কা হ'লে ছেলের ত কষ্ট দেখা যায় না। সে সময় কি করা যাবে? পরে যেন ডাক্তার দেখাতে পারা যায়।

ল। তড়কার সময় ঠাণ্ডা জল গাড়ুর নলে করে দেড় হাত খানেক উচু থেকে ছেলের মাথার তেলোয় ঢাল্‌তে ওঝোঁকটা যায়।

দশম সর্গ।

শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ।

বি। আর দেখ, তোমাকে অনেকগুলি কথা জিজ্ঞাসা কত্যে বাকী আছে। সে গুলি জেনে রাখা ভারি আবশ্যক। এ ছাড়া, অনেক কথা জিজ্ঞাসা কত্যে ভুলেও গিয়েছি।

ল। তা কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে কর না। আমি সব কাজ কর্ম্ম সেরে সুরে এসেছি। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমার কাছে বসে থাকৃতে পার্‌বো এখন এর মধ্যে তোমার যা যা জান্‌বের আছে, জেনে নেও।

বি। জেনে নেব তা আবার একবার করে বল্‌ছো। তোমাকে পেলে ছাড়ে কে? ভাল, আমাদের পোয়াতিরে যে ছেলে পিঁড়িতে করে রোদে শুইয়ে রাখে, তাতে কি কোন উপকার আছে?

ল। উপকারই নেই এমন নয়। তবে তোমরা যা কত্যে হবে শিখে রেখেছ, তার বাড়াবাড়ি না করে ছাড় না। বাতাস আর আলো না পেলে ছেলে ভাল বাড়ে না, আর শরীরও সবল হয় না, এ ছাড়া, রোগ ঘোগও ঢের হয়। এ কথা খুব সত্যি—এ কথা মনে করে রাখাও বড় দরকার। এ কথার মত কাজ করা আরও দরকার। কিন্তু তোমরা সে দিক্ দিয়ে না গিয়ে, ছেলেকে রোদে পুড়িয়ে ভাজা-ভাজা করে ফেল।

বি। ছেলেকে তবে রোদে শোয়ান ভাল নয়?

ল। ছেলের গায়ে একটু আধটু রোদ লাগ্‌লে হানি নেই, কিন্তু মাথায়

বা ঘাড়ে রোদ লাগান বড় দোষ। বেশী রোদ বা অন্য কোন রকম বেশী তাপ পেলে মাথার ঘিলু ভাল থাকে না।

বি। বল কি! আমাদের পোয়াতিরে তবেত ঠিক্ বিপরীতই করে দেখ্ছি। গায়ে রোদ লাগুক, বা না লাগুক, ঠিক মাথাটিতে যাতে রোদ পায়, ছেলেকে এমনি করে শোওয়ায়। মাথায় আবার এমন ক'রে তেল মাথায় যে কপাল বয়ে, ঘাড় বয়ে তেল পড়্তে থাকে। বেশী তেল মাথান কি ভাল?

ল। ভাল কেমন করে? শরীর পরিষ্কার রাখাই ত দরকার! বেশী তেল গায়ে দিয়ে রাখ্লে গা পরিষ্কার থাকলো কৈ। বরং বিপরীতই হ'ল। ফোড়া, পাচড়া, চুলকুনি, ঘা এ সব গা অপরিষ্কার রাখ্লেই হয়ে থাকে।

বি। ও কপাল! তাতেই বুঝি আমাদের ছেলে পিলের এত চুলকুনি পাচড়া হয়! আচ্ছা, তা হ'লে ত ছেলে পিলের বিছানা, বালিশ, গায়ের কাপড় চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা চাই।

ল। তা চাই-ই ত। গা অপরিষ্কার রাখ্লেও যে দোষ, ময়লা কাপড় ময়লা বিছানা বালিশ ব্যবহার কল্যেও সেই দোষ। ছেলের বিছানা, বালিশ, লেপ, কাঁথা, ন্যাক্‌রা, গায়ের কাপড় সব রোজ রোদে দেবে। এক দিন অন্তর সাজিমাটি বা ক্ষার দিয়ে ও সব কেচে ফেল্‌বে।

বি। মূতে যে গুলো ভিজে থাকে, সে গুলি কি শুধু রোদে শুকিয়ে নিলেই হবে, না রোজ তা ধুতে হবে?

ল। সে গুলি রোজ ধুতে হবে বৈ কি। আর দেখ, অনেক পোয়াতির ঘুম বড় খারাপ। ঘুমিয়ে যেন মরে থাকে। ছেলেটি জেগেছে কেঁদেছে, মূতে বিছানার কাপড় চোপড় সব ভিজিয়ে ফেলেছে, তার পর ভিজে কাপড় গায়ে ছ্যাঁক ছ্যাঁক ক'রে লেগেছে বলে খানিক এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়েছে, তবু পোয়াতির ঘুম ভাঙে নি। এমন সকল পোয়াতির বাছাদের কফ্ কাসি, চুলকুনি পাচড়া লেগেই আছে।

বি। ঠিক বলেছ, সমস্ত রাত মূতের উপর শুয়ে থাকলে কফ্ লাগ্‌বেই ত। কফ কাশি ছাড়া এতে চাই কি জ্বরও হতে পারে। আর মূত গায়ে লেগে চুলকুনি পাচড়া হবে, তার আশ্চর্য্য কি? ভাল কথা মনে পড়েছে তুমি যে, সে দিন বলেছিলে ছেলে পিলের ব্যামো

পেকে দাঁড়ালে তা ভাল করা বড়ই শক্ত ; এ কথা খুব মানি, কিন্তু এমন কোন সংকেত বা লক্ষণ কি নেই, যা দেখে পোয়াতিরে পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারে, যে শীঘ্রই ছেলের অসুখ হবে। এ হ'লে ব্যামোর বাড়াবাড়ি দূরে থাক, বাছারা অনেক জায়গায় মোটেই কষ্ট পায় না।

ল। তা ও রকম সংকেত নেই, এমন নয়। পোয়াতি সুবুদ্ধি হ'লে, আর রোজ ছেলে পিলের আকার প্রকার ঠাউরে দেখ্‌লে, তাদের অসুখ হবার আগে বুঝ্‌তে পেরে সাবধান হ'তে পারে।

বি। ছেলে পিলের আকার প্রকার ঠাউরে দেখে কি বুঝ্‌বে ?

ল। আকার প্রকার দেখে ছেলেদের শরীরের ভাব যেমন বুঝা যায়, তেমন আর কারুই নয়। পরে বলো সব বুঝ্‌তে পারবে এখন।

বি। বেশ কথা, সেই ভাল।

ল। এখন গুটিকতক রোগের পূর্ব্বলক্ষণ বলি, মন দিয়ে শুনো।

বি। মন দিয়ে শুন্‌বো তা আবার একবার ক'রে ? নৈলে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা কচ্ছি কেন ?

ল। (১) কোন খানে কিছু নেই, ছেলে থেকে থেকে যদি ওয়াক্ তোলে, তা হ'লে ঠিক কর্‌বে যে ছেলের পেটের অসুখ আর অগ্নি মন্দ হয়েছে। এ অবস্থায় যদি খাওয়ার ধরাধর না কর, তা হ'লে এমনি পেটের ব্যামো জন্মে যাবে, যে শেষে তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি কত্তো হবে।

বি। খাওয়া দাওয়ার ধরাধর কি রকম করা যাবে ?

ল। দুধ কি আর কোন গুরুপাক সামগ্রী না দিয়ে একটু একটু এরারুট খেতে দেবে। পেটের অসুখের চিহ্ন অর্থাৎ ওয়াক্-তোলা ভাল হয়ে গেলে, ক্রমে ক্রমে সয়িয়ে সাবেক আহার দেবে।

বি। বেশ সংকেতটি জানা থাক্‌লো। পোয়াতিদের এ গুলি জেনে রাখা ভারি আবশুক। তার পর বল।

ল। (২) ছেলের জিব রোজ ঠাউরে দেখ্‌বে। যে দিন দেখ্‌বে যে জিবের উপর শাদা শাদা কাঁটা-কাঁটা হয়েছে, সেই দিন জান্‌বে যে ছেলের পেটের অসুখ হয়েছে, যা খেয়েছে তা পরিপাক হয় নি, পেটটি ভার হয়ে আছে। এর উপর যদি আহার দেও ত হয় তুলে ফেল্‌বে নয় পেট ছেড়ে দেবে।

বি। এ রকম দেখ্‌লে তবে কি করা যাবে ?

ল। কোষ্ঠবদ্ধ যদি না থাকে, তা হ'লে শুধু খাওয়াবার দোষেই এ রকম হয়েছে, স্থির কর্‌বে। শুধু একটু এরারুট দেবে। অসুখের চিহ্ন গেলে অর্থাৎ জিব বেশ পরিষ্কার হ'লে, অল্প ক'রে সইয়ে সইয়ে দুধ দিতে আরম্ভ কর্‌বে।

বি। কোষ্ঠবদ্ধ থাক্‌লে কি কর্‌বে ?

ল। আগে জোলাপ দিয়ে, পরে আহারের ব্যবস্থা করবে।

বি। জোলাপ ত ক্যাষ্টর্‌-অইল ?

ল। তা বৈ কি ? ছেলের বয়স বুঝে যতটুকু ক্যাষ্টর্‌-অইল খাওয়াতে হবে, এর আগেই বলিছি, মনে আছে ত ?

বি। ও মা ! তা আছে বৈ কি ? যা যা বলেছ, তার একটীও ভুলি নি।

ল। তা তুমি এমনি সুবুদ্ধিই বটে। তার পর বলি শোন। পেটের অসুখ ছাড়া অন্য কারণেও জিব ও রকম হতে পারে।

বি। আর কি কারণে ও রকম হতে পারে ?

ল। জ্বর হইলে জিবের উপর শাদা-শাদা কাঁটা হয়ে থাকে।

বি। তবেই বেশ সংকেত জানা থাক্‌ল্যো। ছেলের জিবের যদি ও রকম অবস্থা দেখা যায়, আর তার সঙ্গে জ্বর জাড়ি কিছু না থাকে, তা হলেই নিশ্চয় জান্‌বো যে ও রকম জিব পেটের অসুখের চিহ্ন।

ল। দুধ খাওয়াবার সময় জিবে ঝিনুক লেগে, আর দুধ খাওয়ানর পর একটু হিম জল খেতে না দিলে, জিবের উপর ঠিক যেন এক পুরু শাদা ছাতা পড়ে। এই ছাতাটা উঠিয়া গেলে তার নীচে কখন কখন ঘা দেখা যায়। পোয়াতির ভাগ্যক্রমে এই ঘা নিয়ে আবার ছেলের কখন কখন প্রমাদ ঘটে।

বি। ঠিক্ বলেছ, অনেক কচি ছেলের দেখিছি জিব অপরিষ্কার আর তার উপর জায়গায় জায়গায় ঘা। এ তবে কোন রোগ নয় ? আমরাই বাছাদের কষ্ট দিই ? আ দশা ! না জান্‌লে এমনই হয় বটে।

ল। কচি ছেলের জিবের ও রকম ঘা যে কোনও রোগ নয়, তা ভাবিয়া সব জায়গায় নিশ্চিন্ত থাকা হবে না।

বি। কচি ছেলের জিবের ও ঘা তবে কি রকম রোগ, বল না গা ?

ল। তা বলি শোন। যদি উপস্থিতই হ'ল, তবে ও ঘায়ের কথা

এখানে একটু ভাল করিই বলি। কচি ছেলের জিবে ও রকম ঘাকে দয়ে-খয়ে বলে। দয়ে খয়ে যে কেবল জিবেই হয়, তা নয়। দয়ে-খয়ে জিবে হয়, ঠোঁঠে হয়, কল্‌শায় হয়, গালের ভিতর পিঠে হয়, টাকরায় হয়। দয়ে-খয়ে ঘা আঁতুড়ে ছেলেদেরই বেশী হয়—দাঁত উঠ্‌বার সময়ও ছেলে-দের এ ঘা হ'য়ে থাকে। খাওয়াইবার দোষেই ছেলেদের এ ঘা বেশী হয়। ঝিনুকে করিয়া আঁতুড়ে ছেলেদের দুধ খাওয়ালে, এ রকম ঘা তাদের হ'তেই চায়। এ ছাড়া, পেটের দোষে ত ছেলেদের এ রকম ঘা হয়েই থাকে। দয়ে-খয়ে ঘায়ে ছেলেদের কষ্ট নিতান্ত কম হয় না। ব্যথার জন্যে বেশ জুত বরাত করে মাই তেমন টেনে খেতে পারে না। সহজ বেলার মত টেনে খেতে গেলেই তাদের ব্যথা লাগে। ঘায়ের ব্যথা—ঘায়ের কষ্ট ছাড়া তাদের আরও ঢের অসুখ হয়। গা গরম হয়, বারে বারে ওয়াক তোলে, দুধ তোলে, পাতলা বাহ্যে যায়; আর যেন ঝিমুতে থাকে। এ ছাড়া, তাদের মুখে দুর্গন্ধও হয়।

ছেলেদের দয়ে-খয়ে ঘা হলেই ঠিক্ করবে, তাদের পেটে অম্বল হয়েছে। পেটে অম্বল হ'লে ছেলেরা দুধও তোলে, পাতলা পাতলা বাহ্যেও যায়।

বি। হ্যাঁ গা, ছেলেদের এ রকম হাগা, দুধ-তোলার অসুদ কি গা?

ল। ছেলেদের এ রকম হাগা দুধ-তোলার যেমন অসুদ চূণের জল, তেমন অসুদ আর নাই। ছেলেদের হাগা দুধ-তোলার আরও অসুদ আছে; সে সব অসুদের কথা এর পর বলিব। চূণের জল কেমন করে তয়ের কতে হয়, আর দুধের সঙ্গে কি পরিমাণেই বা খাওয়াতে হয়, এর আগেই তা বলিছি। মনে আছে ত?

বি। ও মা, তা মনে আছে বৈ কি? তুমি আমাকে যা যা বলেছ, তার একটীও ভুলি নাই। ভুল্‌বই যদি, তবে এত যত্ন করে শিখ্‌ছি কেন?

বি। আচ্ছা, দয়ে-খয়ে লাগাইবার কি কোন অসুদ আছে?

ল। আছে বৈ কি? খুব ভাল অসুদই আছে। সোহাগার খৈ মধু দিয়ে মেড়ে দয়ে-খয়ে ঘায়ে নিয়ম ক'রে লাগালে ও ঘা খুব শীঘ্র সেরে যায়।

বি। তবে আর কি? দয়ে-খয়ে ঘায়ের সব কথাই জানা

থাকলো দয়ে-থয়ে ঘায়ের চিকিৎসা পর্য্যন্ত শিখে রাখ্‌লেম্। তার পর বল।

ল। দুধ খাইয়ে শেষে যদি এক ঝিনুক ক'রে হিম জল খাওয়াও, তা হলে জিবটী বেশ পরিষ্কার থাকে। এ ছাড়া, এতে ছেলে পিলে থাকে ভাল। বড় একটা দুধ তোলে না।

বি। বল কি? দুধ খাওয়ানর পর এক ঝিনুক ক'রে হিম জল খাওয়ানতে এত উপকার? তার পর কি বল্‌বে বল। এ গুলি জান্‌তে পেরে মনে মনে বড় আহ্লাদ হচ্ছে।

ল। (৩) ছেলের মলে যদি বড় দুর্গন্ধ হয়, তা হলে মলে পিত্তির ভাগ কম পড়েছে ঠিক করবে। এর প্রতিকার না কলো ছেলের শীঘ্রই পেটের ব্যামো হতে পারে।

বি। বল কি? মলে বেশী দুর্গন্ধ হওয়া ত তবে বড় দোষ? ছেলে পিলের মলের রং কি রকম হওয়া উচিত?

ল। কেন, তা কি জান না? ছেলে পিলে ব'লে কেন, সকলেরই মলের রং অল্প হল্‌দে হওয়া উচিত।

বি। ঠিক্ বলেছ, অল্প হল্‌দে রংই মলের স্বাভাবিক রং বটে। কেন না, ও রকম মলে বড় দুর্গন্ধ নেই। প্রায়ই ত দেখেছি ছেলে পিলে কাল মত বাহ্যে গেলে তার দুর্গন্ধে তিষ্ঠন যায় না।

ল। তবেই জেনে রাখ, যে মল অল্প হলুদ বর্ণ, আর যাতে বড় দুর্গন্ধ নেই, সেই মলই সহজ। এ ছাড়া, সহজ মল না পাতলা হবে, না খুব শক্ত হবে। এই গুলি সহজ মলের চিহ্ন।

বি। মলে বেশী দুর্গন্ধ হ'লে তার প্রতিকারের উপায় কি?

ল। একটু গোলাপের গুঁড় আর রেওচিনি (রুবার্ব্ব) একত্র মিশিয়ে ছেলেকে খাইয়ে দেবে। তা হ'লে দুই তিন বার বাহ্যে হয়ে মলের দুর্গন্ধটা দূর হ'য়ে যাবে।

বি। জোলাপের গুঁড় আবার কি রকম?

ল। জোলাপ একটা গাছের নাম। সেই গাছের মূল শুকিয়ে গুঁড় করে খেলে বাহ্যে হয়। এই গুঁড় বাজারে পাওয়া যায়।

বি। তবে লোকে যাকে জোলেফা বলে, সেই কি জোলাপের গুঁড়?

ল। ঠিক বলেছ, ইতর লোকে ওকে জোলেফাই বলে বটে।

বি। আর রেওচিনি ত কতবার দেখিছি। ওকে লোকে রুবার্ব্বও বলে। এই দুই অসুদ কি পরিমাণে খাওয়ান যাবে?

ল। এক বছরের দেড় বছরের ছেলেকে রতি দুই আড়াই আন্দাজ খাওয়াতে পার। দুই অসুদের পরিমাণ এক। ছেলের বয়স বুঝে ঐ পরিমাণ মত মাত্রার ইতর-বিশেষ কর্‌বে। একটু আধটু কম বেশীতে কিছু যায় আসে না।

বি। তার পর বল, আর কি কি লক্ষণ দেখে পোয়াতির সাবধান হতে হবে?

ল। (৪) মলের রং শাদা দেখ্‌লে ছেলের ভাল পরিপাক হচ্ছে না ঠিক কর্‌বে। এ দেখেও যদি খাওয়া দাওয়ার ধরাধর না কর, তা হলে শীঘ্রই পেটের ব্যামো জন্মে যাবে।

বি। খাওয়া দাওয়ার কি রকম ধরাধর করা যাবে?

ল। দুধ না দিয়া শুদ্ধ এরারুট একটু একটু খেতে দেবে। শুদ্ধ দুধ না খাইয়ে চূণের জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবে। চূণের জলের পরিমাণ আর ও তয়ের কর্‌বের নিয়ম এর আগেই বলেছি, মনে আছে ত?

বি। ওমা, তা আছে বৈ কি?

ল। খাওয়া দাওয়ার ধরাধর ছাড়া অগ্নি বৃদ্ধি কর্‌বের জন্যে রোজ একটু একটু চিরতা-ভিজের জল খাওয়াবে।

বি। চিরতার জল খেলে কি বেশ পরিপাক হয়?

ল। হ্যাঁ, ওতে অগ্নি বৃদ্ধি করে, কাজেই অপাকও নষ্ট করে।

বি। তার পর বল।

ল। (৫) বাহ্যে ব'সে, বাহ্যে হলে পর যদি বেগ দেয় দেখ, তা হলে ও রকম বেগ দেওয়া আমাশার পূর্ব্ব লক্ষণ স্থির কর্‌বে?

বি। এ রকম দেখ্‌লে পোয়াতিয়ে কি কর্‌বে?

ল। ক্যাষ্টর অইল জোলাপ দেবে। এ ছাড়া, সহজে পরিপাক হয় না, এমন কোন দ্রব্যই খেতে দেবে না। অর্থাৎ দুধ না দিয়ে শুধু এরা-রুট একটু একটু খেতে দেবে।

বি। তার পর আর কি কি লক্ষণ বল্‌বে বল।

ল। তা বল্‌ছি তাড়াতাড়ি কি? (৬) ছেলে যদি বারে বারে একটু একটু করে বাহ্যে যায় দেখ, তা হলে পেটে গুট্‌লে মল আছে স্থির

করবে। জোলাপ দিয়ে যদি ঐ মল বার করে না দেও, তা হলে আমাশা হ'তে পারে। পরিপাক করা কঠিন, এমন দ্রব্য খেলেও ছেলে পিলে ও রকম বাহ্যে গিয়ে থাকে।

বি। কি জোলাপ দিবে?

ল। কেন, ক্যাষ্টর-অইল? ছেলে পিলের সোজা সুজি জোলাপ দিতে হলেই ক্যাষ্টর-অইল দেবে। এ জোলাপ কি পরিমাণে দিতে হয়, এর আগেই বলিছি, মনে আছে ত?

বি। মনে আছে না ত কি? ও কি ভুলে যাওয়া উচিত? তবে আর এত কষ্ট করে শিখ্‌ছি কেন?

ল। (৭) বাহ্যে ব'সে ছেলে এমনি বেগ দিচ্ছে যে চোক মুখ, রাঙা হয়ে যাচ্ছে, তবু মল বেরুচ্ছো না, আর মলের সঙ্গে গুহ্যদ্বার চিরে রক্ত পড়ছে; মল এত কঠিন দেখেও যদি তা নরম করাবর চেষ্টা না কর, তা হ'লে রোজ রোজ ও রকম বেগ দিয়ে দিয়ে ছেলের হারিশ বেরুতে পারে; তা ছাড়া অর্শ, আমাশা প্রভৃতি পেটের ব্যামোও জন্মাতে পারে।

বি। বল কি, কঠিন মল ত তবে বড় দোষের? এর প্রতিকার করবের উপায় কি?

ল। রোজ রাত্রে শোবার সময় সাত আট রতি ক'রে গন্ধকের গুঁড় গরম দুধের সঙ্গে খাইয়ে দেবে। শক্ত মল নরম করা গন্ধকের অতি আশ্চর্য্য গুণ।

বি। বল কি? গন্ধকের এমন গুণ! গন্ধক অমন করে ক' দিন খাওয়াতে হবে?

ল। যত দিন মল বেশ নরম না হয়। তা তিন চারি দিন উপরি উপরি দিলেই আর দেওয়ার দরকার হয় না বুঝ্‌লে কি না?

বি। হ্যাঁ; তা বেশ বুঝিছি।

ল। (৮) ছেলে যদি ঘুমিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে, সর্ব্বদা নাক খোঁটে, কি গুহ্যদ্বার চুল্কোয়, তা হ'লে তার পেটে কৃমি হয়েছে ঠিক্ করবে। হঠাৎ উপরকার ঠোঁট ফোলাও পেটে কৃমি থাকার বেশ লক্ষণ। মলের সঙ্গে কৃমি বেরণই পেটে কৃমি থাকার নিশ্চিত চিহ্ন।

বি। বটে, এ গুলি ত তবে বেশ সংকেত শেখা থাকলো। কৃমির অসুদ কি?

ল। তা বল্‌ছি। ক্বমি নিবারণের দু রকম চিকিৎসা। এক, পেটের গুলি বার করে দেওয়া, তার পর আর না জন্মাতে পারে, তার উপায় করা। ক্যাষ্টর অইল আর তারপিন তেল একত্র মিশিয়ে মাঝে মাঝে জোলাপ দিলে ক্বমি পড়ে যায়। এ ছাড়া, ডালিমের শিকড়ের ছাল জলে সিদ্ধ ক'রে সেই জল একটু একটু দু বেলা দিন কতক খাওয়ালেও ক্বমি নির্গত হয়ে যায়।

বি। ক্বমি আর না জন্মাতে পারে, এমন উপায় কি কর্‌বে?

ল। রোজ ছেলেকে তার খাবার জিনিসের সঙ্গে একটু একটু করে লবণ খেতে দেবে। লবণ খেলে ক্বমি জন্মিতে পারে না। এ ছাড়া, মিষ্টির ভাগ খুব কম দেবে, এমন কি একবারে না দিলেই ভাল হয়। বাসি দুধ, পান্ত ভাত, কি বাসি তরকারি খেতে দেবে না। যা খেতে দেবে, তা বেশ টাট্‌কা হওয়া চাই।

বি। ক্যাষ্টর-অইল আর তার্পিণ একত্র মিশিয়ে যে জোলাপ দিতে বল্যে, তাও কি পরিমাণে দিতে হবে?

ল। ছ মাসের ছেলেকে সিকি কাঁচ্চা ক্যাষ্টর অইল আর দশ ফোঁটা তারপিণ দিতে পার। এই নিয়ম ক'রে বয়স বিবেচনায় মাত্রার কম বেশী কত্যে পার। আন্দাজ ক'রে দিতে গিয়ে একটু আধটু বেশী দিলেও হানি নেই।

বি। ক্যাষ্টর অইল আর তারপিণ গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে কি কিছু হানি আছে?

ল। হানি কি? বরং ও রকম করে খাওয়ালে ছেলের গিল্‌তে কষ্ট হবে না।

বি। ভাল, এটা তবে জানা থাকলো।

ল। (৯) যে ছেলে প্রস্রাব কল্যে, খানিক পরে সেই খানে খড়ি-গোলা বা চুণ-গোলার মত দাগ পড়ে, সে ছেলের ভাল পরিপাক হয় না, স্থির কর্‌বে। কাজেই সে যা খায়, তা গায়ে লাগে না। এ দেখেও যদি তার আহারের ধরাধর না কর, তা হ'লে পেটের-ব্যামো জন্মে যেতে পারে।

বি। প্রস্রাবের ও দোষ শুধ্‌রে দেবার উপায় কি?

ল। তা বল্‌ছি। আগে খাওয়াবার নিয়ম বলে দিই, তার পর অসু-

দের ব্যবস্থা বলবো। ছেলেকে পেট ভরে খেতে দেবে না, দুধের ভাগ কম দেবে, ঘন দুধ খাওয়াবে না, মিষ্টি খেতে দেবে না, রাত আট্টার পর কোন আহারই দেবে না। রোজ সকালে উঠে একটু ক'রে শুধু হিম জল খেতে দেবে। রোজ সকালে নিয়ম করে হিম জল খেলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়, প্রস্রাবের দোষ অনেক কমে যায়।

বি। বল কি? এ ত বেশ মুষ্টিযোগ দেখ্‌ছি।

ল। দ্রাবক কাকে বলে, জান?

বি। হ্যাঁ, মহাদ্রাবকের কথা ত প্রায়ই শুন্তে পাই। লোকে বলে মহাদ্রাবক পিলের বড় অসুদ। তা তুমিও ত সেই মহাদ্রাবকের কথা বল্‌ছো?

ল। না, দ্রাবক ত এক রকম নয়? ও যে অনেক রকম। এর মধ্যে তিন রকম দ্রাবকই প্রধান।

বি। তিন রকম কি কি?

ল। (১) গন্ধক দ্রাবক; লোকে একেই মহাদ্রাবক বলে। (২) লবণদ্রাবক। (৩) যবক্ষার-দ্রাবক।

বি। মহাদ্রাবককে গন্ধক-দ্রাবক বলে কেন?

ল। গন্ধক থেকে তয়ের হয় বলে।

বি। তবে লবণ-দ্রাবকও বুঝি লবণ থেকে তয়ের হয়?

ল। ঠিক্ বলেছ। তাই বটে।

বি। যবক্ষারটা কি?

ল। সোরার ভাল কথা যবক্ষার। সোরা থেকে ঐ দ্রাবক তয়ের হয় ব'লে ওকে যবক্ষার-দ্রাবক বলে।

বি। ওদের দ্রাবক বলে কেন?

ল। সব জিনিস গলিয়ে ফেলে ব'লে ওদের দ্রাবক বলে।

বি। ওতে যা ফেলে দেও, তাই কি গলে যায়?

ল। প্রায় ত বটে। সোণা ছাড়া সব ধাতু গলে।

বি। সোণা কি তবে কিছুতেই গলে না?

ল। লবণ-দ্রাবক আর যবক্ষার-দ্রাবক একত্র মিশিয়ে তাতে সোণা ফেলে দিলেই গলে যায়।

বি। তার পর বল দ্রাবক কি ও রকম প্রস্রাবের অসুদ?

ল। লবণ-দ্রাবক যবক্ষার-দ্রাবক—এ দুই-ই ও রোগের অসুদ।

বি। এ দুই দ্রাবকের মাত্রা কি, আর কি নিয়মেই বা খাওয়াতে হবে?

ল। এক ফোঁটা লবণ-দ্রাবক আর সাত ফোঁটা হিম জল একত্র মিশিয়ে তারই এক ফোঁটা একটু চিরতা-ভিজের জলের সঙ্গে সকালে এক বার আর সন্ধ্যার সময় একবার খাইয়ে দেবে।

বি। যবক্ষার-দ্রাবকের সঙ্গে কি পরিমাণে জল মিশুতে হবে?

ল। এক ফোঁটা যবক্ষার দ্রাবক আর এগার ফোঁটা হিম জল একত্র মিশিয়ে, তারই এক ফোঁটা চিরতা ভিজার জলের সঙ্গে দু বেলা খাওয়াবে।

বি। দুই দ্রাবকই খাওয়াতে হবে, না একটা খাওয়ালেই হবে?

ল। ও দুয়ের যে সে একটা খাওয়ালেই হবে।

বি। ওতে উপকারটা হবে কি?

ল। বেশ পরিপাক হবে, খিদে বাড়্বে, আর প্রস্রাবের দোষও শুধ্রে যাবে।

বি। ও দ্রাবক কি বাজারে পাওয়া যায়?

ল। হাঁ, তা ও সচরাচর কিন্তে মেলে। বেণেরা, যারা অল্প ইংরেজি অসুদ ব্যাচে, তারাই ও রাখে। ওর দাম খুব কম।

বি। দাম কত?

ল। চার্ পয়সার দ্রাবকে দু শ ছেলে ভাল হ'তে পারে।

বি। বল কি? এ যে সকল দিকেই সুবিধে দেখ্ছি।

ল। বেণেরা লবণ-দ্রাবক আর যবক্ষার-দ্রাবক বল্যে বুঝ্তে পার্বে না।

বি। তবে কি বল্তে হবে?

ল। তাদের কাছে ইংরিজি নাম বল্তে হবে। লবণ দ্রাবককে ইংরিজিতে "হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড" বলে। আর যবক্ষার দ্রাবককে "নাইট্রিক্ য়্যাসিড" বলে।

বি। তা, বেণেদের কাছে ও নাম বলা আর শক্তটা কি? বরং যবক্ষার দ্রাবকের চেয়ে নাইট্রিক য়্যাসিড সোজা বল।

ল। তা মিছে নয়। তার পর শোন। (১০) ছেলের প্রস্রাব লাল দেখ্লে, তার শরীর অসুস্থ হয়েছে স্থির কর্বে।

বি। শরীর কি রকম অসুস্থ হ'লে প্রস্রাব লাল হয়?

ল। তা কি আর জান না? শরীরের কোন রকম ভাবান্তর হ'লেই প্রায় প্রস্রাব লাল হ'য়ে থাকে। প্রস্রাব লাল দেখে যদি তার প্রতিকার না কর, তা হলে ছেলেটী শীঘ্রই জ্বরে পড়্‌তে পারে।

বি। জ্বর হ'লেও ত প্রস্রাব লাল হয়ে থাকে।

ল। তা ত হবেই। শরীরের একটু ভাবান্তর হলেই যেখানে প্রস্রাব লাল হয়, সেখানে জ্বর হলে প্রস্রাব আরও বেশী লাল হবে, তাঁর আশ্চর্য্য কি? সকালে উঠে যদি দেথ যে, ছেলের প্রস্রাব লাল হয়েছে, তা হলে স্থির কর্‌বে যে, হয় তার পরিপাক হয় নি, নয় জ্বরভাব হয়েছে। আর এটাও জেনে রাথ যে, প্রস্রাব কটু বা লাল হ'য়ে প্রস্রাবের দুওর প্রভৃতি সব জ্বালা করে ব'লে ছেলে পিলে প্রায়ই প্রস্রাব কর্‌বের সময় কাঁদে, আর প্রস্রাব করার পরই প্রস্রাবের দুওর প্রভৃতি সব ঘাঁট্‌তে থাকে। ছেলেরা ত ধোন ধরে টান্‌তে থাকে।

বি। ঠিক্ বলেছ। অনেক ছেলেকে ও রকম কত্যে দেখেছি। প্রস্রাবের দুত্তর প্রভৃতি জ্বালা করে ব'লে ও রকম করে বটে। এথন সেটা বুঝ্‌তে পাল্যেম। এর প্রতিকার কর্‌বের উপায় কি?

ল। উপায় অতি সহজ। ন্যাকৃড়ায় বেঁধে যে রকম করে মিছ্‌রি ভিজোয়, বাবলার আটা কুচি কুচি করে কেটে হিম জলে সেই রকম করে ভিজবে। এক দিন এক রাত ভিজ্‌লে, সেই জলটা একটু একটু করে মিছ্‌রির সঙ্গে দুই তিন দিন উপ্‌রো উপ্‌রি ছেলেকে থাওয়াবে। এ ছাড়া, কিছু লঘু আহার দেবে।

বি। লঘু আহার কি রকম?

ল। দুধের ভাগ কম দিয়ে বা মোটেই না দিয়ে, শুধু এরারুট কি সাগু একটু একটু খেতে দেবে। এখানে এরারুটের চেয়ে সাগু দেওয়ায় বেশী উপকার হবে।

বি। তা বেশ, সাগুই দেওয়া যাবে?

ল। (১১) ছেলে পিলে বারে বারে যদি প্রস্রাবের দুওর প্রভৃতি সব হাত দিয়ে নাড়ে, কি ও সকল অঙ্গ পুনঃপুনঃ উত্তেজিত হয়, তা হলে স্থির কর্‌বে, হয় ছেলের পেটে কৃমি হয়েছে, নয় তার শরীর শীঘ্রই অসুস্থ হবে।

ব। ঠিক্ বলেছ, আমাদের পোয়াতিয়েও যে এ জানে। তারা বলে, ছেলে পিলে ও রকম কল্যেই অসুস্থ হয়। সেই জন্যে ও রকম কত্যে দেয় না।

ল। তা কত্যে না দিলে কি হবে? ব্যামো হওয়ার ও একটা পূর্ব্ব-লক্ষণ বৈত না।

বি। ও রকম কত্যে দেখ্‌লে তবে কি করা যাবে?

ল। ক্যাষ্টর-অইল আর তার্পিণ তেল একত্র মিশিয়ে জোলাপ দেবে। এই দুই রকম অসুদ যে পরিমাণে খাওয়াতে হবে, এর আগেই বলেছি, মনে আছে ত?

বি। ও মা, তা মনে আছে বৈ কি? জোলাপ দিলে অসুখ হওয়ার আশঙ্কাটা দূর হয়?

ল। তা হয় বৈ কি? কৃমি থাকে ত পড়ে যায়, আর জর জাড়ি হওয়ারও ভয় থাকে না।

একাদশ সর্গ।

শিশুদিগের পীড়ার চিকিৎসা।

বি। যাক্, তার পর এখন আমাকে গুটিকতক রোগের চিকিৎসা শিখিয়ে দেও। কেন না, সোজাসুজি রোগে চিকিৎসককে না ডাক্‌তে হ'লেই ভাল হয়। এ ছাড়া, সর্ব্বত্র কিছু চিকিৎসক পাওয়া যায় না। পাড়াগাঁয় মনে কল্যেই ভাল চিকিৎসক পাওয়া যায় না। বিশেষ দূর থেকে চিকিৎসক এনে চিকিৎসা করান কিছু গৃহস্থ লোকের ঘটে ওঠে না। তবেই দেখ, সোজাসুজি রোগ গুলির মোটামুটি চিকিৎসা যদি পোয়াতিরে জেনে রাখে, তা হলে অনেক জায়গায় চিকিৎসকের অভাবে বাছারা প্রাণ হারায় না।

ল। তুমি যা বল্‌ছো তা সত্যি কিন্তু সব রোগের চিকিৎসা তোমাকে

এক এক ক'রে শিখিয়ে দেওয়া এক আধ দিনের কাজ নয়। তা এখন ত আমি আর বস্‌তে পারিনে, অনেকক্ষণ এইছি। আর এক দিন অবকাশ মতে এসে, যা পারি, শিখিয়ে যাব।

বি। তা, আজ তোমাকে নিতান্ত পক্ষে দুটো পাঁচটা রোগের চিকিৎসাও শিখিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

ল। তবে নিতান্তই না ছাড় ত শোন। যে যে রোগে শিশু হঠাৎ মারা যেতে পারে, আর যে সব রোগ সাংঘাতিক নয়, অথচ তাতে শিশু বড় কষ্ট পায়, সেই সব রোগের চিকিৎসাই তোমাদের আগে জেনে রাখা আবশ্যক।

বি। আমিও ত তাই জান্তে চাই। সে সকল রোগ কি কি?

ল। (১) পেট-ফাঁপা, (২) গায়ে জায়গায় জায়গায় রাঙা হওয়া আর তার সঙ্গে জ্বর; (৩) কাশি; (৪) পেট-নামা; (৫) আমাশা, রক্ত-আমাশা; (৬) ওলাউঠা; (৭) শুধু জ্বর, (৮) পিলে-জ্বর; (৯) ন্যাবা বা কামল; (১০) হাম; (১১) বসন্ত; (১২) পানি বসন্ত; (১৩) ফোড়া; (১৪) পাঁচড়া; (১৫) গায়ে হঠাৎ রাঙা রাঙা ফোস্কা হওয়া, তার সঙ্গে মাড়ি, নখ, আঙ্গুলের আগা সব কালো হয়ে যাওয়া।

বি। তা এই রোগগুলির চিকিৎসা জান্তে পাল্যেই ত প্রায় সব জানা হ'ল। এখন এক এক করে সব বল, শুনি।

ল। শোন। (১) পেট ফাঁপা বড় ভয়ানক রোগ, বিশেষ ছেলেদের পক্ষে। এর বাড়াবাড়ি হ'লে শিশু প্রায়ই মারা যায়। ছেলে যত কচি, তার পেট ফাঁপায় তত ভয়। আঁতুড়ে ছেলের পেট ফাঁপিলে বাড়ীতে কান্না কাটি পড়ে যায়—তা তুমি না জান, এমন নয়।

বি। হাঁ, তা ত বেশই জানি। আমাদের পাড়াতেই যে, সে দিন কামারদের বৌয়ের আঁতুড়ে ছেলেটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে মারা গেল। সকাল বেলা পেটের একটু ফাঁপ হ'ল; দুপর বেলা পেট ফাঁপার বাড়াবাড়ি হ'ল; সন্ধ্যা না হতেই ছেলেটী মারা গেল। হাঁ গা, ছেলেটীকে বাঁচাবার কি কোন উপায় ছিল না?

ল। উপায় থাকবে না কেন? ভাল উপায়ই ছিল। তা উপায় থাক্‌লে কি হবে? সে উপায়টী না জান্‌তে পার্‌লে ত আর হবে না।

বি। তা সত্যি। সে উপায়টী কি গা?

ল। সে উপায়টী আর কি? পিচ্‌কারি করা। পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি হ'লে হঠাৎ শিশুর জীবন রক্ষা কর্‌বের যেমন উপায় পিচ্‌ কিরি, তেমন উপায় আর নাই। ছটাক খানেক গরম জলে সাবান গুলে তাতে ফোঁটা ৪।৫ ক্যাষ্টর অইল আর ফোঁটা দুই তারপিন দিয়ে, কাচের পিচ্‌কিরিতে করে সেই টুকু সব যদি শিশুর মল-দুওরের ভিতর পিচ্‌কিরি করে দিতে পার্‌তে, তা হ'লে ছেলে তখনই খানিক হেগে ফেল্‌তো আর সেই সঙ্গে পেটের ভিতরকার বাতাসও ঢের বেরিয়ে যেত। বাহ্যে হ'লে আর সেই সঙ্গে পেটের ভিতরকার বাতাস খানিক বেরিয়ে গেলে, পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি কি থাক্‌তে পারে না; সে পেট-ফাঁপায় ছেলে মারা যায়? বাহ্যে না হলেও পিচ্‌কিরির জলের সঙ্গে খালি খানিক বাতাস বেরিয়ে গেলেও পেটের ফাঁপ ঢের কমে যায়।

বি। বল কি? তোমার কাছে শুনে শুনে যে অবাক্ হলেম। আহা এমন সহজ উপায় থাক্‌তেও পেট ফাঁপায় এত কচি ছেলে মরে! তা না জান্‌লে শুন্‌লে এম্‌নিই হয় বটে! আচ্ছা, অমন কচি ছেলেদের পিচ্‌কিরি দিতে কিন্তু ভয় করে।

ল। কেন, ভয় কিসের? বাহ্যে না হ'লে কচি ছেলে পিলের মল-দুওরে পানের বোঁটা কি মুক্তবর্ষীর পাতা দিয়ে তাদের কি বাহ্যে করিয়ে দেও না?

বি। হাঁ, তা ত গিন্নি বান্নিরে দিয়েই থাকে।

ল। তবে কাঁচের পিচ্‌কিরির আগা ছেলের মল-দুওয়ের ভিতর দিয়ে ভয় কি?

বি। কে জানে, পিচ্‌কিরির নামেতেই যে কেমন ভয় ভয় করে।

ল। তা অমন মিছে ভয় কর্‌লে চল্‌বে কেন?

বি। আচ্ছা, ক্যাষ্টর অইল আর তারপিন-মিশনো সাবান-গোলা গরম জল মল-দুওয়ের ভিতর পিচ্‌কিরি করে দিবার সময়, কি তার পরে ছেলেরও কোনও কষ্ট হয় না!

ল। কষ্ট কি? ছেলে মোটে কিছুই জান্‌তেই পারে না।

বি। বল কি! তবে আর ভয় করিনে। এমন সহজ উপায় থাক্‌তে হাবাতে পেট-ফাঁপায় পোয়াতির বাছাদের আর প্রাণ হারাতে দিচ্ছি নে। আহা সকল পোয়াতিই যেন এ উপায়টা জেনে রাখে। কচি

ছেলে পিলের পেট-ফাঁপাই কাল; আচ্ছা কবার পিচ্‌কিরি কল্যে পেটের ফাঁপ নির্দ্দোষ সেরে যায়।

ল। তার কিছু ঠিক নেই। পেটের ফাঁপ যে ক'দিন থাক্‌বে, রোজ দু বার হোক্ তিন বার হোক্, পিচ্‌কিরি কর্‌বে। এ ছাড়া পেটের ফাঁপ যখন একটু বেশী দেখ্‌বে, তখনি একবার পিচ্‌কিরি কর্‌বে। পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি দেখে পিচ্‌কিরি কত্তো একটুও দেরি কর্‌বে না—পিচ্‌কিরি কর্‌বে কি না এও একবার ভেবে দেখ্‌বে না। কচি ছেলে পিলের কাল পেট-ফাঁপার যেমন অসুদ পিচ্‌কিরি, তেমন অসুদ আর নাই, এ কথাটা যেন কখনও ভুলে না।

বি। ও মা, তাকি ভুলি। আচ্ছা তাড়াতাড়ির সময় ক্যাষ্টর অইল আর তারপিন হঠাৎ জুটে না উঠে, তবে কি করা যাবে?

ল। তা শুধু সাবান-গোলা গরম জলের পিচ্‌কিরিতেও কাজ হতে পারে। শুধু সাবান গোলা গরম জলেরই পিচ্‌কিরি কর, আর ক্যাষ্টর অইল আর তারপিন মিশনো সাবান-গোলা গরম জলেরই পিচ্‌কিরি কর, পিচ্‌কিরির জলটা তখন তখনই বেরিয়ে আস্‌তে দেবে না। পিচ্‌কিরির জলটা পেটে একটু থাক্‌লে ভাল হয়, আর পেটের ভিতরকার বাতাসও ঢের বেরিয়ে আসে। পিচ্‌কিরির জল তখন তখনই বেরিয়ে এলে বাহ্যেও ভাল হয় না, পেঠের ভিতরকার বাতাস তেমন বেরোয় না। কাজেই, পিচ্‌কিরি দেওয়ার যে ফল তা হয় না।

বি। তবেই ত মস্কিল। আচ্ছা, পিচ্‌কিরির জল তখনই তখনই বেরিয়ে না আস্‌তে পারে, এমন উপায় কি কিছু কত্যে পারা যায় না?

ল। যাবে না কেন? পিচ্‌কিরি দেয়ার পরই ন্যাকড়ার পুঁট্‌লি দিয়ে ছেলের মলের দুওরটা খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত টিপে রাখ্‌লে পিচ্‌কিরির জল বেরিয়ে আসতে পারে না।

বি। তবে আর কি? এত বেশ ফিকির দেখ্‌ছি। ভাল পেট-ফাঁপার কোনও অসুদ তবে ছেলেকে খাওয়াতে হবে না?

ল। ওমা তা হবে বৈ কি? মৌরিভিজের জলের সঙ্গে এক ফোঁটা তারপিন আর এক ফোঁটা একের নম্বর ব্রাণ্ডি ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াবে। অল্প স্বল্প পেট-ফাঁপা শুদ্ধু এই অসুদেই সেরে যায়—চাই কি পিচ্‌কিরি দিবারই দরকার হয় না।

বি। বল কি? তারপিন আর ব্রাণ্ডি পেট-ফাঁপার এমন অস্মুদ!

ল। মৌরি-ভিজের জল, তারপিন, আর ব্রাণ্ডি পেট-ফাঁপার এ তিনটিই খুব ভাল অস্মুদ।

বি। আচ্ছা, পেট-ফাঁপার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ থাকা, পেট-ফাঁপার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ না থাকা আর পেটের ব্যামোর পর পেট-ফাঁপা—এ তিন রকম পেট-ফাঁপারই কি সেই এক চিকিৎসা?

ল। পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি হলে ও তিন রকম পেট-ফাঁপারই এক চিকিৎসা। অল্প সল্প পেট-ফাঁপার সঙ্গে যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তবেই পিচ্‌কারী দিবার দরকার হয়, নৈলে দরকার হয় না। শুদ্ধু খাবার অস্মুদ দিলেই অল্প সল্প পেট-ফাঁপা বেশ সেরে যায়। অল্প সল্প পেট-ফাঁপা যদি পেটের ব্যামোর পর হয়, তা হলেও পিচ্‌কিরি দিবার দরকার হয় না—শুদ্ধু খাবার অস্মুদ দিলেই সে পেট-ফাঁপা সেরে যায়।

বি। বেশ কথা, সবই জেনে রাখ্‌লেম।

ল। পেট-ফাঁপার সঙ্গে যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তা হলে ছয় ফোঁটা তারপিন তেল আর বার ফোঁটা ক্যাষ্টর-অইল একটু একটু মৌরি-ভিজের জলের সঙ্গে তিন ঘণ্টা অর্থাৎ এক পর অন্তর খাওয়াবে। এ ছাড়া শুধু তারপিন এক ফোঁটা একটু মৌরি-ভিজের জলের সঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াতে চাও। আর খুব গরম জলে ফেলানেল কাপড় ডুবিয়ে নিংড়ে তার উপর তাড়াতাড়ি বিশ পঁচিশ ফোঁটা তারপিন তেল ছড়িয়ে দিয়ে যে দিকে তারপিন ছড়িয়ে দিলে, সেই দিকটে ছেলের পেটের উপর দিয়ে সেক দেবে। এই রকম সেক বারে বারে দেওয়া চাই, আর যখন সেক দেবে,তখন এক ঘণ্টা ধ'রে দেবে। ফি বারে তারপিন ছড়িয়ে দিতে চাও।

বি। অত কচি ছেলে সেক সইতে পার্‌বে ত?

ল। তা বেশী কষ্ট না দিয়ে অল্প সল্প ক'রে, সৈয়ে সৈয়ে তাত দেবে। তারপিন তেলের সেকটা বড় উপকারী। তার পর, তুই এক দাস্ত হলে ক্যাষ্টর-অইল্‌টে আর না দিয়ে, শুধু তারপিণ এক ফোঁটা করে মৌরি-ভিজের জলের সঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াবে।

বি। পেট-ফাঁপা না বেশ সেরে যাবে যতক্ষণ, ততক্ষণ তারপিন খাওয়াতে হবে, আর সেকও দিতে হবে।

ল। হাঁ, তার ভুল কি?

বি। আচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ যদি না থাকে, কি পেটের ব্যামোর পর পেট ফাঁপে, তা হলে ত শুধু এক ফোঁটা করে তারপিন দিলেই হবে?

ল। তা হবে বৈ কি?

বি। পেট-ফাঁপার অসুখের ব্যবস্থা ত কল্যে, আহার দেবে কি?

ল। জল আর দুধ সমান ভাগে মিশিয়ে, তাতে চূণের জল দিয়ে সেই দুধ একটু একটু করে খেতে দেবে। এর আগেই বলিছি যে, মায়ের মন ভাল না থাক্‌লে মাইয়ের দুধও ভাল থাকে না। কাজেই সে দুধ খেলে ছেলের পেট-ফাঁপা বাড়ে বৈ কমে না। তাতেই বল্‌ছি, যদি মাই না খাইয়ে রাখ্‌তে পার, ত বড়ই ভাল হয়। নৈলে কেবল মাঝে মাঝে এক আধটু দেবে।

বি। তা, যাতে ভাল হবে, তাই কত্যে হবে। ভাল, ক্যাষ্টর-অইল আর তারপিন তেলের যে পরিমাণ বলে, ও কতটুকু ছেলের পক্ষে?

ল। এক বছরের ছেলের পক্ষে ঐ পরিমাণ জেনে রাখ। তার পর বয়স বুঝে কম বেশী কর্‌বে।

বি। তার পর বল।

ল। (২) ছেলের গায়ে জায়গায় জায়গায় রাঙা হওয়া আর তার সঙ্গে জ্বর; এও বড় ভয়ানক রোগ। পেট-ফাঁপাকে পোয়াতিরে যেমন ভয় করে, এ রোগকে তার বাড়া ভয় করে। আঁতুড়ে ছেলের এ রোগ হলে পোয়াতিরে "পেঁচোয় পেয়েছে" ব'লে তার আশা ভরসা ছেড়ে দেয়। চিকিৎসার মধ্যে কেবল রোজা নিয়ে এসে ঝাড়ান কাড়ান করে।

বি। আচ্ছা, এ রোগকে 'পেঁচোয় পাওয়া' বলে কেন?

ল। গায়ে জায়গায় জায়গায় যে রাঙা হয়, সেটা এক জায়গায় না থেকে সরে সরে বেড়ায় ব'লে। আজ, সকালে কেবল পায়ের পাতায় দেখা গেল, বেলা দুপরের মধ্যে হাঁটুর কাছাকাছি গিয়েছে, আবার রাত্রের মধ্যে উরতের মাঝামাঝি ছড়িয়েছে। আবার এমনও হয়ে থাকে, আজ এক জায়গায়, কাল্ আর এক জায়গায়, পরশু আর এক জায়গায়, এমন করে জায়গা বদ্‌লে বদ্‌লে বেড়ায়। "রোগে আবার বেড়ায়? ও ত রোগ নয়, পেঁচো সকল শরীরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে"— পোয়াতিরে এই রকম ব'লে থাকে। কিন্তু তারা কি জানে যে, এ রোগের স্বভাবই এই। এ রোগ এক জায়গায় স্থির থাকে না।

বি। এর সঙ্গে না গাও খুব গরম হয়?

ল। ও বাপ্‌রে? গা একটু আধটু ত গরম হয় না, ধান দিলে খৈ হয়, এমনি গরম হয়। জ্বরের তাড়সে ছেলে একেবারে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে থাকে, চোকও মেলে না, হাঁ হুও করে না।

বি। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এ রোগটার কারণ কি?

ল। দুর্গন্ধ স্থানে থাকলে হয়, যে ঘরে বাতাস আর আলো ভাল যেতে পারে না, সেই ঘরে নিয়ত বদ্ধ থাকলে হয়, ময়লা বিছানায় নিয়ত শুলে, কি ময়লা কাপড়ে সর্ব্বদা থাক্‌লে এ রোগ হ'তে পারে। এ ছাড়া, আহারের দোষে এ ব্যামো হয়ে থাকে। পরিপাক হচ্ছে না, তবু খাওয়াচ্ছে, কি নিয়ত দুর্গন্ধ দ্রব্য বা অপরিষ্কার দুর্গন্ধ জল খেতে দিচ্ছে;—খাওয়া দাওয়ার এ রকম অনিয়ম কল্যে অন্য অন্য রোগ ছাড়া এ রোগ হওয়ারও খুব সম্ভব।

বি। আ দশা। তাতেই আমাদের আতুড়ে ছেলে পিলের এই ব্যামো এত হয় বটে? আমাদের সূতিকা-ঘর ত নয়—অন্ধকূপ। তার মধ্যে আলো বাতাস যাবার যো কি? আর যে জায়গায় সূতিকা-ঘর বাঁধে দেখ্‌তে পাই, সে ত চূড়ন্ত অপরিষ্কার স্থান। তার পর, বল, এর চিকিৎসা কি রকম ক'রে কত্যে হবে?

ল। এ রোগ যেমন ভয়ানক, চিকিৎসা কিন্তু তত শক্ত নয়। পেট বাজিয়ে দেখে যদি পেটের ফাঁপ মালুম না হয়, তা হ'লে টিংচার ষ্টীল তিন ফোঁটা ক'রে একটু হিম জলের সঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াবে।

বি। টিংচর ষ্টীল কাকে বলে?

ল। টিংচর ষ্টীল একটা ইংরিজি আরোকের নাম, ডিস্পেন্সরিতে কিন্তে পাওয়া যায়। ছেলে পিলের এ রোগের টিংচর ষ্টীল যেমন অসুদ, এমন আর নেই। এর দামও খুব কম। আট পয়সার আরোক কিনে নিয়ে এলেই যথেষ্ট।

বি। এ আরোকটী তবে ঘর করে রাখা ত ভাল?

ল। শুদ্ধ এ আরোক বলে কেন, ছেলে পিলে নিয়ে ঘর কত্যে হ'লে, অনেক গুলি অসুদ ঘর করে রাখা উচিত। কোন্ সময়ে কোন্‌টার দরকার হয়; তা বলা যায় না।

বি। কি কি অসুদ বলে দেও না গা। আমি সব গুলি আজই সংগ্রহ করে ঘরে রেখে দেব।

ল। তা বলে দিচ্ছি। আগে যে রোগ গুলির নাম করিছি, তার চিকিৎসা এক এক করে বলি।

বি। বেশ, সেই কথাই ভাল।

ল। তার পর শোন। গায়ে যে যে জায়গায় লাল হয়েছে দেখ্‌বে কাষ্টকি গুলে সেই সেই জায়গায় আর তার চারি পাশে তিন চার বার করে লাগিয়ে দেবে। কাষ্টকি লেগে সব খুব কাল হয়ে যাবে। তার পর পোস্তর ঢেঁড়ি বা তার অভাবে একটু আফিং দিয়ে জল খুব গরম করবে। তার পর, সেই গরম জলে ফেলানেল কাপড় ডুবিয়ে নিংড়ে, যেখানে যেখানে লাল হয়েছে, সেই খানে সেইখানে সেক দেবে। যত সেক দিতে পারবে, ততই ভাল। যখন সেক দেবে, এক ঘণ্টা ধরে দেবে। সমস্ত দিন রেতের মধ্যে এই রকম করে ৪।৫ বার সেক দেওয়া চাই। সেক দেওয়ার পর কাপাসের তূলো বেশ করে পিঁজে, যেখানে যেখানে লাল হয়েছে, সেই খানে সেই খানে সেই পেঁজা তূলো দিয়ে একবারে ঢেকে তা'র উপর পরিষ্কার ন্যাকড়া জড়িয়ে রেখে দেবে।

বি। আবার যখন সেক কত্তে হবে, তখন ও সব খুলে ফেল্‌তে হবে ত?

ল। তা হবে বৈ কি? নৈলে সেক দেবে কেমন করে? সেক দেওয়া হ'লে আবার তূলো দিয়ে আগেকার মত ঢেকে রাখবে। এই রকম খোলা আর ঢাকা বারে বারে কত্তে হবে। স্থূল কথা, ব্যামোর জায়গা গুলি খুব গরমে রাখা চাই।

বি। কাষ্টকি-গোলা যে বল্যে, কাষ্টকি জিনিসটে কি?

ল। যবক্ষার-দ্রাবকে রূপো গলিয়ে কাষ্টকি তয়ের হয়। বাজারে কাষ্টকি শাদা শাদা পেন্সিলের আকারে বিক্রি হয়। কাষ্টকি আবার আলো লাগ্‌লে খারাপ হয়ে যায়। এই জন্যে নীল কাগজে মুড়ে রাখতে হয়। এ ছাড়া কাষ্টকি যে সে জলে গোলে না। গুল্‌তে গেলে সব জল শাদা হয়ে যায়।

বি। সে আবার কি? ও গুল্‌বার জন্যে তবে কি রকম জল চাই?

ল। বৃষ্টির জলেও বেশ গলে যায়। ডিস্পেন্সরিতে এক রকম

খুব পরিষ্কার জল বিক্রি হয়, সে জলেও বেশ গলে। তা বৃষ্টির জলই আমাদের সুবিধে। কেন না, এ ঘর করে রাখ্‌লেই হ'তে পারে।

বি। তবে বাজার থেকে একটু কাষ্টরিক বাতি কিনে নিয়ে এসে বৃষ্টির জলে গুলে শিশি করে রাখবে। সেই শিশিটা আবার নীল কাগজ দিয়ে মুড়ে রাখা চাই। শেষে তুলি কি কাটির আগায় ন্যাকড়া জড়িয়ে সেইটে শিশির আরকে ভিজিয়ে ভিজিয়ে যেখানে যেখানে লাল হয়েছে সেখানে সেখানে আর তার চারি পাশে লাগাবে। যতক্ষণ সব খুব কাল না হয়ে যাবে, ততক্ষণ লাগাবে। কেমন এই ত ? এই রকমই ত কত্যে হবে ?

ল। বাঃ বলিহারি যাই। যা যা কত্যে হবে, একবার ঠিকঠাক বলেছ। সকলই বুদ্ধির কাজ। একটু ইঙ্গিতে কেবল বলিছি, অমনি সব বুঝে নিয়েছ।

বি। কাষ্টকি অমন করে লাগানয় উপকার কি ?

ল। উপকার যা হ'তে হয়। তোমাকে এর আগেই বলিছি যে রাঙাটা এক জায়গায় স্থির থাকে না, ক্রমে ক্রমে সকল গায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু রাঙার চারি দিক বেড়ে কাষ্টকি লাগালে রাঙাটা ছড়াতে পারে না। যেখানকার রাঙা সেখানেই থাকে। কাষ্টকির গণ্ডি ডিঙুতে পারে না। কিন্তু বেশ সাবধান হয়ে দেখা চাই যে, কাষ্টকির গণ্ডির বাইরে কোন খানে একটু আধটু রাঙা না থাকে। ও রকম থাক্‌লেই ছড়িয়ে পড়্‌বে। যেখানে রাঙা দেখ্‌বে, সেই খানেই অমনি করে কাষ্টকির বেড় দেবে।

বি। রাঙার উপরেও কাষ্টকি দিতে হবে ?

ল। হবে বৈ কি ? কেন, টির আগেই ত বলিছি।

বি। তা বলেছ বটে, তবু একবার জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি। আচ্ছা রাঙা যদিই গণ্ডি ছাড়িয়ে ওঠে ত কি করবো।

ল। তার বাইরে ফের আবার অমনি করে গণ্ডি দেবে।

বি। কাষ্টকির ত এ অতি আশ্চর্য্য গুণ। কতখানি বৃষ্টির জলে কত টুকু কাষ্টকি গুল্‌তে হবে ?

ল। পোনর রতি কাষ্টকি আধ ছটাক বৃষ্টির জলে গুলতে হবে। তা একবারে আধ ছটাক কাষ্টকির জল তয়ের করবের দরকার নাই। এক কাঁচ্চা কি তারও কম তয়ের কল্যে ভাল হয়। যদি এক কাঁচ্চা

বৃষ্টির জল নাও, তা হলে সাড়ে সাত রতি কাষ্টকি নিতে হবে, আধ কাঁচ্চা বৃষ্টির জল নিলে পৌনে চার রতি কাষ্টকি নেবে।

বি। তা আর বলত্যে হবে না। আধ ছটাক জলে যেখানে পোনর রতি গুল্‌তে হবে, সেখানে ঐ হিসেব করে যত টুকু ইচ্ছে, কাষ্টকির জল তয়ের করা যেতে পারে।

ল। হ্যাঁ, তা পারা যায়ই ত।

বি। ভাল, পেট বাজিয়ে পেটের ফাঁপ যদি মালুম হয়, তা হ'লে কি কর্‌বে ?

ল। একটু মৌরি-ভিজের জলের সঙ্গে দু এক ফোঁটা তারপিন তেল ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াবে। বেশীর ভাগ কর্‌বের মধ্যে এই। নৈলে আর আর সব ঠিক্ আগে যেমন বলিছি, সেই রকম কর্‌বে।

বি। যে মাত্রায় টিংচর ষ্টীল্ আর তারপিন খাওয়াতে বল্যে, ও মাত্রা কতটুকু ছেলের পক্ষে খাটবে ?

ল। এক বছরের ছেলের পক্ষে। তার পর, বয়স বুঝে হিসেব ক'রে মাত্রার কম বেশী কর্‌বে।

বি। আচ্ছা, বয়স বুঝে অসুদের মাত্রার কম বেশী কর্‌বের একটা সংকেত কেন বলে দেও না ? তা হ'লে এই রোগে এই অসুদ খাওয়াতে হবে, কেবল এইটি জান্‌তে পাল্যেই হ'ল। হিসেব জানা থাক্‌লে অসুদের মাত্রা জান্‌বের জন্যে কারু কাছে যেতে হবে না।

ল। তা বলে দেওয়া শক্তটা আর কি ? ছেলে পিলে নিয়ে ঘর কত্যে হ'লে কি কি অসুদ ঘর করে রাখা উচিত, আর বয়স বুঝে সে সব অসুদের মাত্রার কম বেশী কর্‌বের হিসেব, এখনই বলে দিচ্ছি। আগে রোগ গুলির চিকিৎসা বলে দিই।

বি। সেই ভাল।

ল। যে রোগের কথা বল্‌ছি, সে রোগ হ'লে শিশুকে বাড়ী মধ্যে কি বাইরে যেখানি উত্তম ঘর, সেই ঘরে রাখ্‌বে। সে ঘরের সব জিনিস পত্র অন্য ঘরে রাখ্‌বে। এ ছাড়া ঘরটী এমনি হওয়া চাই যে, তার মধ্যে চারি দিক দিয়ে যেত বাতাস খেল্‌তে পারে। বাতাস আর আলো না পেলে এ রোগ আরাম হয় না। রোগীর বাসের ঘর, বিছানা, কাপড় চোপড় সব পরিষ্কার রাখা চাই।

বি। তা এ রোগ যে যে কারণে হয় বল্যে, তাতে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে ছেলেকে না রাখ্‌লে রোগ মোটেই না সারবের কথা বটে। রোগীর আহার কি দেওয়া যাবে ?

ল। পেট-ফাঁপা না থাকে, ত দুধ আর এরারুট একটু একটু ক'রে সমস্ত দিন রেতে আট দশ বার খেতে দেবে। পেট-ফাঁপা থাক্‌লে চূণের-জল মিশিয়ে শুধু একটু একটু দুধ দেবে। ছেলে যদি বেশী কাহিল হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে মৌরিভিজের জলের সঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাঁচ সাত ফোঁটা ব্রাণ্ডি খাওয়াবে। এক বছরের শিশুকে এই নিয়মে আহার দিলেই যথেষ্ট হবে। যদি সুবিধা হয়, ত পায়রার ঝোল একটু একটু দিলে আরও ভাল হয়। ছেলে শীঘ্র সেরে ওঠে।

বি। তা পায়রার ঝোল দেওয়া আর শক্তটা কি।

ল। এ ব্যামো বাড়ীর মধ্যে একটী ছেলের হ'লে, আর আর ছেলের ও হবার সম্ভব। এই জন্যে বাড়ী, ঘর দুওর, বিছানা, কাপড়, চোপড়, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌বে। বাড়ীর বাইরে, তফাতেও যদি কোন স্থান অপরিষ্কার থাকে, তাও পরিষ্কার করে দেবে। আহারাদির ধরাধর করবে, অর্থাৎ সহজে পরিপাক হয়, অথচ গায়ে বল হয়, এমন আহার দেবে। অপরিষ্কার জল বাড়ীতেও আন্‌তো দেবে না, খাওয়া দূরে থাক্।

বি। তা, ও রোগে যে যে কারণে হয় বল্যে, সেই গুলো মনে করে কাজ কল্যেই হবে। তোমায় বেশী বল্‌বের দরকার কি ?

ল। (৩) কাশিও কম ভয়ানক রোগ নয়। এর বাড়াবাড়ি হ'লে ছেলে পিলেকে বাঁচান ভার। যেমন করে হোক বেশী হিম গায়ে লাগ্‌লেই কাসি হয়, তা জান ?

বি। হ্যাঁ, তা ত বেশই জানি। কিন্তু ছেলে পিলে কাসিতে যেমন কষ্ট পায়, এমন, আর প্রায় কোন রোগেই না। এছাড়া, প্রায়ই এমন ছেলে দেখিনে যার কাসি নেই! শীতকালেই কাসির বাড়াবাড়ি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই জন্যে কাসির চিকিৎসা আগে জেনে রাখা আবশ্যক।

ল। ছেলের গা যদি, গরম না হয়, বুকে শ্লেষ্মা-বসা অল্পই মালুম হয়, যদি কাশি বেশী না থাকে, আর যদি হাঁপের চিহ্ন কিছু না দেখ, তা হ'লে কিছু ভয়ের বিষয় নয়। হিম না লাগে এমন একটা গরম কাপড় ছেলের গায়ে দিয়ে গরম জলের সঙ্গে দশ ফোঁটা বাইনম ইপেকা

একটু মধু দিয়ে মিষ্টি করে সমস্ত দিন রেনে চার পাঁচ বার খাওয়াবে। তিন চার দিন উপ্‌রি উপরি এই রকম চিকিৎসা কল্যেই ছেলেটী আরাম হবে। কিন্তু ছেলের গায়ে হিম না লাগ্‌তে পায়, এমন ব্যবস্থা করে বরাবর চল্‌তে হবে। কেন না, যে ছেলের একবার কাসি হয়ে সেরেছে, অতি সামান্য কারণেই তার আবার কাসি হয়।

বি। বাইনম্‌ ইপেকা জিনিসটে কি ?

ল। ইপেকা একটা গাছের নাম, তারই শিকড়ের আরোককে বাই-নম ইপেকা বলে।

বি। ও খাওয়ালে কি হয় ?

ল। কাসি আরাম হয়ে যায়। বুকে একটু আধটু শ্লেষ্মা যদি বসে গিয়ে থাকে, তাও সরল হয়ে উঠে যায়।

বি। ও খাওয়ালে কি বমি হয় ?

ল। দু ফোঁটা পাঁচ ফোঁটা খাওয়ালে বমি হয় না, বেশী খাওয়া-লেই বমি হয়। এ ছাড়া আট দশ ফোঁটা করে চার পাঁচ বার খাওয়ালেও বমি হয়।

বি। তা বমি হ'লে শ্লেষ্মা কেমন করে উঠ্‌বে ?

ল। ওর বিশেষ গুণ এই যে, ও খাওয়ালে শ্লেষ্মাটাকে তুলে ফেলে। সেই সঙ্গে পেটে যা থাকে, তাও কিছু কিছু উঠে যায়।

বি। সামান্য কাসির পক্ষে ত এই ব্যবস্থা গেল। কাসি গুরুতর হ'লে কি করবো ?

ল। তা বল্‌ছি। ছেলের গা যদি খুব গরম দেখ, শ্লেষ্মা বুকে বসে হাঁস-ফাঁস কচ্ছে, এমনি কাস্‌ছে যে কাস্‌তে কাস্‌তে চোক মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ছে, আর ছেলে চোক বুজে যেন, অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। ছেলের অবস্থা এ রকম দেখ্‌লে ব্যামো সোজা নল, স্থির কর্‌বে। গৌণ না করে বাইনম ইপেকা একবারে সিকি কাঁচ্চা আন্দাজ একটু গরম জলের সঙ্গে একটু মধু দিয়ে মিষ্টি করে তখনই খাইয়ে দেবে। খাইয়ে দেয়ার খানিক পরেই বমি করে ফেল্‌বে। বমি কল্যেই বুকের শ্লেষ্মা সরল হয়ে কতক উঠে পড়বে। উঠে গেলেই ছেলে একটু যেন চট্‌কা-ভাঙা মত হবে।

বি। আচ্ছা, বমি না হ'ল ত কি কর্‌বো ?

ল। আবার সেই রকম ক'রে আর সেই পরিমাণে ঐ অসুদ খাইয়ে দেবে। দুবার তিনবার উপ্রো উপরি খাওয়ালে ছেলে বমি কর্‌বেই কর্‌বে। বমি কল্যেই কিছু উপকার হবে। কাসি হ'লে বমি করান বড় ভাল। যত দিন কাসি বেশ শুধ্‌রে না যাবে, তত দিন রোজ সকালে ঐ অসুদ খাইয়ে বমি করাবে। কেন না, সকালে শ্লেষ্মাটা বুকে বেশী জমে থাকে। এ ছাড়া, যখন দেখ্‌বে যে ছেলে হাঁস-ফাঁস কচ্ছ্যে, বুকের মধ্যে গলার মধ্যে যেন পায়রা ডাকৃছে, তখনই ঐ অসুদ দিয়ে বমি করাবে।

বি। আর কোন অসুদ দেওয়া যাবে না ?

ল। শ্লেষ্মাটা আরও সরল কর্‌বের জন্যে বুকে আর পিঠে মালিষ করা চাই।

বি। কি দিয়ে মালিষ কর্‌বে ?

ল। খাটী সরিষের তেল আর ভুজ্জিপত্রের তেল সমান ভাগে মিশিয়ে একটা শিশিতে রাখ্‌বে। মালিষ কর্‌বের সময় শিশির আরোক বেশ করে নেড়ে নেড়ে ছেলের বুকে আর পিটে মালিষ করবে।

বি। দিনের মধ্যে কতবার মালিষ কর্‌বো, আর ফি বারে কতক্ষণ ধরেই বা মালিষ কর্‌বো ?

ল। তা সমস্ত দিন রেতে চার পাঁচবার মালিষ কর্‌বে। ফি বারে আধ ঘণ্টারও বেশী ক্ষণ ধরে মালিষ কর্‌বে। ঐ শিশির আরোকের সঙ্গে একটু তারপিন তেল মিশিয়ে নিলে ওর আরও তেজ হয়।

বি। তা শুধু দুটো আরোক মিশিয়ে মালিষ কল্যে যদি তত বেশী উপকার টের পাওয়া না যায়, তা হ'লে তারপিন মিশিয়ে নিলেই হবে। ভুজ্জিপত্রের তেল কি বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যায় ?

ল। না, ডিস্পেন্সরি থেকে কেনাই ভাল। ভুজ্জিপত্রের তেলের নাম "ক্যাজুপুট অইল"

বি। তা "ক্যাজুপুট অইল" বলেও কিনে নিয়ে এলেই হ'ল। ওর দাম কি অনেক ?

ল। আ নাঃ, ছ গণ্ডা পয়সা দিয়ে এক শিশি তেল আন্‌তে পারা যায়। বাইনম্‌ ইপেকা খাওয়ান আর মালিষ করা ছাড়া আর একটী কাজ কত্যে হবে ?

বি। আর কি কাজ কত্যে হবে ?

ল। লোহার কেট্‌লি করে জল গরমকরে কেট্‌লির ঢাকন খুলে সেই গরম জলের ভাব নাকে মুখে লাগাবে।

বি। ছেলের নাকে মুখে আবার গরম জলের ভাব লাগাবে কেমন করে?

ল। কেন কেট্‌লিটে একটা মোড়া বা অন্য কোন উচু জিনিসের উপর রেখে ছেলেকে কোলে বসিয়ে তার মুখখানি এম্‌নি বাগিয়ে ধর্‌বে যে, গরম জলের ভাবটা যেন তার নাকে মুখে একবারে এসে লাগে। স্থূল কথা, নিশ্বেসের সঙ্গে সে যেন ঐ ভাবটা টেনে নিতে পারে।

বি। কেন, ওরকম করে নিশ্বেসের সঙ্গে জলের ভাব নিলে কি হবে?

ল। শ্লেষ্মা সরল হবে, হাঁপানি আর হাঁস-ফাঁস করা কমে যাবে, কাসি অত থাক্‌বে না, ছেলে অনেক আরাম বোধ কর্‌বে। কেসে কেসে বুকে যে ব্যথা হয়ে থাকে, তাও কম পড়্‌বে।

বি। বল কি, গরম জলের ভাবের এত গুণ? ও কবার করে দিতে হবে?

ল। সমস্ত দিন রেতে চার পাঁচবার দিলেই হবে। যত দিন না কাসিটী একেবারে আরাম হবে, তত দিন এই গরম জলের ভাব রোজ চার পাঁচবার করে ছেলের নাকে মুখে লাগাবে।

বি। সরা ডাকা দিয়ে হাঁড়িতে করে জল গরম কল্যেও ত হ'তে পারে।

ল। তা পরে বৈ কি। গরম জলের ভাব নিয়েই না কথা।

বি ছেলের আহার দেবে কি?

ল। গরম দুধ, এরারুট, আর সাগু। তা যত বার খেতে পারে। ছেলের আহার দেবার সময় এটী অবশ্য করে মনে রাখ্‌বে যে, আহারের মাত্রা কম হবে, বারে বেশী হবে। কাসির সঙ্গে সঙ্গে ছেলের যদি পেট-ফাঁপা থাকে ত কি কর্‌বে?

বি। কেন, পেট-ফাঁপার ভাল অষুদ জানা থাক্‌তে ভাবনা কি? ফোঁটা দুই তিন তারপিন্ মৌরিভিজের জলের সঙ্গে মাঝে মাঝে খেতে দেবে। কেমন এই ত?

ল। হাঁ, তা না ত কি? ঐ কল্যেই পেট-ফাঁপা যাবে।

বি। আচ্ছা, এখানে একটু একটু করে পায়রায় ঝোল খেতে দিলে ভাল হয় না।

ল। হ্যাঁ, তা বেশ দিতে পার। ওতে উপকার বৈ অপকার নেই। গায়ে শীঘ্র বল হয়। আর দেখ, যে ছেলের কাসি অনেক দিন ধরে রয়েছে, হিম বাত লাগ্‌লে বাড়ে, আবার ধরাধর কল্যে একটু কমে, কিন্তু একবারে নিঃশেষ হয়ে সারে না, তার কাসি যে সে অষুদে আরাম হবে না। কড্‌লিবর অইল দুই তিন ফোঁটা করে তাকে রোজ খাওয়াতে আরম্ভ কর্‌বে।

বি। দুধের সঙ্গে খাওয়াবে ত ?

ল। তা বৈ কি ? ঝিনুকে করে দুধ নিয়ে তার উপর দুই তিন ফোঁটা কড্‌লিবর অইল দিয়ে খাইবে দিবে।

বি। কড্‌লিবর অইল কত দিন খাওয়াতে হবে ?

ল। ও অনেক দিন না খাওয়ালে উপকার হয় না। কাসিটা নিঃশেষ হয়ে সেরে গেলেও তিন চার মাস ধরে খাওয়াতে চাও।

বি। মাঝে মাঝে কি তার মাত্রা একটু করে বাড়ীতে হবে ? না বরাবর সেই একমাত্র চল্‌বে ?

ল। হাঁ, চার পাঁচ দিন অন্তর এক ফোঁটা করে মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। খাওয়াতে খাওয়াতে যদি পেটের ব্যামো হয়, তা হলে ও খাও-য়ান বন্ধ কর্‌বে। তার পর পেটের ব্যামো সেরে গেলে, আবার অল্প অল্প করে খাওয়াতে আরম্ভ কর্‌বে।

বি। তার পর বল, পেটের ব্যামোর চিকিৎসা কি রকম করে কত্তে হয় ?

ল। (৪) ছেলে পিলের পেটের ব্যামোকে নিতান্ত সোজা জ্ঞান করো না। এর বাড়াবাড়ি হ'লে তাদের বাঁচান ভার। ছেলে পিলের দাঁত উঠ্‌বার সময় পেটের ব্যামো প্রায়ই হয়ে থাকে। সে পেটের ব্যামো হঠাৎ বন্ধ করা পরামর্শ নয়। বন্ধ কল্যে অন্য রোগ এসে উপস্থিত হতে পারে।

বি। দাঁত উঠ্‌বার সময় পেটের ব্যামো হওয়া কি ভাল ?

ল। ভাল বল্‌তে হবে বৈ কি ? কেন না, পেটের ব্যামো হ'লে তড়্‌কা হবার ভয় থাকে না। তবে পেটের ব্যামোর বাড়াবারি হওয়া কি ভাল ? দাঁত উঠ্‌বার সময় পেটের ব্যামো হলে গুটিকতক কথা মনে রাখ্‌তে হবে।

বি। কি কি ?

ল। যতক্ষণ মল বাহ্যে যাবে, তা সে দিন রেতে আট দশ বার কেন যাক্ না, বাহ্যে বন্ধ কর্‌বের চেষ্টা কর্‌বে না। কিন্তু যখন দেখ্‌বে যে মলের ভাগ কম আর জলের ভাগ বেশী, কি বারে বারে জলবৎ বাহ্যে হচ্ছে, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকা হবে না। সে বাহ্যে বন্ধ না কল্যে ছেলেটী মারা যাবে।

বি। তখন কি কর্‌বে?

ল। ধারক অস্থুদ নেবে।

বি। ধারক অস্থুদ কি?

ল। তা বল্‌ছি। দুই রতি আন্দাজ কম্পাউণ্ড চক্‌পাউডার জলে গুলে ঝিনুকে করে প্রতি দাস্তের পর খাইয়ে দেবে; তিন চার বার খাওয়াবার পর যদি মলটা কিছু এঁটে আসে, কি বাহ্যে বারে কমে যায়, তা হলে যতক্ষণ পেটের ব্যামো আরাম না হবে, বরাবর ঐ অস্থুদ ঐ নিয়মে খাইয়ে যাবে।

বি। কম্পাউণ্ড চক্ পাউডার কাহাকে বলে?

ল। ও এক রকম গুঁড় অস্থুদ, ডিস্পেন্‌সরিতে পাওয়া যায়। ওর দাম অতি অল্প, কিছু কিনে রাখ্‌লেই হ'ল।

বি। ওতে যদি পেট না ধরে ত কি কর্‌বো?

ল। আধ রতি কাষ্টিক, এক ছটাক জল ধরে, এমন একটা শিশিতে রেখে তাতে দশ ফোঁটা জল-মিশন যবক্ষারদ্রাবক দেও। তার পর বাবলার আটা-ভিজের জল দেড় কাঁচ্চা, আর চিনিপানা দেড় কাঁচ্চা ও দুইয়ের সঙ্গে মিশেল কর। শিশির সমুদয় আরোকটা বার ভাগ করে, এক এক ভাগ চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবে। এ অতি চমৎকার ধারক। দুই তিন বার খাওয়ালেই পেট ধরে যাবে।

বি। শিশির আরোক ভাগ কর্‌বে কেমন করে?

ল। শিশিতে যত খানি আরোক আছে, তার মাপ নিয়ে এক চির কাগজ বার ভাঁজ কর। ভাঁজে ভাঁজে কালির দাগ দেও। তার পর আটা দিয়ে কাগজ খানি শিশির গায়ে লাগিয়ে দেও। এই কল্যেই আরোককে বার ভাগ করা হ'ল। এখন বুঝ্‌লে কি না?

বি। তা এমন করে বুঝিয়ে দিলে আর বুঝ্‌তে পার্‌বো না। কাগজ খানির ভাঁজগুলি তবে ঠিক সমান হওয়া চাই?

ল। ও মা, তা চাই বৈকি ? নৈলে বার ভাগ সমান হবে কেন ?

বি জল-মিশান যবক্ষার দ্রাবক ত আগে যা বলেছ, তাই ?

ল। হাঁ, তা না ত কি ? এক ফোঁটা যবক্ষার-দ্রাবক আর এগার ফোঁটা হিম জল একত্র মিশুতে হবে। এরই দশ ফোঁটা শিশির কাষ্টকির সঙ্গে মিশবে।

বি। আচ্ছা, কাষ্টকির সঙ্গে যেখানে মিশবে, সেখানে যে সে জল ত যবক্ষার-দ্রাবকের সঙ্গে মিশুলে হবে না। তা হ'লে ঘোলা হয়ে যাবে না ?

ল। ঠিক্ বলেছ। এখানে বৃষ্টির জল ব্যবহার কত্যে হবে। চিনি-পানা, আর বাবলার আটার জল ও বৃষ্টির জল দিয়ে তয়ের কত্যে হবে।

বি। ধারক দিয়ে যেন বাহ্যে বন্ধ কল্যে, কিন্তু বাহ্যে গিয়ে গিয়ে যে ছেলে, একবারে ন্যাতা হয়ে পড়েছে, তার উপায় কি কর্‌বে ?

ল। তিন ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি একটু হিম জলের সঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইয়ে দেবে। সমস্ত দিন রাত এই নিয়মে চ'লে ছেলে চাঙ্গা হ'য়ে উঠবে। ছোট ছেলে পিলে বেশী বাহ্যে গেলে, তাদের মাথার তেলো ব'সে যায়।

বি। ঠিক্ বলেছ। আমিও এটা বেশ পরীক্ষা করে দেখিছি। কচি ছেলে বেশী বাহ্যে গিয়ে কাহিল হয়ে পড়্ছে, তার মাথায় হাত দিয়ে দেখে তবে ত সব ঠিক করা যেতে পারে।

ল। তা পারেই ত। আর সেই জন্যে চিকিৎসকেরাও ত মাথার তেলোতে হাত দিয়ে থাকেন। তেলো যদি কিছু বসে গিয়েছে দেখ, তা হ'লে শিশু অত্যন্ত হেজেছে, স্থির কর্‌বে। এ দেখে বিশেষ মনো-যোগী হয়ে ধারক অষুদ দিয়ে বাহ্যে বন্ধ কর্‌বে আর ব্র্যাণ্ডি ৪।৫ ফোঁটা ক'রে একটু হিম জলের সঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াবে। ব্রাণ্ডি খাওয়াতে খাওয়াতে দেখ্‌বে যে মাথার তেলো ক্রমে ক্রমে উঠ্‌বে। যতক্ষণ শিশু বেশ সবল হয়ে খেলা ধুলো না কর্‌বে, ততক্ষণ ঐ নিয়মে, কি তার চেয়ে একটু অন্তর অন্তর ব্র্যাণ্ডি খাওয়াবে।

বি। আহার কি দেওয়া যাবে ?

ল। শুদু একটু একটু এরারুট। আর কিছুই না। ব্যামো সেরে গেলে ক্রমে ক্রমে সৈয়ে সৈয়ে সাবেক আহার দেবে।

বি। আর দেখ, ছেলে পিলের পেটের ব্যামোর চিকিৎসাটা আমায়

ভাল করে জেনে রাখ্‌তে হবে। কেন না প্রায়ই দেখি পোয়াতির ছেলে পিলের পেটের ব্যামো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়।

ব। তা বেশ করে জেনে নাও না। যা জিজ্ঞাসা কর্‌বে, তাই বলে দেব। কচি ছেলে পিলের পেটের ব্যামোর চিকিৎসা সকল পোয়াতিরই জেনে রাখা উচিত।

বি। দাঁত উঠ্‌বার সময় ছেলে পিলের প্রায়ই পেটের ব্যামো হয়ে থাকে। আর পেটের ব্যামোর যদি বাড়াবাড়ি না হয় ত এতে উপকার বৈ অপকার নেই, এ সবই জানা থাক্‌লো। কিন্তু দাঁত উঠ্‌বার আগেতেও ত কচি ছেলে পিলের প্রায়ই পেটের ব্যামো দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এর কারণ কি?

ল। আমাদের দেশের পোয়াতিদের কচি ছেলে পিলের পেটের ব্যামো লেগে থাকে না, এই আশ্চর্য্য। তার আবার কারণ জিজ্ঞাসা কচ্ছো? সব ছেলে পিলের পেটেরব্যামো খাওয়াবার দোষেই হয়ে থাকে।

বি। খাওয়াবার দোষ কি রকম?

ল। খাওয়াবার দোষ বল্‌ছি এই যে, আগে যা খেয়েছে, তা পরিপাক হয় নি, তবু খাওয়াবার সময় হলেই আবার তার উপর খাইয়ে দেও। এত আর পেটের ব্যামো হবে না?

বি। আগে যা খেয়েছে, তা পরিপাক হয় নি, জানবো কেমন করে?

ল। কেন, পুনরায় খাওয়াবার সময় যদি সহজে খেতে না চায়, কি একবার আধবার খাওয়ালে ওয়াক তোলে, তা হলেই স্থির কর্‌বে যে, হয় অগ্নিমন্দ হয়েছে, নয় পরিপাক হয় নি। এর উপর করে খাওয়ালেই পেটের-ব্যামো হবে, ন্যাকারও কর্‌বে। তোমাদের পোয়াতির বলিহারি যাই, ছেলের এমনি অগ্নিমন্দ হয়েছে, যে দুধ খেয়ে প্রায় দুধই বাহ্যে যাচ্ছে, তবু দুধ খাওয়াতে ছাড়্‌বে না। এতে পেটের-ব্যামো হয়ে ছেলে পিলে মারা পড়ে না, এই আশ্চর্য্য।

বি। তা তুমি যা বল্‌ছো, সব সত্যি। আচ্ছা, ঠুন্‌কো হ'লে দেখিছি ছেলে পিলের প্রায়ই পেটের-ব্যামো হয়। এর কারণ কি? যে দুধটো বাড়ে, যেই দুধ খেয়েই কি পেটের-ব্যামো হয়?

ল। তা না ত কি? যে মাইতে ঠুন্‌কো হবে, সেটা মোটেই ছেলেকে খেতে দেবে না। তার সব দুধ বেশ করে টিপে টিপে গেলে ফেল্‌বে।

নইলে দুধ জমে মাইতে ভারি ব্যথা হবে, তার শোকে জর হবে, চাই কি বাড়াবাড়ি হলে মাইতে ফোড়া হ'তে পারে। মাইতে বেশী দুধ বাড়্‌লে গরম জল দিয়ে মাই ধুয়ে নিয়ে নরম করে শেষে টিপে টিপে সব দুধ বার করে ফেল্‌বে।

বি। তবে ছেলে পিলের খাওয়া দাওয়ার ধরাধর কল্যে পেটের-ব্যামো না হওয়ারই ত কথা?

ল। তা বটেই ত। আবার পেটের-ব্যামো হলেও দুধ বন্ধ ক'রে শুধু যদি একটু একটু এরারুট খেতে দেও, তা হ'লে শীঘ্রই ও অসুখ সেরে যায়।

বি। তা এ ত সোজা কথা। খাওয়াবার দোষে পেটের-ব্যামো হ'লে, খাওয়া দাওয়ার ধরাধর কল্যে, পেটের-ব্যামো সেরে যাবেই ত। আচ্ছা, ছেলে যদি বারে বারে ন্যাকার করে, কিছু পেটে না রাখ্‌তে পারে তা হ'লে কি কর্‌বে?

ল। ফোঁটা দুই তিন ব্রাণ্ডি আর এক ফোঁটা ক্লোরিক ঈথর একটু হিম জলের সঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইয়ে দেবে। তিন চারি বার খাওয়াইলে আর বমি হবেনা। এতে বমি নিবারণও হবে, ছেলে সাম্‌লেও উঠ্‌বে।

বি। ক্লোরিক ঈথর কি ডিস্পেন্সরি থেকে কিনে আন্তে হবে?

ল। হ্যাঁ, আর কোন খানেও পাবে না। পেটে যদি অম্বল হয়ে থাকে দেখ, অর্থাৎ যদি ছানা ছানা দুধ তোলে তা হ'লে একটু একটু চূণের জল মাঝে মাঝে খাইয়ে দেবে।

বি। তার পর বল আর কি বল্‌বে?

ল। আমি ভাই আজ আর কিছু বল্‌তে পার্‌বো না। বেলা নাই, বাড়ীর কাজ কর্ম্ম গিয়ে দেখ্‌তে হবে। আর এক দিন সকাল ক'রে আস্‌বো এসে যা যা বল্‌তে বাকী থাক্‌লো সব বলে যাব।

বি। তা যাবে যাও, কচি ছেলের পেটের-ব্যামোর গুটিকতক ভাল ভাল অসুদ শিখিয়ে যাও; আজ আর পার, আর না পার।

ল। আচ্ছা, তা বরং বলে যাচ্ছি, নয় আর একটু বিলম্বই হ'ল। (১) কচি ছেলে পিলের সোজাসুজি পেটের-ব্যামোর কম্পাউণ্ড চক পাউডারই প্রধান অসুদ। এ অসুদটী সকল পোয়াতিই ঘর করে রাখা উচিত।

বি। ও কি আমরা ঘরে তয়ের কত্যে পারি ?

ল। হাঁ, তা বেশ পারা যায়। ওতে যে কয় খান দ্রব্য আছে, সবই বাজারে কিন্তে মেলে।

বি। তবে ও কেমন করে তয়ের কত্যে হবে, বলে দেও না গা।

ল। চার ভাগ দারুচিনি, তিন ভাগ জায়ফল, তিন ভাগ জাফ্রাণ, দেড় ভাগ লবঙ্গ, এক ভাগ ছোট এলাচের দানা, আর পঁচিশ ভাগ কাশীর চিনি নাও। এই কয়টা দ্রব্য পৃথক্ পৃথক ভাগ করে গুঁড় কর। এমন করে গুঁড় কর্‌বে যে, ঐ গুঁড় একটু নিয়ে দুই আঙুলের মধ্যে ডল্যে যেন কাঁকরের কুচি মত একটু আধটু তাতে আছে এমন বোধ না হয়। তার পর ঐ কয়টা গুঁড়ই একত্র মিশাও। মিশানটি খুব ভাল হওয়া চাই। শেষে এই সমস্ত গুঁড়র ওজন যত হবে, তার তিন ভাগের এক ভাগ চাখড়ি গুঁড় করে, ওর সঙ্গে বেশ করে মিশিয়ে নেবে। এই তোমার কম্পাউণ্ড চক্ পাউডার হয়ে গেল। একটা শিশিতে পূরে কাক এঁটে ঘরে রেখে দেবে। যখন আবশ্যক হবে, তখন ব্যবহার কর্‌বে।

বি। তবে আর কি ? ও আজই তয়ের কচ্ছি।

ল। (২) শুদ্ধ চা-খড়ির গুঁড়ও কচি ছেলে পিলের পেটের ব্যামোর বেশ অস্থদ।

বি। ওর পরিমাণ কি ?

ল। দু রত্তি আন্দাজ একটু হিম জলে গুলে প্রতি প্রতি দাস্তের পর খাইয়ে দিলেই হবে।

বি। তার পর বল।

ল। (৩) কাষ্টকি যে, ছেলে পিলের পেটের-ব্যামোর প্রধান অস্থদ তা এর আগেই বলিছি, মনে আছে ত ?

বি। ও মা, তা আছে বৈ কি ? ও কেমন করে তয়ের করে খাওয়াতে হয়, সেটী পর্য্যন্ত মনে করে রেখেছি।

ল। ছেলে জলের মত বাহ্যে যাচ্ছ্যে, বাহ্যে গিয়ে গিয়ে কাবু হয়ে পড়েছে, কোন ধারক অস্থদই মান্‌ছে না, এ অবস্থায় কাষ্টকি-ঘটিত ও অস্থদটী ধন্বন্তরী। বার দুই তিন খাওয়ালেই পেট ধ'রে যাবে।

বি। তা এ বেশ জানা থাক্‌লে, এমন সকল জায়গায় কাষ্টকি ধারক অস্থদের প্রধান। আর বাহ্যে গিয়ে ছেলে কাহিল হয়ে পড়্‌লে তাকে

চাঙ্গা করার প্রধান অস্থুদ ব্রাণ্ডি। তেমনি বমি নিবারণের প্রধান অস্থুদ ক্লোরিক ঈথর।

ল। তা এসকল বিষয় এমনি করে শিখে রাখা চাই। (৪) চূণের জল ছেলের পেটের ব্যামোর সোজাসুজি অস্থুদের মধ্যে একটা প্রধান অস্থুদ বল্‌তে হবে। পেটে অম্বল হ'লে চূণের-জল বড় উপকার করে।

বি। পেটে অম্বল হয়েছে জান্‌বো কেমন ক'রে?

ল। ছেলে বাহ্যে গেলে যদি টক্ টক্ গন্ধ বেরোয়, আর ছানা-ছানা দুধ তোলে, তা হ'লেই স্থির কর্‌বে যে পেটে অম্বল বেশী হয়েছে। চূণের জল তয়ের করার আর খাওয়াবার নিয়ম আগেই বলিছি।

বি। হাঁ, তা আমার বেশ মনে আছে।

ল। (৫) যে ছেলের অনেক দিন ধরে পেটের ব্যামো লেগে আছে, তার পক্ষে তুঁতে অতি চমৎকার অস্থুদ। পুরাতন অর্থাৎ অনেক দিনের পেটের-ব্যামো এতে যেমন আরাম হয়, এমন আর কিছুতেই নয়।

বি। বল কি, তুঁতে আবার এমন অস্থুদ? ও খাওয়াবার নিয়ম কি?

ল। তুঁতের মাত্রা অতি কম দিতে হবে। এক রতির চব্বিশ ভাগের এক ভাগ এক বারের মাত্রা। অর্থাৎ এক রতি তুঁতেতে চব্বিশ মোড়া অস্থুদ তয়ের কত্তে হবে। এক রতি তুঁতে গুঁড়ো আর চব্বিশ রতি বাবলার আটার গুঁড়ো একত্র মিশিয়ে চব্বিশটে পূরিয়া তয়ের কর্‌বে। এই পূরিয়া রোজ তিনটে করে খেতে দেবে। হিম জলে গুলে খাওয়াবে।

বি। বাবলার আটা যে গাছে খুব শুকিয়ে থাকে, তাই এনে হামাম-দিস্তেতে বেশ করে গুঁড়ো করে নিলেই ত হবে?

ল। হাঁ, তা বৈ কি? পেটের-ব্যামো পুরণ হয়েছে ব'লে খাওয়া দাওয়ার ধরাধর কত্তে ক্রটি কর্‌বে না।

বি। নাঃ, তা কল্যে শুদ্ধু অস্থুদে কি কিছু কত্যে পারে?

ল। (৬) কচি ছেলে পিলের পেটের-ব্যামোর আর একটী প্রধান অস্থুদ পারা-ঘটিত চা-খড়ি। এর অতি আশ্চর্য্য গুণ। এ খাওয়ালে মলের দুর্গন্ধ যায় আর রং ফেরে।

বি। তা হ'লে, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ আছে জান্তে পাল্যে ঐ একটু একটু দিন কতক খাওয়ালে ত সে দুর্গন্ধটা যেতে পারে? আর পেটের ব্যামো হবার ভয়টাও যায়?

ল। ও অসুদ ত সেই জন্যে দিয়েও থাকে। মলের রং কাল কি মাটি মাটি যদি দেখ, তা হ'লে এই অসুদ খাওয়ালে মলের রং সহজ অর্থাৎ ঈষৎ হলুদ হবে।

বি। এ অসুদটি কি ঘরে আমরা তয়ের কত্যে পারি নে?

ল। তা পারা যায় বৈ কি? ও তয়ের করা শক্ত নয়। এক ভাগ ওজনে পারা আর দু ভাগ ওজনে চা-খড়ি একটা পাতরের খলে পাতরের নুড়ি দিয়ে মাড়ো। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পারার একটু আধটু বিন্দু দেখা যাবে ততক্ষণ মাড়্‌তে হবে। শেষে দুয়ের রং একত্র মিশে ছেয়ের বর্ণ হয়ে যাওয়া চাই। তয়ের হ'লে শিশিতে ক'রে কাক এঁটে রাখবে।

বি। তার মাত্রা কি?

ল। আধ রতি থেকে দু রতি পর্য্যন্ত খাওয়াতে পার।

বি। আচ্ছা, যে ছেলে বারে বারে পাতলা বাহ্যে যাচ্ছে, মলে টক্ টক্ গন্ধ আছে, আর মলের রংও স্বাভাবিক নয়, অর্থাৎ হয় কাল কাল, নয় মেটে মেটে, তাকে কম্পাউণ্ড চক্ পাউডরের সঙ্গে পারা-ঘটিত চা-খড়ি একটু করে খেতে দিলে বেশী উপকার হয় না?

ল। ঠিক বলেছ। এমন সকল জায়গায় দুটি অসুদ যোগ করে খাওয়ান বড় ভাল। এটি বেশ যুক্তি বটে। আর দেখ, মল না আট্‌লে আর তার রং স্বাভাবিক অর্থাৎ ঈষৎ হলুদ বর্ণ না হ'লে, অসুদ খাওয়ান বন্ধ করা হবে না, খাওয়া দাওয়ার ধরাধর কত্যে ত্রুটি করা হবে না; সকল পোয়াতিরই যেন এটা বেশ মনে থাকে। বাহ্যে বারে কমে গিয়েছে, তত পাতলাও নেই, এ ব'লে যেন ছেলেকে দুধ খেতে না দেয়। মলের রং স্বাভাবিক না হ'লে বিশ্বাস নেই—তবে আমি এখন আসি।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

ধাত্রী-শিক্ষা

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম সর্গ।

শিশুর পা অগ্রে বাহির হইলে কি কর্ত্তব্য।

(লক্ষ্মী ও বিনোদিনী)

লক্ষ্মী। কেমন গা, মোহিনীর ছেলেটী ত ভাল আছে ?

বিনোদিনী। হঁা গো, পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদে খোকা আছে ভাল। এসো, বসো, দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কেন ? এতদিন তোমায় দেখিনি কেন গা ? এখানে কি ছিলে না ?

ল। না। আমি কাল রেতে বাড়ী এসেছি। স্থানান্তরে একটী পোয়াতি প্রসব করাতে গিইছিলাম।

বি। কি রকম পোয়াতি ? কোন গোলমাল ত ছিল না ?

ল। গোলমালের মধ্যে তার ছেলের আগে পা বেরিইছিল। তা পা বেরণ বেশী ভাবনার বিষয় নয়। পোয়াতি আপনিই খালাস হতে পারে। প্রায়ই সাহায্যের দরকার করে না।

বি। ভাল কথা মনে করে দিলে। তুমি না বলিছিলে যে, হাত, পা আগে বেরুলে পোয়াতি কেমন ক'রে খালাস করাতে হয়, শিখিয়ে দেবে ? তা সে কথা ত বড় রাখ্‌লে দেখছি।

ল। সময় ত আর ফুরিয়া যায় নি। শিখ্‌তে না হয় দু দিন বিলম্বই হ'ল। হাতে আর দোষ কি ? এখন বরং শেখবার সুবিধে পেলাম।

বি। কি রকম ?

ল। এ দিন যে পোয়াতিটিকে খালাস করিয়ে এলাম, সেইটির কথা যদি বেশ মনোযোগ করে শোন, তা হ'লেই যে ছেলের পা আগে বেরুলে কি কি কত্যে হয়, শিখ্তে পারবে এখন।

বি। বেশ কথা বলেছ। সেই ভাল। তোমার এখন অবকাশ আছে ত?

ল। তা এখন আর আমার অন্য কাজ কর্ম্ম কিছুই নেই। বিশেষ তুমি যে স্থবোধ মেয়ে, আর শিখ্বার জন্যে যে যত্ন দেখ্তে পাই, তাতে শতেক কর্ম্ম ত্যাগ ক'রেও তোমাকে শেখাতে ইচ্ছে করে।

বি। তবে ভাল হয়ে বসো। তোমার কল্যাণে সোজাসুজি প্রসব করান এক রকম শিখে নিইছি। এখন গোলমেলে গুল শিখতে পাল্যেই ধাইয়ের কাজ মোটামুটি জানা থাক্‌লো। পাড়া প্রতিবাসীর বউ ঝি খালাস হতে ক্লেশ পেলে অবশ্যই কিছু না কিছু উপকার কতে পারবো।

ল। উপকার কিছু কেন? অনেক পোয়াতি ও পোয়াতির বাছার প্রাণদান দিতে পার্‌বে। এর চেয়ে স্থকৃতি আর কি আছে বল?

বি। তার পর। যাকে প্রসব করাতে গিইছিলে, সে কি প্রথম পোয়াতি? বয়স কি আন্দাজ হবে? বামন না শূদ্দুর? সন্তানটী বেঁচে আছে ত? বেটা ছেলে, না মেয়ে?

ল। সেটি কায়েতের মেয়ে। এই প্রথম পোয়াতি। বয়স ষোল সতর। বেটা ছেলে হয়েছে। পোয়াতি আর ছেলে দুই-ই বেশ আছে।

বি। এখন তবে তার বৃত্তান্ত আগা গোড়া বেশ ক'রে বল। কেন না পোয়াতি ও পোয়াতির বাছার মন্দ শুনে তাদের সম্বন্ধে আর কোন কথা শুন্তে ভাল লাগে না। কেমন, সত্যি কি না?

ল। সত্যি তা একবার করে? পোয়াতির মর্ম্ম পোয়াতিতেই জানে, অপরে তা কি বুঝবে?

বি। তুমি গিয়ে কি দেখ্‌লে যে ছেলের পা আগে বেরিয়েছে?

ল। না, পা আগে বেরোয় নি। পাছা আগে বেরিয়েছিল।

বি। সে কি রকম?

ল। মাটিতে পাছা দিয়ে দুই পা উচু ক'রে বস্‌লে, পাছা যেমন নীচের দিকে, পেটের মধ্যে ছেলেও সেই ভাবে ছিল।

বি। এঁকে আমাকে দেখিয়ে দেও না গা?

ল। এই দেখ। (৬ষ্ঠ চিত্র দেখ)

বি। হাঁ, এখন বেশ বুঝ্‌তে পাল্যেম।

৬ষ্ঠ চিত্র।

যে ছেলের আগে পাছা বেরোয়, পেটের মধ্যে সে ছেলে এই ভাবে থাকে।

৭ম চিত্র।

যে ছেলের আগে মাথা বেরোয়, পেটের মধ্যে সে ছেলে এই ভাবে থাকে।

আগে পাছা বেরিয়েছিল? তুমি না বল্যে, আগে পা বেরিয়েছিল।

ল। তা ত বলিছি বটে। পাছা, হাঁটু কি পা এই তিনের মধ্যে যে সে একটা আগে বেরুলেই "আগে পাছা বেরিয়েছে" বলা যেতে পারে।

বি। কেন, এর কারণ কি?

ল। পোয়াতি খালাস করার উপায় তিনেতেই এক বলে। অর্থাৎ ছেলের পাছা আগে বেরুলে পোয়াতি যে রকম করে খালাস কত্যে হয়, হাঁটু কি পা আগে বেরুলেও তেমনি করে প্রসব করাতে হয়।

বি। বটে! এখন তবে বেশ বুঝলেম। আচ্ছা, আগে পা বেরুলে কি দুখান পাই একবারে বেরোয়, না সচরাচর এক খানাই আগে বেরিয়ে থাকে?

ল। তার কিছু ঠিক নেই। একবারে দুখান পাও বেরুতে পারে, এক খানাও বেরিয়ে থাকে। সেই রকম একবারে দুটি হাঁটুও বেরুতে পারে। আবার একটাও বেরিয়ে থাকে।

বি। আগে পাছা, হাঁটু, কি পা বেরুলে ত জান্‌বের সংকেত কি?

ল। সংকেত অনেক রকম আছে বটে, কিন্তু হাত দিয়ে দেখে ঠিক করাই কেজো।

বি। আচ্ছা, হাত দিয়ে দেখিই কেমন করে জানা যাবে তাই বল?

ল। পাছা আগে বেরুলে জল ভাংবের আগে বড় একটা কিছু মালুম করা যায় না। কেবল ছেলের মল দুওরের উপরকার হাড়খানা, আর জন্মকাটের দাঁড়া হাত দিলে টের পাওয়া যায়। জল ভাংলে পর হাত দিয়ে জরায়ুর মুখে ছেলের দুই পাছা, আর মল-দুওর বেশ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। মল-দুওরের একটু তফাতে ছেলে কি মেয়ের বিশেষ চিহ্নও মালুম কত্তো পারা যায়। বেটা ছেলের অণ্ড হাতে ঠেকলে ত আর কোন সন্দই থাকে না।

বি। ভাল, আন্দাজে কেমন করে জানা যাবে যে, ছেলের মল-দুওরে হাত দিলাম কি মুখের মধ্যে হাত দিলাম? দুয়ের গড়নই ত প্রায় এক রকম।

ল। তা জান্‌বের উপায় আছে। মুখ দুওরের চেয়ে মল-মুওর যে ছোট। বিশেষ মুখের মধ্যে আঙুল দিলে জিব আর মাড়ি টের পাওয়া যাবে ত? এ ছাড়া মল-দুওরের মধ্যে আঙুল দেওয়ার চেষ্টা কল্যে আঙুল চেপে ধরবে। এখন বুঝত্যে পাল্লে ছেলের আগে পাছা বেরুলে হতে দিয়ে দেখে কেমন করে জান্তে হবে।

বি। হ্যাঁ, তা বেশ বুঝিছি। তার পর, আগে হাঁটু বেরুলে কেমন করে জান্‌বো।

ল। এও হাত দিয়ে দেখে ঠিক কত্যে হবে। হাত দিলিই হাঁটুর দুই পাশে ঢিপির মত দুখান বেশ গোল গোল হাড়, এই দুই ঢিপির মাঝ-খানে খোল, আর উরত ও পায়ের নলার সন্ধি (যোড়) বেশ মালুম করা যাবে। এই গুলো জান্তে পাল্যেই হাঁটু বেরিয়েছে জানা গেল। কেমন এই ত।

বি। তা সত্যি বটে। কিন্তু পায়ের গুড়মুড়ো, কুনো কি কাঁধের সঙ্গেও ত হাঁটু গোলমাল হয়ে যেতে পারে। আন্দাজে ঠিক করা বৈত না?

ল। তা পারে বটে। কিন্তু চিনে নেবার বেশ সংকেত আছে।

বি। সে সংকেতটা কি?

ল। তা বল্‌ছি। প্রথম গুড়মুড়ো ধর। হাঁটুর দুই পাশে দুট

ঢিবি আছে, কিন্তু গুড়মুড়োর একটা বৈত নেই। তার পর, কুনো ধর। বেশ ছুঁচলো মত একখান হাড় টের পাওয়া যায়। তার পর কাঁধ ধর। কাঁধে কেবল একটা ঢিবিই আছে। আর এই ঢিবি থেকে আস্তে আস্তে এ দিক ও দিক হাত দিয়ে দেখলে সুমুকে কণ্ঠার হাড়, আর পেছনে পাক্‌রোর হাড় টের পাওয়া যায়। এই গুলি ধরা পড়্‌লেই গোলমাল গেল কেমন ত?

বি। বাঃ চমৎকার সংকেত বলেছ। কিন্তু এ সব কাজে এ রকম জ্ঞান না থাক্‌লে ধাইগিরি করা মিছে। যে সংকেত ব'লে দিলে, এতে ছেলে মানুষেও যে বেশ বুঝতে পারে। যাক, তার পর বল, আগে পা বেরুলে কেমন ক'রে জানা যাবে?

ল; তা জান্‌বার বেশ উপায় আছে। হাত ছাড়া পায়ের সঙ্গে আর কোন অঙ্গের গোলমাল হওয়া সম্ভব নয়।

বি। আচ্ছা, সে গোলমাল কেমন করে মিটুতে হবে, তা ত জানা চাই।

ল। সে জন্য চিন্তা কি? তা তোমাকে এখনই ব'লে দিচ্ছি। এক এক ক'রে সব ধর।

১। পায়ের আঙুল গুলি বেশ সাজান, বড় আঙুল থেকে কড়ে আঙুল পর্য্যন্ত ক্রমে ছোট হয়ে এসেছে। কিন্তু হাতের আঙুলে সে রকম নয়, একটা ছোট একটা বড়।

২। পায়ের বুড়ো আঙুল ছোট চাট্যে আঙুলের ঠিক কাছেই থাকে। কিন্তু হাতের বুড়ো আঙুল সে রকম নয়, ঠিক তার বিপরীত বল্যেই হয়। অর্থাৎ হাতের বুড়ো আঙুল আর সব আঙুল থেকে অনেক তফাৎ আর এক সেরেও নয়, প্রায় সুমুকো সুমুকি বল্যেও বলা যায়।

৩। হাতের চেয়ে পা অনেক পুরু, আর পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকের ধারটা, কড়ে আঙুল যে দিকে আছে, তার চেয়ে অনেক মোটা আর গোল।

৪। পায়ের দ্বীপের মত হাতে কিছুই নেই। গুড়মুড়ো আঙুলের ঠিক্ বিপরীত দিকেই মালুম হয়। হাত যেমন বাহুর সঙ্গে এক স্নাতা, পায়ের নলা আর পায়ের পাতা সে রকম নয়। বিশেষ হাতের চেয়ে পা অনেক ভারি আর অত খোল ও নয়।

বি। বলি হারি যাই, কি সংকেতই শেখালে। তোমার গুণের কথা ব'লে শেষ করা যায় না।

ল। আগে যে যে সংকেত বল্যোম, তা ছাড়া আরো গোটাকতক চিহ্ন আছে, যাতে ক'রে ছেলের আগে হাঁটু কি পা বেরিয়েছে জানা যেতে পারে।

বি। তা যদি থাকে, তবে সে চিহ্ন কটা বল্‌ত্যে আর বাকী রাখ কেন? সবই ত এক এক করে বল্যে?

ল। তা শোনো বলছি। ব্যথা আরম্ভ হতেই পোয়াতির প্রসবের দুওরে হাত দিয়ে নিকটে যদি ছেলের গা না টের পাও, তা হ'লে আগে হাঁটু কি পা বেরবে এক জেনে রাখবে। আগে মাথা কি পাছা বেরুলে অমন হয় না।

বি। বল কি? এত বেশ সংকেত দেখছি? এ রকম সংস্কেত আর আছে না কি?

ল। আছে বৈ কি? হাঁটু কি পা আগে বেরুলে, যে থলির মধ্যে জল আর ছেলে থাকে, সেই থলিটের আকার বেশ লম্বা হয়। আগে পা বার হ'লে ত থলিটে খুবই লম্বা দেখায়। আর আগে মাথা বেরুলে ঐ থলি যেমন টান থাকে; পাছা হাঁটু, কি পা আগে বেরুলে সে রকম থাকে না, বেশী ঢিলে মালুম হয়। আর তোমাকে এর আগেই বলিছি* যে ছেলের মাথা নীচের দিকে থাকলে উপর-পেটে পোয়াতি ছেলে নড়া টের পায়। আর পা নীচে দিকে থাকল্যে ছেলে নড়াও নীচে দিকে টের পায়।

বি। তোমার সংকেত সব ফুরালো না কি? না আরও আছে?

ল। হাঁ, প্রায় সব বলিছি বটে। আর একটা বল্যেই হয়।

বি। আচ্ছা, তবে বল।

ল। তোমাকে এর আগেই বলিছি † যে, ছেলের আগে মাথা বেরুলে জল ভাংবের সময় একবারে সব জল বেরোয় না। জল ভাংবামাত্র মাথা এসে নামে, তাতেই খানিকটে জল বেরিয়েই আর বেরুতে পায় না। কিন্তু পাছা হাঁটু কি পা আগে বেরুলে, সে রকম ক'রে জল ভাঙে না।

* প্রথম ভাগের ৪৩র পৃষ্ঠা দেখ।

† প্রথম ভাগের ৪৩—৫৪র পৃষ্ঠা দেখ।

জল ভাংলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সব জল বেরিয়ে না আসে, ততক্ষণ জল ভাংতে থাকে। আর জলও অত হঠাৎ কি তেজে ভাঙে না। এখন বুঝ্‌লে ছেলের পাছা, হাঁটু কি পা আগে বেরুলে কেমন করে ঠিক করবে?

বি। হাঁ, তা বেশ বুঝিছি। এ রকম সোজা সংকেত বলে দিলে ছেলে মানুষেও যে সব ঠিক করে উঠ্‌তে পারে।

ল। ঠিক বলো ভাই। না বুঝে যেন বলো না যে, বুঝিছি।

বি। তা কি বলি? শিখতে পাল্যে তোমার উপকার না আমার উপকার? আচ্ছা, এবারে এ কথা জিজ্ঞেসা কচ্ছ্য কেন?

ল। তার কারণ আছে। আর বারে পোয়াতি খালাস করার বিষয় যা যা বলেছিলাম, সবই সোজা ছিল। এবারকার ব্যাপার বড় বাঁকা। ছেলের হাত পা আগে বেরুলে, পোয়াতি খালাস করা বড় শক্ত ধাইয়ের কর্ম্ম। তাতেই বল্‌ছি সব বিশেষ মনোযোগ ক'রে শুন্‌বে আর মনে করে রাখ্‌বে।

বি। মনে ক'রে রাখবো তা আবার বল্‌ছো। রাত দিনই ঐ ভাব্‌বো।

ল। তার পর, ছেলের পাছা, হাঁটু কি পা আগে বেরুলে, পোয়াতি কেমন ক'রে খালাস কত্ত্যে হবে তা শোন।

বি। বল, সেই ত আসল কথা।

ল। এ রকম পোয়াতি খালাস কত্ত্যে হ'লে পোরোটা বজায় রাখতে চেষ্টা পাওয়াই ধাইয়ের প্রধান কাজ। যতক্ষণ পার, পোরোর মধ্যে জল রাখ্‌তে চেষ্টা পাবে। হাঁটু কি পা আগে বেরুলে এরূপ চেষ্টা করার আরো বিশেষ দরকার বিবেচনা কত্ত্যে হবে।

বি। কেন গা, পোরোটা বজায় রাখবার জন্যে এবারে এত ক'রে বল্‌ছ কেন?

ল। কেন তা আবার জিজ্ঞেসা কচ্ছ্য? সব ভুলে গেলে না কি? মনে ক'রে দেখ দেখি, তোমাকে এর আগে * বলেছি কি না যে, পোরো-টাই বারে বারে যাওয়া আসা ক'রে জরায়ুর মুখ বেশ ফাঁক ক'রে দেয়।

বি। হাঁ, তা ত বলেছ বটে।

---

* ৩৭পৃষ্ঠা দেখ।

ল। তবে, আগে মাথা বেরুলেও যেখানে জরায়ুর মুখ খুল্‌বার জন্যে পোরোর দরকার হয়, সেখানে পাছা, হাঁটু কি আগে বেরুলে জল সুদ্ধ পোরোর দরকার হবে, তা আবার একবার ক’রে?

বি। তা সত্যি। মাথা অত শক্ত; গোল আর বড় হ’য়ে যেখানে জল-পোরা পোরোর সাহায্য না নিয়ে জরায়ুর মুখ খুল্‌তে পারে না, সেখানে জল-পোরা পোরোর অভাবে পাছা, হাঁটু কি পা কেমন করে জরায়ুর মুখ ফাঁক ক’রে দেবে?

ল। ঠিক্ বুঝেছ, আমার আর বুঝিয়ে দিতেও হ’ল না। তবে আর কি, এইটী বিশেষ করে মনে রাখ্‌তে চাও যে, ছেলের পাছা, হাঁটু কি পা আগে বেরুলে, খুব সাবধান হয়ে পোরোটা বজায় রাখতে হবে, আর জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণরূপে না খুল্যে জল ভাংতে দেওয়া হবে না। জল মোটেই না ভেঙে পোরো-শুদ্ধ ছেলে প্রসব কল্যে ত সুবিধের ওর নেই কিন্তু এ রকম ঘটা বড় সহজ নয়। প্রায়ই ঘটে না।

বি। আচ্ছা, ধাইয়ের প্রথম কায ত হ’ল পোরোটা বজায় রাখ্‌তে চেষ্টা পাওয়া। তার পর জল ভাংলে কি করবে?

ল। জল ভাংলে পর ছেলের নাই পর্য্যন্ত যতক্ষণ না বেরবে, ততক্ষণ ধাইয়ের কিছুই কর্ত্তে হবে না। কেবল প্রসবের দুওরের নীচেটায় হাত দিয়ে রাখ্‌বেঃ। সে জায়গায় চাড় না লাগে, এই জন্যে ছেলের অঙ্গ যেমন বেরুতে থাক্‌বে, পোয়াতির পেটের দিকে অম্‌নি উচু করে ধর্‌বে। নাড়া চাড়া যত কম কর্‌বে, ততই ভাল। শীঘ্র প্রসব করার চেষ্টা মোটেই করা হবে না।

বি। কেন?

ল। পা থেকে গলা পর্য্যন্ত সব শরীর বেরুতে বিলম্ব হ’লে মাথা সহজেই বেরোয়।

বি। সে কি রকম?

ল। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত শরীর ক্রমে মোটা হয়েছে কি না?

বি। হাঁ, তা হয়েছে বটে। পায়ের পাতার চেয়ে গোছ মোটা, পায়ের গোছের চেয়ে উরুত মোটা। উরুতের চেয়ে পাছা মোটা। পেটের চেয়ে বুক মোটা। এ কথা মানি বটে।

ল। তবেই দেখ, সরু থেকে ক্রমে মোটা অঙ্গ জরায়ুর মুখ দিয়ে

বেরুতে গেলে ও মুখ অবশ্যই বেশ খুলে

জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণরূপে খুল্যে মাথা ে এই নাড়ী দিয়ে ছেলের শরীরে

বল্‌তে হবে না। বেঁচে থাকে আর দিন দিন

বি। আমাকে আর কিছু বলতে হবে

পথ দিয়ে মাথা গলাতে পার্‌লে শরীর বার্ কত্যে মন জড়ানে মত। এই জন্যে ছেলের মাথা আগে বেরুলে শরীর সহজেই ক্ষেটো সরু, একটা হয় না। কিন্তু আগে শরীর বেরিয়ে মাথা বেরন শক্ত। আর পোয়াতি কষ্টও পায়। তাতেই পা থেকে গলা পর্য্যন্ত সব শরীর ক্র আর বিলম্বে বেরুলে ভাল হয়। এতে জরায়ুর মুখ খুল্‌বার সুবিধে হয়। আবার জরায়ুর মুখ খুল্যেই মাথা সহজেই বেরয়, কেমন এই ত আমাকে বলতে চাচ্ছিলে।

ল। আর সায় দেব কি? তোমার বুদ্ধি দেখে অবাক্ হলেম। এমন নৈলে শিখিয়ে সুখ নেই। কোন একটা শক্ত বিষয় উপস্থিত হ'লে বুঝিয়ে না দিতেই আগে থাক্তে বুঝে বসে থাকে। বলিহারি যাই ভাই, তোমার বুদ্ধির কথা কখনও ভুলব না।

বি। ভাল, তুমি যে বল্যে, যে যতক্ষণ ছেলের নাই পর্য্যন্ত না বেরবে, ততক্ষণ ধাইয়ের কিছুই কত্যে হবে না। কিন্তু নাই পর্য্যন্ত বেরুতে যদি বেশী বিলম্ব হয় ত কি করবে?

ল। বেশী বিলম্ব হ'লে শীঘ্র শীঘ্র যাতে ব্যথা আসে, তা কর্‌বে।

বি। কি কল্যে শীঘ্র শীঘ্র ব্যথা আস্‌বে?

ল। কেন, ইপেকার কথা ভুলে গেলি নাকি?

বি। তাই ত! ব্যথা প'ড়ে গেলে, কি কম পড়্‌লে এমন উপায় থাক্তে ত ভাবা উচিত নয়। আমি ত ভারি ভুলো দেখ্‌ছি।

ল। ভুলো হও তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু কাজের সময় ভুল্যেই প্যাঁচ।

বি। তা সত্যিই ত। জেনে শুনে কাজের সময় ভুল্যে আর শিখে রাখায় কি লাভ হ'ল? আচ্ছা, ...সুদ যদি সঙ্গে না থাকে ত ধাই কি কর্‌বে।

ল। তা বল্‌ছি। পা থেকে নাই পর্য্যন্ত এর মধ্যে পাছা বেরনই শক্ত। পা বেরিয়ে পাছা বেরুলেই নাই পর্য্যন্ত আপ্‌নিই বেরুল। তা বুঝ্‌তেই প্যাছ্যো।

ল। তবে, আগে মাথা বের
পোরোর দরকার হয়, সেখানে বেরিয়ে নাই পর্য্যন্ত বেরুতে গৌণ হ'লে পোরোর দরকার হবে, তা আব'

বি। তা সত্যি। মাপ্সল হাত দিয়ে ছেলের পাছা কেমন ক'রে বার জল-পোরা পোনে'
সেখানে জল-পের কুচকিতে একটা আঙুল বাদিয়ে এমনি ক'রে ক্রমে করা' যে, পাছা বেরিয়ে আস্‌বে, অথচ পোয়াতি কোন কষ্ট পাবে
।।

বি। কোন হাতের আঙুল বাদিয়ে টানবো?

ল। যে হাতে জুত পাও।

বি। কুচকিতে আঙুল বাদিয়ে টান দিলে পাছা কি বেরিয়ে আসে? আঙুলে কি এত জোর হয়?

ল। বল কি, আঙুলে কি কম জোর? জুত ক'রে কুচকিতে আঙুল বাদিয়ে টান্‌তে পাল্যে পাছা বেরিয়ে আস্‌বে তার আশ্চর্য্য কি।

বি। আচ্ছা, ছেলের পাছা বার কর্‌বের জন্যে কুচকিতে আঙুল দিয়ে যখন টান্‌বে, তখন পোয়াতির প্রসবের দুওরের নীচে হাত দিয়ে রাখতে হবে ত?

ল। হাঁ, তা ত হবেই। যেমন করিই কেন পোয়াতি খালাস কর না, ছেলে বেরবার সময় প্রসবের দুওরের নীচে হাত দিয়ে রাখ্‌তেই হবে। কখনও ভোলা হবে না।

বি। আচ্ছা, তার পর বল ছেলের নাই বেরুলে কি কর্‌বে?

ল। ছেলের নাই পর্য্যন্ত বেরুলেই ধাইয়ের একটু সাবধান হতে হবে।

বি। কেন গা, কেন?

ল। ছেলের নাই থেকে পোয়াতির পেটের ফুল পর্য্যন্ত একটা নাড়ী আছে জান?

বি। ও মা, তা জানিনে ত কি? এ যে না জানে, সে আবার কেমন পোয়াতি?

ল। যত দিন পর্য্যন্ত ছেলে পেটের মধ্যে থাকে, সেই নাড়ীতেই তার প্রাণ, তা জান?

বি। হাঁ, তা বেশ জানি।

ল। পোয়াতির পেটের ফুল থেকে এই নাড়ী দিয়ে ছেলের শরীরে রক্ত যাতায়াত করে। তাতেই ছেলে বেঁচে থাকে আর দিন দিন বাড়ে।

বি। আচ্ছা, নাড়ী ত দেখিছি একটা নয়। কেমন জড়ানে মত।

ল। নাড়ী ত একটা নয়ই বটে; তিনটে নাড়ী। দুটো সরু, একটা মোটা। সরু দুটো, মোটা নাড়ীতে জড়িয়ে থাকে।

বি। তিনটে নাড়ী থাকার কারণ কি?

ল। তা বল্‌ছি। সরু দুটো নাড়ী দিয়ে ছেলের শরীরের অপরিষ্কার রক্ত ফুলেতে যায়। আর ফুল থেকে পরিষ্কার রক্ত মোটা নাড়ীটে দিয়ে ছেলের শরীরে আসে।

বি। আচ্ছা, তবে এই রক্ত যাতায়াতের একটু এদিক ওদিক হ'লেই ত ছেলে মারা পড়্‌তে পারে?

ল। তা পারেই ত। আর তাতেই ত বলিছি যে, ছেলের নাই পর্য্যন্ত বেরুলে ধাইয়ের সাবধান হওয়া আবশ্যক। নৈলে নাই থেকে গলা পর্য্যন্ত বেরোবার সময় নাড়ীতে চাপন পেয়ে ছেলে মারা যেতে পারে।

বি। নাড়ীতে চাপন পাবে কেমন ক'রে।

ল। তা বল্‌ছি। জরায়ুর মুখ দিয়ে ছেলের শরীর বেরবার সময় কি কোন দিকে ফাঁক থাকে?

বি। নাঃ ফাঁক থাকা দূরে থাক, তার মধ্যে তখন আঙুল দেওয়াই দুষ্কর হয়।

ল। তবেই দেখ, পেট, বুক বেরবার সময় নাড়ীতে চাপন পায় কি না?

বি। হাঁ, তা বেশই চাপন পায়, দেখ্‌তেই পাওয়া যাছে। শুধু চাপন পাওয়া দূরে থাক, ছেলের নাই থেকে হাত দিয়ে নাড়ী চুঁচে নিলে যে রকম হয়, এতেও প্রায় সে রকম হ'তে পারে।

ল। হতে পারে কি? সাবধান না হ'লে অনেক জায়গায় হয়েও থাকে।

বি। আচ্ছা, নাড়ীতে চাপন না পায়, এমন কিছু উপায় আছে?

ল। উপায় আছে বৈ কি?

বি। সে উপায়টা কি বল দেখি শুনি?

ল। শোন, বলি। যেই দেখ্‌লে যে ছেলের নাই পর্য্যন্ত বেরুলে, অমনি এক ফের নাড়ী আস্তে আস্তে টেনে নেবে।

বি। নাড়ী অমন ক'রে টেনে নিলে কি হবে?

ল। নাড়ীতে চাপন পাওয়ার ভয় থাকবে না। কেন, তা আবার বল্‌তে হবে?

বি। না, তা আর বল্‌তে হবে না, বেশ বুঝিছি। নাড়ী গোট ক'রে নিলে তাতে চাপন পাবে কেমন ক'রে? ছেলের বুক পেটের সঙ্গে সমান না থাকলে ত চাপন পাবে না?

ল। হাঁ, তবে তুমি ঠিক বুঝেছ।

বি। তার পর কি করবে?

ল। তার পর দেখ্‌তে হবে, কোন জায়গায় নাড়ী গোট ক'রে রাখলে মোটেই চাপ পাবে না।

বি। এমন জায়গা আছে না কি?

ল। আছে বৈ কি?

বি। কোথায়?

ল। কোথায় ত বল্‌ছি। পোয়াতির জন্মকাটের ভিতর দিকে পিটের দাঁড়ায় একটা হাড় আছে। জরায়ুর মধ্যে হাত দিয়ে হাড় খানা মালুম করা যায়। দুই হাড়ের দুই দিকে জন্মকাটের গায় লম্বা মত খোল আছে। এই খোলও জরায়ু থেকে টের পাওয়া যায়। এই দুই খোলের মধ্যে যেটায় সুবিধে হয়, নাড়ীটে গোট করে রাখ্‌তে হবে। তা হ'লে আর নাড়ীতে চাপ পাবার কোন ভয়ই থাকবে না।

বি। অমন জায়গায় যে নাড়ী রাখ্‌তে বলো, তার ঠিক পাব কেমন ক'রে?

ল। কেন, তা ঠিক করা বড় শক্ত নয়। জরায়ুর ডান্ পাশে, কি বাঁ পাশে নাড়ী গোট ক'রে থুলেই এক জায়গায় রাখা হ'ল কেবল একটু উপরের দিকে থুতে হবে।

বি। উপরের দিকে কি রকম?

ল। উপরের দিকে বল্‌ছি এই যে, জরায়ুর মুখের মধ্যে হাত দিয়েই অমনি ডান পাশে কি বাঁ পাশে নাড়ী গোট ক'রে না থুয়ে খানিক দূর

হাত চালিয়ে দিয়ে ডান পাশে কি বাঁ পাশে রাখ্‌লেই হ'ল। এখন বেশ বুঝ্‌তে পাল্যে ?

বি। হাঁ, বেশ বুঝিছি, আর বল্‌তে হবে না। তার পর কি কর্‌বে ?

ল। বলি। ছেলে হবার সময় নাড়ীতে কখনও হাত দিয়ে দেখেছ ?

বি। দেখিছি। দুটী আঙুল দিয়ে আস্তে টীপে ধরে দেখলে বোধ হয় যেন দুই আঙুলের মধ্যে কি দব্‌ দব্‌ কচ্ছে।

ল। কেন দব্‌ দব্‌ করে তা জান ?

বি। ওর মধ্যে দিয়ে রক্ত চলাচল করে বলেই বোধ করি অমন দব্‌ দব্‌ করে।

ল। ঠিক বলেছ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী ঐ রকম দব্‌ দব্‌ করবে, ততক্ষণ কোন ভয় নেই। আর ধাইয়েরও কিছুই কত্যে হবে না।

বি। বল কি ? তবে ত এটী বেশ সংকেত দেখছি।

ল। বেশ সংকেত না ত কি। ছেলের নাই পর্য্যন্ত বেরুলে নাড়ীতে চাপন না লাগে, এমন উপায় ক'রে, ধাই পোয়াতির কাছে চুপ ক'রে বসে থাক্‌বে। কেবল বারে বারে তাকে এই দেখ্‌তে হবে যে, নাড়ী দিয়ে রক্ত চলাচল কচ্ছে কি না। হাত দিলেই তা টের পাওয়া যাবে। নাড়ীতে চাপন না লাগে এমন উপায় কি, মনে আছে ত ?

বি। বল কি ? এই মাত্র যে কথা এত ক'রে ব'লে দিলে, কোন্ লজ্জায় তা ভুলবো ? তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী বেশ দব্‌ দব্‌ কর্‌বে ততক্ষণ ধাইয়ের কিছু কত্যে হবে না।

ল। না, কিছুই না। কেবল বারে বারে দেখ্‌বে যে নাড়ী দব্‌ দব্‌ কচ্ছে কি না। আর এও দেখ্‌তে হবে যে, নাড়ীর দব-দবানি ক্রমে কমে আস্‌ছে কি না ?

বি। ঠিক বলেছ। দুই-ই দেখ্‌তে হবে। নাড়ী দব্‌ দব্‌ কচ্ছে কি না জানা চাই-ই। এ ছাড়া নাড়ীর দব-দবানি ক্রমে কমে আস্‌ছে কি না, তাও জানা ভারি আবশ্যক। কেন না এ রকম ঘট্‌লেই জানা গেল যে শীঘ্র পোয়াতি খালাস না কল্যে ছেলেটী মারা পড়্‌বে।

ল। বাঃ বেশ বুঝেছ। অমন নৈলে কি শিখিয়ে সুখ আছে ? যা পরে বল্‌বো তা আগে বুঝে বসে থাক।

বি। আচ্ছা, ছেলের নাই পর্য্যন্ত বেরুলে পোয়াতি খালাস করা ত খুব সুবিধে দেখ্‌ছি ?

ল। কি রকম ?

বি। পা ধরে টান্‌লেই ত ছেলে বেরিয়ে আসে।

ল। আ সর্ব্বনাশ! ও কথা মনে ও করো না।

বি। কেন, তাতে দোষ কি ?

ল। দোষ কি বল্‌ছো, শোন। পা ধরে টান্‌লে এমন হতে পারে যে, ছেলের বুকের উপর তার বাউ আর হাত যেমন ক'রে থাকে তা ফস্‌কে গিয়ে মাথার দু পাশে কি পেছনে গিয়ে পড়্‌তে পারে।

বি। পড়্‌লেই বা, তাতে ক্ষতি কি ?

ল। ক্ষতি একটু আধটু নয়। ছেলেটি মারা পড়তে পারে।

বি। কেমন করে ?

ল। আগে পা বেরিয়ে শেষে ছেলের শুধু মাথা বেরনই কঠিন। তাতে আবার মাথার সঙ্গে বাউ কি হাত বেরুতে হ'লে পোয়াতি মোটে খালাসই হতে পারে না। যদিও বা যোগে যন্ত্রে খালাস হয়, ছেলেটা জীয়ন্ত বেরোয় না।

বি। ওঃ তবে ত পা ধরে টানা বড় ভয়ানকই বটে। আচ্ছা, মাথার দু পাশে যে হাত যায় বলে, সে কি রকম বড় একটা বুঝতে পালেম না।

ল। কেন, তা বুঝা আর শক্তটা কি ? উচুদিকে হাত ক'রে আলিসে ছাড়লে যে রকম মাথায় দু পাশে হাত যায়, এও ঠিক্ সেই রকম জেনো।

বি। হাঁ, এখন বেশ বুঝ্‌লাম। তার পর এই মাত্র যে বল্যে যে, ছেলের বুকের উপরে তার বাউ আর হাত যেমন ক'রে থাকে, তা ফস্‌কে গিয়ে মাথার দু পাশে কি পেছনে গিয়ে পড়তে পারে। ভাল, ছেলের বুকের উপরে বাউ আর হাত কেমন ক'রে থাকে ?

ল। বেশ কথা জিজ্ঞাসা করেছ। সেটা জেনে রাখা ভাল বটে। বড় শীতের সময় গা আড়ুল করে যেতে হ'লে, আমরা যেমন বুকে হাত দিয়ে যাই, জরায়ুর মধ্যে ছেলে ও সেই রকম ক'রে বুকে হাত দিয়ে থাকে। বুঝ্‌লে ত ? (৪র্থ চিত্র দেখ)।

বি। বেশ বুঝিছি। এমন দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিলে আর বুঝ্‌তে পারবো না ?

ল। তা হ'লেই ভাল।

বি। তার পর এখন কি কর্‌বে? ছেলের নাই পর্য্যন্ত বেরুলে নাড়ীতে চাপন না পায়, এমন উপায় ক'রে তার পর ধাইতে কি কর্‌বে?

ল। ছেলের বুক বেরবার সময় হাত দিয়ে দেখ্‌তে হবে যে, তার বুকের উপর বাউ আর হাত যেমন করে থাকে, সেই রকম আছে কি না?

বি। সে আবার কি? বুকের উপর ছাড়া আর কথায় হাত থাক্‌বে?

ল। কেন, মাথার দু পাশেও যে কখন কখন বাউ আর হাত থাকে?

বি। বল কি? মাথার দু পাশে বাউ আর হাত থাকা ত ভাল নয়?

ল। নয়ই ত, তাতে ছেলের মাথা বেরুতে পারে না।

বি। আচ্ছা, এ রকম হ'লে তবে তার উপায় কি?

ল। উপায় বেশ আছে। মাথার দু পাশ থেকে বাউ আর হাত নামিয়ে নিয়ে আস্‌তে হবে।

বি। কি রকম করে নামিয়ে আন্‌বে?

ল। খুব আস্তে আর কৌশলে নামিয়ে আনা চাই। হাত দিয়ে দেখে যদি জান্‌তে পালো যে, ছেলের বুকের উপর তার বাউ আর হাত নেই, তা হ'লে তার মাথার দুপাশে হাত দিয়ে দেখ্‌বে। মাথার দু পাশে বাউ আর হাত আছে টের পেলে, নিকটের হাত খান আগে নামিয়ে আন্‌বে। তার পর অন্য খান।

বি। হাত দিয়ে টেনে বরাবর নীচের দিকে নামাতে হবে না কি?

ল। আ সর্ব্বনাশ! তা করা হবে না।

বি। কেন?

ল। অমন ক'রে একবার বরাবর নীচে দিকে টান্‌লে ছেলের হাত ভেঙে যেতে পারে। আর এই রকম ক'রে অনেক ছেলের হাত ভেঙেছেও বটে!

বি। তবে কি রকম ক'রে হাত নামিয়ে নিয়ে আস্‌বে?

ল। তা বল্‌ছি, শোন। বাউ আর হাতের নলার যোড়ের একটু উপরে, একটা কি দুটো আঙুল দিয়ে বেশ জুত ক'রে ধ'রে, ছেলের মুখ আর বুকের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে হাত শরীরের দু পাশে আন্‌লিই হ'ল। এতে ছেলের কোনও কষ্ট হবে না। বুঝ্‌লে ত?

বি। হাঁ, বেশ বুঝিছি। আচ্ছা, দু খান হাত কি একে একে নামিয়ে আন্‌তে হবে?

ল। একে একে বৈ কি? আগে নিকটের খানা, তার পর দূরের খানা।

বি। ভাল, বুক বেরবার সময় হাত দিয়ে দেখে যদি টের পেলে যে, বুকের উপর বাউ আর হাত যেমন থেকে থেকে, সেই রকম আছে, তা হ'লে কি কিছু কত্তো হবে?

ল। না, তা হ'লে কিছুই কত্তো হবে না। বুক বেরবার সময় আপনিই সরে দু পাশে পড়্‌বে।

বি। তার পর কি কর্‌বে?

ল। তার পর, ছেলের কাঁধ বেরবার সময় পোয়াতির প্রসবের দুও-রের নীচেটায় হাত দিয়ে রাখতে হবে। কাঁধ বেরুলিই শক্ত ব্যাপার এসে উপস্থিত হ'ল।

বি। কি রকম?

ল। পা থেকে গলা পর্য্যন্ত সব শরীর বেরিয়ে শুধু মাথা বেরণ সহজ নয়। আগে মাথা বেরুলে সব শরীরটে জরায়ুর মধ্যে থাকে। সেই জন্যে জরায়ুর কাযের ব্যাঘাত প্রায়ই ঘটে না।

বি। জরায়ুর আবার কাযটা কি?

ল। আ সর্ব্বনাশ! জরায়ুর নাকি আবার কাজ কি? ছেলেকে শরীরের মধ্যে রাখাও জরায়ুর কায, আর বার ক'রে দেওয়াও জরায়ুর কায এই যে বলে অমুক পোয়াতির ব্যথা হয়েছে, কি ব্যথা আস্‌ছে, কি ব্যথা প'ড়ে গিয়েছে, তার অর্থ কি?

বি। তা ত বলতে পারি না। ব্যথা না ব্যথা। ওর আবার কি অর্থ তা কেমন ক'রে জান্‌বো। ব্যথার তবে মানে কি গা?

ল। জরায়ুর সংকোচন ব্যথা বলে।

বি। বাঃ বেশ বুঝিয়ে দিলে দেখ্‌ছি! ব্যথা বলাতেও বা যা কিছু বুঝ্‌তে পেয়েছিলাম, এ বারে ত কিছুই পার্‌লেম না। সংকোচনের অর্থ কি?

ল। সংকোচনের অর্থ কোঁকড়ান বা জড়সড় হওয়া। জোঁককে কখনও মাটিতে হাঁটিতে দেখেছ?

বি। ওমা, তা দেখিছি বৈ কি! হাঁটবার সময় ত প্রকাণ্ড লম্বা হ'য়ে হাঁটে। তার পর, হাত দিয়ে কি কাটি দিয়ে নাড়লে পরে একটু খানি হয়ে যায়।

ল। এই যে লম্বা থেকে একটু খানি হয়ে যাওয়া, একেই সংকোচন বলে।

বি। বটে! তবে সংকোচনের অর্থ বেশ বুঝতে পেরেছি। এখন জরায়ুর সংকোচন কি রকম, বুঝিয়ে দিলে আর কোন গোলমাল থাকবে না।

ল। তা বেশ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। জরায়ু একটা মাংসের পোরো। এই মাংসের পোরোর এমনি আশ্চর্য্য শক্তি যে, আবশ্যক মতে বাড়ে ও কমে।

বি। আবশ্যক মতে বাড়া কমা কি রকম?

ল। তা নয়। যখন গর্ভ হয়, তখন জরায়ুর আকার অতি ছোট। তার পর গর্ভ হ'লে ক্রমেই বাড়তে থাকে। শেষে পূরো ন মাসে তার আকার অতি প্রকাণ্ড হয়। আবার খালাস হবা মাত্রই একবারে ছোট হয়ে গিয়ে আঁতুড়ে ছেলের মাথা যত বড়, প্রায় তত বড় হয়। তার পর ক্রমে কমতে কমতে প্রায় সাবেক মত হয়ে যায়। তবেই আবশ্যক মতে কমা বাড়া হ'ল না?

বি। হাঁ, তা হ'ল বৈ কি?

ল। তার পর জরায়ুর সংকোচন কি রকম বলি শোন।

বি। হাঁ হাঁ বল, সেইটী জানাইত বেশী আবশ্যক হচ্ছে।

ল। খালাস হবার দিন ঘুনিয়ে এলে, ছেলে বার করে দেবার জন্যে জরায়ু চেষ্টা পায়। জরায়ু জল-পোরা পোরো সুদ্ধ ছেলের উপর চাপ দেয় যখন এই রকম ক'রে চাপ দেয়; তখনি ব্যথা আসে। ব্যথা একটু খানি থেকেই ভাল হয়ে যায়। তার পর, একটু পরেই আবার আসে। এই রকম ক'রে বারে বারে ব্যথা আসে আর যায়। বারে বারে চাপ পেয়ে পোরোর খানিকটে, জরায়ুর মুখের মধ্যে গিয়া সেঁদোয়। এর খানিক পরেই পোরোটা ছিঁড়ে গিয়ে জল ভাঙ্গে। জল ভাংলেই মাথা এসে নামে। তার পর, মাথা বেরুলে সমুদায় শরীরটে জরায়ুর মধ্যে থাকে। শেষে জরায়ু চাপ পেতে পেতে ছেলের কাঁধ, বুক, পেট, পাছা প্রভৃতি ক'রে সমুদায় শরীর ক্রমে বেরিয়ে আসে। তবেই

দেখ, জরায়ু কোঁকড় সোঁকড় হয়ে বারে বারে চাপ না দিলে ছেলে বিরিয়ে আস্‌তে পারে না। জরায়ুর কায কি এখন বুঝতে পাল্যে ?

বি। হাঁ, এখন বেশ বুঝতে পারলেম।

ল। ছেলের আগে মাথা বেরুলে সমুদায় শরীরটে জরায়ুর মধ্যে থাকে। কাযে কাযেই জরায়ু পোরা থাকে বলেই হয়। সেই জন্যে জরায়ুর কাজের কোন ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না। জড়সড় হয়ে বারে বারে চাপ দিলেই ছেলের শরীর বেরিয়ে আসে। কিন্তু আগে পা বেরিয়ে গলা পর্য্যন্ত সমুদায় শরীর বেরুলে কেবল মাথাটি মাত্র জরায়ুর মধ্যে থাকে। কাযে কাযেই জরায়ু খালি হয়ে যায় বল্যেই হয়। তবেই দেখ জরায়ু জড় সড় হয়ে আর কার উপর চাপ দেবে ?

বি ! ঠিক কথা বলেছ। এই জন্যেই পা থেকে গলা পর্য্যন্ত বেরিয়ে মাথা বেরণ সোজা নয় বলে বটে ?

ল। হাঁ, তা না ত কি ? পা থেকে গলা পর্য্যন্ত বেরিয়ে শুধু মাথাটী জরায়ুর মধ্যে থাক্‌লে জরায়ুর কাযের কি রকম ব্যাঘাত হয়, এখন বুঝতে পেরেছ ত ?

বি। বেশ বুঝতে পেরেছি। আর বলতে হবে না। তার পর বল, পা থেকে গলা পর্য্যন্ত সমুদায় বেরিয়ে মাথা বেরণ যেখানে এত কঠিন, সেখানে ছেলে ত মারা পড়তে পারে ?

ল। মারা পড়তে পারে কি ! মাথা বেরুতে বেশী দেরী হ'লে ত মারা পড়েই।

বি। হাঁ গা, তবে কি কর্‌তে হবে বেশ করে বল না গা ?

ল। তা শোন বেশ করে বলছি। তুমি যে ভাবছ যে, পা থেকে গলা পর্য্যন্ত বেরুলেই, ছেলে মারা পড়বে বলে তাড়াতাড়ি মাথা বার কর্ত্যে হবে তা নয়।

বি। তবে কি ?

ল। গলা পর্য্যন্ত বেরুলে শীঘ্র ছেলের মাথা বেরণ আবশ্যক এটা মনে থাকা চাই। কিন্তু তাই বলে তাড়াতাড়ি করা হবে না। ছেলে হাঁপাচ্ছে কি না, কেবল এইটীই দেখ্‌তে হব। ছেলে হাঁপিয়েছে এমন কোন লক্ষণ টের না পেলে ধাইয়ে কিছুই কর্ত্যে হবে না। একটু পরে মাথা আপ্পিই বেরিয়ে আস্‌বে।

বি। মাথা জুরায়ুর মধ্যে থাক্‌লে ছেলে হাঁপিয়েছে কি না, কি লক্ষণ দেখে তা জান্তে পার্‌বে?

ল। কেন? যদি দেখ, যে নাড়ীর দব্‌দবানি ক্রমে কমে আস্‌ছে, আর ছেলেও থেকে থেকে খাবি খাওয়ার মত ক'রে নড়ে উঠ্‌ছে, তা হ'লেই ঠিক্ করবে যে ছেলে হাঁপিয়েছে।

বি। হাঁ, এ বেশ সংকেত বটে। আচ্ছা, এ রকম চিহ্ন টের পেলে কি করবো?

ল। আর দেরি না করে, তখনি হাত দিয়ে ছেলের মাথা বার করবো। নৈলে ছেলে মারা যাবে।

বি। হাত দিয়ে কি রকম ক'রে মাথা বার করবো। ছেলের কাঁধের উপর ভর দিয়ে টান দিলে মাথা বেরিয়ে আসে না?

ল। আ সর্ব্বনাশ! ও কথা মনেও করো না। ও কল্যে গলায় টান প'ড়ে, ছেলেটী অমনি তখনি মারা যাবে।

বি। তবে কি করবো?

ল। বাঁ হাতের একটা কি দুটো আঙুল ছেলের মুখের মধ্যে বাদিয়ে দিয়ে পোয়াতির প্রসবের দুওরের নীচের সাম্‌নাসাম্‌নি টান দেবে, আর ডান হাতের একটা কি দুটো আঙুল দিয়ে ঘাড়ের উপরটা একটু ঠেলে দেবে?

বি। ও কল্যে কি হবে?

ল। তা বল্‌ছি। মুখের কথা যে ফুরুতে দেও না দেখি; ও রকম না ক'রে, শুধু টান দিলে ত মাথা বেরিয়ে আস্‌বে না।

বি। কেন?

ল। কোন আঁটো দুওর দিয়ে একটা জিনিষ বার কর্‌তে হ'লে, কি রকম ক'রে সেটা বার করবে?

বি। ফিরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌বো কেমন ক'রে বার কল্যে সহজে বেরিয়ে আসে। তার পর, সেই মত বার ক'রে ফেল্‌বো।

ল। তবে আর কি। আমিও ত এতক্ষণ তাই বল্‌ছিলাম। বাঁ হাতের একটা কি দুটো আঙুল ছেলের মুখের মধ্যে দিয়ে নীচের মাড়ীতে বাদিয়ে পোয়াতির প্রসবের দুওরের সাম্‌নাসাম্‌নি টান দিলে, আর সেই সময় ডান হাতের একটা কি দুটো আঙুল দিয়ে ঘাড়ের উপরটা একটু ঠেলে

দিলে মাথাটী এম্‌নি বাগিয়ে রাখা হয় যে, ডান হাত আর বাঁ হাত ছেলের ঘাড়ের উপর আর মুখের মধ্যে যেমন আছে অমনি কোলের দিকে অল্প টান দিলেই মাথা বেরিয়ে আস্‌বে, ছেলের কি পোয়াতির কারো কষ্ট হবে না। এখন বুঝ্‌লে ত?

বি। হাঁ, বেশ বুঝিছি. তবু তুমি একবার একে বেশ ক'রে দেখিয়ে দেও?

ল। এই দেখ (৮ম চিত্র)।

৮ম চিত্র।

ছেলের পা আগে বেরুলে এই রকম ক'রে মাথা বার কত্তে হয়।

বি। বাঃ এখন বেশ বুঝ্‌তে পাল্যেম।

ল। তবে আর কি? ছেলের পা আগে বেরুলে এই রকম ক'রে পোয়াতি খালাস কর্‌বে।

বি। পোয়াতি খালাস হ'লে কি করা যাবে?

ল। কেন? মোহিনী খালাস হ'লে যেমন যেমন করেছিলে, এখানেও সেই রকম কর্‌বে। তার কিছু তফাৎ করা হবে না।

বি। আচ্ছা, যদি দেখ্‌লে যে ছেলে হাঁপিয়েছে, তা হ'লে কি কর্‌বে?

ল। কেন, ভুলে গেলি নাকি? মোহিনীর খোকা হবার সময় ত সব জেনে শুনে নিয়েছো।

বি। হাঁ, হাঁ, বলেছ বটে আর বলতে হবে না।

ল। পা আগে বেরুলে মাথা বেরুতে কিছু দেরি হয় ব'লে ছেলে প্রায়ই হাঁপিয়ে থাকে। এই জন্যে ছেলে বাঁচাবার উপায় হিম জল আর গরম জল, আলাদা আলাদ পাত্রে ক'রে আগে থাকৃতে আঁতুড় ঘরে অবশ্য অবশ্য রাখা চাই।

বি। আচ্ছা, হিম জল আর গরম জল আলাদা আলাদা পাত্রে ক'রে ত সকল আঁতুড় ঘরেই আগে থাক্তে রাখা চাই?

ল। হাঁ, তা চাই-ই ত। তবু এখন সেটা বিশেষ ক'রে মনে ক'রে দিলাম। কেন না, আগে পা বেরুলে ছেলে প্রায়ই হাঁপিয়ে থাকে। লোকে বলে "সাবধানের বিনাশ নাই" শুনেছই ত।

বি। হাঁ, তার আর ভুল কি? মনে ক'রে দিলে বেশ কল্যে। তোমার কাছে কি কিছুর ত্রুটি হবার যো আছে? আচ্ছা, ছেলের আগে পা বেরুলে যেমন যেমন বল্যে, ঠিক ঐ রকম ক'রে যেন পোয়াতি খালাস ক্যত্য হবে জান্‌লেম, কিন্তু পাছা কি হাঁটু আগে বেরুলে কি করা যাবে?

ল। কেন, পোয়াতি খালাস করার উপায় তিনেতেই এক, এর আগে কি তোমাকে বলিনি?

বি। তা বলেছ বটে? কিন্তু কেমন ক'রে ঠিক হবে?

ল। কেন?

বি। ছেলের আগে পা বেরুলে, পায়ের গোছ, হাঁটু, উরত, পাছা, পেট, বুক, গলা, মাথা ক্রমেতে ক'রে সব সহজে বেরিয়ে আসে। কিন্তু পাছা কি হাঁটু আগে বেরুলে ছেলের পা বেরবে কেমন ক'রে? পা না বেরুলে ত আর পেট, বুক প্রভৃতি বেরুতে পার্‌বে না।

ল। হাঁ, এ কথা মানি বটে। পাছা কি হাঁটু আগে বেরুলে পো-আতি খালাস করার উপায় প্রথমটায় একটু ভিন্ন রকম, সত্যি বটে।

বি। আমিও ত সেই তফাৎ টুকু কি জান্‌বের জন্তে বারে বারে তোমাকে সুধুচ্ছি।

ল। আচ্ছা, তবে শোন, বলি। পাছা কি হাঁটু আগে বেরুলে পা

বেরবে কেমন ক'রে, এ মনে ভেবে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। বার কতক ব্যথা এলেই পা দু খান আপনিই সড়াৎ ক'রে সরে বেরিয়ে পড়ে। বেরুলেই সোজা ব্যাপার এসে পড়্‌লো।

বি। আচ্ছা কি হাঁটু আগে বেরুলে পা বা'র কর্‌বের জন্যে তবে ধাইয়ের কিছু কত্তে হবে না।

ল। না, কিছুই কত্তে হবে না। পা আপনিই বেরবে।

বি। তবে পোয়াতি খালাস করার উপায় তিনেতেই এক বৈ আর কি বলা যাবে?

ল। তা একই ত। আর আমিও তোমাকে বরাবর তাই ব'লে আস্‌ছি। যাক্, আর শোন। পাছা আগে বেরুলে ধড় বেরুতে কিছু দেরি হয়। কিন্তু মাথা শীঘ্রই বেরোয়।

বি। আচ্ছা, মাথা শীঘ্র বেরোণ ত ভাল?

ল। তা ভালই ত মাথা শীঘ্র বেরোয় ব'লেই ত পাছা আগে বেরুলে ছেলে মারা যাবার বড় একটা ভয় থাকে না।

বি। হাঁটু কি পা আগে বেরুলে তবে কিছু ভয় আছে না কি?

ল। হাঁ, আগে পাছা বেরণর চেয়ে এতে কিছু শঙ্কা আছে বটে।

বি। কেন?

ল। হাঁটু কি পা আগে বেরুলে ছেলের কাঁধ আর মাথা বেরুতে প্রায়ই দেরি হয়ে থাকে। এই জন্যে বল্‌ছি যে, এতে ছেলে পিলে বেশী কষ্ট পায় আর মারাও পড়ে। তার সাক্ষী কেন দেখ না, পাছা আগে বেরুলে তিনটী ছেলের মধ্যে একটী মরে। আরও হাঁটু কি পা আগে বেরুলে দুটীর মধ্যে একটী মরে।

বি। আ সর্ব্বনাশ! তবে ত আগে পাছা বেরণ অনেক ভাল বল্‌তে হবে?

ল। তা ভাল বৈ কি!

বি। আহা! ঠাকুর করেন সকল পোয়াতিরই ছেলের যেন মাথা আগে বেরোয়, আর যে ছেলের মাথা আগে না বেরবে, তার যেন পাছা আগে বেরোয়; তা হ'লে মন্দর ভাল কি না?

ল। হাঁ, তার আর ভুল কি? তা অনেক ছেলের পাছাই আগে বেরোয়। এর সঙ্গে তুলনা কত্তে গেলে হাঁটু কি পা আগে বেরণ অনেক

কম। তবে আর কি, ছেলের পাছা, হাঁটু কি পা আগে বেরুলে পোয়াতি কি রকম ক'রে খালাস কত্তো হয়, এখন শিখ্‌লে ত ?

বি। হাঁ, বেশ শিখিছি।

দ্বিতীয় সর্গ

শিশুর হাত অগ্রে বাহির হইলে কি কর্ত্তব্য।

বিনোদিনী। কি গা, এত বেলায় কি খবর ?

লক্ষ্মী। খবর মন্দ নয়।

বি। খাওয়া দাওয়া হয়েছে ত ?

ল। এত বেলায় আর তোমার কাছে না খেয়ে এসিছি ?

বি। আমি ও ত তাই বলি।

ল। তোমার এখন অবকাশ আছে ?

বি। কেন গা ?

ল। চাটুয্যেদের বাড়ীতে একবার যেতে পার্‌বে ?

বি। চাটুয্যেদের বাড়ীতে কি গা ?

ল। তাদের ছোট বৌকে খালাস কত্তো যাচ্ছি।

বি। ছোট বৌয়ের ব্যথা হ'ল কখন ?

ল। বিস্তর ক্ষণ নয়। এই মাত্র তাদের চাকরাণী আমাকে আন্‌তে গিইছিল।

বি। পোয়াতি দেখ্‌লে নাকি ?

ল। হাঁ, এই দেখে আস্‌ছি। পোয়াতির লক্ষণ বড় ভাল দেখ্‌লাম না।

বি। কি রকম ?

ল। তার ছেলের হাত আগে বেরিয়েছে।

বি। আ সর্ব্বনাশ! হাত আগে বেরণ ত সহজ ব্যাপার নয় ?

ল। তা নয়ই ত।

বি। আমাকে কেন সেখানে নিয়ে চল না ?

ল। আমি পোয়াতি ছেড়ে তবে তোমার কাছে কি কত্যে এসেছি? তোমাকে আমাদের ব্যবসা শিখিয়ে আর কাজ। আর দেরি করো না? এস, আমার সঙ্গে এস।

বি। চল।

(চাটুয্যেদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া উভয়ে সূতিকাগারে প্রবেশ)। কৈ দেখি, ছেলের আগে কেমন হাত বেরিয়েছে? (পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া) ওমা, তাইত! (লক্ষ্মীর প্রতি) হাঁগা, তবে কি হবে?

ল। ভয় কি, পোয়াতি এখনি খালাস কচ্ছি।

বি। ওগো, তোমার কল্যেণে তা হ'লে যে বাঁচি। অমন বৌ আর হবে না। আচ্ছা, ছেলের যে আগে হাত বেরোয়, তার কি কোন কারণ আছে নাকি?

ল। কারণ আছে বৈ কি?

বি। কারণটা কি?

ল। কারণ কি আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছো? তুমি এত ভুলো কেন? মনে ক'রে দেখ দেখি, আগে হাত পা বেরোবার কারণ এর আগে তোমায় বলিছি কি না?

বি। হাঁ হাঁ, বলেছ বটে। কতক কতক যেন মনে পড়্‌ছে।

ল। কতক কতক মনে পড়ার কর্ম্ম নয়। আর একবার তবে ভাল করে শোন।

বি। তা বল শুনি। কিন্তু তাই ব'লে এ মনে ভেবো না যে, তুমি আমাকে যা যা শিখিয়েছ, তা ভুলে গিইছি। পাছে ভুলি, এই ভয়ে তোমার উপদেশ গুলি সব একখানি বৈতে লিখে রেখেছি।

ল। সত্যি নাকি? কোন বিষয় শিখ্‌তে গেলে এই রকম মনোযোগেই চাই বটে। তার পর শোন। (১) পেটে ছেলে মরে গেলে পর তার হাত প্রায়ই আগে বেরোয়। (২) গর্ভাবস্থায় কোন কারণে জরায়ু যদি তেরচা হয়ে যায়, তা হ'লে ছেলের হাত প্রায়ই আগে বেরোয়।

বি। জরায়ু তেরচা হয়ে যাওয়া কি রকম?

ল। গর্ভাবস্থায় পোয়াতি প'ড়ে গিয়ে কি অন্য কোন রকমে পেটে যদি আঘাত লাগে, তা হলে জরায়ু ঠিক জায়গায় না থেকে নড়ে এক পেশে হয়ে যায়।

বি। গর্ভাবস্থায় তবে পেটে আঘাত টাঘাত লাগা ত বড় ভয়ানক দেখ্‌ছি!

ল। তা ভয়ানকই ত। তার পর শোন। পাছায় তিন খান হাড় আছে জান?

বি। তিন খান কৈ?

ল। কেন, জন্মকাট একখান, আর দু পাশে দু খান।

বি। (লক্ষ্মী হাত দিয়ে দেখাইলে পর) তাই ত, তিন খান হাড়ইত হ্যাঁ।

ল। এই তিন খান হাড় এমনি জুত করে জোড়া দেওয়া যে, তাতে ঠিক্ একটা খোল তয়ের হয়েছে। (শেষ পৃষ্ঠা দেখ)। এই খোলের মধ্যে জরায়ু থাকে। (৩) এই খোলের উপরকার মুখ আঁটো হ'লে ছেলের হাত প্রায়ই আগে বেরোয়। (৪) জল-পোরা পোরো সুদ্ধ ছেলের উপর জরায়ু যদি বেশী চাপ দেয়, তা হলে ছেলের হাত প্রায়ই আগে বেরোয়; অর্থাৎ অত্যন্ত ব্যথা হওয়াটা ভাল নয়। (৫) যমক ছেলে হ'লে প্রায়ই একটীর মাথা আগে বেরোয়, আর একটীর হাত আগে বেরোয়, কখন কখন দুটীরই হাত আগে বেরোয়। (৬) পেটের মধ্যে ছেলে অত্যন্ত ন'ড়ে বেড়ালে তার হাত প্রায়ই আগে বেরোয়। ছেলের হাত আগে-বেরণর এই কটী প্রধান কারণ জেনে রেখো।

বি। ছেলের হাত আগে বেরণর কারণ গুলি ত সব এক এক করে বল্যে। তার পর এখন ছোট বৌকে শীঘ্র খালাস ক'রে দেও দেখি।

ল। খালাস করে এখনিই দিচ্ছি। তুমি বসে দেখ না। ছেলের হাত আগে বেরুলে ধাইয়ের প্রধান কাজ হচ্ছে জল ভাংতে না দেওয়া।

বি। কি কল্যে জল ভাংবে না, সেটা তবে আগে বল।

ল। তা বল্‌ছি শোন। পোয়াতিকে চুপ করে শুইয়ে রাখ্‌বে। উঠতে দেবে না। পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বার সময় খুব আস্তে হাত টাত দেবে। আঙুলের খোঁচা টোঁচা লাগিয়ে পরোটা যেন ছিঁড়ে না যায়। আর পোয়াতিকে মোটেই কোঁৎ দিতে দেবে না। তা প্রস্রাব বাহ্যে কর্‌বের সময়ও নয়। এই কল্যে আর জল ভাংবে না।

বি। তবে আর কি একটা ভয় গেল। ছোট বৌয়ের এখনও জল ভাঙেনি।

ল। জল ভাঙেও নি, আর শীঘ্র ভাংতেও দেওয়া হবে না।

বি। তার পর, এখন পোয়াতি খালাস করবে কেমন ক'রে? আপ্নিই কি খালাস হবে, না খালাস করাতে হবে?

ল। কেন ভুলে গেলে নাকি? তোমাকে এর আগেই ত বলিছি যে, ছেলের হাত আগে বেরুলে ছেলে যদি আপনি ঘুরে না আসে, কি ধাইতে ঘুরিয়ে না দেয়, তা হ'লে পোয়াতি খালাস হতে পারে না। মারা পড়ে। ছেলে আপ্নি ঘুরে আসা বড় ভাগ্যের কথা, প্রায়ই তা ঘটে না।

বি। তবে আপ্নি খালাস হওয়ার কথা ছেড়ে দেও।

ল। হাঁ, তা ছেড়ে দিতে হবে বৈ কি? ছেলের হাত আগে বেরুলে ছেলেকে ঘুরিয়ে না দিলে পোয়াতি খালাস হতে পারে না, এটা এক রকম নিশ্চয় জেনে রাখ।

বি। ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া কি রকম, বেশ ক'রে বল দেখি।

ল। বলা বলি আর কি, হাতে হাতে এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি। ছোট বৌয়ের এখন জল ভাঙ্গে নি, তা জান?

বি। হাঁ, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি।

ল। আর জরায়ুর মুখও বেশ খুলেছে। এই দুই স্থবিধে একবারে পেলে, ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া বড় সহজ হয়। পোয়াতিও কষ্ট পায় না, আর ধাইয়েও ক্লেশ পেতে হয় না। একটু নারকেল তেল দেও দেখি।

বি। নারকেল তেল কি করবে?

ল। হাতে মাখ্‌তে হবে।

বি। কোন্ হাতে?

ল। জরায়ুর মধ্যে যে হাত দিতে হবে।

বি। জরায়ুর মধ্যে কোন্ হাত দিয়ে ছেলে ঘুরিয়ে দিতে হবে?

ল। তার কিছু ঠিক নেই। যে, যে হাত জুত পায়।—ধাইদের দু হাতই বশ রাখা ভাল। যাই হোক, যে হাতই কেন ব্যবহার কর না, এটী যেন বেশ মনে থাকে যে, এক খান হাত জরায়ুর মধ্যে দিয়ে ছেলে ঘুরিতে দিতে গিয়ে, সে হাতে স্থবিধা হ'ল না বলে সে হাত বার ক'রে নিয়ে আর এক খান হাত জরায়ুর মধ্যে কখনও হাত দেওয়া হবে না।

বি। কেন, তাতে দোষ আছে না কি?

ল। দোষ একটু আধটু নয়। সম্পূর্ণ দোষ।

বি। কি রকম।

ল। একে পোয়াতির পেটের মধ্যে হাত দেওয়াই ত ভয়ানক কথা, তাতে আবার এক হাত দিয়ে নাড়া চাড়া ক'রে, সে হাত বার করে নিয়ে, অন্য হাত আবার গর্ভের মধ্যে দেওয়া আর পোয়াতিকে খুন করা প্রায় সমান।

বি। ঠিক্ কথা বলেছ। পোয়াতি অত বর্দাস্ত কর্বে কেমন ক'রে।

ল। প্রথম যে হাত জরায়ুর মধ্যে দেবে, সেই হাত দিয়েই ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া চাই। হাত বদ্লান হবে না। এই বুঝে সুঝে হাত দিতে হবে। যে হাত খান খুব বশ বোধ হবে, সেই হাতই ব্যভার কত্তো হবে। তা ডান হাতই হোক্, আর বাঁ হাতই হোক্।

বি। আর বল্‌তে হবে না, বেশ বুঝিছি।

ল। আমার দু হাতই সমান বশ; তা ডান্ হাত দিয়েই ছেলে ঘুরিয়ে দিছ্যি।

বি। ছেলে ঘুরিয়ে দেবার আগে আমাকে বেশ ক'রে ব'লে দেও কি রকম করে ছেলে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

ল। তা বল্‌ছি, শোন। যে হাত তোমার বেশ বশ বোধ হবে, সেই হাতের পিঠে পোঁচার উপর পর্য্যন্ত বেশ ক'রে নারিকেল তেল মাখাবে। তার পর পোয়াতির যদি জল না ভেঙে থাকে, আর জরায়ুর মুখ বেশ খুলেছে এমন বোধ হয়,তা হলে হাতের পাঁচটী আঙুল একত্র ক'রে আস্তে আস্তে জরায়ুর মধ্যে হাত চালিয়ে দেবে। তার পর জল-পোরা পোরো আর জরায়ুর গা এই দুয়ের মধ্যে অমনি ক'রে হাত চালিয়ে দেবে যে, হাতের তেলো যেন ছেলের পেটের দিকে থাকে।

বি। পোরোর মধ্যে ছেলে থাক্‌লে তার পেট কোন্ দিকে, আর হাতের পিঠই বা কোন্ দিকে জান্‌বো কেমন ক'রে?

ল। তা বেশ জান্‌তে পারা যায়। যখন ব্যথা আসে, তখনি পোরোর চামড়াটা টান-টান হয় ব'লে কিছু ঠিক্ কত্তো পারা যায় না। কিন্তু ব্যথা গেলে পর, পোরোর চামড়া ঢিলে হয়ে পড়ে। তখন হাত দিয়ে সাবধান হয়ে দেখ্‌লে ছেলের পেট, পিঠ কোন্ দিকে আছে বেশ ঠিক কত্তো পারা যায়। হাত দিয়ে দেখে পিঠের দাঁড়া মালুম পাবে, আর পেটে হাত দিয়ে

নাড়ী টের পাবে। পোরোর মধ্যে ছেলে থাক্‌ল্যে তার পেট কোন্ দিকে, আর পিঠই বা কোন্ দিকে আছে, ঠিক্ করে জানা কি তবে শক্ত ভাব ?

বি। না, তাই ত! শক্ত একটুও নয়। এর যে এমন সোজা সংকেত আছে, তা কেমন ক'রে জান্‌বো ? আচ্ছা, তার পর বল, পোরো আর জরায়ুর গা এই দুয়ের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে কি কর্‌বে ?

ল। নখ দিয়ে পোরোটা ছিঁড়ে ফেল্‌বো ?

বি। পোরোটা ছিঁড়ে ফেলিলেই ত জল বেরিয়ে যাবে।

ল। না, তা যাবে না! জরায়ুর মধ্যে ধাইয়ের হাত থাক্‌বে কি না। কাজেই ও মুখ এক রকম আট্‌কান থাক্‌বে বলিলেই হয়। সেই জন্যে, জল বেরুতে পার্‌বে না। পোরো ছিঁড়ে ফেল্যেও জল কেন বেরুতে পার্‌বে না, এখন বুঝ্‌তে পাল্যে ?

বি। হ্যাঁ, তা বেশ বুঝিছি। আর কি কর্‌বে বল।

ল। তার পর পোরোর মধ্যে হাত দিয়ে ছেলের পা ধর্‌বো।

বি। একখান পা ধর্‌বে, না, দু খানই একেবারে ধর্‌তে হবে ?

ল। তা একখান ধল্যেও হয়, দু খান ধল্যেও হয়।

বি। ভাল, শুদু ধল্যেই হবে, না ধরে এক আধটু টান্তে টুন্তে হবে ?

ল। পা ধর্‌বের সময় যদি ব্যথা আসে, তা হ'লে পা শুদু ধ'রে রাখ্‌লিই কাজ সিদ্ধ হবে। অর্থাৎ জরায়ুর চাপে ছেলের মাথা কি কাঁধ উপরে উঠ্‌বে, আর পা নীচের দিকে আস্‌বে।

বি। আচ্ছা, শুদু পা ধরে রাখ্‌লে জরায়ুর চাপে যদিই ছেলের মাথা কি কাঁধ উপরে না উঠলো, আর পা নীচের দিকে না এলো, তা হ'লে কি কর্‌বে ?

ল। তা হলে যতক্ষণ ব্যথা থাক্‌বে, ততক্ষণ ছেলের পা ধরিই থাক্‌তে হবে। ব্যথা গেলে পর পা দুখানি ধ'রে আস্তে আস্তে নীচে দিকে নামিয়ে নিয়ে আস্‌তে হবে। পোরোর মধ্যে জল থাক্‌ল্যে এটা সহজেই পারা যাবে। জরায়ুর মুখ দিয়ে পা বার ক'রে তবে ক্ষান্ত হবে। জরায়ুর মুখ দিয়ে পা বেরুলেই, ছেলের আগে পা বেরুলে পোয়াতি যেমন ক'রে খালাস কত্যে বল্‌ছি, ঠিক্ সেই রকম ক'রে খালাস কর্‌তে তার কিছু এ দিক ও দিক কর্‌বে না। বুঝ্‌লে ত ?

বি। হাঁ, তুমি বল, বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি।

ল। এর আগে যে তোমাকে বলেছি যে, ছেলে ঘুরিয়ে দেবার সময় এক খান পা ধল্যেও হয়, দু খান ধল্যে হয়, কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে।

বি। কি রকম? সে তবে ভাল করে ভেঙে চুরে বল। পোয়াতি খালাস করার কোন বিষয়ে "কিন্তু" রাখা হবে না।

ল। তা বলছি শোন। ছেলের আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে পোয়াতি-কেই বাঁচান যদি ধাইয়ের চেষ্টা হয়, তা হ'লে দু খানি পা একবারে ধ'রে আস্তে আস্তে নীচের দিকে নামিয়ে নিয়ে আসবে। যখন ব্যথা আসবে, তখনই আস্তে আস্তে পা ধরে টানবের আরো বেশী চেষ্টা, কর্বে। এই রকম কল্যেই ছেলে শীঘ্র বেরিয়ে আস্‌বে। কিন্তু তাই ব'লে বেশী তাড়াতাড়ি করা হবে না। তা কল্যে হিতে বিপরীত হবে।

বি। হিতে বিপরীত কি রকম?

ল। পোয়াতি বাঁচাব ব'লে ছেলে যদি শীঘ্র টেনে বার কর, তা হলে ছেলে বার হবা মাত্রই ধাক্কা সামলাতে না পেরে পোয়াতি তখনি মারা পড়্‌তে পারে।

বি। বল কি? তবে ত হিতে বিপরীতই বটে।

ল। এই রকম খালাস করা ত গেল পোয়াতি বাঁচানর পক্ষে। কিন্তু সেখানে দেখ্‌বে যে পোয়াতি ভাল আছে, সেখানে তাড়াতাড়ি খালাস ক'রে ছেলেটাকে মেরে ফেলা হবে না।

বি। কি রকম ক'রে তবে খালাস কর্‌বে?

ল। ছেলের দুখান পা এক বারে না ধ'রে একখানি ধ'রে আস্তে আস্তে নামিয়ে আন্‌বে।

বি। এক খানি পা নামিয়ে আনার তাৎপর্য্য কি?

ল। আগে পাছা বেরুলে ছেলের যেমন মঙ্গল হয়, এক খানি পা নামিয়ে নিয়ে এলে তারও সেই রকম হয়।

বি। কেমন ক'রে?

ল। দু খান পা একবারে জরায়ুর মুখ দিয়ে বেরুলে, ছেলের পাছার আয়তন কিছু কম হয়, তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছো।

বি। হাঁ, তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। দুই পাছা একত্র থাকে বলেই পাছার আয়তন কম হয়।

ল। কিন্তু যদি এক খান পা জরায়ুর মুখ দিয়ে বেরোয়, আর এক খান পা (ছেলের) পেটের উপর জড় হয়ে থাকে, তা হ'লে পাছার আয়তন অবশ্যই কিছু বেশী হবে। কেন না, দুই পাছা ত একত্র থাক্‌বে না, তবেই বিবেচনা ক'রে দেখ, যার আয়তন কম হবে, জরায়ুর মুখ দিয়ে সে শীঘ্র বেরিয়ে আস্‌বে। আর যার আয়তন বেশী হবে, জরায়ুর মুখ দিয়ে তার বেরুতে কাজেই দেরি হবে।

বি। আচ্ছা, পাছা বেরুতে দেরি হলেই বা লাভ কি, আর শীঘ্র বেরুলেই বা ক্ষতি কি?

ল। পাছা শীঘ্র বেরুলে শেষে মাথা বেরুতে দেরি হয়। মাথা বেরুতে দেরি হ'লেই ছেলে প্রায়ই মারা যায়। কিন্তু পাছা বেরুতে দেরি হ'লে মাথা শীঘ্রই বেরিয়ে থাকে। সেই জন্যে ছেলেও বড় একটা মারা যায় না।

বি। ওঃ, তবে ত ছেলের পাছা বেরুতে দেরি হওয়ায় না হওয়ায় বিলক্ষণ ইষ্ট অনিষ্ট আছে দেখ্‌ছি?

ল। তা আছেই ত? কেন, মনে ক'রে দেখ দেখি ছেলের পা আগে বেরুলে পোয়াতি কেমন ক'রে খালাস কত্যে হয়, তোমাকে যখন শেখাই, তখন কি বলিনি, যে, ছেলের পা আগে বেরুলে ধড় শীঘ্রই বেরোয়, কিন্তু মাথা বেরুতে দেরি হয়? আর পাছা আগে বেরুলে ধড় বেরুতে দেরি হয়, কিন্তু মাথা শীঘ্রই বেরিয়ে থাকে।

বি। হাঁ, তা বলেছ বটে।

ল। ছেলের আগে পা আর পাছা বেরণোয় অনেক তফাত। আগে পাছা বেরুলে তিনটী ছেলের মধ্যে একটি মরে, আর আগে পা বেরুলে দুটীর মধ্যে একটী মরে। এ কথাও বেশ ক'রে বলিছি, মনে ক'রে দেখ।

বি। হাঁ, সে সবই এক এক ক'রে মনে পড়্‌ছে বটে।

ল। তবেই দেখ, ছেলের একখানি পা জরায়ুর মুখ দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসা, আর তার আগে পাছা বেরণ দুই-ই সমান সমান। আর সেই জন্যেই বলিছি যে, যেখানে দেখ্‌বে পোয়াতি ভাল আছে, সেখানে ছেলের দু খানি পা ধরে নামিয়ে এসে তাড়াতাড়ি পোয়াতি খালাস না ক'রে, কেবল একখানি পা ধ'রে জরায়ুর মুখে নিয়ে আস্‌বে। ছেলের এক খান কি দু খান পা ধ'রে নামিয়ে নিয়ে আসার ইতর বিশেষ কি, এখন বুঝ্‌তে পাল্যে?

বি। বেশ বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। আচ্ছা, পার চেয়ে হাঁটু যদি নিকটে পাওয়া যায়, তা হ'লে ছেলের পা নামিয়ে না এনে হাঁটু নামিয়ে আন্‌লে হয় না?

ল। তা হবে না কেন? তাতে স্থবিধে বৈ অস্থবিধে নেই।

বি। স্থবিধে কি রকম?

ল। স্থবিধে এই ব'লে বল্‌ছি যে, পা ধ'রে নামিয়ে আন্‌লে পা থেকে ছেলের সমুদায় শরীরটে ঘুর্‌তে অনেক জায়গা আবশ্যক। কিন্তু হাঁটু ধরে নামিয়ে নিয়ে এলে তত জায়গার দরকার হয় না, বুঝ্‌তেই পাচ্ছো। এই স্থবিধে আর কি।

বি। তবে ত হাঁটু ধরে নামিয়ে নিয়ে আসাই ভাল?

ল। হাঁটু নিকটে পেলে তাই ভাল বটে। হাঁটু কি পা, যা নিকটে পাবে তাই নামিয়ে নিয়ে আস্‌বে।

বি। ছেলে আগে হাঁটু বেরুলে পোয়াতি যেমন ক'রে খালাস কত্যে হয় বলেছ, হাঁটু নামিয়ে এলেও কি সেই রকম ক'রে পোয়াতি খালাস কত্যে হবে?

ল। হ্যাঁ ঠিক সেই রকম করে। তার কিছু ইতর বিশেষ নেই।

বি। তার পর বল?

ল। ছেলের একখানি পা কি একটী হাঁটু ধরে নামিয়ে নিয়ে আস্‌তে হ'লে, যে সে পা, কি যে সে হাঁটু ধ'রে নামালিই হবে না?

বি। সে কি রকম?

ল। তা বল্‌ছি শোন। এই বোধ কর, ছেলের যদি ডান হাত আগে তা হ'লে বাঁ হাঁটু ধরে নামিয়ে আন্‌তে হবে। আর যদি বাঁ হাত আগে বেরোয়, তা হ'লে ডান পা, কি ডান হাঁটু ধরে নামিয়ে আনা চাই।

বি। কেন, এ রকম করার লাভ কি?

ল। এ কল্যে ছেলে সহজে ঘুরি দেওয়া যায়।

বি। বটে! তবে ত তাই করা উচিত?

ল। তা উচিতই ত। এ আর আমরাও ঐ রকম ক'রে ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে থাকি।

বি। আচ্ছা, ছেলের আগে ডান হাত বেরিয়েছে কি বাঁ হাত বেরিয়েছে ঠিক করা যাবে কেমন ক'রে?

ল। তা ঠিক ক'রে জান্‌বের কিছু দরকার নেই।

বি। কেন?

ল। যে দিককার হাত আগে বেরবে, তার বিপরীত দিকের হাঁটু কি পা সহজে ধরা যায় এমন উপায় আছে।

ল। যে হাত খান আগে বেরবে, সেই হাতের তেলোর দিক দিয়ে তোমার হাত বরাবর জরায়ুর মধ্যে চালিয়ে দেবে। তা হ'লেই ছেলের বগলে গিয়ে হাত পড়্‌বে। তার পর বগল থেকে বরাবর পার দিকে হাত নিয়ে গেলে, যে হাত বেরিয়েছে সেই দিক্‌কার হাঁটু কি পা ধর্‌তে পারা যাবে কি না?

বি। হাঁ, তা যাবে বৈ কি?

ল। তবে আর কি? সেই পা কি হাঁটু ঠিক রেখে তার নিকটের পা কি হাঁটু ধরে নামিয়ে নিয়ে এলিই হ'ল।

বি। হাঁ, এ বেশ সংকেত বটে।

ল। জরায়ুর মধ্যে থেকে ছেলের পা, হাত, হাঁটু, কাঁধ এসব কেমন ক'রে ঠিক ক'রে চিনে নিতে হয়, তোমাকে এর আগে সে সব বেশ ক'রে বলিছি। কেমন, মনে আছে ত?

বি। হাঁ, তা বেশ মনে আছে। তা মনে না থাক্‌লে চল্‌বে কেন? পা ব'লে ছেলের হাত ধ'রে টানলে ত আর চল্‌বে না?

ল। একটা বিষয় তোমাকে সাবধান ক'রে দিতে ভুলে গিয়েছি।

বি। কি রকম?

ল। এর আগেই তোমাকে বলিছি যে, ছেলে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে জরায়ুর মধ্যে যখন হাত দেবে, তখন হাত খানি এই ভাবে চালিয়ে দেওয়া চাই যে, হাতের তেলো যেন ছেলের পেটের দিকে থাকে। কেমন মনে আছে ত?

বি। মনে আছে না ত কি?

ল। হাতের তেলো পেটের দিকে রেখে হাত চালাবে বটে, কিন্তু সাবধান! ছেলের নাইত্তে কি নাড়ীর আর কোন জায়গায় যেন চাপন না লাগে। নাড়ীতে চাপন লাগ্‌লে কি সর্ব্বনাশ বুঝ্‌তেই পাচ্ছো।

বি। হাঁ, তা আবার একবার ক'রে বল্‌ছো? ছেলের নাড়ীতেই যে প্রাণ। সে নাড়ীর রক্ত চলাচল বন্ধ হ'লে কি আর রক্ষে আছে?

ল। আর একটী কথা বলি শোন।

বি। বল ?

ল। ছেলে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে জরায়ুর মধ্যে যখন হাত দেবে তখন এটী যেন বেশ মনে থাকে যে, যখন ব্যথা আস্‌বে তখন হাত চালিয়ে দেওয়া হবে না। ব্যথার সময় জরায়ুর মধ্যে হাত দেওয়া হবে না। আর জরায়ুর মধ্যে হাত দিলে পর যদি ব্যথা আসে, তা হ'লে যতক্ষণ ব্যথা থাক্‌বে ততক্ষণ হাত এক জায়গায় স্থির ক'রে রাখ্‌বে। ব্যথা গেলে পর আবার হাত চালিয়ে দেবে। বুঝেছ ত ?

বি। হাঁ, বুঝলাম।

ল। জরায়ুর মুখ বেশ খুলে দিলে আর জল ভাংবার আগে ছেলে কি রকম ক'রে ঘুরিয়ে দিতে হয়, এ পর্য্যন্ত কেবল তাই তোমাকে বলিছি সেটা যেন বেশ মনে থাকে।

বি। তা ছাড়া আরও কিছু বল্‌তে চাও নাকি ?

ল। ওমা, তা বল্যে চল্‌বে কেন ?

জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণরূপে খুল্যে পর, অথচ জল ভাংবার আগে ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া বড় সহজ। তাতে না পোয়াতি কষ্ট পায়, না ছেলের কোন বিঘ্ন ঘটে, না ধাইয়ের কোন ক্লেশ পেতে হয়। কিন্তু এ রকম সুবিধে প্রায়ই ঘটে উঠে না। জল অনেকক্ষণ ভেঙ্গেছে, জরায়ুর মুখ ভাল খোলেনি আর পোয়াতি বড় কাবু হয়ে পড়েছে; ধাইয়ের গিয়ে প্রায়ই এই রকম অবস্থাটাই দেখ্‌তে হয়। কেমন নয় ?

বি। হাঁ, তা সত্যি বটে। বিশেষ বাড়াবাড়ি না দেখ্‌লে আর ভাল ধাইয়ের খোঁজ হয় না।

ল। তবে পোয়াতির যে অবস্থাটী সর্ব্বদাই দেখ্‌তে পাবে, সেইটীর উপায়ই আগে শিখে রাখা উচিত কি না ?

বি। উচিত তা একবার ক'রে ?

ল। জল ভাংলে পর ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। বিশেষ তাতে যদি আবার জরায়ুর মুখ ভাল খোলা না পাওয়া যায়, তা হ'লে আরো প্যাঁচ। জরায়ুর মধ্যে হাত চালিয়ে দেওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে।

বি। হাঁ গা, তা হলে পোয়াতি খালাস কর্‌বার কি হবে ?

ল। পোয়াতি খালাস কত্তেই হবে, তা যেমনই কেন শক্ত হোক না। গিয়ে যদি দেখ্‌লে যে জল ভেঙেছে আর জরায়ুর মুখও ভাল খোলেনি, তা হ'লে যে হাত দিয়ে ছেলে ঘুরিয়ে দেবে সেই হাতের পিঠে পোঁচার উপর পর্য্যন্ত বেশ করে নারকেল তেল মাখাবে। তার পর পাঁচটি আঙুল একত্র ক'রে হাত খানি খুব আস্তে প্রসবের দুওর দিয়ে জরায়ুর মুখ পর্য্যন্ত নিয়ে যাবে। আঙুল পাঁচটি তখনও একত্র রাখা চাই। তার পর জরায়ুর মুখের মধ্যে খুব আস্তে আঙুল কটির আগা চালিয়ে দেবে। শেষে জরায়ুর মুখ ফাঁক ক'রে দেবার জন্যে আঙুল গুলি তফাৎ করে ক্রমে ক্রমে চাড় দিবে। এই রকম চাড় পেয়ে জরায়ুর মুখ ক্রমে যেমন খুলে যাবে, অমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাত জরায়ুর মধ্যে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। তার পর এই রকম কৌশল ক'রে সমুদয় হাত জরা-য়ুর মধ্যে নিয়ে যেতে পাল্যে নিয়ম মত ছেলে ঘুরিয়ে দেবে। বুঝ লে কিনা?

বি। হাঁ তা এ আর বুঝ্‌তে পার্‌বে না কেন?

ল। হাত দিয়ে জরায়ুর মুখ ফাঁক ক'রে দেবে বটে, কিন্তু সাবধান! তাড়াতাড়ি, কি জোড় ক'রে জরায়ুর মুখ যেন ফাটিয়ে কি ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলো না।

বি। আ সর্ব্বনাশ! তা কি করা যায়! তা হ'লে ত ধাইতে বড় কাজই কল্যেন?

ল। যখন হাত দিয়ে জরায়ুর মুখ ফাঁক করে দেবে, তখন অন্য হাত দিয়ে পোয়াতির পেট্‌টী বেশ ক'রে ধ'রে রাখ্‌বে। তাতে তোমারও সুবিধে হবে, আর পোয়াতিরও তত কষ্টবোধ হবে না।

বি। আচ্ছা, এমন কখন কি ঘটে যে, জলও ভাঙেনি, আর জরায়ুর মুখও ভাল খোলে নি, অথচ তখনই ছেলে ঘুরিয়ে না দিলে নয়?

ল। তা ঘটে বৈ কি! আর তা ঘট্‌লিই বা? এর আগে যেমন বল্যেম ঠিক ঐ রকম ক'রে হাত দিয়ে জরায়ুর মুখ ফাঁক ক'রে জরায়ুর মধ্যে হাত চালিয়ে দেবে। তার পর নখ দিয়ে পোরোটা ছিঁড়ে ফেলে ছেলে ঘুরিয়ে দেবে। নখ দিয়ে কেমন ক'রে পোরো ছিঁড়্‌তে হয়, আর তার পর কেমন করেই বা ছেলে ঘুরিয়ে দিতে হয়, এর আগেই সে সব বেশ ক'রে বলিছি।

বি। তবে আর কি! সব রকমই জেনে রাখা গেল।

ল। যে অবস্থাটি ঘট্‌লে ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া বড় কঠিন, সেটি এখনও পর্য্যন্ত তোমাকে বলিনি।

বি। তা আবার কখন বল্‌বে?

ল। এই বলি শোন। পোয়াতি খালাস কত্যে গিয়ে যদি দেখ যে, জল অনেকক্ষণ ভেঙেছে, আর ছেলের হাত জরায়ুর মুখদিয়ে বেরিয়েছে, আর জরায়ুর মুখ সেই হাত খুব কসে ধরেছে, তা হ'লেই জান্‌বে যে, ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়েছে।

বি। তাই ত। এই সব শুনেই যে আমার ভয় হচ্ছে। জরায়ুর মুখ খালি থাক্‌লেও বা যা হোক! একটু ফাঁক না পেলে ত আর জরায়ুর মধ্যে হাত দিয়ে ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না?

ল। তা যাবে কেমন ক'রে? যা হোক, এই সকল শুনে, ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া আর পোয়াতি খালাস করা যত শক্ত ভাব্‌ছো, কাজে কিন্তু তত শক্ত নয়।

বি। বল কি?

ল। হাঁ, কেমন ঈশ্বরের ইচ্ছে, এ অবস্থার জরায়ুর মধ্যে হাত দেওয়া অসম্ভব ব'লেই যেন ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া সহজ উপায় দেখিয়া দিয়াছেন।

বি। সহজ উপায়টা কি?

ল। তা বল্‌ছি শোন। ছেলের মাথা আগে বেরুলে তার পা আর হাঁটু জরায়ুর মুখ থেকে অনেক তফাৎ থাকে। সেই রকম, ছেলের হাত আগে বেরুলেও, জল ভাংবার আগে তার পা আর হাঁটু জরায়ুর মুখ থেকে তফাৎ থাকে। সেই জন্যে জল ভাংবার আগে, কি তার ঠিক পরেই ছেলে ঘুরিয়ে দিতে হইলেই জরায়ুর মধ্যে হাত না দিয়ে আর ছেলের হাঁটু কি পা ধরা যায় না। কিন্তু অনেকক্ষণ জল ভেঙে গেলে পর, জরায়ু অনেক খালি হয়ে পড়ে আর ছেলের উপরে বেশী সংকোচ করে। এই জন্যে, ছেলে যেমন আড় হয়ে থাকে, জরায়ুর আকার ও সেই রকম ডাইনে, বাঁয় লম্বা হয়ে যায়। কাযে কাযেই, ছেলের পা জরায়ুর মুখের খুব নিকট হ'য়ে পড়ে। বুঝ্‌ছো কি না?

বি। হাঁ, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি তুমি বলে যাও

ল। জরায়ুর মুখ থেকে ছেলের পা যেখানে এত নিকট, সেখানে জরায়ুর মধ্যে হাত দিয়ে ছেলের পা ধরবার দরকার নেই। প্রসবের

দুওরে হাত রেখে জরায়ুর মুখের মধ্যে একটী, কি দুটী আঙুল চালিয়ে দিয়ে ছেলের পা ধরে নামিয়ে আন্‌লেই হ'ল।

বি। তা যেন বুঝ্‌লাম। কল কৌশল ক'রে ছেলের পা ধরে যেন নামিয়ে আন্‌লে। কিন্তু ছেলের হাত যে জরায়ুর দিয়ে বেরিয়েছে, তার উপায় কি কর্‌বে ? ঠেলে ঠুলে জরায়ুর মধ্যে দেবে নাকি ?

ল। আ সর্ব্বনাশ! সে কি কথা? তা কল্যে কি আর কচি হাত থাকে? হয় ভেঙে যায়, নয় বাউ থেকে ছিঁড়ে যায়। আর ঠেলে দিলেই বা যাবে কেন? ছেলের কাঁধ কি মাথা উপরে না উঠলে ত আর হাত জরায়ুর মধ্যে যেতে পারে না? পা ধরে নামিয়ে নিয়ে এলেই কাঁধ আর মাথার সঙ্গে সঙ্গেই হাত জরায়ুর মধ্যে উঠে যাবে। বুঝ্‌লে কি না?

বি। হাঁ, আর বুঝ্‌তে কি বাকী থাকে? আগা গোড়া সবই এক এক ক'রে বুঝিয়ে নিলাম, বাকী ত আর কিছুই রাখ্‌লেম না। এখন কেবল একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'রে নিলেই সন্ধ মেটে।

ল। কি কথা বল না?

বি। আচ্ছা, আগে যেমন ছেলের পাও বেরুতে পারে, হাঁটুও বেরুতে পারে, আর পাছাও বেরুতে পারে বলেছ, সেই রকম কুনো আর কাঁধও কি আগে বেরুতে পারে?

ল। হাঁ, তা পারে বৈ কি। আগে হাত বেরুলেও যেমন ক'রে পোয়াতি খালাস কত্যে হয়, কুনো কি কাঁধ আগে বেরুলেও সেই রকম ক'রে পোয়াতি খালাস কত্যে হয়।

বি। বেশ কথা, এটা জেনে রাখা গেল।

ল। আর একটী কথা এই সময় তোমাকে বলে রাখা উচিত।

বি। কি রকম?

ল। ছেলের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ এক কালে বেরুতে পারে।

বি। সে আবার কি?

ল। তা বল্‌ছি শোন। (১) মাথার সঙ্গে হাত কি বাউ বেরুতে পারে। (২) দুই পা আর দুই হাত একবারে বেরুতে পারে। (৩) এক খান হাত আর এক খান পা একবারে বেরুতে পারে। (৪) হাত পার সঙ্গে নাড়ীও বেরুতে পারে।

বি। আবার কি গোলমালের কথা এনে উপস্থিত কল্যে?

ল। গোলমালের কথা আর কি? পোয়াতির যে গুলো ঘ'টে থাকে, সে সব না জেনে রাখ্‌লে হবে কেমন ক'রে? ধাই হওয়া ত অমনি মুখের কথা নয়!

বি। হাঁ, তার আর ভুল কি? এত বড় গুরুতর ব্যাপার কি সহজে শেখা যায়? আচ্ছা, ও রকম ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ একেবারে বেরুলে পোয়াতি কেমন ক'রে খালাস করা যাবে?

ল। তা অমন ঘট্‌লে পোয়াতি খালাস করা বেশী শক্ত নয়। ছেলের মাথার সঙ্গে হাত কি বাউ বেরুলে আস্তে আস্তে কৌশল ক'রে সেই হাত, কি বাউ জরায়ুর মধ্যে তুলে দেবার চেষ্টা কর্‌বে। যদি তুলে দিতে পার, ভালই। তা হ'লে ত কোন গোলই থাক্‌বে না। ছেলের আগে মাথা বেরুলে পোয়াতি যে রকম ক'রে খালাস কত্তো হয়, এও তেমনি ক'রে খালাস কর্‌বে। কিন্তু যদি হাত কি বাউ জরায়ুর মধ্যে কৌশল ক'রে সহজে তুলে দিতে না পার, তা হ'লে হাত আগে বেরিয়েছে ব'লে ছেলের পা ধ'রে ঘুরিয়ে দেবে। অর্থাৎ পা ধরে নামিয়ে নিয়ে আস্‌বে। *

বি। বেশ কথা। হাত, পা একেবারে আগে বেরুলে কি কর্‌বে?

ল। যাতে পা আগে বেরোয়, তারই চেষ্টা পাবে। কেন, তা আর বল্‌তে হবে না কি?

বি। না, তা আর বারে বারে বল্‌তে হবে না। আগে হাত বেরণর চেয়ে আগে পা বেরণ যে অনেক সুবিধে! আগে হাত বেরণর ফল যে ভয়ানক বলেছ, তা কি আমার মনে নেই! আচ্ছা, কি কল্যে আগে পা বেরবে?

ল। কেন, পা ধ'রে সহজে টেনে জরায়ুর মুখের বাইরে আন্‌বে, তা হ'লেই হ'ল। পা বাইরে এলো, আর হাত জরায়ুর মধ্যে থাক্‌লো। তার পর, আগে পা বেরুলে পোয়াতি যেমন ক'রে খালাস কত্তো হয়, ঠিক সেই রকম ক'রে খালাস কর্‌বে। কিন্তু খুব সাবধান! পা ব'লে যেন হাত টেনে বা'র করো না। তা হলিই "ঘুমন্ত বাঘ চিওন" হবে। আর এও দেখো যে, পরীক্ষা কত্তো গিয়ে যেন ছেলের হাত কি বাউ নেমে পড়ে না।

---

* কেহ কেহ এ অবস্থায় ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া অপেক্ষা প্রসব করাইবার চিম্‌টার দ্বারা ছেলের মাথা বাহির করা ভালো বিবেচনা করেন।

বি। হাত পার সঙ্গে নাড়ী বেরুলে কি করবে ?

ল। নাড়ী উপরে তুলে দেবে। (তৃতীয় সর্গ দেখ)।

বি। যাক, তার পর এখন ছোট বৌকে খালাস ক'রে দেও দেখি। বাছা অনেক ক্ষণ অবধি ক্লেশ পাচ্ছে।

ল। সে জন্যে চিন্তা কি ? এখনই খালাস কচ্ছি। (এই বলিয়া জরায়ুর মধ্যে সহজে হাত দিয়া আস্তে আস্তে শিশুর পা ধ'রে নামাইয়া আনিলে, শিশু সহজেই ভূমিষ্ঠ হইল)। দেখ্‌লে যা বলেম্ সত্যি কি না ?

বি। তাই ত! পোয়াতি এত শীঘ্র খালাস হবে, তা ত ভাবি নি! যা হোক, তোমার ভাল হাত বশ বটে। এখন পোয়াতি আর ছেলের কি রকম ব্যবস্থা করা যাবে ?

ল। কেন, বারে বারে আবার বল্‌তে হবে না কি ? মোহিনী আর মোহিনীর ছেলের যেমন করেছিলে, এখানেও ঠিক্ সেই রকম কত্তে ব'লে দেবে। তার যেন কিছু ইতর বিশেষ করে না।

বি। বেশ কথা, তাই জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি।

তৃতীয় সর্গ।

শিশুর নাড়ী অগ্রে বাহির হইলে কি কর্ত্তব্য।

বিনোদিনী। ছেলের হাত কি পা আগে বেরুলে পোয়াতি কেমন ক'রে খালাস কত্তে হয়, তা এক রকম শিখে রাখ্‌লেম। এ ছাড়া পোয়াতির আর কিছু গোলমাল কি ঘট্‌তে পারে।

লক্ষ্মী। পারে বৈ কি ?

বি। কি রকম ?

ল। ছেলের নাড়ী আগে বেরুতে পারে। আর পোয়াতির ফুলও আগে বেরুতে পারে। আর এমন বেরিয়েও থাকে।

বি। বল কি ? তবে ত এ দুয়েরই উপায় শিখে রাখা চাই ?

ল। তা চাইনে ত কি ? ভাল ধাই হতে গেলে তার সব রকমই জেনে রাখা আবশ্যক। কখন কি বিপদ ঘটে, তার ত কিছু ঠিক্ নেই।

বি। হাঁ, তার আর ভুল কি? আচ্ছা, তুমি বল্‌তে আরম্ভ কর, আর দেরি করো না। ছেলের নাড়ী আগে বেরুলে পোয়াতি খালাস করার উপায় প্রথমে বল। তার পর, ফুল আগে বেরণর কথা শুনলেই হবে এখন।

ল। আচ্ছা, ত বল্‌ছি শোন। মাথা ছাড়া ছেলের অন্য কোন অঙ্গ (যেমন হাত, পা) আগে বেরুলে পোয়াতির যেমন বিপদ ঘট্‌বের সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে, ছেলের নাড়ী আগে বেরুলে তা কিছু থাকে না। নাড়ী আগে বেরুলে শুধু ছেলের প্রাণ নিয়ে টানাটানি কত্তো হয়। নৈলে পোয়াতির তাতে কিছুই যায় আসে না।

বি। কেন, তার কারণ কি?

ল। কেন, এর আগেই ত তোমাকে বলেছি যে, নাড়ীতেই ছেলের প্রাণ। কাযে কাযেই কোন কারণে যদি সেই নাড়ীর রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে, তা হ'লে যে ছেলে মারা পড়্‌বে তার আশ্চর্য্য কি? বিশেষ ছেলের মাথা, হাত, কি পায়ের সঙ্গে নাড়ী বেরুলে তাতে চাপন লেগে ঐ রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘট্‌বের যে খুব সম্ভাবনা, তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছো।

বি। হাঁ, তা পাচ্ছি বৈকি?

ল। কাযেই ছেলের যে অঙ্গের সঙ্গে নাড়ী আগে বেরোয়, তার কথা যদি ছেড়ে দেও, তা হ'লে নাড়ী বেরণয় পোয়াতিকে কোন কষ্টই পেতে হয় না। কেবল ছেলেটীরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি কত্তো হয়। এখন বুঝ্‌লে কি না?

বি। হাঁ, বেশ বুঝিছি, আর বল্‌তে হবে না। আচ্ছা, ছেলের মাথা, হাত, কি পায়ের সঙ্গে ভিন্ন, শুধু নাড়ী কি কখন আগে বেরোয় না?

ল। বেরোয় বটে, কিন্তু সে খুব কম বল্‌তে হবে। ব্যথার সূত্র হ'লেই কখন কখন শুধু নাড়ী আগে এসে নেমে থাকে। তার পর, মাথাই বেরুক, পাই বেরুক আর হাতই বেরুক পরে দেখা দেয়।

বি। ছেলের মাথা, হাত, আর পা, এর মধ্যে কিসের সঙ্গে নাড়ী বেশীবার বেরুতে দেখেছ?

ল। মোটের উপর ধর্‌তে গেলে, মাথার সঙ্গেই বেশীবার ধর্‌তে হয়। কেন না, আর সব অঙ্গের ছেয়ে মাথা আগে বেরণই অধিক। কিন্তু

যদি হিসেব করে খতিয়ে ধর, আর তুলনা ক'রে দেখ, তা হ'লে হাতের সঙ্গেই বেশী বেরিয়ে থাকে। কেন না, আগে মাথা বেরণর সঙ্গে তুলনা কত্যে গেলে, আগে হাত বেরণর অনেক কম। অথচ যে হিসাবে মাথার সঙ্গে নাড়ী বেরিয়ে থাকে, সে হিসাবে হাতের সঙ্গে নাড়ী বেরণর বেশী বল্‌তে হবে।

বি। কি বল্যে ভাল ত বুঝ্‌তে পাল্যেম না ?

ল। আচ্ছা, যাতে বুঝ্‌তে পার তাই কচ্ছি। আরো সহজ ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোমাকে এর আগেই বলিছি যে, একশটি ছেলের মধ্যে ছেয়ানব্বইটীর মাথা আগে বেরোয়। আর দুশ চব্বিশটী ছেলের মধ্যে কেবল একটির হাত আগে বেরোয়। তবেই দেখ, আগে মাথা বেরণ কত বেশী, আর হাত বেরণ কত কম।

বি। হাঁ, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি।

ল। আগে হাত বেরণ যদিও এত কম, তবু ছেলের অন্য অন্য অঙ্গের চেয়ে হাতের সঙ্গেই নাড়ী বেশী বার বেরিয়ে থাকে। তবে আগে হাত বেরণ খুব কম বলে, হাতের সঙ্গে নাড়ী বেরোণও মোটের উপর কম বল্‌তে হবে। এখন বুঝ্‌লে কিনা ?

বি। হাঁ, বুঝিছি আর বল্‌তে হবে না। তার পর বল। নাড়ী আগে বেরোবার কি কোন কারণ আছে।

ল। কারণ আছে বৈ কি ! কারণ ছাড়া কি কোন ঘটনা আছে ?

বি। কারণটা কি, তবে বল না গা ?

ল। তা শোন বল্‌ছি। মাথা ভিন্ন ছেলের অন্য কোন অঙ্গ আগে বেরুলে, তার সঙ্গে নাড়ী বেরুতে পারে এবং বেরিয়েও থাকে।

বি। কেন ?

ল। মাথা আগে বেরুলে জরায়ুর-মুখ যেমন একবার বন্ধ ক'রে ফেলে অন্য কোন অঙ্গ আগে বেরুলে সে রকম কত্যে পারে না। আশে পাশে ফাঁক থাকে। এই ফাঁক থাকে বলিই জরায়ুর মুখ দিয়ে নাড়ী এসে নামে। এই জন্যে ছেলের বাউ, হাত পাছা, কি পা আগে বেরুলে প্রায় তার সঙ্গে নাড়ী বেরিয়ে থাকে। কিন্তু মাথা আগে বেরুলে জরায়ুর মুখ একবারে বন্ধ করে ফেলে ব'লে নাড়ী বেরিয়ে আস্‌তে ফাঁক পায় না, আর সেই জন্যে বেরিয়েও আসে না।

বি। বেশ কথা এই না বল্যে যে, মাথার সঙ্গেও কখন কখন নাড়ী বেরিয়ে থাকে?

ল। হাঁ, তা ত বলিছি বটে।

বি। তবে আর কেমন ক'রে বল্‌ছ্যো যে, মাথা আগে বেরুলে তার সঙ্গে নাড়ী বেরুতে পারে না?

ল। বলিছি তার কারণ আছে। ভেঙ্গে চুরে বল্যেই এখনি সব বুঝ্‌তে পার্‌বে এখন। কি কি ঘটনা হ'লে, মাথা আগে বেরুলেও তার সঙ্গে নাড়ী বেরুতে পারে এক এক ক'রে বলি শোন। (১) পূর মাসের ছেলের যে রকম মাথা হয়ে থাকে, তার চেয়ে ছোট হ'লে, মাথার সঙ্গে নাড়ী বেরুতে পারে। (২) নাড়ী বেশী লম্বা হ'লে, মাথার সঙ্গে এসে নাম্‌তে পারে। (৩) মাথা আর হাত একবারে বেরুলে, মাথার সঙ্গে নাড়ী বেরুতে পারে। (৪) পরোর মধ্যে যদি বেশী জল থাকে আর সেই জল যদি হঠাৎ ভেঙে যায়, তা হ'লে মাথার সঙ্গে নাড়ী বেরুতে পারে। (৫) পোয়াতির পাছার হাড়ের আয়তন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হ'লে মাথার সঙ্গে নাড়ী বেরুতে পারে। (৬) এ ছাড়া, পোয়াতির যমক ছেলে হ'লে কখন কখন, বিশেষতঃ শেষের ছেলেটি হবার সময়, নাড়ী আগে বেরিয়ে থাকে। (৭) জরায়ুর যে জায়গাটায় সচরাচর ফুল থাকে, সেখানে না থেকে ফুল আগে পাশে থাক্‌লে, নাড়ী আগে বেরবার সম্ভাবনা। (৮) ফুল ঠিক্ জায়গায় থেকেও যদি নাড়ী ফুলের ঠিক্ মাঝ্‌খানে লাগান না থাকে; আশে পাশে থাকে, তা হলেও নাড়ী আগে বেরুতে পারে। এখন বুঝ্‌লে কি না?

বি। বাঃ চমৎকার বুঝিয়েছ, কিন্তু যা হোক্! এত ক্ষণের পর তবে সন্ধ গেল। তার পর বল, নাড়ী আগে বেরিয়েছে কি না, জান্‌বে কেমন ক'রে?

ল। তা জানা বড় শক্ত নয়? কখন কখন এক ফের নাড়ী প্রসবের দুওরে এসে ঝুল্‌ছে! এমন দেখা যায়। এ দেখ্‌লে ত আর কোন সন্ধই থাকে না।

বি। আচ্ছা, এ নাড়ীতে হাত দিলে ত এর দর্‌দবানি টের পাওয়া যায়?

ল। তা যায় বৈ কি? কিন্তু সব সময় পাওয়া যায় না।

বি। কেন, তার কারণ কি?

ল। ছেলে মারা গেলে ত আর নাড়ীতে রক্ত চলাচল করে না। কাযে কাযেই তাতে হাত দিলে দব্‌দবানিও টের পাওয়া যায় না। সেটা হাতে হিম মালুম হয়। আর রক্ত পোরা থাকার মত শক্ত শক্ত বোধ হয় না।

বি। শেষে যে রকম বল্যে, তা হ'লে ত চেনা ভার হবে?

ল। না, তা হবে না। নাড়ীর জড়ান জড়ান আকার ছেলের অন্য কোন অঙ্গের সঙ্গে গোলমাল হওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া, চোকে দেখে সন্ধ মেটাতে পার।

বি। আচ্ছা, যেখানে নাড়ী দেখা না যাবে, সেখানে তা কেমন ক'রে চিন্‌বে?

ল। তা চেনাও শক্ত নয়। কেন না, ছেলের কোন অঙ্গের সঙ্গেই নাড়ীর গোলমাল হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যদি কখনও গোলমাল হয় ত হাতের মুটোর গাঁট, আর পায়ের আঙুলের সেরের সঙ্গেই হতে পারে। হঠাৎ পায়ের আঙুলের সেরে, কি হাতের মুটোর গেঁটে হাত পড়্‌লেই এক ফের নাড়ীর আগা ব'লে বোধ হতে পারে।

বি। আচ্ছা, তবে এ গোলমাল মিট্‌বে কেমন ক'রে?

ল। তা এ ভুল শুধ্‌রণ শক্ত নয়। কেন না, নাড়ীতে হাত দিলেই তার দব্‌দবানি টের পাওয়া যায়। এ ছাড়া, পাঁচ ছ আঙুল আন্দাজ নাড়ী হাত দিয়ে বেশ ক'রে দেখ্‌লেও সন্ধ দূর হতে পারে। আর পায়ের আঙুলের সেরে, কি হাতের মুটোর গেঁটে যদি হাত পড়ে, তা হ'লে খানিক দূর হাত দিয়ে দেখ্‌লেই ছেলের হাতের কব্জা, কি পায়ের গাঁট টের পাওয়া যাবে। এই হ'লেই সব সন্ধ গেল। কেমন নয়?

বি। হাঁ, যে সোজা সংকেত ব'লে দিলে, তাতে আর নয় বল্‌বো কেমন ক'রে?

ল। কেবল একটির সঙ্গে ছেলের নাড়ী যথার্থই গোলমাল হ'য়ে যেতে পারে। আর এই রকম গোলমাল হয়েছে ব'লে পোয়াতি মারাও পড়েছে।

বি। সে আবার কি রকম? পোয়াতিকে ভয় দেখাতে তুমি একটা ফাঁদ দেখ্‌ছি।

ল। তা আমার দোষ কি? যা ঘটেছে তা না বল্যে চল্‌বে কেন?

আমি যা বল্‌ছি সে কেবল পোয়াতির ভালর জন্তেই বল্‌ছি বৈ ত নয়? পোয়াতি যদি কখনও বিপদে পড়ে ত তাকে সেই বিপদ্ থেকে উদ্ধার করার উপায় শিখিয়ে দিচ্ছি বৈ ত না। তা এতে পোয়াতিরে ভয় পাবে কেন? বরং এতে তাদের আরও সাহসী হওয়া উচিত যে, বিপদে পড়্‌লেও উদ্ধার হবার উপায় আছে, এটী জেনে রাখা কি তাদের পক্ষে মন্দ ভাব?

বি। না, আমি কি সত্যি সত্যিই তা বল্‌ছি? পরিহাস কল্লেম বৈ ত নয়?

ল। হাঁ, তুমি পরিহাস ক'রে বল্যেও বল্‌তে পার। কিন্তু অনেকে এমন ভাব্‌তে পারে, আর কারো কারো বল্‌তেও শুনিছি, সে এ সব জান্‌লে শুন্‌লে পোয়াতিরে মনে ভয় পাবে। কাজে কাজে এতে তাদের হিত না হয়ে বরং অহিতই হবে।

বি। আঃ রাম রাম? এ কথা যে বলে সেও কি মানুষ! তবে বল যে, লোকের লেখা পড়াও শিখে কাজ নেই। জ্ঞান জন্মানই যদি দোষের হয়, তা হ'লে এত স্কুল কালেজের দরকার কি।

ল। যাক্ ও সব কথায় আর কাজ নেই। লোকে মন্দ না বুঝে ভাল বুঝ্‌লেই ভাল।

বি। আরপর কি বল্‌ছিলে বল, বাজে কথায় আর কাজ নেই।

ল। বল্‌ছিলাম এই যে, কোন কারণে যদি জরায়ুর গা একটু আধটু ছিঁড়ে খুঁড়ে যায়, আর সেই ছেঁড়া জায়গা দিয়ে পেটের নাড়ীর এক ফের আধ ফের জরায়ুর মধ্যে আসে, আর ছেলের কোন অঙ্গের সঙ্গে জরায়ুর মুখে কি প্রসবের দুওরে উপস্থিত হয়, তা হ'লে ছেলের নাড়ী ব'লে ধাইয়ের বেশ গোলমাল হতে পারে। আর এই রকম গোলমাল হ'লে, সেই নাড়ী ধ'রে যদি ধাইতে টানাটানি করে তা হ'লেই আর কি সর্ব্বনাশ! পোয়াতিকে একবারে খুন করা হ'ল!

বি। জরায়ুর এক আধ জায়গায় ছিঁড়ে গেলে পোয়াতি বাঁচে না কি?

ল। হাঁ, তা বাঁচে বৈ কি? কিন্তু সে ম'রে বাঁচা।

বি। আমি ত তাই বলি।

ল। বেশী আঘাত পেলে পোয়াতি প্রায়ই বাঁচে না।

বি। তার পর যে গোলমালের কথা বল্যে, তা মিটনোর উপায় কি?

ল। তা শোন বল্‌ছি। জরায়ুর একটু আধটু ছিঁড়ে কি ফেটে যাওয়া আর সেই ছেঁড়া কি ফাটার মধ্যে দিয়ে পেটের নাড়ীর এক আধ ফের আসা সহজ ব্যাপার নয়। পোয়াতির অবস্থা দেখ্‌লেই এরূপ ঘটেছে কি না সন্ধ করা যেতে পারে। সন্ধ হ'লে, পোয়াতির কাছের লোকের মুখে আগা গোড়া সব শুন্‌লেই ঠিক কত্যে পারা যায়। তার পর, খুব সাবধান হয়ে কাজ কল্যে আর ভুল হবে কেন?

বি। আচ্ছা, তা যেন বুঝ্‌লাম। পোয়াতির কি রকম অবস্থা দেখ্‌লে ঠিক কর্‌বে যে, জরায়ুর এক আধ জায়গায় ছিঁড়েছে, কি ফেটেছে? আর জরায়ুর এক আধ জায়গায় ছিঁড়বার বা ফাটবারই বা কারণ কি বল দেখি শুনি। কিসে পোয়াতির এমন দুর্ঘটনা ঘট্‌তে পারে?

ল। তা এর পরে বল্‌বো *। এখনকার সময় নয়।

বি। বেশ কথা। তার পর বল, ছেলের নাড়ী আগে বেরুলে, ছেলে বাঁচিয়ে পোয়াতি খালাস কর্‌বে কেমন করে?

ল। তা বল্‌ছি। পোয়াতি খালাস করার উপায় বল্‌বের আগে গুটি কতক কথা বল্‌তে চাই।

বি। তা বল না। তার আর বাধা কি?

ল। (১) যেখানে গিয়ে দেখ্‌বে ছেলের নাড়ী আগে বেরিয়েছে, আর ব্যথা খুব ঘন আস্‌ছে. আর অনেকক্ষণ ধ'রে থাক্‌ছে, সেখানে জান্‌বে যে ছেলে বাঁচান ভারি কঠিন।

বি। এ ঘটনা হ'লে ব্যথা তবে অনেকক্ষণ অন্তর আসা ত ভাল।

ল। ব্যথা শুধু অনেকক্ষণ অন্তর এলেই হয় না। ব্যথা এসে অনেকক্ষণ থাকাও ভাল নয়। (২) এ ছাড়া, নাড়ী আগে বেরুলে পোয়াতির আত্মীয় স্বজনকে, ছেলের বিপদের কথা বল্‌তে দেরি কর্‌বে না। এ সব কাজে কোন কথা গোপন রাখা ভাল নয়।

বি। তা নয়ই ত? মিছে মিছি ঘাড়ে ঝোক্ রাখ্‌বের দরকার কি?

ল। (৩) পূর মাসের যত আগে ছেলে হবে, আগে নাড়ী বেরণর বিপদ্ তত কম জেনে রেখো। কেন না, বড় কচি ছেলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ীতে চাপন সৈতে পারে। শীঘ্র হাঁপায় না। (৪) প্রথমে পোয়াতির ছেলের নাড়ী আগে বেরুলে, ছেলেটাকে বাঁচান বড় কঠিন, তা যে অঙ্গের

---

* তৃতীয় ভাগে এ সমস্ত বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

সঙ্গেই কেন নাড়ী বেরুক না। (৫) যে পোয়াতির অনেক ছেলে পিলে হয়েছে, আর বরাবর সহজে খালাস হয়ে এসেছে, তার ছেলের নাড়ী আগে বেরুলে বেশী ভাবনার বিষয় নয়। (৬) মেয়ে ছেলের নাড়ী আগে বেরুলে যত ভাবনার বিষয়, বেটা ছেলের নাড়ী আগে বেরুলে তত ভাবনার বিষয় নয় জেনে রেখো। (৭) পোয়াতির যদি যমক ছেলে হয়, তা হলে শেষের ছেলেটীর প্রায়ই আগে নাড়ী বেরিয়া থাকে। এই যে নাড়ী আগে বেরোয়, এতেই জান্‌বে যে, সব চেয়ে কম বিপদ্। কেন না, দ্বিতীয় ছেলেটী প্রায়ই ছোট হয়ে থাকে। আর আগে একটী ছেলে হওয়ার দরুণ জরায়ুর মুখ, প্রসবের দ্বওর প্রভৃতি সব বেশ প্রশস্ত আর খোলা থাকে।

বি। এ নিয়ম গুলি বল্যে বেশ কল্যে। কেন না, কিসে বেশী ভয় আছে, আর কি হ'লেই বা বড় একটা শঙ্কা থাকে না, ধাইয়ের সে সব জেনে রাখা ভারি আবশ্যক। ভাল কথা মনে পড়েছে, এই সময় আমার আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিলে হ'ল। মাথার সঙ্গে নাড়ী বেরুলে কি নাড়ীতে সব চেয়ে বেশী চাপান লাগে না?

ল। ঠিক কথা বলেছ। তা লাগেই ত। ছেলের আর আর অঙ্গের চেয়ে মাথা খুব বড় আর শক্ত। কাজে কাজেই, নাড়ীতে খুব চাপন লাগাই সম্ভব।

বি। আচ্ছা, এ রকম ঘটনা হ'লেই কি ছেলেটীর বিষয় ইতি দিতে হবে?

ল। কেন? ঈশ্বরের কেমন ইচ্ছে, ছেলের মুখের মধ্যে একবার বাতাস যেতে পাল্যেই, নাড়ীতে যতই কেন চাপন লাগুক না, ছেলে আর হাঁপায় না।

বি। কি রকম? কিছু ত বুঝ্‌তে পাল্যেম না?

ল। জরায়ুর মধ্যে যতক্ষণ ছেলে থাকে, ততক্ষণ নাড়ীতে রক্ত চলাচল করার দরকার। আমাদের ফুল্‌কো যেমন রক্ত পরিষ্কার করার যন্ত্র, পোয়াতির ফুলও সেই রকম ছেলের রক্ত পরিষ্কার করার যন্ত্র। আমরা যেমন বাতাস না পেলে হাঁপিয়ে মরি, নাড়ীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হ'লে ছেলেও তেমনি হাঁপিয়ে মরে। জরায়ুর মধ্যে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ এই ব্যবস্থা। তার পর, ছেলের মুখ বেরিয়ে যখন বাতাস খেতে পাল্যে তখন

ফুল থেকে নাড়ীতে রক্ত চলাচলের আর বড় একটা দরকার থাক্‌লো না। সেই জন্যে বল্‌ছি যে, মাথার সঙ্গে নাড়ী বেরুলে যদিও নাড়ীতে খুব চাপান লাগে, তবু খানিক পরেই ছেলের মুখ বেরিয়ে বাতাস খেতে পারে বলে, নাড়ীতে চাপান পেয়েও আর কিছু ক্ষতি করে উঠতে পারে না। এখন বুঝ্‌লে কি না।

বি। হাঁ, এতক্ষণে বুঝ্‌লাম! তার পর বল, ছেলে বাঁচিয়ে পোয়াতি খালাস কর্‌বে কেমন ক'রে?

ল। নাড়ী আগে বেরুলে, ছেলে বাঁচিয়ে পোয়াতি খালাস কত্তো হলে ধাইয়ের কেবল দুটী কাজ কত্তো হবে। আর সে দুটী কাজই প্রধান।

বি। দুটী কাজ কি?

ল। তা বল্‌ছি। একটী কাজ এই যে, নাড়ীতে যাতে চাপান না লাগ্‌তে পায়। আর একটী কাজ এই যে, নাড়ীতে চাপান মোটেই লাগবে না, এমন উপায় যদি না কত্তো পারা যায়, তা হ'লে সেই চাপান যত কমক্ষণ লাগে, তার বিশেষ চেষ্টা কত্তো হবে। এই দুটী প্রধান কাজের উপর দৃষ্টি রেখে এমন উপায় ক'রে পোয়াতি খালাস কত্তো হবে যে, ছেলে বাঁচাতে গিয়ে পোয়াতিকে যেন কোন বিপদে ফেলা না হয়। কেন না, নাড়ী আগে বেরুলে পোয়াতির কোন ভয়ই নেই। এ কথা তোমাকে এর আগেই বলিছি। কেমন মনে আছে ত?

বি। হাঁ, তা বেশ মনে আছে। ছেলের যে অঙ্গের সঙ্গে নাড়ী বেরোয়, তার কথা যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে শুধু নাড়ী বেরণর দরুণ পোয়াতির কিছুই যায় আসে না। ছেলের প্রাণ নিয়েই টানাটানি কত্তো হয়। এ সব যা যা বলেছ, আমার মনে আছে।

ল। এখানেও ধাইয়ের প্রথম কাজ হচ্চ্যে জল ভাংতে না দেওয়া। যতক্ষণ জল থাক্‌লে, নাড়ীতে চাপন লেগে ছেলে মারা যাবার ততক্ষণ কোন শঙ্কাই থাক্‌বে না? আর জল না ভাংলেও জরায়ুর মধ্যে নাড়ী তুলে দেবার কোন চেষ্টাই কর্‌বে না। এ রকম চেষ্টা কত্তো গেলে পোরাটা ছিঁড়ে ফেলাও সম্ভব। জল না ভাংতে ভাংতে জরায়ুর মুখ বেশ খুলে গেলে, পরে নাড়ীতে বেশী চাপ পাবার ভয় থাকে না।

বি। পোয়াতি খালাস কত্তো ত তবে দেখ্‌ছি জল ভাংতে না দেওয়াই ধাইয়ের প্রধান কাজ?

ল। তা বটেই ত। জল ভেঙে গেলে, বিশেষ সেই জল যদি অসময়ে ভাঙে, তা হ'লে সব কাজেই গোল লেগে যায়। কাজ সিদ্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বি। জরায়ুর মুখ ভাল হয়ে না খুলতেই জল ভাংলে তাকে অসময়ে জল-ভাঙ্গা বল্‌তে হবে ত?

ল। হাঁ, তা না কি? তার পর বলি শোন। হাত দিয়ে নাড়ী জরায়ুর মধ্যে তুলে দেওয়াই সব চেয়ে ভাল উপায়।

বি। হাত দিয়ে কি রকম ক'রে তুলে দেবে? আর তুলে দিলেই বা থাক্‌বে কেন? আবার ত নেমে আস্‌তে পারে?

ল। নেমে না আসে এমন ফিকির আছে, বল্‌ছি শোন। যে হাতে ভাল জুত পাবে, সেই হাতের দুটী কি তিনটী আঙুল ছেলের মাথা কি অন্য কোন অঙ্গ যা আগে বেরিয়েছে, তার পাশ দিয়ে জরায়ুর মুখের মধ্যে দেবে। তার পর, আঙুলের আগা দিয়ে নাড়ীর দুই এক ফের যা নেমে এসেছে, বেশ ক'রে এক জায়গায় জড় করবে। জড় ক'রে যখন দেখ্‌বে যে ব্যথা গিয়েছে, তখনি আঙুল দিয়ে জরায়ুর মধ্যে ঠেলে দেবে। তার পর, আবার ব্যথা আসা পর্য্যন্ত, ছেলের যে অঙ্গ আগে বেরিয়েছে, তার উপর নাড়ী ঐ রকম ক'রে আঙুল দিয়ে ধ'রে রাখ্‌তে চাও। তার পর, আঙুলের আগা পর্য্যন্ত জরায়ু সংকোচ কল্যে, আঙুল বার ক'রে নেবে।

বি। এই কল্যেই কি নাড়ী জরায়ুর মধ্যে থেকে যাবে?

ল। হাঁ, যদি কাজ সিদ্ধি হয় ত এতেই হতে পারে। জরায়ুর সংকোচন নীচে থেকে ক্রমে উপর দিকে ওঠে। এই জন্যে, সেই সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী উপর দিকে উঠে যেতে পারে। আর এই রকম করে নাড়ী উপর দিকে উঠে যেতে পারে বলেই ও রকম কৌশল ক'রে আঙুল দিয়ে নাড়ী তুলে দিতে বলিছি। বুঝ্‌লে কি না?

বি। হাঁ, তা যেন বুঝ্‌লাম। কিন্তু ব্যথা গেলে, কি ফের ব্যথা আসবার সময় যদি নাড়ী আবার নেমে আসে ত কি করবে?

ল। আবার ঠিক সেই রকম কৌশল ক'রে নাড়ী উপরে তুলে দেবে। কেন না, বারে বারে না চেষ্টা কল্যে প্রায় এ কাজ সিদ্ধি ক'রে উঠ্‌তে পারা যায় না। বিশেষ নাড়ীর দব্‌-দবানি যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমান

থাকবে, ততক্ষণ বারে বারে এ রকম চেষ্টা করায় কোন ক্ষতি নেই। নাড়ী দশ বারও তুলে দিতে পার, বিশ বারও তুলে দিতে পার। আর বারে বারে তুলে দিতে দিতে, একবার না একবার রয়ে যাবেই।

বি। আচ্ছা, এ রকম করে হাত দিয়ে নাড়ী তুলে দিতে হ'লে, যে দিকে নাড়ী বেরিয়েছে, তার বিপরীত দিকে পোয়াতিকে শোওয়ালে ভাল হয় না?

ল। বা চমৎকার দেখ্ছি যে! এই কথাটী বল্‌ব বলে কেবল মনে করিছি, অমনি তুমি আগে থাকতে বলে ফেলো। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই। তা, যে দিকে নাড়ী বেরিয়েছে, ঠিক্ তার উল্টো দিকে পোয়াতিকে শোয়ালেই ভাল হয়। ডান দিকে নাড়ী থাকে ত বাঁ দিকে, আর বাঁ দিকে থাক ত ডান্ দিকে শোয়াবে। তা হ'লে, তুলে দেওয়ার পর নাড়ী নেমে আসার বড় ভয় থাকে না। এ ছাড়া, আর একটী বেশ যুক্তি আছে।

বি। কি রকম?

ল। ছেলের যে অঙ্গের সঙ্গে নাড়ী বেরিয়েছে. তার ডান্ পাশ, বাঁ পাশ কি পেছন থেকে সুমুক দিকে ওটা আন্‌তে পার্‌লে, জরায়ুর মধ্যে বারে বারে নাড়ী ফিরিয়ে দেওয়ার সুবিধে হয়।

বি। এখানে ছেলের অঙ্গে পেচোন আর সুমুকে, নীচে আর উপর বল্যেও ত বলা যায়?

ল। হাঁ, তা বলা যায় বৈ কি? পেছনই বল আর সুমুখেই বল, নীচেই বল আর উপরেই বল, আদতটা বুঝ্‌তে পাল্যেই হ'ল।

বি। আচ্ছা, বারে বারে জরায়ুর মধ্যে নাড়ী ফিরিয়ে দিয়েও যদি কাজ সিদ্ধি কর্‌তে না পার, ত কি কর্‌বে?

ল। তা হ'লে কাজে কাজে ফিকির জুকির ক'রে এমন উপায় কত্তো হবে যাতে নাড়ীতে বেশী চাপন না লাগতে পারে। যেখানে দেখ্‌বে যে পোয়াতির পাছার হাড়ের আয়তন বড়; দুটী পাঁচটী ছেলে হয়েছে; ব্যথা নিয়ম মত আস্‌ছে যাচ্ছে; জরায়ুর মুখ, প্রসবের দুওর, প্রভৃতি বেশ খুলেছে, আর শীঘ্র সন্তান ভূমিষ্ট হওয়াও সম্ভব, সেই খানেই যত্ন কর্‌লে এমন উপায় কর্‌তে পার, যাতে নাড়ীতে বড় একটা চাপ না পায়।

বি। সে উপায়টা কি, স্পষ্ট করে না বল্যে ত বুঝ্‌তে পাল্যেম না।

ল। ঠিক কি উপায় কর্‌লে নাড়ীতে বড় চাপ লাগবে না, নিয়ম ক'রে তা ব'লে ওঠা ভার। উপস্থিত মতে ব্যবস্থা কত্তো হবে। তবু একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি, অনেক বুঝতে পার্‌বে।

বি। আচ্ছা, তাই বল, ঐ ত চাই।

ল। এই বোধ কর, ছেলের মাথার সঙ্গে নাড়ী বেরিয়েছে। ব্যথা যেমন আসছে, অম্‌নি জরায়ুর মুখ দিয়ে মাথা একটু ক'রে বেরুচ্ছ্যে। সেই সঙ্গে নাড়ী যে একবারে পিষে বেরবে, তা বুঝতেই পার্‌ছ।

বি। হাঁ, তা পাচ্ছ্যি বৈ কি?

ল। তবেই নাড়ী একবারে পিষে বেরুচ্ছ্যে দেখেও যদি তার কিছু উপায় না কর, তা হ'লে নাড়ীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে ছেলেটী হাঁপিয়ে মর্‌তে পারে। সেই জন্যে, যেখানে দেখ্‌বে যে নাড়ীতে বড় চাপন পাচ্ছ্যে, সেখান থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় রাখবে। এই রকম বাঁচিয়ে চল্‌তে চল্‌তেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে।

বি। হাঁ, আর বল্‌তে হবে না, বেশ বুঝেছি। আচ্ছা, এই বেলা একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে নিই। হাতের সঙ্গে নাড়ী বেরুলে ত নিয়ম মত ছেলে ঘুরিয়ে দিতে হবে?

ল। তা হবে বৈ কি? ছেলে ঘুরিয়ে দেবে আর নাড়ীতে বেশী চাপন না পায়, তারও উপায় কর্‌বে। এই সময় তোমাকে আর গুটি দুই কথা বলে রাখি।

বি। কি কথা বল?

ল। ছেলের মাথার সঙ্গে নাড়ী বেরুলে জরায়ুর মধ্যে তুলে দিলে প্রায়ই নাড়ী আর বেরিয়ে আসে না। এ ছাড়া, নাড়ী গোট ক'রে ছেলের ঘাড়ের খোলে রেখে দেওয়ার সুবিধেও মন্দ নয়। কিন্তু পা হাঁটু কি পাছার সঙ্গে বেরুলে, বারে বারে জরায়ুর মধ্যে তুলে দিলেও নাড়ী নেমে আসে। আর একটী কথা বল্‌ছি এই যে, ব্যথা আরম্ভ হয়েই যদি নাড়ী আগে বেরোয়, তা হ'লে ছেলেটীকে বাঁচান বড় কঠিন হয়ে পড়ে। কেন তা বুঝতে পার্‌ছ?

বি। হাঁ তা পাচ্ছ্যি বৈ কি। ব্যথার সূত্র থেকে খালাস হওয়া পর্য্যন্ত বরাবর নাড়ীতে চাপান পেলে কি ছেলে বাঁচে?

ল। এরই আবার ঠিক বিপরীত, খালাস হবার একটু আগে যদি

নাড়ী বেরিয়ে পড়ে ত তাতে কোনও ভয় নেই। কেন না অল্পক্ষণ মাত্র চাপন পায় বৈ ত না। একটু পরেই ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়। কাজেই নাড়ীতে চাপন পেয়েও কিছু করে উঠতে পারে না। বুঝ্‌লে কি না?

বি। হাঁ, তা এ বুঝা আর শক্ত কি?

চতুর্থ সর্গ।

শিশুর ফুল অগ্রে বাহির হইলে কি কর্ত্তব্য।

বিনোদিনী। যা যা বল্যে, এ ছাড়া পোয়াতির কি আর কোনও গোলমাল ঘট্‌তে পারে।

লক্ষ্মী। পারে বৈ কি?

বি। ওমা, ভয় কর্‌ছে যে, আবার কি গোলমালের কথা বলবে?

ল। তা এতে আর ভয় কি? আমি গোলমালের কথা বল্‌ছি ব'লে ত আর গোলমাল ঘট্‌বে না। পোয়াতিদের যে যে বিপদ ঘ'টে থাকে, সেই বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করার উপায় তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি বৈ ত না? এতে ভয় না পেয়ে আরো খুসী হওয়া উচিত। কেমন নয়?

বি। হাঁ, তার আর ভুল কি?

ল। এই বার হলেই গোলমালের কথা ফুরাল।

বি। তাই হলেই বাঁচি। এবার কি গোলমালের কথা বল্‌বে?

ল। ফুল আগে বেরুলে কি রকম ক'রে পোয়াতি খালাস কত্যে হয়, এ বারে তাই বলবো।

বি। কি সর্ব্বনাশ ফুলও আবার আগে বেরোয় না কি?

ল। বেরোয় বৈ কি?

বি। ভাল, পোয়াতির ফুল আগে বেরণর ত কোন অর্থ বুঝ্‌তে পাল্যেম না?

ল। কেন?

বি। ছেলের মাথা, হাত, পা কি নাড়ী যেন আগে বেরুতে পারে

বুঝ্‌লাম। কিন্তু ফুল আগে বেরবে কেমন ক'রে? ফুল না একবারে জরায়ুর সব উঁচুতে লাগান থাকে?

ল। হাঁ, তা থাকেই ত।

বি। তবে ফুল সেথান থেকে না ছিঁড়ে এলে ত আর আগে বেরুতে পারে না?

ল। তুমি যা বল্‌ছো তা সত্যি বটে, কিন্তু "ফুল আগে বেরিয়েছে" বল্যে, ফুল ছিঁড়ে এসে জরায়ুর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, এমন বুঝায় না।

বি। তবে কি?

ল। তা বল্‌ছি শোন। সচরাচর জরায়ুর সব উঁচুতে, প্রায়ই ডান দিকে, ফুল লাগান থাকে। ছেলে হ'লে পর খানিক বাদে, এই ফুল জরায়ুর গা থেকে ছেড়ে আপনিই বেরিয়ে আসে। কিন্তু কখন কখন ফুল জরায়ুর সব উঁচুতে না থাকে, জরায়ুর মুখে কি তার ঠিক নিকটেই লাগান থাকে।

বি। আচ্ছা, ফুল এমন জায়গায় লাগান থাক্‌লে কি কোন দোষ আছে?

ল। দোষ আছে বৈ কি? স্বাভাবিক যা না হবে, তাতেই দোষ আছে। এই দেখ, ছেলের আগে মাথা বেরণই স্বাভাবিক, কিন্তু তা না হয়ে আগে হাত কি পা বেরণ কি ভাল?

বি। না, তা আর ভাল কেমন ক'রে? আচ্ছা, তবে জরায়ুর মুখে কি তার নিকটে ফুল লাগান থাক্‌লে কি দোষ বল না গা?

ল। প্রথম পাঁচ মাস তার দোষাদোষ কিছুই টের পাওয়া না। ফুল যে ঠিক জায়গায় নেই, তাও মালুম কত্যে পারা যায় না। পূর পাঁচ মাসের পর তবে মন্দ চিহ্ন দেখা দিতে আরম্ভ করে।

বি। মন্দ চিহ্ন কি রকম?

ল। মন্দ চিহ্ন আর কি? রক্ত-ভাঙা। কোন খানে কিছু নেই, ছ মেসে পোয়াতির যদি হঠাৎ রক্ত ভাংলো, তা হ'লেই জরায়ুর মুখে কি তার ঠিক নিকটেই ফুল লাগান আছে সন্ধ কর্‌বে।

বি। রক্ত কি এক দিনই ভাঙে, না মধ্যে মধ্যে ভাঙে?

ল। পূর ছ মাসে রক্ত ভাংতে আরম্ভ হয়। প্রসবের সময় যত নিকট হয়ে আসে ততই বেশী ভাংতে থাকে। পরিশ্রমের পর, কি

কোন কাজ কত্যে কত্যে, কি পোয়াতি যখন ঘুমিয়ে আছে, অমনি কোন খানে কিছুই নেই, রক্ত ভাঙে।

বি। আচ্ছা, ছ মাসের পর যে রক্ত ভাঙে, তার কি কোন একটা নিয়ম আছে?

ল। না, তার নিয়ম টিয়ম কিছুই নেই। দু দিন অন্তরও ভাংতে পারে, পাঁচ দিন অন্তরও ভাংতে পারে, সাত দিন অন্তরও পারে, পোনর দিন অন্তরও পারে, কি মাসে মাসে ঋতুর সময়েও (অর্থাৎ গর্ভ হওয়ার পূর্ব্বে পোয়াতির যে সময়ে ঋতু হইত) ভাংতে পারে।

বি। রক্ত বেশী বেশী ভাঙে, না অল্প করে ভেঙে থাকে?

ল। তারও কিছু ঠিক্ নেই। কখন কখন রক্ত একেবারে এত ভাঙে যে, পোয়াতি একবারে মারা পড়ে। কিন্তু সচরাচর অল্প অল্প করেই রক্ত ভেঙে থাকে। যত দিন না খালাস না হয়, মাঝে মাঝে পোয়াতির এই রকম ক'রে রক্ত ভাঙে।

বি। আচ্ছা, এ রকম ঘটনা হ'লে কি পোয়াতি পূর মাসে খালাস হতে পারে, না তার আগেই হয়?

ল। পূর মাসে খালাস হতে পারে না, এমন নয়। কিন্তু সচরাচর প্রায় গর্ভস্রাবই হয়ে থাকে। কিম্বা পূর সাত মাসে, কি আট মাসেও খালাস হয়ে থাকে। কখন কখন পাঁচ সাত বার রক্ত ভাঙার পরই ব্যথা এসে উপস্থিত হয়। কখন কখন পাঁচ সাত বার রক্ত-ভাঙার পরও ব্যথার কোন সূত্র টের পাওয়া যায় না।

বি। আচ্ছা, জরায়ুর মুখে কি তার ঠিক নিকটেই ফুল লাগান থাকলে ত প্রসবের দুওরে হাত দিলে টের পাওয়া যেতে পারে?

ল। তা পারেই ত। আর হাত দিয়ে দেখিই ত ঠিক কত্যে হয়। জরায়ুর মুখে কি তার নিকটে ফুল লাগান আছে, এমন সন্ধ হ'লেই হাত দিয়ে দেখে ঠিক কত্তে চাও। কেন না, এ রকম ঘটনা হ'লে যত শীঘ্রই ধরাধরি করবে ততই ভাল। জরায়ুর মুখ খোলা পেলে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বের বেশ সুবিধে হয়।

বি। পরীক্ষাটা কি রকম করবে?

ল। কেন, হাত দিয়ে দেখ্‌লিই ত টের পাওয়া যাবে। পোয়াতির ফুল পড়্‌লে পর, তা কি কখনও হাতে ক'রে দেখেছ?

বি। হাঁ, দেখিছি বৈ কি? মোহিনীর ছেলে হ'লে পর, সেই যে আমাকে ফুল দেখালে। সেই সময় ফুল নেড়ে চেড়ে বেশ ক'রে দেখিছি।

ল। তবে আর কি? হাত দিলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। পোয়াতির ফুলের সঙ্গে ছেলের কোন অঙ্গেরই গোলমাল হওয়া সম্ভব নয়। কেমন কি না?

বি। হাঁ, তার আর ভুল কি? অমন মাংস মাংস, নরম নরম, আর ত কিছুই নেই। ফুল একবার যে হাত দিয়ে দেখেছে, তার আর কখনও ভুল হবে না। হওয়া উচিত নয়।

ল। ঠিক বলেছ। কাজের কথাই ঐ। জরায়ুর মুখ খোলা পেলে হাত দিয়ে দেখে ত ফুল বেশই টের পাবে। আবার রক্ত যদি বেশী ভেঙে থাকে, তা হ'লে জরায়ুর মুখ দিয়ে ফুলের খানিকটে বেরিয়ে এসেছে, তাও টের পাওয়া যাবে।

বি। আচ্ছা, পূর পাঁচ মাসের কোন খানে কিছু নেই হঠাৎ যদি পোয়াতির রক্ত ভাঙে, তা হ'লে জরায়ুর মুখে কি তার নিকটেই ফুল লাগান আছে বলে তবে ত সন্ধ করা উচিত?

ল। উচিত তা আবার একবার ক'রে?

বি। এ রকম সন্ধ হ'লে কি কর্‌বে?

ল। হাত দিয়ে দেখে সন্ধ মেটাবে।

বি। জরায়ুর মুখ খোলা পেলে ত হাত দিয়ে দেখ্‌বে?

ল। তা জরায়ুর মুখ না খুল্যে আর রক্ত ভাংবে কেমন ক'রে? রক্ত-ভাঙার পর জরায়ুর মুখ যত টুকু খোলা পাবে, তাতেই তুমি পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে পার্‌বে। ফুল হাতে ঠেক্‌লে আর ভুল হবার যো নেই, সে কথা আগেই বলিছি, কেমন মনে আছে ত?

বি। হাঁ, ত বেশই মনে আছে। আচ্ছা, জরায়ুর মুখে কি ঠিক্ তার নিকটে ফুল লাগান থাকলে, পূর পাঁচ মাসের পর পোয়াতির রক্ত ভাঙার যে নিয়ম বল্যে, এ নিয়মের কি কখনও ব্যতিক্রম ঘট্‌তে পারে?

ল। হাঁ, কখন কখন ঘটে বৈ কি?

বি। কি রকম?

ল। পূর পাঁচ মাসের পর মধ্যে মধ্যে রক্ত-ভাঙার যে কথা বল্যেম, কোন কোন পোয়াতির মোটেই তা ভাঙে না।

বি। আচ্ছা, সে ত তবে ভাল ?

ল। না, সে ভাল নয়।

বি। কেন ?

ল। মধ্যে মধ্যে রক্ত না ভাংলে খালাসের সময় একবারে এত রক্ত ভাংতে পারে যে, পোয়াতি তাতেই মারা পড়্তে পারে।

বি। বল কি ? সে ত তবে বড় ভয়ানক ?

ল। ভয়ানকই ত।

বি। আচ্ছা, মধ্যে মধ্যে যে রক্ত ভাঙে,তার ত চিকিৎসা আছে ?

ল। ও মা, চিকিৎসা আছে বৈ কি ?

বি। চিকিৎসাটা কি রকম বল না গা ?

ল। তা শোন বল্‌ছি। "ফুল আগে বেরিয়েছে" বল্যে কি বুঝায় আগে বল দেখি শুনি ?

বি। তা বল্‌তে পারি। একবার শুন্‌লে কি আর ভুলি জরায়ুর মুখ কি ঠিক্ তার নিকটে ফুল লাগান থাক্‌লে "আগে ফুল বেরিয়েছে", বলা যেতে পারে।

ল। ঠিক্ বলেছ।

বি। এখন তবে চিকিৎসার কথাটা বল।

ল। বলি। ছ মাসে কি সাত মাসে পোয়াতির যদি রক্ত ভাঙে, আর সেই রক্ত ভাঙার পর ক্রমাগত একটু একটু ক'রে রক্ত ভাংতে থাকে, তা হ'লে প্রসবের দুওরে ন্যাকড়ার বুজ্‌লো দিলে সে রক্ত বন্ধ করা যেতে পারে।

বি। ন্যাকড়া কি একবারে জরায়ুর মুখ পর্য্যন্ত দিতে হবে ?

ল। হাঁ, জরায়ুর মুখ থেকে সমুদায় প্রসবের দুওর বেশ করে ন্যাকড়া দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া চাই। নৈলে রক্ত বন্ধ হবে কেন ?

বি। একখানা ন্যাকড়ার বুজ্‌লো দেবে, না ফালি ফালি করে দেবে ?

ল। ন্যাকড়া ফালি ফালি করে দেওয়াই ভাল। একখানা ন্যাকড়ায় চেয়ে ফালি ফালি ন্যাকড়া দিয়েই প্রসবের দুওর ভাল করে বুজন যায়। যতক্ষণ না সমুদায় প্রসবের দুওর ন্যাকড়ায় বুজে যাবে, ততক্ষণ ন্যাকড়ার ফালি একখানি একখানি করে প্রসবের দুওরের মধ্যে দেবে, কিন্তু ন্যাকড়া বেশী ঠেসে ঠেসে দেওয়া হবে না।

বি। আচ্ছা, ন্যাক্‌ড়া ত মধ্যে মধ্যে বদ্‌লে দেওয়া চাই?

ল। ও মা, তা চাই বৈ কি? নৈলে এক ন্যাক্‌ড়া বরাবর দিয়ে রাখ্‌লে যে দুর্গন্ধ হবে। বুঝ্‌লে কি না?

বি। হাঁ, তা বেশ বুঝিছি, আর বল্‌তে হবে না।

ল। প্রসবের দুওরে ন্যাকড়ার বুজ্‌লো দেওয়া ছাড়া এর আর একটী প্রধান চিকিৎসা আছে। সেটী কখনও ভোলা হবে না।

বি। সে চিকিৎসাটা কি বল না গা?

ল। বলি। পোয়াতিকে বিছানায় শুইয়ে রাখ্‌বে। উঠে বস্‌তে, দাঁড়াতে, কি বেড়াতে, কোন মতেই দেবে না। যে ঘরে পোয়াতি শুয়ে থাক্‌বে, সে ঘরটী ঠাণ্ডা হওয়া চাই।

বি। পোয়াতির আহার কি দেওয়া যাবে?

ল। লঘু আহার দেবে। এমন আহার দেবে,যাতে পেট ভার হবে না, অথচ শরীরে বল হবে। যেমন দুধ, সাগু, সুজি, এরারুট। পূর পাঁচ মাসের পর একবার রক্ত ভাংলেই, পোয়াতিকে সাবধান ক'রে দেবে যে, যত দিন খালাস না হয়, তত দিন বড় একটা উঠ বোস, কি চলা ফেরা না ক'রে। এ রকম ঘটনা হ'লে এই রূপ সাবধান হওয়া ভারি আবশ্যক।

বি। আচ্ছা, একবার বেশী রক্ত ভেঙে পোয়াতি যদি বড় কাবু হয়ে পড়ে, তা হ'লে কি করা যাবে?

ল। একটু একটু ব্রাণ্ডি হিম জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবে। বেশী রক্ত ভেঙ্গে কাবু হয়ে পড়্‌লে পোয়াতির পক্ষে ব্রাণ্ডির মত অসুদ আর নেই।

বি। ব্রাণ্ডি খাওয়াবার নিয়মই বা কি রকম, আর পরিমাণই বা কি রকম, তবে বেশ করে ব'লে দেও?

ল। পোয়াতির অবস্থা বুঝে ব্রাণ্ডির মাত্রার ইতর বিশেষ কর্‌বে। যদি বড় কাবু হয়ে থাকে, তা হ'লে এক কাঁচ্চা আন্দাজ ব্রাণ্ডি ছটাক খানেক হিম জলের সঙ্গে মিশিয়ে তিন ঘণ্টা অর্থাৎ এক পর অন্তর খাওয়াবে। এই রকম কল্যেই পোয়াতির শীঘ্র সাম্‌লে উঠ্‌বে।

বি। বটে, তবে ত এ বেশ উপায় দেখ্‌ছি?

ল। বেশ উপায় বৈ কি? নৈলে বল্‌ছি কেন? ব্রাণ্ডি ছাড়া কিছু আহারও দেওয়া চাই।

বি। আহার কি দেবে ?

ল। দুধ আর মাংসের কাথ।

বি। মাংসের কাথ কি রকম ক'রে তয়ের কর্‌বে ?

ল। এক পোয়া আন্দাজ মাংস, হামাম দিস্তেয় থেঁতো ক'রে, দু সের আন্দাজ হিম জলে ঘণ্টা দুই ভিজিয়ে রাখ্‌বে। তার পর সেই পাত্রটা জ্বালে চড়িয়ে দিয়ে, অর্দ্ধেক আন্দাজ জল কমে গেলে নামাবে। তার পর ঐ কাথ খানি আলাদা একটা পাত্রে ঢেলে নিয়ে, মাংস গুল বেশ করে নিংড়ে নিংড়ে ফেলে দেবে। এই এক সের আন্দাজ কাথ একটু একটু ক'রে সমস্ত দিন রেতে পোয়াতিকে খেতে দেবে।

বি। তবে মাংসের কাথ তয়ের করা ত শক্ত নয় ?

ল। তা নয়ই ত।

বি। তাতে নুন ঝাল দেওয়া যাবে, না অম্‌নি শুধুই পোয়াতিকে খেতে দেবে ?

ল। তা একটু নুন দিয়ে দেওয়া মন্দ নয়। পূর পাঁচ মাসে, ছ মাসে, কি সাত মাসে রক্ত ভাংলে যেমন যেমন বলেম্, ঠিক ঐ রকম ক'রে পূর মাস পর্য্যন্ত পোয়াতি ছেলে দুই-ই বাঁচিয়ে চল্‌বে। এই কত্যে পাল্যেই কাজ সিদ্ধি হ'ল।

বি। কাজ সিদ্ধি কি রকম ?

ল। ফুল আগে বেরুলে পূর পাঁচ মাসে, ছ মাসে কি সাত মাসে রক্ত প্রায়ই ভেঙে থাকে। এই রক্ত বন্ধ কর্‌বার কোন উপায় না কল্যে পোয়াতি মারা পড়্‌তে পারে। আর পোয়াতি যদি নাও মরে, পেটের ছেলেটী প'ড়ে যেতে পারে। এত অকালে খালাস হ'লে কিছু ছেলে বাঁচে না।

বি। তা বাঁচ্‌বে কেমন করে ? অত টুকু ছেলে কি বাঁচে, বিশেষ অত রক্ত ভাঙার পর !

ল। তাতেই বল্‌ছি, যে পূর পাঁচ মাসে, ছ মাসে, কি সাত মাসে রক্ত ভাংলে, আগে যেমন যেমন বল্যেম্ ঠিক তেম্‌নি ক'রে রক্ত বন্ধ কর্‌বে। তার পর পোয়াতি যাতে স্বচ্ছন্দ থাকে তার উপায় কর্‌বে। এই রকম ক'রে পূর মাস পর্য্যন্ত পোয়াতি ও ছেলে দুই-ই বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চাও। এই কাজটী সিদ্ধি কর্‌তে পার্‌লে, পূর মাসে কৌশল ক'রে পোয়াতি খালাস কল্যেই আপদ গেল। এখন বুঝ্‌লে ?

বি। হাঁ, বেশ বুঝিছি আর বল্‌তে হবে না। ফুল আগে বেরুলে পূর মাসে কি রকম কৌশল ক'রে পোয়াতি খালাস্ করবে, এখন তবে বল?

ল। তা বল্‌ছি, শোন। ফুল আগে বেরুলে, পূর মাসে ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে পোয়াতি খালাস করলে, পোয়াতি আর ছেলে, দুয়েরই মঙ্গল হয়।

বি। ছেলে ঘুরিয়ে দেবে কেন? হাত আগে বেরুলেই না ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে থাকে?

ল। তা দিয়ে থাকে বটে। ফুল আগে বেরুলেও ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে পোয়াতি খালাস কত্তে হয়?

বি। ফুল আগে বেরুলেই কি পূর মাসে ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে পোয়াতি খালাস কত্তে হয়?

ল। ফুল আগে বেরুলে পূর মাসে জুত পেলে ছেলে ঘুরিয়ে দিতেই চাও।

বি। জুত পাওয়া কি রকম?

ল। জরায়ুর মুখ খোলা পেলেই ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়ার সুবিধে পাওয়া হ'ল। বুঝ্‌লে কি না?

বি। তা যেন বুঝ্‌লাম। জরায়ুর মধ্যে হাত দেবে কেমন ক'রে?

ল। কেন?

বি। জরায়ুর মুখে যে ফুল?

ল। তা জরায়ুর মুখে ফুল থাক্‌লেও কৌশল ক'রে জরায়ুর মধ্যে হাত দেওয়া যেতে পারে।

বি। কৌশলটা কি রকম?

ল। ফুল যদি জরায়ুর মুখ একবারে বন্ধ ক'রে না থাকে, তা হ'লে এক পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে জরায়ুর মধ্যে হাত চালিয়ে দেবে। আর ফুল যদি সমুদায় মুখ যোড়া ক'রে থাকে, তা হ'লে হাত দিয়েই দেখে যেখানে ফুলটা জরায়ুর গায়ে অল্প লেগে আছে বোধ হবে, কি যেখানে জরায়ুর গা থেকে ফুলটা একটু আধটু ছেড়েছে, সেই খান দিয়ে আস্তে আস্তে জরায়ুর মধ্যে হাত চালিয়ে দেবে।

বি। আচ্ছা, ফুল আগে বেরুলে পূর মাসে ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে পোয়াতির খালাস করায় বিশেষ উপকার কি, বেশ ক'রে বল দেখি শুনি?

ল। তা বল্‌ছি শোন। ফুল আগে বেরুলে পূর পাঁচ মাসের পর পোয়াতির আগে রক্ত ভাংতে আরম্ভ হয়, তা জান?

বি। হাঁ, তা ত তুমি এর আগেই বলেছ।

ল। খালাস হওয়ার দিন যত নিকট হয়ে আসে, রক্ত তত বেশী ভাংতে আরম্ভ করে। তার পর ব্যথা আরম্ভ হ'লে রক্ত-ভাঙার আর দিগ্‌বিদিক্ থাকে না। একবার ক'রে ব্যথা আসে আর হুড় হুড় ক'রে রক্ত ভাঙে। এই রকম খানিকক্ষণ হ'লেই পোয়াতির দফা নিশ্চিন্ত। ফুল আগে বেরুলে কেবল রক্ত-ভাঙাই উপসর্গ বৈ ত নয়। শুদ্ধ রক্ত ভেঙে ভেঙেই পোয়াতি মারা পড়ে। এই জন্যেই ফুল আগে বেরুলে বেশী রক্ত ভাংতে না দিয়ে, পূর মাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখে, নিরাপদে পোয়াতি খালাস কর্ত্তে পাল্যেই, ধাইগিরি চূড়ান্ত করা হ'ল।

বি। তা সত্যি। ধাইয়ের পরিচয় এতে যেমন পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতেই নয়।

ল। ব্যথা এলেই যেখানে রক্ত ভাংঙে, সেখানে বিশেষ বিবেচনা ক'রে দেখ্‌তে হবে, কি কল্যে রক্ত-ভাঙা বন্ধ থাক্‌বে, অথচ নির্ব্বিঘ্নে পোয়াতি খালাস হবে।

বি। রাম বল, নিশ্বেস ফেলে বাঁচলেম্। এমন উপায়ও তবে আছে। আমি ভেবে একবারে অকাট হয়েছিলাম। ব্যথা এলেই যেখানে রক্ত ভাংবে, সেখানে পোয়াতি বাঁচানই ভার। কেন না, ব্যথা বারে বারে না এলে ত আর পোয়াতি খালাস হতে পার্‌বে না। আগে জান্তেম্ ব্যথা শীঘ্র শীঘ্র এলেই ভাল পোয়াতি কষ্ট পায় না, শীঘ্র খালাস হয়। এ যে দেখি বিপরীত। ব্যথা এলেই বিপদ, কি সর্ব্বনাশ! এ রকম ঘটনা হ'লে, কি উপায়ে নিরাপদে পোয়াতি খালাস কর্‌বে, বল না গা?

ল। ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে পোয়াতি খালাস কর্‌বে।

বি। ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া ত, ছেলের পা নীচে দিকে নামিয়ে নিয়ে আসা?

ল। হাঁ, ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া বল্যেই ওই বুঝলে। কেন আগে হাত বেরুলে ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা না বেশ ক'রে বলে দিইছি।

বি। হাঁ, তা ব'লে দিয়েছ বটে। তবু আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে

নিলাম। আচ্ছা, ছেলে ঘুরিয়ে দিলে পোয়াতির রক্ত-ভাঙা বন্ধ হবে কেমন ক'রে?

ল। তা বল্‌ছি শোন। প্রথমে হাতদিয়ে ছেলে ঘুরিয়ে দিতে গেলে ধাইয়ের হাতে জরায়ুর মুখ এক রকম বন্ধ রাখ্‌বে কি না?

বি। হাঁ, তা রাখ্‌বেই ত।

ল। তবেই জরায়ুর মুখ খোলা না পেয়ে রক্ত-ভাংতে পার্‌বে না। তার পর, ছেলের পা জরায়ুর মুখ দিয়ে নামিয়ে নিয়ে এলে আবার সেই পা-ই ঐ মুখ বন্ধ রাখ্‌বে। কাজে কাজেই, ফুল আগে বেরুলে পূর মাসে ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে পোয়াতি খালাস করাই সব চেয়ে ভাল। বুঝ্‌লে কি না?

বি। হাঁ, তা বুঝিছি।

ল। ফুল আগে বেরুলে ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া আবার যেমন সুবিধে, এমন আর কিছুতেই নয়।

বি। কি রকম?

ল। ব্যথা এলে যে রক্ত ভাঙে, তাতেই জরায়ুর মুখ সহজে বেশ খুলে যায়। আর রক্ত ভাঙে বলেই জরায়ুর সংকোচন কম হয়ে পড়ে। এই জন্যেই, সহজেই ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। আর এই জন্যেই ছেলে ঘুরিয়ে দিলে পোয়াতির কোনও ভয় থাকে না।

বি। ছেলে ঘুরিয়ে দিলে পোয়াতির আবার ভয় কি?

ল। ভয় নয়? ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া সহজ জ্ঞান কর নাকি? সহজে ঘুরিয়ে দিতে পার্‌লে যোগে যন্তরে পোয়াতি সে ধাক্কা সাম্‌লাতে পারে। কিন্তু তা হ'লে ছেলে ঘুরিয়ে দিতে গিয়ে পোয়াতিকে যদি বেশী ক্লেশ দেও, তা হ'লে পোয়াতি সে ধাক্কা সাম্‌লাতে না পেরে মারা পড়ে। এখন বুঝ্‌লে?

বি। হাঁ, বেশ বুঝিছি, আর বল্‌তো হবে না।

ল। তবে আর কি? ফুল অগে বেরুলে পূর মাসে ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে পোয়াতি খালাস কর্‌তে চাও। আর এও জেনে রেখো যে, এ অবস্থায় ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া ভারি সহজ। আর, ছেলে ঘুরিয়ে দিলে পোয়াতি কোনও কষ্ট পায় না, আর ছেলেরও কোন ভয় থাকে না। এর চেয়ে সুবিধে আর কি আছে?

বি। হাঁ, তার আর ভুল কি? আচ্ছা, জল না ভাংতে ভাংতে ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া ত আরও সহজে হয়?

ল। তা হয়ই ত? আর বেশী রক্ত-ভেঙে পোয়াতি ভারি কাবু না হ'তে হ'তে, কি রক্ত ভাঙা কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ হ'লে, ছেলে ঘুরিয়ে দিলে ভাল হয়।

বি। ফুল আগে বেরুলে ছেলে ঘুরিয়ে দিলে পোয়াতি খালাস করার তবে ফল কি বল্যে?

ল। ছেলে ঘুরিয়ে দিতে গিয়ে ধাইয়ের হাত প্রথমে জরায়ুর মুখ বন্ধ ক'রে ফেলে। তার পর, ছেলের পা জরায়ুর মুখ দিয়ে নামিয়ে আন্‌লেও ঐ মুখ বন্ধ রাখে। কাজে কাজেই প্রথম থেকে ছেলে হওয়া পর্য্যন্ত রক্ত ভাংতে পারে না। কেন না, রক্ত ভাঙার পথ পায় না। এই হ'লেই সব দিক্ বজায় থাক্‌লো।

বি। তা সত্যি। কেন না, ফুল আগে বেরুলে খালাসের সময় রক্ত ভেঙেই পোয়াতি মারা পড়ে। উপায় ক'রে তা যদি নিবারণ কল্যে, আর পোয়াতি ছেলে দুই-ই বাঁচালে, তা হ'লে ত আর কিছুই ভাবনা থাক্‌লো না। আচ্ছা, ছেলে হ'লে পর কি, হাত দিয়ে ফুল বার ক'রে ফেল্‌বে, না যতক্ষণ ফুল আপ্‌নি না পড়্‌বে, ততক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বে?

ল। এখানে ফুল হাত দিয়ে টেনে বের কত্যে হবে। নৈলে ফুল অপনি পড়্‌বের পিত্যেশে থাক্‌লে, রক্ত-ভেঙে পোয়াতি মারা পড়বে। আর হাত দিয়ে ফুল টেনে বার করাও শক্ত নয়। কেন না ফুল আগে বেরুলে ছেলে হবার আগেই জরায়ুর গা থেকে ফুল প্রায়ই ছেড়ে গিয়ে থাকে। একটু আধুটু যা লেগে থাকে, হাত দিলেই তা ছেড়ে আসে।

বি। ফুল আগে বেরুলে পূর মাসে যো পেলে ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে, পোয়াতি খালাস করার নিয়ম যেন বেশ জেনে রাখ্‌লেম। তা ছাড়া, আর কোন রকম চিকিৎসা আছে না কি?

ল। আছে বৈ কি?

বি। কি রকম?

ল। ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে পোয়াতি খালাস করার যো না থাক্‌লে অর্থাৎ জরায়ুর মুখ খোলা না পেলে, কি রক্ত ভেঙে ভেঙে পোয়াতি ভারি

কাবু হয়ে পড়্‌লে, কি পূর মাসের অনেক আগে ব্যথা হ'লে, কি ছেলে মরে গেলে, কি যখন দেখ্‌বে যে ভারি রক্ত ভাংচে, কিছুতেই রক্ত ভাঙা নিবারণ করা যাচ্যে না, সকলের আগে হাত দিয়ে ফুল্‌টা টেনে বার কর্‌বে। ফুল বার ক'রে ফেল্যেই রক্ত-ভাঙা একবারে বন্ধ হয়ে যাবে। রক্ত ভাঙা বন্ধ হ'লেই পোয়াতি বেঁচে গেল। বুঝ্‌লে কি না?

বি। হাঁ তা বেশ বুঝিছি। ফুলই যেখানে রক্ত-ভাঙার মূল, সেখানে ফুলটা বার ক'রে ফেল্যেই বালাই গেল।

ল। তোমাকে একটা মোট কথা বলি শোন। যেখানে দেখ্‌বে যে রক্ত ভেঙে ভেঙে পোয়াতি মারা পড়্‌ছে, রক্ত-ভাঙা বন্ধ না কল্যে পোয়াতিকে বাঁচনার আর উপায় নেই, সেখানে এদিকে ওদিকে না দেখে দেরি না ক'রে ফুল্‌টা বার ক'রে ফেল্‌তে চাও, তা যে মাসেই কেন এমন ঘটুক না। ফুল বার ক'রে ফেলার পর ছেলেটা বার কর্ত্যে চাও। ছেলে কিছু জীয়ন্ত বেরবে না, তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছো?

বি। হাঁ, তা পাচ্ছি বৈ কি? ফুলেতেই যে ছেলের প্রাণ। তা ফুল আগে বের ক'রে ফেল্যে; ছেলে বেঁচে থাক্‌বে কেমন করে?

ল। ফুল আগে বেরুলে পোয়াতি বাঁচানর আর একটা উপায় আছে।

বি। কি রকম?

ল। যেখানে দেখ্‌বে রক্ত খুব জেয়াদা ভাংছে না, জরায়ুর মুখ বন্ধ আছে, কি অল্পই খুলেছে, সেখানে পোরোটা ফুটো ক'রে জল বার ক'রে দেব। যেখানে দেখ্‌বে যে ব্যথা আরম্ভ হয়েছে, কি যেখানে অসময়ে খালাস করা পরামর্শ হবে, সেখানে পোরোটা ফুটো ক'রে জল বার ক'রে দেবে। যেখানে দেখ্‌বে যে পোরোর মধ্যে অনেক জল আছে, সেখানে পোরোটা ফুটো ক'রে জল বার ক'রে দেবে। যেখানে দেখ্‌বে ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়ার যো নেই, আর ছেলে জীয়ন্ত আছে বলে হাত দিয়ে ফুল টেনে বার করা পরামর্শ নয়, সেখানে পোরোটা ফুটো ক'রে জল বার করে দেবে।

বি। ফুল আগে বেরুলে পোয়াতি বাঁচানর তবে কতগুলি উপায় বল্যে?

ল। বল দেখি কটা বল্যেম্‌?

বি। বল্‌তে পারিনে ভাবছো নাকি? চার্‌টে বৈ ত উপায় বলনি। কেমন নয়?

ল। হাঁ, চার্‌টেই ত বলিছি বটে। আচ্ছা, সে চার্‌টে কি কি বল দেখি শুনি?

বি। (১) একটা সহজ উপায় হচ্ছে, প্রসবের দুওরে ন্যাকড়ার বুজ্‌লো দিয়ে রক্ত-ভাঙা বন্ধ করা। (২) আর একটা উপায় হচ্ছে, ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে পোয়াতি খালাস করা। (৩) আর একটা উপায় হচ্ছে, ছেলে হওয়ার আগে ফুল টেনে বার করা। (৪) আর একটা উপায় হচ্ছে, পোয়োটা ফুটো ক'রে দিয়ে জল বার ক'রে দেওয়া। কেমন এই নয়?

ল। বাঃ আচ্ছা মনে করে রেখেছ যা হোক্‌। মন না থাক্‌লে কি কিছু শেখা যায়?

বি। কখন্‌ কোন্‌ উপায় কত্যে হবে, তাও বলতে পারি।

ল। তাই বল্‌তে পারাই ত কেজো। ভাল তোমাকে জিজ্ঞাসা করি বল দেখি?

বি। তা জিজ্ঞাসা কর না?

ল। প্রসবের দুওর ন্যাক্‌ড়ার বুজ্‌লো দিয়ে রক্ত-ভাঙা বন্ধ কর্‌বে কখন্‌?

বি। ছ মাসে কি সাত মাসে পোয়াতির যদি রক্ত-ভাঙে, আর সেই রক্ত-ভাঙার পর ক্রমাগত একটু একটু ক'রে রক্ত ভাংতে থাকে, তা হ'লে প্রসবের দুওরে ন্যাক্‌ড়ার বুজ্‌লো দিয়া রক্ত বন্ধ কর্‌বে। কেমন নয়?

ল। হাঁ, ঠিক্‌ বলেছ। ফুল আগে বেরুলে ছেলে ঘুরিয়ে পোয়াতি খালাস কর্‌বে কখন?

বি। পূর মাসে রক্ত ভাংতে আরম্ভ কল্যে তা চাপাচুপি দিয়ে রাখ্‌বের দরকার নেই, আর উচিত নয়: কেন না, সে সময় কৌশল ক'রে পোয়াতি খালাস কল্যে ছেলে পোয়াতি দুই-ই রক্ষা পায়। আর এ অবস্থায় ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে পোয়াতি খালাস করাই বেশ পরামর্শ। বরং ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে পোয়াতি খালাস কত্যে গৌণ কল্যে, ঐ রকম ক'রে খালাস না কল্যে পোয়াতি ছেলে দুই-ই মারা যেতে পারে। তবেই তোমার কথার উত্তর হচ্ছে এই যে, পূর মাসে জরায়ুর মুখ খোলা পেলে, বেশী রক্ত ভেঙে পোয়াতির বড় কাবু হয়ে না পড়্‌লে, আর একটু একটু

ক'রে রক্ত ভাংতে থাক্‌লে, ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে পোয়াতি খালাস ক'র্‌বে।

ল। ফুল আগে বেরুলে, পূর মাসে ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে পোয়াতি খালাস করা সহজ, না কঠিন ?

বি। কঠিন কেন হবে। তুমিই না বলেছ যে, রক্ত-ভাঙার দরুণ জরায়ুর মুখ সহজে খুলে যায়, আর জরায়ুর সংকোচন বড় একটা থাকে না। সেই জন্যে, এ অবস্থায় ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়া সহজ বৈ কঠিন নয়। কেমন, এ কথা তুমি বল নি ?

ল। হাঁ, তা বলিছিই ত। তোমার সব মনে আছে কি না, ফিকির ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে নিলাম। ভাল ছেলে হওয়ার আগে ফুল টেনে বার ক'র্‌বে কখন্ ?

বি। যেখানে দেখ্‌বে যে রক্ত ভেঙে ভেঙে পোয়াতি ভারি কাবু হয়ে পড়েছে, আর রক্ত ভাংলেই মারা যাওয়া সম্ভব, সেখানে এদিক ওদিক না দেখে সকলের আগে হাত দিয়ে ফুল্‌টো বার ক'রে ফেল্‌বে। ফুল বেরিয়ে এলেই বালাই গেল। কেন না, ফুলই রক্ত-ভাঙার মূল। কেমন এই ত ?

ল। হাঁ, এই বৈ কি ? তোমার কাছে কিছু ভুল হবার যো আছে ?

বি। পোয়াতি খালাস হ'লে পর আঁতুড় ঘরে যেমন কত্যে হয়, এখানেও ত ঠিক্ সেই রকম কত্যে হ'বে ?

ল। তা না ত কি ? পোয়তিকে খুব সাবধানে রাখা চাই। দশ পোনর দিন বিছানা থেকে মোটেই উঠ্‌তে দেবে না। খালাস হ'লে পর পোয়াতি আর ছেলেকে কি রকম ক'রে রাখ্‌তে হয়, মোহিনীর খোকা হবার সময় তা বেশ ক'রে বলে দিইছি। কেমন মনে আছে ত ?

বি। হাঁ, তা বেশ মনে আছে। আর বল্‌তে হবে না। এক কথা কি আর বারে বারে বল্‌তে হবে ?

পঞ্চম সর্গ।

প্রসবের পর রক্ত-ভাঙা নিবারণ।

বিনোদিনী। আচ্ছা, প্রসবের পর কি রক্ত ভাঙা ভাল ?

লক্ষ্মী। রক্ত ভাঙা আবাব ভাল কেমন ক'রে ? ওতে কেবল কাহিল করে বৈ ত না। আমাদের এই ধাইরে ভাল ক'রে খালাস কর্‌তে জানে না বলেই পোয়াতিদের এত রক্ত ভেঙে থাকে। নৈলে রক্ত ভাংবের ত কথা নয়। তবে খালাস হ'লে পর একটু আধটু রক্ত যে, ভেঙেই থাকে, তাতে কিছুই যায় আসে না। আর তার জন্যে কিছু কর্‌বেরও দরকার নেই। কিন্তু প্রসবের পর সকলেরই রক্ত-ভাঙার ভয় আছে ? এতে যদি আবার ঠিক নিয়ম মত পোয়াতিকে না রাখা হয়, তা হ'লে রক্ত নিশ্চয়ই ভাঙে।

বি। তবে রক্ত যাতে না ভাঙে, তার একটা উপায় ব'লে দেও ?

ল। তা বল্‌ছি শোন। এর আগেই * তোমাকে বলেছি যে, ছেলের মাথা বেরিয়ে কাঁধ বেরুলেই পোয়াতির পেটটা হাত দিয়ে চেপে ধর্‌বে তার পর, ফুল যতক্ষণ না পড়্‌বে, ততক্ষণ হাতের মুটোর মধ্যে জরায়ুটা ক'সে ধ'রে রাখ্‌বে। তার পর, পেটে কাপড় ক'সে জড়িয়ে দেবে। কেমন এ সব মনে আছে ত ?

বি। ও মা, তা মনে আছে বৈ কি, ও কি ভুলতে পারি। ভুলবই যদি, তবে এত চেষ্টা পেয়ে শেখার দরকার কি ?

ল। ছেলে হ'লে পর পোয়াতির পেটে হাত দিয়ে যদি জরায়ুর সংকোচন (অর্থাৎ জড়-সড় হয়ে ছোট ও শক্ত হয়ে যাওয়া) ভাল টের না পাও, তা হ'লে দশ রতি আন্দাজ অর্গট অব রাইয়ের গুঁড়ো, ছটাক খানেক হিম জলে গুলে পোয়াতিকে খাইয়ে দেবে। হাত দিয়ে পেট যেমন ধরা আছে, তেমনিই থাকবে।

বি। এতে উপকার হবে কি ?

ল। জরায়ু শীঘ্রই সংকোচ কর্‌বে। সংকোচ কল্যেই রক্ত ভাঙার ভয় গেল, আর ফুলও শীঘ্র এসে পড়্‌বে। কেন এসব কথা ত তোমাকে এর আগেই বলিছি (৮০—৮৫র পাত দেখ)।

---

* প্রথম ভাগে।

বি। হাঁ, হাঁ, তা ত বলেছ বটে। শুধু অর্গট কেন, ইপেকার কথাও যে বলেছ। অর্গট আর ইপেকা থাক্‌তে আবার রক্ত ভাঙার ভয়? আমিও ত মন্দ ভুলো নয় দেখ্‌ছি।

ল। তবে আর কি? এর আগে যে সব কথা বলিছি, সে সব বেশ ঠাউরে ঠাউরে মনে ক'রে দেখ। (৮০—৯৫ পাতা দেখ)।

ষষ্ঠ সর্গ।

যমক সন্তান কিরূপে প্রসব করাইতে হয়।

বিনোদিনী। হাঁ গা, যে পোয়াতির যমক ছেলে হয়, তাকে কি করম ক'রে খালাস কর্‌বে?

লক্ষ্মী। কেন, তা আর শক্তটা কি? আগে ঠিক কর পোয়াতির যমক ছেলে হবে, কি না। তার পর না তার ব্যবস্থা চাই?

বি। হাঁ, তা না ত কি? ভাল, পোয়াতির যমক ছেলে হবে কি না, তা জান্‌বার উপায় কি।

ল। পোয়াতি খালাস হবা মাত্রই তার পেটে হাত দিয়ে দেখ্‌বে। পেটে হাত দিয়ে দেগে যদি পেট খালি বোধ না হয়, আর প্রায় তত বড় থাকে, তা হ'লে পেটে আর একটি ছেলে আছে, এমন সন্ধ কর্‌বে। এ ছাড়া, পেটে বেশ ক'রে হাত বুলিয়ে দেখ্‌লে ছেলের অবয়ব টের পাওয়া যায়।

বি। পেটে আর একটী আছে এমন সন্ধ হ'লে, কি করবে?

ল। দণ্ড খানেক চুপ ক'রে পোয়াতির কাছে ব'সে থাক্‌বে।

বি। দণ্ড খানেক চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বে কেন।

ল। দেখ্‌বে যে দণ্ড খানেকের মধ্যে দ্বিতীয় ছেলেটী আপ্নিই ভূমিষ্ট হয় কি না?

বি। প্রথম ছেলেটী ভূমিষ্ট হওয়ার পর দণ্ড খানেক বাদে দ্বিতীয় ছেলেটী হয় কি না?

ল। হাঁ, প্রায়ই হয়, বটে। প্রথম ছেলেটি হ'লে পর দণ্ড খানেক পরেই ব্যথা আসে। সেই ব্যথাতেই দ্বিতীয় ছেলেটি হয়।

বি। আচ্ছা দণ্ড খানেক পরে দ্বিতীয় ছেলেটী হওয়ার যদি কোন আকার না দেখ, তা হ'লে কি কর্‌বে?

ল। আর দেরি না ক'রে তখনই খালাস করার চেষ্টা দেখ্‌বে। কেন না, বেশী দেরি কর্‌লে রক্ত ভাংবে আর পেটের ছেলেটী মারা যাবে। এ ছাড়া, অধিক বিলম্ব হ'লে প্রথম ছেলেটী হওয়ার দরুণ জরায়ুর মুখ, প্রসবের দুওর প্রভৃতি যে সব প্রশস্ত হয়, তা আর তেমন থাকে না। ক্রমে আঁটো হয়ে আসে। কাজে কাজেই দ্বিতীয় ছেলেটী হ'তে পোয়াতি কষ্ট পায়। বিশেষ তাতে আবার যদি ছেলের মাথা আগে না বেরিয়ে অন্য কোন অঙ্গ আগে বেরোয়।

বি। দ্বিতীয় সন্তানটী কি রকম ক'রে প্রসব করাবে, তবে ভাল ক'রে বল দেখি, শুনি?

ল। প্রথম সন্তানটী ভূমিষ্ঠ হবা মাত্রেই পোয়াতির পেট কাপড় দিয়ে জড়িয়ে দেবে। তার পর, দণ্ড খানেক বাদে যদি দেখ যে, জল ভাংলো না, তা হ'লে পোরোটা নখ দিয়ে ছিঁড়ে দেবে। এই কর্‌লেই ব্যথা আসবে। ব্যথা এলেই ছেলে হ'ল।

বি। এ ক'রেও যদি ছেলে না হ'ল ত কি কর্‌বো?

ল। দণ্ড চেরেক অপেক্ষা ক'রে দেখ্‌বে। এর মধ্যে ছেলে হ'ল ত ভালই, নৈলে জরায়ুর মধ্যে হাত দিয়ে ছেলের পা ধ'রে নামিয়ে নিয়ে আসবে।

বি। ছেলে ঘুরিয়ে দিতে হ'লে যেমন ক'রে পা ধরে নামিয়ে আন্‌তে হয় বলেছ, এও ঠিক সেই রকম কত্তো হবে?

ল। হাঁ, ঠিক্ সেই রকম, তার কিছু বিভিন্ন নেই। এ ছাড়া দ্বিতীয় ছেলেটীর পা ধ'রে নামিয়ে নিয়ে আসা কিছু কঠিন নয়।

বি। কেন?

ল। দ্বিতীয় ছেলেটীর পা প্রায়ই আগে বেরিয়ে থাকে। এই জন্যে ছেলে ঘুরিয়ে দিয়ে আর খালাস কর্‌তে হয় না। ছেলে ঘুরিয়ে দেওয়াই না কঠিন?

বি। হাঁ, তার আর ভুল কি? আচ্ছা, দ্বিতীয় ছেলেটীর পা আগে বেরুলে, পোয়াতি খালাস হতে কোন কষ্ট পায় না ত?

ল। না, তা কোন কষ্টই পায় না। পা কি পাছা আগে বেরুলে

বরং খুব শীঘ্র খালাস হয়ে থাকে। আর ঈশ্বরের কেমন ইচ্ছে যে, এই জন্যে দ্বিতীয় ছেলেটার পা প্রায়ই আগে বেরিয়ে থাকে।

বি। পা আগে বেরুলে পোয়াতি যেমন ক'রে খালাস কর্‌তে হয় বলেছ, এখানেও ঠিক সেই রকম ক'রে খালাস কর্‌তে হবে?

ল। হাঁ, তা না ত কি?

বি। খালাস কর্‌তে দেরি হ'লে দ্বিতীয় ছেলেটা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে না কি?

ল। ও মা তা আছে বৈ কি? দুই তিন ঘণ্টার অধিক বিলম্ব হ'লেই প্রায়ই মারা গিয়ে থাকে। এই জন্যে, এই সময়ের মধ্যেই, যে কোন উপায়ে হোক দ্বিতীয় ছেলেটাকে খালাস করান চাই। নৈলে প্যাঁচ। দ্বিতীয় ছেলেটা প্রসব ক'রাতে কিছু দেরি করা উচিত কি না, তার একটা নিয়ম বলে দিই শোন।

বি। বেশ কথা বলেছ। ঐ রকম একটা নিয়ম টিয়ম জানা থাক্‌লে ভাল হয়?

ল। প্রথম ছেলেটা যদি সহজে ভূমিষ্ট হয়, পোয়াতি কোন কষ্ট না পায়, তা হ'লে দ্বিতীয় ছেলেটাও সহজে হবে। এই একটা মোটা-মুটি নিয়ম জেনে রেখো। এ অবস্থায় দণ্ড চেরেক অপেক্ষা ক'রে দেখ্‌বে। কিন্তু প্রথম ছেলেটা যদি সহজে ভূমিষ্ঠ না হয়, তা হ'লে দ্বিতীয় ছেলেটাও সহজে ভূমিষ্ঠ হবে না। কাজে কাজেই এমন অবস্থায় দেরি করায় কোন ফল নেই, কেবল বিপদ্ বাড়ান মাত্র। দ্বিতীয় ছেলেটার মাথা আর পা ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ আগে বেরুলেও দেরি করা পরামর্শ নয়। আর প্রথম ছেলেটা হ'লে পোয়াতির রক্ত ভাংলে, কি কম্প হ'লে, দ্বিতীয় সন্তানটা প্রসব করাতে দেরি কর্‌বে না।

বি। তার পর কি কর্‌বে বল?

ল। যমক ব'লে দ্বিতীয় ছেলেটাকে প্রসব কর্‌বার জন্যে কোন নিয়ম কত্তে হবে না। একটা ছেলে হতে পোয়াতিকে যেমন ক'রে খালাস কত্তে হয়, দ্বিতীয় ছেলেটাকেও ঠিক্ সেই রকম ক'রে খালাস কত্তে হবে। তার কিছু ইতর বিশেষ করা হবে না, তা তার আগে মাথাই বেরুক, পাই বেরুক, আর হাতই বেরুক। মাথা, পা, হাত, কি নাড়ী,

আগে বেরুলে, পোয়াতি কি রকম ক'রে খালাস কর্‌তে হয়, এর আগেই বলিছি, কেমন মনে আছে ত ?

বি। ও মা, তা মনে আছে বৈকি ?

ল। তবে আর কি ? ঠিক্ সেই মত কাজ কর্‌বে।

বি। আর বল্‌তে হবে না। বেশ বুঝিছি। ভাল, দ্বিতীয় ছেলেটী না খুব শীঘ্র হয়ে থাকে ?

ল। হাঁ, তা হয়ই ত। আগে একটী ছেলে হয় কিনা। তার দরুণ জরায়ুর মুখ, প্রসবের দুওর প্রভৃতি সব বেশ খুলে যায়। কাজে কাজেই দ্বিতীয় সন্তানটী অতি শীঘ্রই ভূমিষ্ঠ হয়। পোয়াতিকে কোন কষ্ট পেতে হয় না।

বি। আচ্ছা, প্রথম ছেলেটী ভূমিষ্ঠ হ'লে পরেই যদি দ্বিতীয়টী হয়, তা হ'লে ত পোয়াতির খুব সুবিধে বল্‌তে হবে ?

ল। না গো, সুবিধে নয়। সে রকম হওয়া বড় ভয়ানক।

বি। কেন গা, কেন ?

ল। বিশ্রাম না পেয়ে উপ্‌রো-উপ্‌রি সন্তান প্রসব কল্যে কি পোয়াতি জীয়ন্ত থাকে ভাব ? একবারে মরার মত হয়ে পড়ে। উপ্‌রো-উপ্‌রি অমন ধাক্কা কি সাম্‌লে উঠ্‌তে পারে। এই জন্যে প্রথম ছেলেটী ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর খানিক বাদে দ্বিতীয়টী হ'লেই ভাল হয়।

বি। বিলক্ষণ। তবে ত আমি ঠিক্ উল্‌টো বুঝিছিলাম, দেখ্‌ছি। ভাল, যদিই দুটী ছেলে খুব শীঘ্র উপ্‌রো-উপ্‌রি হয়, তা হলে কি কর্‌বে ?

ল। পোয়াতিকে বাঁচাবার চেষ্টা দেখ্‌বে। একটু একটু ব্রাণ্ডি হিম জলের সঙ্গে খাওয়াবে। আর খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত পোয়াতিকে কিছু শিওর দিয়ে শুতে দিবে না।

বি। ব্রাণ্ডি কত টুকু ক'রে খাওয়াবে, আর কতক্ষণ অন্তরই বা খাওয়াবে ?

ল। কাঁচ্চা খানেক ব্রাণ্ডি আর আধ ছটাক খানেক হিম জল একত্র ক'রে দু ঘণ্টা অর্থাৎ পাঁচ দণ্ড অন্তর খাওয়াবে। তা, পোয়াতির অবস্থা দেখে ঔষধ খাওয়াবে। এ ছাড়া, একটু একটু হিম দুধও মাঝে খেতে দিবে।

বি। আচ্ছা, প্রথম ছেলের ফুল বেরণর কি হবে?

ল। কেন, আপ্নি বেরবে।

বি। ভাল, ফুল যদি আপনি না বোরোয়, তা হ'লে কি কর্বে?

ল। আপনি না বেরোয় ত তাড়াতাড়ি না ক'রে দ্বিতীয় ছেলেটী ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্বে।

বি। কেন, এতক্ষণ গৌণ করার কারণ কি?

ল। গৌণ না ক'রে হাত দিয়ে ফুল বার কলে ভয়ানক রক্ত ভাংতে পারে। আর এ রক্ত-ভাঙা নিবারণ করা বড় দুষ্কর।

বি। রক্ত-ভাঙা নিবারণ করা দুষ্কর কেন?

ল। জরায়ুর মধ্যে আর একটী ছেলে থাক্তে জরায়ু সংকোচ কর্বে কেমন ক'রে? জরায়ু সংকোচ না কল্যে ত আর রক্ত-ভাঙা নিবারণ হবে না?

বি। তা সত্যি। তবে তাড়াতাড়ি ক'রে ফুল বার কর্বের কোন দরকার নেই।

ল। দ্বিতীয় ছেলেটী ভূমিষ্ঠ হ'লে পরেই, পোয়াতির পেটে যে কাপড় জড়িয়ে বাঁধা আছে, সেটা ক'সে বেঁধে দেবে। আর পেটের উপর বেশ ক'রে জুরে জুরে হাত বুলিয়ে দেবে। আর ফুল পড়্তে দেরি হ'লে, এর আগে যে রকম কৌশল ক'রে ফুল বার্ ক'রে দিতে বলিছি, ঠিক সেই রকম কর্বে। (৯৬—৯৮ পাত দেখ)। যে পোয়াতির যমক ছেলে হয়, তার ফুল সাবধান হয়ে বার করা চাই।

বি। কেন গা কেন?

ল। পোয়াতির দুটী ছেলে উপ্রো-উপ্রি হ'লে জরায়ুর সংকোচন-শক্তি কমে যায়। শীঘ্র সংকোচন করে না। এই জন্যে ছেলে হওয়ার পর অনেকক্ষণ বাদে তবে ফুল বার কর্বের চেষ্টা কর্বে। আর জোর ক'রে ফুল কখনও টেনে বার কর্বে না। কেন না, দুট ফুল একবারে জরায়ুর গা থেকে ছেড়ে এলে, ভয়ানক রক্ত ভাংতে পারে। চাই-কি তাতেই পোয়াতি মারা যেতে পারে। এ ছাড়া, ফুল পড়্বা মাত্রই জরায়ু যাতে বেশ সংকোচন ক'রে, তার বিশেষ চেষ্টা দেখ্বে। সকলেরই এটী মনে ক'রে রাখা উচিত।

বি। আচ্ছা, জরায়ুর সংকোচ এ অবস্থায় যেখানে এত আবশ্যক,

সেখানে দ্বিতীয় ছেলেটী ভূমিষ্ঠ হ'লে পরেই ত পোয়াতিকে অর্গট অব রাই খাইয়ে দেওয়া ভাল।

ল। তা ভালই ত। আর তা দিয়েও ত থাকে। অর্গট অব রাই-য়েয় গুঁড়ো একবারে পোনর রতি, ছটাক খানেক হিম জলে গুলে খাইয়ে দেবে। এতে দুই বিশেষ উপকার হবে। শীঘ্র ফুল পড়্‌বে, আর জরায়ু সংকোচন করার দরুণ রক্ত ভাংবে না।

বি। তা, এই ত আমরা চাই।

ল। তোমাকে একটা স্থূল কথা বলা থাক্‌লো, পোয়াতির একটীর অধিক সন্তান উপরো উপরি ভূমিষ্ঠ হ'লে, শেষেরটী হবা মাত্রই পোয়াতিকে অর্গট অব রাই খাইয়ে দেবে। তার অন্যথা কখনও কর্‌বে না। এ ছোড়া তোমাকে এর আগেই বলিছি যে, যে পোয়াতির রক্ত-ভাঙার আশঙ্কা আছে, কি এর আগে কোন বার খালাস হবার সময় রক্ত-ভেঙেছে, ছলের মাথা বেরুলেই সে পোয়াতিকে অর্গট অব্ রাই ঐ পরিমাণে খাইয়ে দেবে। কেমন, এ মনে আছে ত?

বি। মনে আছে না ত কি? এ গুল ভুলে গেলে, আর ছাই মনে ক'রে রাখ্‌বো কি? বেশ কথা। তার পর, আর কি বল্‌বে বল।

ল। যমক ছেলে প্রসব কর্‌লে পোয়াতি ভারি কাবু হয়ে পড়ে। এই জন্যে তার বিশেষ সেবা শুশ্রূষা আবশ্যক। একটু একটু ব্রাণ্ডি হিম জলের সঙ্গে মাঝে মাঝে পোয়াতিকে খাওয়াতেই চাও। আর প্রসবের পর চারি পাঁচ দণ্ড বাদে পোয়াতির একটু ঘুম হওয়া আবশ্যক। আঁতুড় ঘরের গোলমাল মিটে গেলে যদি সহজে ঘুম আসে ত ভালই। নৈলে আফিঙের আরোক পোনর ফোঁটা, আন্দাজ ছটাক খানেক হিম জলের সঙ্গে খাইয়ে দেবে। তা হ'লেই বেশ ঘুম হবে, আর সব কষ্ট দূর হবে। পোয়াতি ঘুম ভাঙার পর চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌বে।

বি। ভাল, তুমি যে বল্যে, পোয়াতির যদি দুটী তিনটী ছেলে উপ্‌রো-উপ্‌রি হয়। উপ্‌রো-উপ্‌রি কি তিনটীও হয় নাকি?

ল। তিনটী কি! চারটী ছেলের উপ্‌রো-উপ্‌রি হয়ে থাকে।

বি। ও মা কি হবে! উপ্‌রো-উপ্‌রি চারিটী ছেলে প্রসব ক'রে পোয়াতি বাঁচে ত?

বি। তা, বাঁচ্‌বে না কেন? এমন ত মাঝে মাঝে ঘট্‌চেই। তবে

এ কিছু সচরাচর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। হাজারে একটা ঘটে কি না, সন্দ।

বি। আচ্ছা, এ রকম ঘটনা হ'লে, পোয়াতি খালাস করার কি নিয়ম কর্‌বে ?

ল। কেন, যমক ছেলের প্রসব করার যে যে নিয়ম বলিছি, এখানেও ঠিক সেই নিয়ম কর্‌বে। এক এক ক'রে সন্তান গুলি প্রসব করাবে বুঝেছ ত ?

বি। হাঁ, তা বেশ বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না।

ল। তুমি উপরো-উপরি চারিটী সন্তান প্রসব করার কথা শুনে অবাক হ'লে। কোন কোন পোয়াতি যমক ছেলের মধ্যে প্রথমটী প্রসব ক'রে পূর্ণ এক দিন না গেলে আর দ্বিতীয়টী প্রসব করে না।

বি। বল কি ? এত বড় ভয়ানক !

ল। তা আর ভয়ানকটা কি ? দেরি হ'লে আর কি। এ ছাড়া, দু ঘণ্টা দেরি হয়, দশ ঘণ্টাও দেরি হয়ে থাকে। তবে প্রায়ই দ্বিতীয় সন্তানটি দণ্ড খানেকের মধ্যেই হয়ে থাকে। ঈশ্বরের কেমন ইচ্ছে, বাঁকা কাজ প্রায়ই ঘটে না।

বি। তা সত্যি। ঐ সাহসেই ত কোন ভয় করিনে।

ল। আবার এমন শুনিছি যে, কোন কোন পোয়াতি চৌদ্দ দিন কি একুশ দিন পরে দ্বিতীয় সন্তানটী প্রসব করেছে। আবার আর এক জন পোয়াতির কথা শোনা গিয়াছে, সে আজ দুটী ছেলে প্রসব ক'রে আবার দু দিন বাদে আর দুটি সন্তান প্রসব করেছে।

বি। ও সব কথা ছেড়ে দেও। ও ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। কখন কোন পোয়াতির ও রকম হয়েছে কি না, তাও অনেকে জানে না।

ল। যা বল্‌ছো, তা সত্যি। কিন্তু আমার সবই ব'লে রাখা চাই। কেন না, যদি কখনও কালে ভদ্রে ও রকম প্রসবের কথা শুন্তে পাও, তখন পাছে বল যে, ধাই ত আমাকে এ সব কিছুই বলে দেয় নাই। কেমন এ কথা মান কি না ?

বি। হাঁ, তা সত্যি। জেনে রাখায় দোষ কি। তবে পোয়াতিরে এ সব শুনে পাছে ভয় পায়, তাই বল্‌ছি ?

ল। তা ভয় পাবে কেন ? বরং এ সব শুনে আরও সাহস বাঁধা

উচিত। কেন না, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে কোন পোয়াতির ওরকম ঘটে, তা হলেও তার প্রাণের কোন আশঙ্কা নেই। কেমন, এটা জানা থাকা ভাল না?

বি। ভাল নয় আর কেমন ক'রে? তা এ বলে বেশ করেছ। আচ্ছা, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। দুটী ছেলেরই অঙ্গ যদি এক সঙ্গে বেরোয়, তা হ'লে কি রকম ক'রে পোয়াতি খালাস করবে? এমনও কি কখন ঘটে?

ল। তা ঘট্‌বে না কেন? একটী ছেলের মাথা, আর একটী ছেলের পা একবারে আগে বেরুতে পারে দুটীরই মাথা একবারে আগে বেরুতে পারে, অর্থাৎ একটীর মাথা আগে বেরোয় আর একটীর মাথা তার নিকটেই থাকে। এ রকম কিন্তু সচরাচর ঘটে না। তবে কখনও কোন পোয়াতির ঘট্‌তে পারে। আর এ রকম মাঝে মাঝে ঘট্‌তে শোনাও গিয়েছে।

বি বেশ কথা, তা হ'লে পোয়াতি খালাস কর্‌বে কেমন ক'রে?

ল। তা বল্‌ছি শোন। একটীর মাথা, আর একটীর পা যদি একত্র বেবোয় তা হ'লে আস্তে আস্তে পা খান উপর দিকে তুলে দিয়ে যার মাথা আগে বেরিয়েছে তাকে আগে বার কর্‌বের চেষ্টা কর্‌বে। ও ছাড়া এমনও ঘটে যে, এ রকম হয়েও পোয়াতি আপ্‌নি খালাস হতে পারে।

বি। তবে আর কি? প্রথমে দেখা যাবে যে, পোয়াতি খালাস হ'তে পারে কিনা। যদি পারে ত বড়ই ভাল। নৈলে এক এক ক'রে বার কর্‌বের ফিকির দেখ্‌বো। কেমন এই ত?

ল। হাঁ, ঐ বৈ কি? ও আর কিছু বেশী ভাবনার বিষয় নয়।

বি। জরায়ুর মধ্যে যমক ছেলে কি ভাবে থাকে। এঁকে আমাকে বেশ ক'রে দেখিয়ে দেও না গা?

ল। এই দেখ, (৯ম চিত্র)

৯ চিত্র।

জরায়ুর মধ্যে যমক ছেলে এই ভাবে থাকে।

বি। বাঃ এখন বেশ বুঝ্‌তে পাল্যেম। এই জন্যেই দ্বিতীয় ছেলেটীর পা আগে বেরোয়?

ল। তা না ত কি?

সপ্তম সর্গ।

ঋতুসংক্রান্ত পীড়া।

(বাধকের ব্যামো।)

বিনোদিনী। হাঁ গা, বাধকের অষুদ কি? বৌ ঝিরে ত ওতে বড়ই কষ্ট পায়?

লক্ষ্মী। শুদু কষ্ট বলেও না' বাধকের ব্যামো থাক্‌তে সন্তান হওয়াও দুষ্কর।

বি। দুষ্কর কেন, প্রায়ই ত হয় না দেখিছি। গিন্নি বান্নিরে ঠুকো ঠাকা অষুদ দিয়ে, কখন কখন আরামও করে দেখিছি। ব্যামো সেরে গেলে পর তবে গর্ভ সঞ্চার হয়। কিন্তু সে রকম ঠুকো ঠাকা অষুদে বড়

এতটা ফল হয় না। কেন না, সকলে ত অসুদ জানে না। কচিৎ দুই এক জনে জানে। কাজে কাজেই বৌ ঝিদের কষ্ট কিসে দূর হবে? এরি জন্যে জিজ্ঞাসা কচ্ছি যে, বাধকের কোন অসুদ আছে কি না। যদি কোন সহজ উপায় থাকে ত বল, তা হ'লে তোমার কল্যাণে বৌ ঝিরে বেঁচে যায়।

ল। তা বলি শোন। বাধকের ব্যামোর দু রকম চিকিৎসা। এক রকম হচ্ছো, ঋতুর সময় যখন তলপেট প্রভৃতি সব ব্যথা কর্‌তে আর শূলুতে থাকে। আর এক রকম হচ্ছো ঋতুর পর যখন কোন বালাই থাকে না।

বি। ঋতুর সময় কি রকম চিকিৎসা কর্‌বে?

ল। ব্যথা, শূলনি, যন্ত্রণা নিবারণ করা চাই নে?

বি। ও মা, তা তাই বৈ কি? বাধকের ব্যামোর কষ্টই ত ঐ। ও যন্ত্রণা দূর হ'লে আর ভাবনা কি? তা ও যন্ত্রণা নিবারণের উপায় কি গা?

ল। আফিঙের আরোক দশ ফোঁটা, কি পোনর ফোঁটা আধ ছটাক খানেক হিম জলের সঙ্গে মাঝে মাছে খাওয়াবে। এই রকম চা'র পাঁচ বার খাওয়ালেই ব্যথা শূলো কমে যাবে।

বি। যে, আফিঙের আরোকের কথা এর আগে বলেছ, সেই আফিঙের আরোক খাওয়াতে হবে?

ল। হাঁ, সেই আরোক বৈ কি? এ ছাড়া চারি রতি আন্দাজ কর্পূর, একটু ময়দার সঙ্গে জল দিয়ে বড়ি পাকিয়ে মাঝে মাছে খেতে দিলেও খুব উপকার হয় যতক্ষণ ব্যথা শূলো না যায়, ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে ঐ বড়ি খাওয়াতে চাও।

বি। আচ্ছা, ঋতুর সময়ে যে ভাল রক্তটা নির্গত হয় না, তার উপায় কি?

ল। ও! তা বুঝি জান না, ব্যথা কম্‌লেই রক্তটা আপনিই ভাল হয়ে নির্গত হবে। বাধকের ব্যামো যার আছে, প্রায়ই তার ভাল হয়ে রক্ত নির্গত হয় না। যতক্ষণ রক্তটা ঝেড়ে না বেরোয়, ততক্ষণ ব্যথা শূলো সমান থাকে। তার পর, যেই একটু বেশী রক্ত ভাংঙে, সেই অম্‌নি ব্যথাটা নরম পড়ে। এই রকম ক'রে তিন দিনের জায়গায় চারিদিন, চারিদিনের জায়গায় পাঁচ দিন, পাঁচ দিনের জায়গায় ছ দিন, বৌ ঝিরে কষ্ট পায়।

বি। তাতেই বল্‌ছি যে, রক্তটা যাতে ভাল হয়ে নির্গত হয়, এমন উপায় কি কিছু নেই ?

ল। নেই বলা যায় না। যার বাধকের ব্যামো আছে, ঋতুর সময় উপস্থিত হবার দু দিন আগে থাক্‌তে তাকে রোজ সকালে একবার আর সন্ধ্যাকালে একবার গরম জলের টপে বস্‌তে বল্‌বে।

বি। গরম জলের টপে বসা কি রকম ?

ল। গায়ে সয়, এমন গরম জল কলসী পাঁচ ছয় একটা গামলায় কি ডাবায় ঢেলে, তাতে কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়ে খানিকক্ষণ বস্‌বে। এই কর্‌লেই গরম জলের টপে বসা হ'ল।

বি। এতে উপকার হবে কি ?

ল। গরম জলের টপে বস্‌লে ব্যথা শূলো যন্ত্রণা নিবারণ হবে, আর ভাল হয়ে রক্তটা নির্গত হবে।

বি। বটে ! এতে এত উপকার ! আচ্ছা, এক এক বারে গরম জলের মধ্যে কতক্ষণ ক'রে বস্‌তে হবে ?

ল। বিস্তর ক্ষণ নয়। দণ্ড খানেক ক'রে বসে থাকলেই হ'ল।

বি। এমন ধারা ক দিন উপ্‌রো-উপ্‌রি বস্‌বে ?

ল। যত দিন না ঋতুর সময়টা উৎরে যাবে। তা ও রকম করাতে ত কোন কষ্টও নেই, ব্যয়ও নেই। গরম জলের টপে দণ্ড খানেক আন্দাজ কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাক্‌বে। তার পর, তা থেকে উঠে তাড়া-তাড়ি শুক্‌নো কাপড় পরে কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত বেশ ক'রে শুক্‌নো গামছা কি ন্যাকড়া দিয়া মুছে ফেল্‌বে। তার পর এক খানি মোটা কাপড় দিয়ে পা পর্য্যন্ত গা ঢেকে চুপ ক'রে শুয়ে থাক্‌বে। মুখে সয় এমন গরম দুধ খানিক মধ্যে মধ্যে খাবে। এই রকম নিয়মে থাক্‌লে দেখ্‌বে যে রক্ত আর একটু একটু ক'রে ভাংবে না, আর রক্ত-ভাংতে কষ্টও হবে না।

বি। ব্যথা শূলো নিবারণ কর্‌বের জন্যে আফিঙের আরোকও ত সেই রূপে খাবে ?

ল। হাঁ, তা খাবে বৈ কি ? তা ত এর আগেই বলিছি।

বি। তা বলেছ বটে, তবু আর একবার জিজ্ঞাসা করা ভাল। রোগীর আহার দেবে কি।

ল। লঘু আহার দেবে। একটু দুধ, মাছের ঝোল আর ভাত। ভাতটা সরুটা চালের হ'লেই ভাল হয়। খিদে রেখে খাওয়া চাই। এ সময় কোষ্ঠবদ্ধ থাকা বড় দোষ। যাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, তা কর্‌বে।

বি। স্নান কর্‌বে হিম জলে, না গরম জলে ?

ল। না, হিম জলে কেন। এক দিন হিম জল ছোঁবেও না। গরম গরম জল খেতে পাল্যে আরও ভাল। শুচি হবার জন্যে যে জল ব্যবহার কর্‌বে, তাও বেশ গরম হওয়া চাই। হিম জল কি হিম বাতাস শরীরের কোন খানে লাগাবে না।

বি। তার পর বল, বাধকের ব্যামো আরাম হবার উপায় কি ? ফিরে ঋতুর সময় আর কষ্ট না পায়, এমন উপায় বলে দেও।

ল। ঋতু হবার দু তিন দিন আগে থেকে তার শেষ পর্য্যন্ত, রোগীকে কি নিয়মে রাখ্‌তে হবে তা বুঝেছ ত ?

বি। হাঁ, তা বেশ বুঝিছি, আর বল্‌তে হবে না।

ল। উপ্‌রো-উপ্‌রি বার দুই তিন ঋতুর সময় এই নিয়ম ক'রে কাটালে রোগের আপ্নিই শান্তি হয়ে আস্‌বে। অন্য অসুদের বড় একটা খোঁজ কত্যে হবে না। এ ছাড়া, ঋতুর গোল যখন না থাক্‌বে, তখন রতি খানেক আন্দাজ হিরেকস, আর দু রতি আন্দাজ মুসব্বর একত্র ক'রে বড়ি তয়ের ক'রে, সকালে একটা, আর সন্ধ্যার সময় একটা খেতে বল্‌বে।

বি। মুসব্বর পাওয়া যাবে কোথায় ? হিরেকস যেন বাজারে মেলে !

ল। মুসব্বরও বেণের দোকানে তত্ত্ব কল্যে পাওয়া যায়।

বি। তবে আর কি ? ওর ভাগ পরিমাণ আর খাওয়াবার নিয়ম জানা থাক্‌লো, আর বল্‌তে হবে না। কত দিন পর্য্যন্ত ও বড়ি খাওয়াতে হবে ?

ল। তার কিছু এমন নিয়ম ধরা নেই। ফিরে ঋতুর সময় পর্য্যন্ত খাওয়ালেই ওর ফল জান্তে পার্‌বে। ঋতুর সময় ও বড়ি খাওয়ান নিষেধ এটা যেন বেশ মনে থাকে। এ অসুদ খাইয়ে কিছু উপকার বুঝ্‌তে পাল্যে, যত দিন ব্যামো না সারে, ঐ নিয়ম ক'রে বরাবর খাওয়াবে। কেবল যে ক দিন ঋতু থাক্‌বে, সেই ক দিন ও দেবে না।

বি। এই কল্যেই কি বাধকের ব্যামো সেরে যাবে ?

ল। হাঁ, এতেই ও ব্যামোর বেশ উপকার হবে। বাধকের ব্যামো

কষ্ট নিবারণের প্রধান উপায় হচ্ছে ঋতুর দুই তিন দিন থাক্‌তে রোজ সকালে আর সন্ধ্যের সময় গরম জলের টপে দণ্ড খানেক ক'রে বসা। সন্ধ্যের পর গরম জলের টপে বসায় আরো বেশী উপকার।

বি। তার পর বল, কোন কোন বৌ ঝির যে রক্ত-ভাঙা রোগ আছে, তার কি কোন উপায় আছে না কি ?

ল। উপায় আছে বৈ কি? ব্যামো হ'লেই তার উপায় আছে। তবে রক্ত-ভাঙা রোগকে সোজা জ্ঞান করা হবে না।

বি। ও মা, তা হবে কেমন ক'রে ? ও রোগে যে অনেক বৌ ঝি মারা পড়ে। আর ও রোগ যদি সহজই হবে, তা হ'লে ওর উপায় আছে কি না, এমন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো কেন ?

ল। রোগীর অবস্থা দেখে রক্ত-ভাঙ্গা রোগের চিকিৎসা কত্তে হবে।

বি। কি রকম ?

ল। রোগী যদি দুর্ব্বল হয়, গায়ে বড় একটা রক্ত না থাকে, আর চোক মুখ ফ্যাকালে দেখ, তা হ'লে তার রোগের চিকিৎসা কর্‌বের আগে তার শরীর সবল করা চাই।

বি। শরীর সবল কর্‌বে কি দিয়ে ?

ল। কেন, ভাল আহার আর ধাতু ঘটিত অস্যুদ খেতে দেবে।

বি। ভাল আহার কি রকম ?

ল। আমাদের গৃহস্থ ঘরে যা জুটে ওটে, তারি সঙ্গে সের খানেক ক'রে দুধ খেলেই উত্তম আহার হ'ল। ব্যামো হ'লেই আহারের একটু ধরাধর করা আবশ্যক। নিতান্ত শাক সব্জি খেয়ে থাক্‌লে রোগ সার্‌বে কেন ?

বি। ধাতু-ঘটিত অস্যুদ কি রকম ?

ল। ধাতু-ঘটিত অস্যুদ আর কি, হিরেকস ?

বি। হিরেকস ধাতু না কি ?

ল। ও মা, তা জান না ? হিরেকস যে লোহা।

বি। শুধু লোহা, না ওতে আর কিছু মিশন আছে ?

ল। না, শুধু লোহা নয়। লোহা আর মহাদ্রাবক একত্র কল্যে হিরেকস তয়ের হয়।

বি। বটে ! এ ত জান্তেম না। তার পর বল, হিরেকস কেমন ক'রে খাবে, আর কত করেই বা খাবে ?

ল। এক রতি আন্দাজ হিয়েকসের গুঁড়ো, আর আধ রতি আন্দাজ শুঁটের গুঁড়ো একত্র ক'রে একটু খাবলায় আটা দিয়ে বড়িপাকিয়ে, রোজ সকালে একটা, আর সন্ধ্যের আগে একটা খেতে দেবে।

বি। কত দিন পর্য্যন্ত এ অসুদ খাওয়াতে হবে?

ল। তিন হপ্তার কম নয়। এর মধ্যেই বেশ উপকার টের পাবে। উপকার হচ্ছো জান্তো পাল্যো, বেশী দিন খেলেও দোষ নেই। কেন না, ব্যামোটা নির্দ্দোষ আরাম হওয়া ভাল।

বি। যে রোগীর শরীর তত দুর্ব্বল নয়, তার পক্ষে কি ব্যবস্থা হবে?

ল। তা বল্‌ছিল শোন? ঋতুর সময় যখন বেশী রক্ত ভাংছে দেখ্‌বে, গাঁজার আরোক * পাঁচ ফোঁটা, অর্গট অব্ রাইয়ের গুঁড়ো তিন র°, আফিঙের আরোক দশ ফোঁটা, আর হিম জল আধ ছটাক খানেক একত্র মিশিয়ে রোজ চার বার ক'রে খেতে দেবে। এতেই রক্ত-ভাঙা বন্ধ হয়ে যাবে।

বি। অসুদ গুলো আবার কি রকম বল্যে বুঝ্‌তে পাল্যেম্ না। ও সব কি সহজে মেলান যায়? আর ওর দামই বা কত? দাম বেশী হ'লে ত গৃহস্থের বৌ ঝিরে কিনে খেতে পার্‌বে না?

ল। তা, ও অসুদ ইংরিজী দাওয়াই খানায় সচরাচর মেলে, আর ওর দামও খুব কম। অর্গট অব রাই দোকান থেকে আস্ত কিনে নিয়ে এসে বাড়ীতে হামাম দিস্তেতে গুঁড়ো ক'রে নিলেই হ'ল এতে আরও সস্তা পাওয়া যাবে। গাঁজার আরকেরও দাম বেশী নয়। আর এ অতি অল্প কিন্‌লেই চলে। কেন না, এক এক বারে পাঁচ ফোঁটা বৈত আর খেতে হবে না। অর্গট অব রাই একবারে কিছু কিনে ঘর ক'রে রাখ্‌লেও ভাল হয়। দরকার মত গুঁড়ো ক'রে নিলেই হবে। আফিঙের আরকের কথা আগে বলিছি।

বি। তবে আর কি, এ সব অসুদ মেলান শক্ত নয়। আর কিছু দামও এমন বেশী নয় যে, আমরা কিন্তে পার্‌বো না।

ল। গাঁজার আরোক আর অর্গট অব রাই, রক্ত ভাঙার যেমন অসুদ, এমন আর কিছু নয়। এই জন্যে বিশেষ ক'রে বল্‌ছি যে, এই দুই অসুদ কিছু বেশী করে কিনে নিয়ে এসে ঘর ক'রে রাখ্‌তে চাও।

* টিংচর অব হেম্প।

বি। অনেক দিন ঘরে থাক্‌লে অস্থদ নষ্ট যাবে না?

ল। ও অস্থদ শীঘ্র নষ্ট হয় না। তবে অনেক দিন কোন দ্রব্যই ভাল থাকে না। খারাপ হয়ে গেলে, সে গুলো ফেলে দিয়ে নূতন অস্থদ এনে রাখ্‌লেই হ'তে পারে।

বি। ঋতুর সময় উৎরে গেলে, রোগীকে কি নিয়মে রাখ্‌বে?

ল। আহারটা একটু ভাল রকম দেবে। সোজাসুজি কাজ কর্ম্ম কত্তে দেবে, প্রসবের দুওর আর তার চারি পাশ আর কোমর হিম জল দিয়ে রোজ নিয়ম মত তিন চারি বার বেশ ক'রে ধুতে বল্‌বে।

বি। রোগী স্নান কর্‌বে ত?

ল। স্নান কর্‌বে বৈ কি!

বি। হিম জলে, না গরম জলে?

ল। হিম জলে স্নান কর্‌বে। যে রোগীর রক্ত-ভাঙা রোগ আছে, তার গরম জলে স্নান করা নিষেধ। তাতে রোগ বাড়ে বৈ কমে না।

বি। রক্ত-ভাঙা রোগ যে ঋতুর সময়ে বাড়ে,তা নিবারণ কর্‌বের কি ঐ একই অস্থদ?

ল। হাঁ, তা না ত কি? যে অস্থদের কথা বল্যেম,তাই এ রোগের উপযুক্ত অস্থদ। এই অস্থদ খেয়ে অনেক রোগী বেঁচে গিয়েছে।

বি। তবে যে সব বৌ ঝি কহিল অথচ রক্ত-ভাঙা রোগ আছে, ঋতুর সময় তাদের পক্ষে কি এই অস্থদ ব্যবস্থা?

ল। হাঁ, ঋতুর সময় যখন বেশী রক্ত-ভাংবে,তখন এই অস্থদ তারাও খাবে বৈ কি? তার পর, ঋতুর সময় উৎরে গেলে আগে যেমন বলিছি, নিয়ম মত ধাতু-ঘটিত অস্থদ খাবে, আর খাওয়া দাওয়ার একটু ধরাধর করবে। এই সময় তোমাকে একটা কথা ব'লে রাখি।

বি। কি রকম?

ল। রক্ত ভাঙা রোগের কি কোন কারণ আছে, বোধ কর?

বি। কারণ একটা অবশ্যই আছে।

ল। সে কারণটা কি?

বি। তা বল্‌তে পারিনে। কারণ এর কি গা?

ল। ঋতুর সময় স্বামী সহবাস কল্যে, রক্ত-ভাঙা রোগ জন্মাতে পারে।

বি। চুপ কর, চুপ কর, লজ্জার কথা। ঋতুর সময় আবার স্বামী সহবাস?

ল। লজ্জার কথা বল্যে হবে না। অনেক বাছা ঐ দোষে রোগ ভোগ করুছেন। এতে যে ভারি দোষ, এ কথাটা বলা থাকলো তাতে ত কোন দোষ নেই?

বি। নাঃ দোষ ত নে-ই। বরং এ কথা ব'লে রাখায় অনেক ফল দর্শাবে। বৌ ঝিরে সকলেই সাবধান হবে।

অষ্টম সর্গ।

গর্ভ-লক্ষণ।

বিনোদিনী। পোয়াতি খালাস করার সম্বন্ধে তোমার সব বলা হ'ল না কি?

লক্ষ্মী। হাঁ, তা প্রায় হ'ল বৈ কি? আর যা তুই একটা বলতে বাকী আছে, তা পরে বলছি।

বি। এখন তবে কি বলবে?

ল। কি কি লক্ষণ দেখ্‌লে গর্ভ হয়েছে জান্তে পারবে, এখন তোমাকে তাই শেখাতে চাই।

বি। ভাল কথা মনে করেছ। ওটা জানা ভারি আবশ্যক। অনেকে গর্ভ-লক্ষণ ঠাওরাতে না পেরে ভুল ক'রে ব'সে থাকে। আমাদের গাঁয়েতেই যে পালেদের মেয়ের গর্ভ হয়েছে ব'লে সাধ পর্য্যন্তও দিইছিল। তার পর, সকলেই জান্তে পাল্যে যে গর্ভ নয়।

ল। তবেই দেখ, আমাদের জেতের পক্ষে এটা বড় লজ্জার কথা। অমুক পোয়াতি ব'লে, সাত দেশ জানাজানি, ধূমধাম ক'রে, শেষে গর্ভ নয় বলা বড় লজ্জার বিষয়। শুধু লজ্জার বিষয় বলেও নয়। এ রকম ভুলে পোয়াতি মারা পড়্‌তে পারে।

বি। কি রকম?

ল। ব্যামো স্যামো হ'লে, গর্ভ হয়েছে ব'লে যদি রীতিমত চিকিৎসা না কর, অষুদ পাঁচন না দেও, তা হ'লেই হিতে বিপরীত ঘট্‌তে কতক্ষণ।

বি। তা সত্য। এ রকম ঘটনা হওয়ার কিছু আটক সেই। গর্ভের কি কি লক্ষণ, তবে বেশ ক'রে বল দেখি, শুনি?

ল। গর্ভের লক্ষণ অনেক। তবে যে গুলো দেখ্‌লেই নিশ্চয় জান্তে পার্‌বে যে গর্ভ হয়েছে, সেই গুলিই তোমাকে এক এক ক'রে বলি শোন।

বি। হাঁ, তা না ত কি? সেই গুলো জানাই ত দরকার।

ল। তবে বলি, শোন, তুমি এক এক ক'রে গুণে যাও। প্রধান লক্ষণ হচ্ছো (১) ঋতু বন্ধ হওয়া। কিন্তু তাই ব'লে শুধু ঋতু বন্ধ হলেই গর্ভ হয়েছে ব'লে ঠিক্ কর্‌তে পার না।

বি। কেন?

ল। ঋতু বন্ধ অনেক কারণে হতে পারে। শীত বাত ভোগ কল্যে, বেশী দুর্ভাবনা হ'লে, মনের কোন রকম বেগ হ'লে বা শরীর বড় দুর্ব্বল হ'লে ঋতু বন্ধ হতে পারে। তা ছাড়া গর্ভ হ'লেও ঋতু হতে পারে। আর এমন অনেকের হয়েও থাকে।

বি। বল কি? গর্ভ হ'লে ত কখনও ঋতু হতে দেখিনি?

ল। তা না দেখাই সম্ভব বটে। কেন না, গর্ভ হ'লে সচরাচর ঋতু বন্ধ হয়েই থাকে।

বি। ভাল, গর্ভ হ'লে যাদের ঋতু হয় বল্যে, তাদের কি নিয়ম মত পূর মাস পর্য্যন্ত হয়ে থাকে?

ল। কদাচিৎ কোন কোন পোয়াতির পূর মাস পর্য্যন্ত নিয়ম মত ঋতু হয়ে থাকে। কিন্তু গর্ভ হওয়ার পর তিন চারি মাস কি ছ মাস পর্য্যন্ত ঋতু হওয়া তত কদাচিৎ নয়। আর এ রকম হয়েও থাকে।

বি। বল কি? শুনে আশ্চর্য্য হলেম।

ল। ওর চেয়েও আশ্চর্য্য কথা বল্‌ছি শোন। ডাক্তার সাহেব বলেছেন, তাঁদের দেশে কোথায় একটী পোয়াতি আছে। গোড়া থেকে তার মোটেই ঋতু হয় নি। কিন্তু তার দুটী সন্তান হয়েছে। তিন বারের বার তার গর্ভস্রাব হয়। গর্ভস্রাবের পর তার প্রথম ঋতু হয়। ক মাস নিয়ম মত ঋতু হওয়ার পর তার আবার গর্ভ হয়।

বি। শুনে শুনে যে অবাক্ হলেম।

ল। এই শুনেই অবাক্ হ'লে? আবার সব চেয়ে আশ্চর্য্য কথা

বলি শোন। ডাক্তার সাহেব বলেছেন, অনেক পোয়াতি আছে, যাদের গর্ভ হইলে ঋতু হয়, অন্য সময় হয় না।

বি। হাঁ, এ সব চেয়ে আশ্চর্য্য বটে। এর কোন্‌টাই বা আশ্চর্য্য নয়? ভাল, এ সব আশ্চর্য্য বা বলি কেন? জানা শুনা না থাক্‌লে সবই আশ্চর্য্য বোধ হয়। তুমি জান শোন, তোমার কাছে কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হয় না?

ল। এখন ইস্তক তবে অমুক পোয়াতির মাসে মাসে ঋতু হচ্ছ্যে শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবে নেক?

বি। আবার আশ্চর্য্য হ'ব কেন? যা অসম্ভব নয়, আর যা হয়ে থাকে, তা শুন্‌লে আশ্চর্য্য হ'ব কেন?

ল। ঋতু না হয়ে গর্ভ হওয়া কিন্তু তত আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কেন, না, প্রসবের পর কাকেও তিন মাসের মধ্যে কাকেও বা পাঁচ মাসের মধ্যে কাকে ও বা ছ মাসের মধ্যে আবার পোয়াতি হতে দেখা গিয়াছে। এই রকম গর্ভকে পোয়াতিরে চরাচর 'মুড়ো-পেট' ব'লে থাকে, শুনে থাক্‌বে।

বি। হাঁ, হাঁ, ঠিক্ বলেছ, মুড়ো-পেটের কথা ত সচরাচর শুস্তে পাওয়া যায়।

ল। আবার এমন দেখিছি, প্রথম ঋতুর আগে আর ঋতু হবার বয়স উৎরে গেলেও গর্ভ হয়েছে।

বি। ঋতুর উৎরে যাওয়া ত পঞ্চাশ বছরের ঘনাঘন হ'লে যে একবারে ঋতু হওয়া বন্ধ হয়ে যায়. তাই ত?

ল। তা বৈ কি?

বি। তার পর বল?

ল। ঋতু বন্ধ হওয়া গেল প্রথম লক্ষণ। তার পরের লক্ষণ হচ্ছ্যে (২) গা ন্যাকার-ন্যাকার করা, আর ন্যাকার হওয়া।

বি। গর্ভ হওয়ার কত দিন পরে ন্যাকার আরম্ভ হয়? আর কত দিন-পর্য্যন্ত বা ওটা থাকে?

ল। তা কি আর তুমি জান না কি?

বি। জানিনে আর কি বল্‌ছি? তবু একবার জিজ্ঞাসা ক'রে নিচ্ছ্যি। সবই যেখানে বল্‌তে চল্যে, সেখানে এক সাধ জায়গায় খোঁচ খাঁচ রাখ্‌বের দরকার কি?

ল। তা, গা ন্যাকার ন্যাকার কর্‌তে আরম্ভ হওয়ার সময় কিছু ঠিক্‌ ক'রে ধরাধর নেই। কেন না, সকলের এক সময়ে ও আরম্ভ হয় না। কা'রো কা'রো গর্ভ হবা মাত্রই ন্যাকার আরম্ভ হয়। কারো বা দুই তিন মাস না গেলে আর ন্যাকার দেখা দেয় না। কিন্তু সচরাচর দেড় মাসেই ন্যাকার আরম্ভ হয়ে থাকে। পোনর দিন থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ন্যাকার আরম্ভ হওয়ার সময়। এরি মধ্যে সচরাচর প্রায় সকলেরই ন্যাকার আরম্ভ হয়ে থাকে।

বি। এ রকম ন্যাকার হওয়া কত দিন পর্য্যন্ত থাকে?

ল। তার ও কিছু ঠিক নেই। কারো কারো পূর মাস পর্য্যন্ত থাকে কিন্তু সচরাচর দেড় মাস কি দু মাসই থাকে। তার পরই ও অসুখ দূর হয়ে যায়। চারি মাসের আগেই পোয়াতিদের গা ন্যাকার ন্যাকার করা, ন্যাকার হওয়া, মুখ দিয়ে জল ওঠা, আর অরুচি প্রায়ই সেরে যায়।

বি। সকলেই কি সমান ন্যাকার করে? না কেউ কেউ কম কষ্ট পায়।

ল। ও মা, তা না ত কি? কেউ কেউ মোটেই কষ্ট পায় না। কেউ বা ন্যাকার ক'রে ক'রে আধ মরা হয়ে যায়। বিছানা থেকে দু মাস পর্য্যন্ত মোটেই মাথা তুল্‌তে পারে না। আবার কারো কারো পূর মাস পর্য্যন্ত মোটেই ন্যাকার ট্যাকার হয় না। শেষে খালাস হবার কিছু দিন থাক্‌তে ন্যাকার দেখা দেয়। কারো কারো আবার মোটেই ন্যাকার হয় না। কাজে কাজেই, তার দরুণ কোন কষ্টই পায় না। কিন্তু যাদের মোটেই ন্যাকার হয় না, তাদের অন্য রকম অসুখ হতে পারে।

বি। অন্য কি রকম অসুখ?

ল। গা ঘোরা, গা ঝিম্ ঝিম্ করা, বোধ হয় যেন ঘুরে পল্যেম। ঠিক যেন ভ্রমি যাওয়ার মত হয়।

বি। ও মা, তবে যে ন্যাকার হওয়া এর চেয়ে ভাল দেখ্‌ছি?

ল। তা ভালই ত বল্‌তে হবে। এ ছাড়া এটাও জেনে রেখো যে, যে সব পোয়াতির গা ন্যাকার ন্যাকার মোটেই হয় না, সামান্য কারণে তাদেরই গর্ভস্রাব হয়।

বি। হাঁ, এ কথা মানি বটে। কেন না, আমাদের গাঁয়েতেই যে মুখুজ্যেদের বড় বউয়ের ৭।৮ ছেলে হ'ল দেখ্‌লাম, কিন্তু একবারও ত গর্ভ-

পাত হয় নি। কিন্তু গর্ভ হ'লে তিন মাস পর্য্যন্ত সে মোটে মাথা তুল্‌তে পারে না। কেবল ন্যাকার, ন্যাকার, ন্যাকার।

ল। তবেই দেখ, গর্ভ হ'লে ন্যাকার হওয়াটাই স্বাভাবিক। মোটেই ন্যাকার না হওয়া বা গা ন্যাকার না করা ভাল নয়।

বি। আচ্ছা, পোয়াতিদের ন্যাকার আর অন্য রকম ন্যাকার, এ দুয়ে কি কিছু ইতর বিশেষ আছে।

ল। আছে বৈ কি? ইতর বিশেষ এত যে, কোন বৌ ঝিকে ন্যাকার কত্তে দেখে বল্‌তে পারি, সে পোয়াতি কি না?

বি। বল কি? তবে বেশ ক'রে বল না গা, ইতর বিশেষটা কি?

ল। বলি।

(ক) সকাল বেলাতেই, বিশেষ বিছানা থেকে ওঠবা মাত্রই, পোয়াতি-দের ন্যাকারের বাড়াবাড়ি দেখা যায়।

(খ) ন্যাকারের পর পোয়াতিদের প্রায়ই কিছু খেতে ইচ্ছে যায়, আর অল্প স্বল্প কিছু খেয়ে পোয়াতি যদি বিছানায় স্থির হয়ে শুয়ে থাকে, তা হ'লে প্রায়ই সব অসুখ দূর হয়ে যায়।

(গ) পোয়াতিদের ন্যাকার অপাকের ন্যাকার নয়, গর্ভ হওয়ার দরুণ ন্যাকার। এই। জন্যে পোয়াতিরে অজীর্ণ ভাত কি অন্য আহার ন্যাকার করে না। শুদ্ধ লালানি ঝোলানি মাত্র ন্যাকার করে।

বি। আচ্ছা, ওয়াক ওঠা, আর মুখ দিয়ে জল ওঠা ও ন্যাকার করার সঙ্গে ধত্তো হবে? না ওকে আলাদা লক্ষণ বল্‌বে?

ল। আলাদা লক্ষণ কেন? ও সব একই। কোন কোন পোয়াতি এত ছেপ ওঠে যে, সমস্ত দিনের ছেপ মাপলে প্রায় পাঁচ ছ সের হবে।

বি। বল কি? এতে হবে?

ল। তা হবে বৈ কি? এক জায়গায় ব'সে ত আর ছেপ ফেলে না, যে ঠিক পাবে। যেখানে বসে সেই খানেই আধ পোয়া, তিন ছটাক ছেপ ফেলে। কেন, তোমাদের কামার-বৌকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো দেখি, তার পেট হ'লে সে রোজ কত ছেপ ফেলে।

বি। হাঁ, হাঁ, ঠিক বলেছ। মোহিনী এক দিন কামার-বৌয়ের কথা আমাকে বলেছিল বটে। আচ্ছা, মার্কুলি খেলেও ত মুখ দিয়ে

ঐ রকম ছেপ ওঠে। তবেই জান্‌বো কেমন ক'রে যে মাকুলি খেয়েছে কি পোয়াতি হয়েছ?

ল। তা জানা শক্ত নয়। পোঁয়াতিদের দাঁতের গোড়ায় ব্যথা থাকে না, দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ে না, জিবের পাশে ঘা থাকে না, মাঢ়ির কাছে কোন খানে ব্যথা থাকে না, আর মুখে দুর্গন্ধ থাকে না। জ্বর থাকে না, আর শরীরে অন্য কোনও অসুখ থাকে না। মাকুলি খেলে এ সবই থাকে।

বি। ঠিক বলেছ। তার পর বল?

ল। গা ন্যাকার ন্যাকার করা, ন্যাকার হওয়া, আর মুখ দিয়ে ছেপ ওঠা ত সচরাচরই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আবার এ রকম পোয়াতিও অনেক দেখা যায়, যাদের গর্ভ হ'লে আহার দ্বিগুণ বাড়ে।

বি। সে আবার কি?

ল। হাঁ, আমি সত্যি সত্যিই বল্‌ছি। আবার কোন কোন পোয়াতির অরুচি এত হয় যে, পৃথিবীর মধ্যে কোন দ্রব্যেই রুচি থাকে না। আবার অনেক পোয়াতি অখাদ্যে রুচি দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

বি। সে কি রকম?

ল। অখাদ্যে রুচি থাকে ব'লে আর বুঝ্‌তে পাচ্ছো না? কোন পোয়াতিকে কি কখনও পাত খাবরা, পোড়া মাটী, কি আকার মাটী খেতে দেখনি?

বি। ও মা, তা দেখিছি বৈ কি?

ল। তবে? সে গুল কি খাদ্য?

বি। ও মা, তা ত সত্যিই বটে!

ল। পোয়াতিদের এই অখাদ্যে রুচি আবার এত প্রবল যে, বারণ কল্যেও লুকিয়ে খায়। এ ছাড়া কোষ্ঠবদ্ধ, পেটনাবা, আর পেটফাঁপা এ কয়টী লক্ষণও কোন কোন পোয়াতির ঘটে থাকে।

বি। আচ্ছা, গর্ভ হ'লে কি পোয়াতিদের মেজাজ বদ্‌লে যায়?

ল। কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছো কেন?

বি। মোহিনী আমাদের বড়ই শান্ত, তা ত তুমি জানই। কিন্তু গর্ভ হ'লে পর সে যেন এক রকম খিটখিটে হইছিল। তাতেই জিজ্ঞাসা কচ্ছি যে গর্ভ হ'লে মেজাজ বদলে যায় কি না?

ল। তা এ কথা কিছু মিছে বল নি। গর্ভ হ'লে অনেক শান্ত পোয়াতি খিট্‌খিটে হয় বটে। তেম্‌নি গর্ভ হ'লে কোন কোন খিট্‌খিটে রাগি পোয়াতিও শান্ত হয়। কিন্তু রাগি পোয়াতি শান্ত হ'তে কম দেখা যায়?

বি। তা ও ত কম হবেই; সব কাজেই কেন দেখ না। ভাল থেকে মন্দ হওয়াই বেশী। কিন্তু মন্দ থেকে ভাল হওয়া কটা দেখা যায়।

ল। (৩) তার পরের লক্ষণ হচ্ছে মাই বড় হওয়া, মাইতে ভ্যালা পড়া, মাইয়ের উপর বড় বড় কাঁচা শির বেরণ। মাইতে হাত দিলে শক্ত বিচি বিচি বোধ হয়, আর টিপ্‌লে পোয়াতি ব্যথা বলে। এই গুলি গর্ভ ছাড়া অন্য অবস্থায় একত্র দেখা যায় না।

বি। আচ্ছা, গায়ে মাস লাগ্‌লেও ত মাই ডাগর হইয়া থাকে?

ল। তা হ'লই বা? ডাগর যেন হ'ল। হাত দিলে ত শক্ত শক্ত বিচি বিচি বোধ হবে না, আর টিপ্‌লেও ব্যথাও বলবে না। মাস লাগলে মাই ডাগর হ'লে তাতে হাত দিলে খুব নরম আর ন্যাস্কা বোধ হয়।

বি। তা সত্যি। এগুল জানা থাক্‌লে ত তবে ভুল করা উচিত নয়?

ল। তা নয়ই ত? মাইতে ভ্যালা পড়াও গর্ভ হওয়ার একটী প্রধান লক্ষণ। মাইয়ের মুখ ক্রমে ক্রমে খুব কাল হয় আর সেই ভ্যালার উপর আস্তে আস্তে আঙুল বুলুলে নরম নরম ভিজে ভিজে উচু উচু মালুম হয়। বোধ হয় ঠিক যেন মক্‌মলের উপর হাত দিলাম। মাইয়ের বোটও বেশ শক্ত শক্ত আর ডাগর হয়। এ ছাড়া, বোঁট দুটি প্রায়ই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁইস আঁইস গমের চোকলের মত দিয়ে ঢাকা মালুম হয়। আর বেশ ঠাউরে দেখলে ভ্যালার উপর ফুস্কুড়ির মত ছোট ছোট অনেক গুল স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। বোঁটের চতুর্দ্দিক বেড়ে এই গুলি উচু হয়ে থাকে। মাস যত বেশী হতে থাকে, এ গুলিও আকারে আর সংখ্যায় তত বাড়ে। পূর মাসে এই ভ্যালার চতুর্দ্দিকে আর এক রকম ছিট্‌ ছিট্‌ ভ্যালা দেখা দেয়। উপর থেকে জলের ফোটা পড়ে কোন কাল স্ফেতের রং ঐ ফোটার জায়গায় ছিট হয়ে উঠে গেলে যেমন হয়, এ ভ্যালাও দেখতে ঠিক সেই রকম। এ রকম ভ্যালা দেখ্‌লে গর্ভ হয়েছ নিশ্চয় ক'রে বলা যেতে পারে।

বি। বল কি? গর্ভ হওয়ার কত দিন পরে এ সব লক্ষণ জান্তে পারা যায়?

ল। সচরাচর দ্বিতীয় মাসের শেষেই মাই সংক্রান্ত সমুদায় গর্ভ লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করে। চারি মাস, কারো কারো পাঁচ মাসের পর এই সব লক্ষণ পেকে দাঁড়ায়।

বি। লক্ষণ আবার পেকে দাঁড়ান কি রকম?

ল। চতুর্থ, কারো কারো পঞ্চম মাসে এই চিহ্নগুলি বেশ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। অর্থাৎ মাই বেশ ডাগর হয়, আর তাতে হাত দিলে শক্ত-শক্ত বিচি-বিচি বোধ হয়। মাইয়ের মুখও খুব কাল হয়, আর বোঁটও শক্ত ও বড় হয়। লক্ষণ পেকে দাঁড়ান কাকে বলে, এখন বুঝ্‌লে?

বি। হাঁ, বেশ বুঝিছি। আচ্ছা, সুন্দর মানুষের চেয়ে কাল মানুষের মাইয়ের ভ্যালা বেশী কাল হয় না?

ল। ঠিক বলেছ। বেশী কাল হয়ই ত বটে। শুদ্ধ বেশী কাল হয় না, ভ্যালাও খুব বড় হয়ে থাকে। কখন কখন মাইয়ের অর্দ্ধেকেরও বেশী কাল হয়। আর সুন্দর মানুষের ভ্যালো এত কম হতে পারে, যে, ও ভাল মালুমও হয় না। মাই-ফাটা কাকে বলে জান?

বি। তা জানি বৈ কি? মাইয়ের উপর চারি দিকে বেড়ে শাদা শাদা দাগ হয়।

ল। পাঁচ মাস কি ছ মাসের শেষে অর্থাৎ খুব ডাগর হলে, মাইয়ের উপর এই দাগ গুলি দেখা দেয়। অন্য অন্য গর্ভ লক্ষণের মত খালাসের পর এ দাগ গুল একবারে লুকোয় না। এই জন্যে প্রথম পোয়াতিদের পক্ষেই এই চিহ্নটী খাটে। শুদ্ধ মাই-ফাটা বলে কেন, মাই সংক্রান্ত সমস্ত লক্ষণই প্রথম পোয়াতিদের পক্ষে যেমন খাটে, অন্য পোয়াতিদের পক্ষে তেমন নয়।

বি। তা সত্যি। মাইয়ের ভ্যালাও যে খালাসের পর থেকে যায়, সব ত যায় না। কেবল ভ্যালার উপকার কালিটে কাপড়ের ঘ্যাঁসে ঘ্যাঁসে উঠে যায় বৈ ত না।

ল। শুদ্ধ কাপড়ের ঘ্যাঁসে বলে হবে কেন? প্রথম পোয়াতিদের কচি ছেলের ঠোঁট দেখনি, যেন মিশি মাখান।

বি। ঠিক বলেছ, ভ্যালার উপরকার কালিটে উঠে যাবার ও একটা প্রধান কারণ বটে।

ল। তবে যে পোয়াতির ৩।৪ বৎসর অন্তর ছেলে, হয়, গর্ভ হ'লে পর মাইতে যে আবার ভ্যালা পড়ে তার উপর কতক নির্ভর করা যেতে পারে।

বি। তার পর আর কি লক্ষণ বল্‌বে বল ?

ল। মাই ডাগর হওয়া আর মাইতে ভ্যালা পড়ার পরের লক্ষণ হচ্ছো (৪) মাইতে দুধ হওয়া।

বি। কত দিনে মাইতে দুধ হয় ?

ল। এও দ্বিতীয় মাসের শেষে হয়ে থাকে। কারো কারো আগেও হয়। প্রথম পোয়াতিদের মাইতে দুধ হওয়া গর্ভের নিশ্চিত লক্ষণ জেনে রাখ। প্রথম পোয়াতিদের মাইয়ের বোঁট টিপে যদি এক বিন্দুও দুধ (জলের মত) বার ক'ত্যে পার, তা হ'লে নিশ্চয়ই গর্ভ হয়েছে স্থির করবে। কিন্তু যার একবার সন্তান হয়েছে, তার মাইয়ের বোঁট টীপ্‌লেই দুধ পাবে, তা যখনই কেন টেপ না; বরং যারা ছেলেকে মাই দেয়, তাদের মাইয়ের দুধ বন্ধ হওয়া (গর্ভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে) গর্ভ-লক্ষণ ব'লে স্থির কত্যে পার।

বি। ঠিক বল্‌ছো। আমি যা যা দেখিছি, তার সঙ্গে সব ঠিক মিলে যাচ্ছে।

ল। এর পরের লক্ষণ হচ্ছে (৫) পেট উঁচু হওয়া। প্রথম দু মাস পেট উঁচু একটুও মালুম হয় না। বরং প্রথম প্রথম, পেট সহজের চেয়েও কম উঁচু বোধ হয়। আর নাই বেশী খোল হয়। তিন মাসে পেট উঁচু হয়ে থাকে। পাঁচ মাসে নাইয়ের খোল কমে আসে। ছ মাসে নাই পেটের সঙ্গে এক সমান হয়। একেই নাই 'চিতন' বলে। সাত মাসে নাই ঠেলে বেরোয়।

বি। নাইয়ের এ চিহ্ন গুলি ত বেশ দেখ্‌ছি।

ল। বেশই ত। খুব উঁচু হলে মাই ফাটার মত তল পেটেরও উপর শাদা শাদা দাগ হয়। এই দাগ গুল মাইয়ের উপরকার দাগের মত বরাবর থেকে যায়। এই জন্যে, প্রথম পোয়াতিদের পক্ষেই এ চিহ্নটী খাটে। আর যে পোয়াতির অনেক দিন অন্তর ছেলে হয় তার পক্ষেও খাট্‌তে পারে।

বি। আচ্ছা, উদরী হ'লেও ত পেট উচু হয়, তবে পেট উঁচু দেখে গর্ভ স্থির কর্‌বে কেমন ক'রে?

ল। তা ও স্থির করা বড় শক্ত নয়।

(ক) গর্ভ হ'লে পেট সুমুকের দিকে উঁচু হয়, পাশে তত হয় না। যে পোয়াতির অনেক সন্তান হয়েছে, তারই পেট সুমুকের দিকে বেশী ঠেলে বেরণ দেখা যায়। উদরী বা অন্য কোন রোগে এ রকম হয় না।

(খ) পোয়াতিদের পেট বড় হ'লে নিশ্বেস ফেল্‌বার সময় পাঁজরের নীচে বড় একটা নড়ে না, কিন্তু উদরী বা অন্য কোন রোগে পেট বড় হ'লে পাঁজরের নীচেটা বেশ নড়ে।

(গ) উঠলে, বসলে, কি চিত, কা'ত হয়ে শুলে পোয়াতিদের পেটের আকার প্রকার প্রায় এক সমানই থাকে, বড় একটা বদলায় না।

(ঘ) চিত হয়ে শুলে পোয়াতিদের পেটের দু পাশ ঠেলে বেরোয় না; কিন্তু উদরী রোগীর বেশ ঠেলে বেরোয়।

বি। বাঃ বেশ সংকেত গুলি বলেছ। তোমার গর্ভ লক্ষণ বলা সব ফুরুল নাকি?

ল। হাঁ, প্রায় বটে। আর দুটী হ'লেই হয়।

বি। তবে সে দুট বল?

ল। বলি। এ দুয়ের একটী লক্ষণ হচ্ছে (৬) পোয়াতির ছেলে-নড়া টের পাওয়া।

বি। কত দিনে পোয়াতি ছেলে-নড়া টের পেতে আরম্ভ করে?

ল। সচরাচর চারি মাসেই জান্‌তে পারে। আবার কোন কোন পোয়াতি ছ মাস, সাত মাস, কখন আট মাস পর্য্যন্তও ছেলে নড়া টের পায় না। প্রথম প্রথম যখন ছেলে নড়্‌তে আরম্ভ করে, তখন পোয়াতি-দের পেটের মধ্যে যেন কিছু কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে এম্‌নি বোধ হয়। এই কাঁপনি প্রথমে অতি সামান্য থাকে, তার পর জরায়ু যেমন বাড়তে থাকে, সেই সঙ্গে ছেলে-নড়াও বাড়ে আর স্পষ্ট হয়। এ সময় সচরাচর ছেলে এই রকম ভাবে নড়ে যে, বোধ হয় যেন ছেলে ভিতর থেকে পেটে উপরো-উপরি ঘুষো মার্‌ছে, কি লাথি মার্‌ছে।

বি। বোধ হয় কেন? মোহিনীর পেটে হাত দিয়ে আমি যে সত্যি

সত্যিই ও রকম দেখেছি। হাত দিতেও হয় না, কথন কথন ও স্পষ্টই দেখা যায়, আর পেটে ঠেলে ঠেলে ওঠে।

ল। তা স্পষ্ট টের পাওয়া যায়ই ত। সময় সময় ছেলে এত শীঘ্র শীঘ্র নড়ে যে, পোয়াতির তাতে বিলক্ষণ কষ্ট হয়। আবার খানিক খানিক যেন স্থির হয়ে থাকে। এমন কি, কথন কথন উপ্রো-উপ্রি দশ পোনর বা তার চেয়ে বেশী দিনও পোয়াতি ছেলে-নড়া টের পায় না।

বি। আচ্ছা, ও রকম ঘট্‌লে ত ছেলে মরে গিয়েছে ব'লে পোয়াতি ভয় পেতে পারে?

ল। ভয় পেতে পারে কি? ভয় ত পেয়েই থাকে। কিন্তু এ রকম ভয় বরাবরি থাকে না। কেন না, শীঘ্রই পোয়াতি আবার ছেলে-নড়া টের পায়।

বি। আচ্ছা, পোয়াতির শরীর অসুস্থ হ'লে কি ছেলে-নড়া বাড়ে?

ল। বাড়ে বৈ কি? শরীর অসুস্থ হওয়া দূরে থাক, পোয়াতি উপস কল্যে ছেলে-নড়া বাড়ে।

বি। বল কি? তবে ত পোয়াতি কষ্ট পেলে পেটের ছেলেও কষ্ট পায়।

ল। তা কি আজ জান্‌লে? যে কোন কারণে হোক্ কাহিল বা নিস্তেজ হ'লে ছেলে অত্যন্ত নড়ে, আর নড়ারও কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলা থাকে না।

বি। তবে ও রকম ছেলে-নড়া ত ভাল নয়?

ল। তা নয়ই ত। উপ্রো-উপ্রি ও রকম ক'রে নড়লে ছেলে মারা যাবারই খুব সম্ভাবনা।

বি। আমিও ত সেই আশঙ্কা করিই বল্‌ছি?

ল। শেষ মাসে পোয়াতি পেটে হাত দিলে ছেলে-নড়া এত স্পষ্ট টের পাওয়া যায় যে, গর্ভ সম্বন্ধে কোন সন্দই হতে পারে না।

আর যদি ইচ্ছে কর ত পোয়াতির পেটের দু পাশে দু হাত রেখে, এক হাত দিয়ে আস্তে একটু ভিতর দিকে চাপ দিলে ছেলে নড়ে ওঠে, নড়ে উঠ্‌লেই অন্য হাতে তা সহজে টের পাওয়া যায়।

বি। তবে ত এ বেশ সংকেত দেখ্‌ছি। ইচ্ছে হ'লেই পোয়াতির পেটের ছেলে-নড়া টের পেতে পারি।

ল। হাঁ, তা পারই ত। তার পর বলি শোন। (৭) পোয়াতির পেট ডাগর হ'লে পর, যদি পেটের উপর হাত দিয়ে জরায়ু খানিকক্ষণ ধ'রে রাখা যায়, আর কোন রকম চাপ না দেওয়া যায় তা হ'লে জরায়ু কেমন এক রকম বেশ শক্ত হয়ে যায়। এ রকম শক্ত হওয়া পষ্ট জান্‌তে পারা যায়। পাঁচ মিনিট দশ মিনিট অন্তর জরায়ু এই রকম শক্ত হয়, কখন কখন আরও ঘন ঘন শক্ত হয়, কিন্তু দশ মিনিটের চেয়ে বেশী গৌণ প্রায়ই হয় না। গর্ভ ছাড়া আর কোন অবস্থার এরূপ ঘটনা ঘটে না।

বি। তবে ত এটীকে একটী প্রধান গর্ভ-লক্ষণ বল্‌তে হবে?

ল। তা হবেই ত।

বি। আচ্ছা, পেটে ছেলে মরে গেলেও কি জরায়ু ও রকম শক্ত হয়ে থাকে?

ল। হাঁ, তা ছেলে, জীয়ন্তই থাক আর মরেই যাক, যত দিন ছেলে পেটে থাকে, তত দিন জরায়ু ওরকম শক্ত হয়।

বি। তবে ত এ ছেলে নড়ার চেয়ে ভাল লক্ষণ দেখ্‌ছি?

ল। কেন?

বি। ছেলে মরে গেলে ত আর নড়ে না।

ল। ঠিক্ বলেছ, তা সত্যিই ত। শুধু ও ব'লে কেন? ছেলে ত আর সর্ব্বদা নড়ে না। কিন্তু জরায়ু ও রকম শক্ত নিয়ম মত ৫।৭ মিনিট অন্তর হয়ই। এ ছাড়া, আঁতের মধ্যে বাতাস চলাচল কর্‌বের সময়, কিম্বা পেটের মাংস জড়সর হ'লে ছেলে নড়্‌ছ্যে ব'লে ভ্রম হতে পারে। কিন্তু এতে সে রকম ভুল কখনই হ'তে পারে না।

বি। তবেই এ একটী প্রধান গর্ভ-লক্ষণ বলে গণ্য করা উচিত।

ল। তার আর ভুল কি?

বি। আচ্ছা, জরায়ুর মুখে হাত দিয়ে কি গর্ভ ঠিক্ কর্ত্যে পারা যায় না?

ল। ও মা, তা যায় বৈ কি? সেই সংকেতই ত ধাইদের আগে জেনে রাখা আবশ্যক। কেন না, গর্ভ হয়েছে কি না, ধাইদের প্রায়ই ঠিক্ করে বল্‌তে হয়। সে সংকেত তোমাকে এখনও বলিনি।

বি। কখন্ বল্‌বে।

ল। এখনই বল্‌বো। ও রকম দুটী সংকেত আছে। একটী

সংকেত হচ্যে এই যে (৮) গর্ভ হ'লে জরায়ুর মুখ নরম, তার পর, ক্রমে মুখ থেকে জরায়ুর গলা পর্য্যন্ত সব বেশ নরম হয়ে যায়। চারি মাসে জরায়ুর মুখের দুটী ধার (ঠোঁট) পাতলা হয়, নরম হয়, আর হাত দিলে মখ্‌মলের মত মালুম হয়। তক্তার উপর পাতা পুরু নরম কাপড়ের উপর আঙুল দিয়ে চাপ্‌লে যে রকম বোধ হয়, ওতে হাত দিলেও ঠিক সেই রকম মালুম হয়। ছ মাসে জরায়ুর গলার অর্দ্ধেক এই রকম নরম হয়, আট মাসে সমুদায় গলা নরম হয়ে যায়। এই রকম নরম হ'য়ে যায় বলে গলা যেন খাটো মালুম হয়। গর্ভ হ'লে জরায়ুর মুখ আর গলা এই রকম নরম হতেই চায়।

বি। তবে ত জরায়ুর মুখে হাত দিয়ে গর্ভ হয়েছে কি না, ঠিক্ ক'রে বলা যেতে পারে।

ল। তা পারেই ত। এই মনে কর, বাড়ীর গিন্নিরে অমুক বৌ পাঁচ মাস পোয়াতি ব'লে স্থির ক'রে রেখেছে। তার পর, মনের সন্ধ মিটাবার জন্যে তোমাকে যদি বলে যে, ভাল করে দেখ বৌ পোয়াতি কি না, ঠিক করে বল। তা হ'লে পর তুমি জরায়ুর মুখে হাত দিয়ে দেখে যদি ঐ মুখ আর গলা বেশ শক্ত আর লম্বা মালুম পাও, তা হ'লে বৌ পোয়াতি নয় ব'লে তাদের সন্ধ দূর কত্যে পার।

বি। আচ্ছা, গর্ভ ছাড়া অন্য কোন কারণে কি জরায়ুর মুখ আর গলা ও রকম নরম হ'তে পারে না?

ল। জরায়ুর নানা প্রকার রোগে ও রকম নরম হ'তে পারে বটে। কিন্তু পাঁচ ছ মেসে পোয়াতির জরায়ুর মুখ আর গলা হাতে কখনও শক্ত আর পুরু মালুম হয় না।

বি। তবে জরায়ুর মুখ আর গলা নরম মালুম হওয়ায় গর্ভ ঠিক্ করে যত বল্‌তে পারা যাক্ আর না যাক্ নরম মালুম না হ'লে গর্ভ নয় ঠিক্ ক'রে বলা যেতে পারে।

ল। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারী যাই। মনের কথাটী টেনে বার করেছ। আর শোন, জরায়ুর মুখ আর গলা যখন বেশ নরম হয়, তখন ওর গলার মধ্যেকার খোলও বাড়ে, আর ওর মুখ খুলে যায়।

বি। আচ্ছা, সকল পোয়াতিরই কি এক রকম ঘটে?

ল। না, প্রথম পোয়াতিদের জরায়ুর মুখ প্রায়ই শেষ মাস্ পর্য্যন্ত

খোলা থাকে না। কিন্তু সাত মাসের পর তাদেরও জরায়ুর মুখ সচরাচর খুলে যায়। সেই মুখের মধ্যে একটী আঙুলের আগা প্রবেশ করাতে পারা যায়। কিন্তু যে পোয়াতি একবার প্রসব করেছে তার জরায়ুর মুখ সচরাচর ফাটা-ফাটা, অসমান আর তেকোণা মালুম হয়।

বি। প্রসবের সময় একটু আধটু ছিঁড়ে খুঁড়ে বা ফেটে যায় ব'লে বোধ করি জরায়ুর মুখের ওরকম ফাটা ফাটা অসমান অবস্থা হয়।

ল। হাঁ তা না ত কি? এদেরও জরায়ুর মুখের মধ্যে একটী আঙুলের আগা প্রবেশ করাতে পারা যায়।

বি। আচ্ছা, শেষা মাসে তবে ত জরায়ুর মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে পোরোটা ছোঁওয়া যেতে পারে?

ল। তা ছুঁতে পারা যায়ই ত। শুধু পোরো বলে কেন, পোরোর মধ্যে দিয়ে ছেলের মাথা, পা, কি হাত যা নীচে দিকে থেকে টের পাওয়া যায়।

বি। বটে! তার পর বল, আর একটী সংকেত কি।

ল। (৯) জরায়ুর মধ্যে যে জল পোরা পোরো আছে, সেই পোরোর জলের মধ্যে ছেলে ডুবে থাকে। জরায়ুর মুখের একটু উপরে আঙুলের অল্প ধাকা দিয়ে যদি তোলা খেলার মত উপর দিকে উঠিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে বোধ হয় যেন কিছু ভারি জিনিস উপরে উঠে গিয়ে আবার তখনই আঙুলের উপর এসে টপ্‌ করে পড়ে।

বি। বল কি? এ যে সব চেয়ে ভাল সংকেত দেখ্‌ছি।

ল। তা ভালই ত! গর্ভ হলে ও রকম হতেই হবে। আর আঙুল দিয়ে ও রকম টের পেলে গর্ভ হ'লে ও রকম হতেই হবে। আর আঙুল দিয়ে ও রকম টের পেলে গর্ভ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

বি। তবে আর একবার বেশ ক'রে বল না গা, ও পরীক্ষাটা কি রকম ক'রে কত্তো হবে?

ল। পরীক্ষাটী সহজে কর্‌বের জন্যে আধ-বসা আধ-শোয়া ক'রে অর্থাৎ ঠিক হেলান দেওয়ার মত ক'রে পোয়াতিকে বসাবে। তার পর, ডান্‌ হাতের দুটী আঙুল (বুড়ো আঙুলের কাছে দুটী আঙুল) যোনির মধ্যে দিয়ে জরায়ুর গলার সুমুকে নিয়ে যেতে হবে। তার পর, বাঁ পেটের উপর দিয়ে জরায়ু স্থির রেখে, ডান্‌ হাতের সেই দুটী আঙুল দিয়ে জরায়ুর গায়ে থপ ক'রে উপরু দিকে ধাক্কা দেবে। যদি যথার্থই গর্ভ হয়ে থাকে,

তবে ঐ রকম ধাক্কা পেলেই ছেলে উপর দিকে গিয়ে আবার তখনই আঙুলের উপর টপ্ ক'রে এসে পড়্বে।

বি। উপর দিকে জরায়ুর গায়ে ঐ রকম ধাক্কা দিয়ে আঙুল দুটী তবে সেই খানেই স্থির ক'রে রাখ্তে হবে?

ল। তা হবে বৈ কি? নৈলে কেমন ক'রে জান্তে পার্বে, ছেলে এসে পড়্লো কি না?

বি। গর্ভ হওয়ার কত দিন পরে এ রকম পরীক্ষা করা যেতে পারে?

ল। তিন মাসের পর আর সাত মাসের আগে এ রকম পরীক্ষা ক'রে বেশ জান্তে পারা যায়।

বি। কেন, সাত মাসের পরে নয় কেন? আর তিন মাসেরই বা আগে নয় কেন?

ল। তিন মাসের আগে ছেলে বড় ছোট থাকে ব'লে ও রকম পরীক্ষায় বড় একটা মালুম হয় না। আর সাত মাসের পর ছেলে বেশ বড় হয় ব'লে আঙুলের ও রকম ধাক্কা দিয়ে ছেলেকে সহজে উপরে উঠান যায় না।

বি। ঠিক্ বলেছ? এ কথা বেশ মনে ধরে বটে।

ল। ও রকম পরীক্ষায় কিছু ঠিক্ কত্তে না পালেই যে গর্ভ নয় ব'লে স্থির কর্বে, তা করো না।

বি। কেন?

ল। ছেলের মাথা নীচের দিকে থাক্লেই ও রকম পরীক্ষা ক'রে গর্ভ ঠিক্ কত্তে পার্বে। কিন্তু মাথা ছাড়া ছেলের অন্য কোন অঙ্গ নীচের দিকে থাক্লে ও রকম পরীক্ষায় কিছুই জান্তে পার্বে না।

বি। তা ত সত্যি। সে কথা ত মিছে নয়। ছেলের অন্য কোন অঙ্গ নীচের দিকে থাক্লে, আঙুলের ধাক্কা দিয়ে ছেলে উপর দিকে উঠান যাবে কেন?

আচ্ছা, পোয়াতির ফুল জরায়ুর মুখে লাগান থাক্লেও ত ও পরীক্ষায় কিছু জান্তে পারা যায় না?

ল। তা যায়ই ত না। আমিও ঐ কথা বল্তে যাচ্ছিলাম।

বি। তোমার গর্ভ-লক্ষণ বলা ফুরুল না কি?

ল। আর একটী বল্লেই হয়। এই লক্ষণটীই সব চেয়ে উত্তম।

(১০) পাঁচ মাসের শেষে পোয়াতির পেটের উপর কান দিয়ে যদি চুপ ক'রে শোন, তা হ'লে টিক্-ট্যাক্, টিক্-ট্যাক্, টিক্-ট্যাক্, টিক্ ট্যাক্, টিক্-ট্যাক্, টিক্-ট্যাক্, শব্দ শুন্‌তে পাবে। শিওরের বালিসের নীচে, ছোট একটী ট্যাঁক ঘড়ি রাখ্‌লে কানে যে রকম শব্দ লাগে, এও ঠিক্ সেই রকম শব্দ।

বি। ও রকম শব্দ কিসের?

ল। তোমার বাঁ মাইয়ের নীচে হাত দিয়ে দেখ দেখি! কিছু টের পাও কি না?

বি। হাঁ, হাতের নীচে যেন ধুক্ ধুক্ কচ্ছো;

ল। পেটের মধ্যে ছেলের বুকের ঠিক্ ঐ জায়গায় ঐ রকম কচ্ছো। পোয়াতির পেটের উপর খুব স্থির হয়ে কান দিয়ে শুন্‌লেই তা শুন্‌তে পাওয়া যায়। এই শব্দ শুন্‌বার জন্যে পোয়াতিকে চিত হয়ে বালিসের উপর কাঁধ উঁচু ক'রে রেখে শুতে বল্‌বে।

বি। পোয়াতির পেটের কোন্ জায়গায় কান দিলে ও শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায়?

ল। সচরাচর বাঁ দিকের পাছার হাড়, আর নাই, এই দুয়ের মাঝখানে কান দিলেই শুন্‌তে পাওয়া যায়। কখন পেটের এদিক ওদিক কান দিয়ে, কোথায় শব্দ হচ্ছে খুঁজে নিতে হয়। পোয়াতির পেটের উপর কান দিয়ে এই রকম শব্দ শুন্‌তে পেলে, দুটী বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বি। কি কি?

ল। এক প্রমাণ এই যে, নিশ্চয় গর্ভ হয়েছে। আর এক প্রমাণ এই যে, পেটের ছেলেটী বেঁচে আছে।

বি। ঠিক বলেছ। ছেলে বেঁচে না থাক্‌লে অমন শব্দ টের পাওয়া যাবে কেন? আচ্ছা, পেটে যমক ছেলে থাক্‌লে কি ঐ রকম দুটো আলাদা আলাদা শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায়?

ল। ভাল কথা বলেছ, তা শুন্‌তে পাওয়া যায় বৈ কি? আর ঐ রকম দুটী শব্দ আলাদা-আলাদা স্পষ্ট শুন্‌তে পেলে, পেটে দুটি ছেলে আছে নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পার। এ ছাড়া, এটীও জেনে রাখা উচিত যে, ছেলের মাথা নীচের দিকে থাক্‌লে পোয়াতির ডা'ন কি বাঁ কুঁচকির উপর ঐ

রকম শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায়। আর ছেলের পাছা কি পা নীচের দিকে থাক্‌লে পোয়াতির মাইয়ের কাছেও শুন্‌তে পাওয়া যায়।

বি। বাঃ এ ত বেশ সংকেত দেখ্‌ছি।

ল। আরো বল্‌ছি শোন। পোরোর মধ্যে যে জল থাকে তা সকল পোয়াতির সমান হয় না। যার বেশী জল হয়, তার পেটের উপর কান দিয়ে শুন্‌লে ঐ রকম শব্দ তত স্পষ্ট শুন্‌তে পাওয়া যায় না; কিন্তু পেটের উপর অনেক দূর নিয়ে তা শুন্তে পাওয়া যায়। আর জল কম হ'লে ঐ শব্দ বেশ স্পষ্ট শুন্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক দূর নিয়েও শোনা যায় না।

বি। হাঁ, এও বেশ সংকেত বটে।

ল। আরও একটী সংকেত বল্‌ছি শোন। ছেলের পিঠ মায়ের সুমুক দিকে থাক্‌লে (অধিকাংশ পোয়াতির ছেলের পিঠ মায়ের সুমুক দিকেই থাকে) ঐ শব্দ খুব সহজেই বেশ স্পষ্ট শুন্‌তে পাওয়া যায়। আর পিঠ মায়ের পেছন দিকে ফিরণ থাক্‌লে ও শব্দ তত সহজে আর তত স্পষ্ট শুন্‌তে পাওয়া যায় না।

বি। হাঁ, এটীও বেশ সংকেত দেখ্‌ছি।

ল। এই ত আমার গর্ভ-লক্ষণ বলা ফুরুল। এখন বল দেখি, কত গুলো লক্ষণ বলিছি ?

বি। দশটা বৈ ত বল নি। সে গুলো সব কি কি বলবো না কি ?

ল। হাঁ, বল। সে সব তোমার মনে আছে কি না, জানা আবশ্যক।

বি। তবে শোন বলি। প্রথম চিহ্ন হচ্ছে (১) ঋতু বন্ধ হওয়া। তার পরের চিহ্ন, (২) ন্যাকার করা, ওয়াক তোলা, মুখ দিয়ে জল ওঠা। তার পরের চিহ্ন, (৩) মাই ডাগর হওয়া আর মাইতে ভ্যালা পড়া। তার পরের চিহ্ন, (৪) মাইতে দুধ হওয়া। তার পরের চিহ্ন, (৫) পেট উঁচু হওয়া, নাইয়ের খোলের বেশী কমী হওয়া, আর মাই ফাটার মত তলপেটে শাদা শাদা দাগ হওয়া। তার পরের চিহ্ন, (৬) পোয়াতির ছেলে নড়া টের পাওয়া। তার পরের লক্ষণ হচ্ছে, (৭) পোয়াতির পেটের উপর হাত দিয়ে জরায়ু ধরে থাক্‌লে জরায়ু পাঁচ কি দশ মিনিট অন্তর সংকোচন অর্থাৎ শক্ত হওয়া। তার পরের লক্ষণ, (৮) জরায়ুর মুখে হাত দিয়ে জরায়ুর মুখ আর গলা বিশেষ এক রকম নরম মালুম হওয়া। তার

পরের লক্ষণ হচ্ছো, (৯) জরায়ুর গায়ে ডা'ন হাতের দুটী আঙুল দিয়ে উপর দিকে খপ্ ক'রে ধাক্কা দিলে ছেলে উপরে উঠে যাওয়া, আবার তখনই এসে আঙুলের উপর টপ্ ক'রে পড়া মালুম হওয়া। শেষ চিহ্ন হচ্ছো, (১০) পোয়াতির পেটের উপর কান দিয়ে ছেলের বুক দুদ্দুড়ুনি শুন্‌তে পাওয়া।

ল। বাঃ ভাল মনে রেখেছ কিন্তু যা হোক্। এখন তবে অমুক পোয়াতি হয়েছে কি না, লক্ষণালক্ষণ দেখে বল্‌তে পারবে ?

বি। তা পার্‌বো বৈ কি ? তা না পাল্যে আর এ সব জেনে রাখার দরকার কি ?

ল। শেষ চিহ্নটী পেলে নিশ্চয় যেমন গর্ভ হয়েছে ব'লে ঠিক্ কত্যে পারা যায়, মাইয়ের ভ্যালার উপর হাত দিলে যদি নরম নরম ভিজে ভিজে মালুম হয়, তা হ'লেও প্রায় ঠিক্ সেই রকম নিশ্চয়ই গর্ভ হয়েছে ব'লে ঠিক্ কত্যে পার।

বি। তবে মাইয়ের ভ্যালার চিহ্নটীই সব চেয়ে ভাল বল্‌তে হবে ?

ল। কেন ?

বি। ছেলের বুক দুদ্দুড়ুনি পাঁচ মাসের পর ভিন্ন ত আর টের পাবে না ? কিন্তু মাইয়ের ভ্যালার চিহ্নটি ত প্রথমেই দেখা দেয়।

ল। ঠিক্ বলেছ। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই। আর একটী কথা তোমাকে এই সময় ব'লে রাখি। একটী গর্ভ-লক্ষণ দেখেই গর্ভ হয়েছে ব'লে কখনও ঠিক্ করো না। যদি কর, ত ঠক্‌বো। শুধু ঋতু বন্ধ হয়েছে বলিই অমুক পোয়াতি, বলো না! শুধু ন্যাকার করা দেখিই অমুক পোয়াতি, বলো না। শুধু মাই ডাগর হয়েছে ব'লে, অমুক পোয়াতি বলো না। শুধু মাইতে দুধ হয়েছে ব'লে অমুক পোয়াতি, বলো না। শুধু পেট উঁচু হয়েছে ব'লে অমুক পোয়াতি, বলো না।

বি। আ নাঃ দুটো তিনটে লক্ষণ না দেখে আর অমুক পোয়াতি হয়েছে, এমন কথা বল্‌বো না। আচ্ছা, গর্ভ হ'লে যে ন্যাকার হয়, সে ন্যাকারটা সকাল বেলাই না খুব বাড়ে ?

ল। হাঁ, বিছানা থেকে উঠলেই ন্যাকারটা বাড়ে বটে।

বি। ভাল কথা মনে পড়েছে, গর্ভ হ'লে মাই দুটো না বেশ ভারি ভারি বোধ হয়, আর তার মধ্যে থেকে না চিড়িক পেড়ে ওঠে ?

ল। তা ত ওঠেই। তা ছাড়া মাইতে আর মাইয়ের বোঁটে বেশ ব্যথাও হয়।

নবম সর্গ।

গর্ভ-স্রাব।

বিনোদিনী। আচ্ছা, পোয়াতির যে পেট প'ড়ে যায়, তার কি কোন কারণ আছে না কি?

লক্ষ্মী। ও মা, তা আছে বৈ কি? নৈলে সকলের কেন পেট প'ড়ে যায় না?

বি। তা সত্যি। কারণ গুলো কি তবে বল না গা?

ল। তা বল্‌ছি, শোন। পোয়াতির পেট প'ড়ে যাওয়ার অনেক কারণ। তার মধ্যে যে গুলো আমরা স্পষ্ট জান্‌তে পারি, সেই গুলোই কেবল তোমাকে শিখিয়ে দিই, নৈলে মিছে মিছি বেশী ব'কে কি হবে।

বি। হাঁ, তা না ত কি?

ল। (১) বাড়াবাড়ি জ্বর জাড়ি, পেটের ব্যামো, বসন্ত কি হাম হ'লে পেট প'ড়ে যেতে পারে।

বি। বসন্ত কি হাম পোয়াতির হয় ব'লে পেট পড়ে যায়, না পোয়াতির ঐ রোগ হয়ে পেটের ছেলের তার পর হয় ব'লে গর্ভপাত হয়?

ল। পেটের ছেলের ঐ রোগ হ'য়ে সেটী মারা যায় ব'লেই গর্ভপাত হয়। আবার পোয়াতির বসন্ত কি হাম হ'লে পেটের ছেলে তা কখনও এড়িয়ে যেতে পারে না। কাজে কাজেই পোয়াতির বসন্ত কি হাম হ'লে পেট প'ড়ে যাওয়া এক রকম নিশ্চয় ধ'রে রাখ।

বি। বেশ কথা, তার পর বল?

ল। (২) পোয়াতির আঘাত লাগলে গর্ভপাত হ'তে পারে।

বি। আঘাত লাগা কি রকম?

ল। আঘাত লাগা কি রকম তা আর বুঝ্‌তে পারছ না, পেটে হঠাৎ কেউ ঘুষো, চড়, কিল কি লাথি মাল্যে কি পোয়াতি পড়ে গিয়ে

পেটে ভারি রকম ঘা লাগলে, গর্ভপাত হতে পারে। দামাল ছেলে পিলের লাথি কি হাঁটু পেটে লাগলেও পেট পড়ে যেতে পারে।

বি। ও মা! পোয়াতিদের দামাল ছেলে-পিলে নিয়ে তবে ত খুব সাবধান হয়ে শুয়ে থাকা উচিত?

ল। তা উচিতই ত?

বি। তার পর বল, আর কোন রকম ঘা ঘো লেগে পেট প'ড়ে যেতে পারে কি না?

ল। পা পিছলে পোয়াতি যদি হঠাৎ পেট চেপে পড়ে, আর তাতে বেশী আঘাত পায়, তা হ'লেও পেট প'ড়ে যেতে পারে। (৩) ভারি ধাক্কা, লাগলে, হাড়-ভাঙা পরিশ্রম কল্যে, হঠাৎ কোন বেশী কষ্টের কাজ কল্যে, অনেকক্ষণ ধরে বেগ দিলে, ভারি রকম কাসলে, কি হাসলে, গর্ভ-পাত হতে পারে।

(৪) বেশী রাগ, আহ্লাদ, কি দুঃখ হ'লে, কি ভাল মন্দ খবর হঠাৎ শুনলে পেট প'ড়ে যেতে পারে।

বি। ও মা! পেট প'ড়ে যাওয়ার ত তবে অনেক কারণ দেখ্‌ছি?

ল। তা অনেকই ত। পূর মাসে নির্ব্বিঘ্নে খালাস হওয়া কি কম ভাগ্যের কথা। খুব সাবধানে আর নিয়মে থাকৃলে তবে পোয়াতি ও পেটের ছেলে ভাল থাকৃতে পারে।

বি। আচ্ছা, এমন ত অনেক পোয়াতি দেখা গিয়েছে যাদের বারে বারে পেট প'ড়ে যায়। এ রকম হওয়ার কি কোন কারণ আছে?

ল। কারণ এমন কিছু না। পেট প'ড়ে যাওয়া তাদের একটা অভ্যাস পেয়ে যায়। তিন মাসের হ'লেই গর্ভপাত হয়। পেট প'ড়ে যাওয়ার মাস খানেক পরেই আবার গর্ভ হয়। সেই তিন মাস হ'লে আবার পেট প'ড়ে যায়। এই রকম ক'রে বারে বারে গর্ভ হয় আর নষ্ট হয়ে যায়। শেষে পূর মাসে খালাস হওয়া পোয়াতির খুব কঠিন হয়ে ওঠে।

বি। ভাল, এ রকম অভ্যেস পেয়ে গেলে তা দূর করৃবের কোন উপায় আছে?

ল। উপায় আছে বটে, কিন্তু সে উপায়ও একটী বৈ নয়।

বি। উপায়টা কি বল না গা?

ল। যে পোয়াতির দেখ্‌লে যে উপ্‌রো-উপরি তু বার পেট প'ড়ে গেল বছর খানেক তার যাতে গর্ভ না হয়, তার ফিকির করা উচিত।

বি। গর্ভ না হওয়ার আবার ফিকির কি রকম?

ল। এটা আর বুঝতে পাল্যে না? এক বছর স্বামী-সহবাস ত্যাগ কর্‌লেই হ'ল।

বি। এক বছর স্বামী-সহবাস ত্যাগ কত্যে পোয়াতিরে রাজি হবে?

ল। পোড়া কপাল আর কি? পেটের ছেলে বাঁচানর চেয়ে স্বামী-সহবাসটা কি বেশী হ'ল?

বি। আ নাঃ তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি। এক বছর গর্ভ না হ'লে উপকারটা হবে কি?

ল। উপকার যা চাও, তাই হবে। বারে বারে পেট প'ড়ে যাওয়ার অভ্যেস ভেঙে যাবে।

বি। ভাল উপায় বলেছ যা হোক। উপায়ই এর এই বটে। আহা! এমন সহজ উপায় থাক্‌তেও যে এত গর্ভ-পাত হয়, এ বড় তুঃখের বিষয়!

ল। তা, উপায় থাক্‌লে কি হবে? সেটা না জান্‌লে ত আর হবে না।

বি। হাঁ, তা না ত কি? নৈলে বছর বছর যে পোয়াতির গর্ভ হয়, আর নষ্ট হয়ে যায়, সে এত ক্লেশ ভোগ কর্‌বে কেন? এক বছর কেন, তিন বছর স্বামী-সহবাস ত্যাগ কর্‌লেও যদি এ রোগ সেরে যায়, তবু তাতে পেছয় না। জানে না বলেই না তাদের এই কষ্ট সয়ে থাক্‌তে হয়। তারা ভাবে যে, এ রোগের বুঝি আর অসুদ নেই। চিরকালই এই রকম ক'রে ভুগতে হবে। আবার তুঃখের কথা বল্‌বো কি, যতবার পেট প'ড়ে যাবে, তত বারই কি ছাই গর্ভ হবে। আর তার কি তু দিন রয়ে হয়, তাও ত নয়। যে মাসে পেট প'ড়ে যায়, তার ফিরে মাসে দেখ পেটে আর একটা এসে উপস্থিত।

ল। ঐ ত জান্‌বে যে, দোষের মূল। তাতেই বল্‌ছি যে, একবারের সয় তুবার পেট প'ড়ে গেলেই সে অভ্যেসটা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা কর্‌বে। আর অভ্যেস ভাঙাও কিছু কঠিন নয়।

বি। না, তা আর কঠিন কেমন ক'রে বলা যাবে? এক বছর গর্ভ না হয়ে, তার পর গর্ভ হ'লে বারে বার পেট প'ড়ে যাওয়ার রোগ

যদি সেরে যায়, তা হ'লে এর চেয়ে সহজ উপায় আর কি হতে পারে?

ল। বারে বারে গর্ভ নষ্ট না হওয়ার উপায় কি, তবে এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে?

বি। হাঁ, তা বেশ বুঝতে পেরেছি। বারে বারে পেট প'ড়ে যাওয়ার অভ্যেসটা দূর হয়ে গেলে, পোয়াতি পূর মাসে খালাস হতে পারে। কেমন এই ত?

ল। হাঁ, তা ঐ বৈ কি। আর শোন, তোমাকে এর আগেই বলিছি যে, তিন মাসের মধ্যেই অনেক পোয়াতির গর্ভ নষ্ট হয়ে থাকে। এই জন্যে বলছি যে, যে পোয়াতির পেট প'ড়ে যাওয়ার ভয় আছে, সে যেন চারি মাসের এ দিকে স্বামী-সহবাস না করে। করলে গর্ভ-পাত হতে পারে। শুধু স্বামী সহবাস ব'লে কেন, পূর তিন মাস পর্য্যন্ত তার সকল বিষয়ের খুব সাবধান থাকা চাই। পূর তিন মাসের পর পেট প'ড়ে যাওয়ার বড় ভয় থাকে না। এটী সকল পোয়াতিরই বিশেষ ক'রে জেনে রাখা উচিত। কেন না, এ সকল ব্যাপারে পুরুষেরা বড় একটা দুঃখের ভাগী নয়।

বি। পুরুষেরা ত কোন দুঃখেরই ভাগী নয়। যত দোষ কেবল আমরাই করিছি বৈ ত না?

ল। তাতেই বল্‌ছি যে, তোমরা নিজে নিজে সাবধান না হ'লে তোমাদের নিজের মঙ্গল হওয়া বড় কঠিন।

বি। তা, এবার ইস্তক আর বল্‌তে হবে না। পোয়াতিরে জান্তে পার্‌লে হয় যে, এ রোগের এমন সহজ উপায় আছে।

ল। তা এখন জান্‌বে বৈ আর কি?

বি। তাই জান্‌লিই যে বাঁচি গা? তার পর বল, গর্ভস্রাবের কোন লক্ষণ টক্ষণ আছে কি না?

ল। ও মা, তা আছে বৈ কি? না থাকলে কেমন ক'রে জান্‌বে যে অমুক পোয়াতির পেট প'ড়ে যাচ্ছে।

বি। তা সত্যি। তবে সে লক্ষণ গুল বেশ ক'রে বল?

ল। শোন বল্‌ছি। প্রথমে পোয়াতির কেমন এক রকম গা অসুখ অসুখ করে, আড়ামোড়া ভাঙে, অনেক শ্রমের পর যে রকম আলিস্যি হয়ে থাকে, ঠিক সেই রকম আলিস্যি আর শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়,

আর পিঠ ব্যথা করে। এর পর কিছুক্ষণ বাদেই পূর মাসে খালাস হবার সময় যে রকম ব্যথা হয়ে থাকে, ঠিক সেই রকম ব্যথা আস্‌তে আরম্ভ করে। তার পর প্রসবের দুওরে রক্ত দেখা যায়। শেষে পিঠ, কোমর, পেট আর উরত ব্যথায় ফেটে যেতে থাকে। ব্যথা একবার ক'রে আসে আর যায়। ক্রমেই ব্যথা বাড়তে থাকে, আর শীঘ্র শীঘ্র আসতে আরম্ভ করে। এই রকম খানিকক্ষণ হয়েই গর্ভস্রাব হয়।

বি। পেট প'ড়ে যাবার সময় কোন কোন পোয়াতি না ন্যাকার ক'রে থাকে ?

ল। হাঁ, তা অনেক পোয়াতি ন্যাকার ক'রে থাকে বটে। এ ছাড়া, নাড়ীর বেগ, গা গরম প্রভৃতি ক'রে অনেক লক্ষণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

বি। আচ্ছা, গর্ভপাত হবার সময় কি সকল পোয়াতিরই এক রকম লক্ষণ হয়ে থাকে, না আলাদা হয় ?

ল। ও মা, আলাদা আলাদা হয় বৈ কি ? (১) কারো কারো মোটেই কষ্ট হয় না। রক্ত বড় একটা ভাঙে না। শীঘ্রই সাম্‌লে ওটে। কিন্তু পেট প'ড়ে যাওয়া যাদের এক রকম অভ্যেস পেয়ে গিয়েছে, তাদেরই কেবল এই রকম কষ্ট হয় না। (২) কারো কারো ভারি রক্ত ভাঙে। এত রক্ত ভাঙে যে, পোয়াতি একবারে মারা পড়্‌বার দাখিল হয়। (৩) কারো কারো গর্ভ-স্রাবের সব লক্ষণ হয়ে থেমে যায়। তার পর, পূর মাসে একটী জীয়ন্ত ছেলের সঙ্গে ছোট একটা মরা ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়।

বি। সে আবার কি রকম ?

ল। যমক ছেলের মধ্যে পেটেতেই যদি একটী মরে যায়, তা হ'লে সেই মরা ছেলেটা প'ড়ে যাবার জন্যে পোয়াতির ও রকম গর্ভ-স্রাবের লক্ষণ দেখা দেয়। তার পর, সে সব থেমে গিয়ে পূর মাস পর্য্যন্ত মরা ছেলেটা পেটেতেই থেকে যায়। শেষে খালাসের সময় জীয়ন্ত ছেলেটীর সঙ্গে মরাটাও বেরিয়ে আসে।

বি। আচ্ছা, মরা ছেলে এত দিন পর্য্যন্ত পেটে থাক্‌লে, পোয়াতির কোন কষ্ট হয় না ?

ল। কষ্ট আর এমন বিশেষ কি হবে। পোয়াতিও জান্তেও পারে না যে, মরা ছেলে পেটে আছে।

বি। ভাল, পূর মাসের কাছাকাছি যদি গর্ভ নষ্ট হয়, তা হ'লে কি বেশী রক্ত ভাংঙে ?

ল। না, তুমি এই একটা নিয়ম জেনে রেখো, যে পূর মাসের যত কাছাকাছি গর্ভ নষ্ট হবে, তত কম রক্ত-ভাংবে। খুব কাঁচা পেটে বেশী রক্ত ভাঙে।

বি। হাঁ, এ কথা মানি বটে। কেন না, তিন মাসের এ দিকে পেট প'ড়ে গেলে ভারি রক্ত ভাঙে দেখিছি। তার পর বল, গর্ভ নষ্ট হওয়ার লক্ষণ দেখে তা নিবারণ কর্‌বের কি কোন উপায় আছে ?

ল। উপায় নেই এমন বলা যায় না। তবে পেট প'ড়ে যাওয়া যাদের অভ্যেস পেয়ে গিয়েছে, তাদের গর্ভ রক্ষা করা বড় কঠিন।

বি। তবে সে উপায়টা কি, তা ত জানা চাই ?

ল। তা শোন বল্‌ছি। প্রথমে গিয়েই একটি ঠিক কর্‌তে চাও যে, গর্ভটী রক্ষা কত্যে পারা যাবে কি না ?

বি। তা রক্ষা কত্যে পারা যাবে না কি, আগে থাক্‌তে জান্‌বে কেমন ক'রে ?

ল। তা লক্ষণ দেখে কি আর জান্তে পারা যায় না ? যার পেট প'ড়ে যাওয়া এক রকম অভ্যেস পেয়ে গিয়েছে, তার গর্ভস্রাবের লক্ষণ দেখ্‌লিই ঠিক কর্‌বে যে তার গর্ভ রক্ষা হবে না। আর যেখানে দেখ্‌বে যে, পোয়াতি খুব রক্ত ভাংছে, আর ব্যথা খুব ঘন ঘন আস্‌ছে, সেখানেও ঠিক্ কর্‌বে যে গর্ভ রক্ষা হওয়া বড় কঠিন। কিন্তু যেখানে দেখ্‌বে যে রক্ত খুব কম ভাংছে, আর ব্যথাও সামান্য, সেখানে জান্‌বে যে শীঘ্র উপায় কল্যে গর্ভটী রক্ষা হবে।

বি। কি উপায় কর্‌বে ?

ল। গর্ভ-স্রাব নিবারণের প্রধান চিকিৎসা হচ্ছে, পোয়াতিকে বিছানা থেকে না উঠ্‌তে দেওয়া। শুধু একটা পাটীর উপর চুপ ক'রে শুয়ে থাক্‌বে। তা প্রস্রাব বাহ্যে কত্যেও বিছানা থেকে উঠে বস্‌বে না। ঘর্‌টীতে কোন গোলমাল হতে দেবে না, আর ঘরখানি বেশ ঠাণ্ডা হ'লেই ভাল হয়। গর্ভ-পাত হবার আশঙ্কা দূর হ'তেও পাঁচ সাত দিন পোয়াতিকে বিছানা থেকে উঠেতে দেওয়া পরামর্শ নয়। তার পর, ক্রমে ক্রমে, সইয়ে, সইয়ে, কাজ কর্ম্ম কত্যে দেবে। স্থূল কথা, সে

পোয়াতি যত দিন না খালাস হয়, তত দিন তাকে টাটের শালগ্রাম ক'রে রাখা চাই।

বি। ভাল, শুধু একটা পাটীর উপর যে পোয়াতিকে শুয়ে থাক্‌তে বল্যে, তার কারণ কি?

ল। পেট-প'ড়ে যাওয়ার ভয় থাকতে নরম বিছানায় শোয়া ভাল নয়। বিশেষ আবার যখন রক্ত ভাংছে।

বি। পোয়াতিকে আহার দেবে কি?

ল। লঘু আহার দেবে। দুধ সাগুই হোক, আহার জল-সাগুই হোক, পোয়াতির যাতে রুচি হয়। কিন্তু যা আহার দেবে, তা বেশ ঠাণ্ডা হওয়া চাই। কোন দ্রব্য গরম খেতে দেবে না। খুব ঠাণ্ডা জলে খেতে দেওয়া ভাল। তাতে বেশ উপকার আছে।

বি। আচ্ছা, প্রসব-বেদনার মত যে একটু একটু ব্যথা আসে, সেটার উপায় কি হবে? সে ব্যথাটা থাকা ত ভাল নয়?

ল। তা নয়ই ত। আর ব্যথা থাকলেই বা পেট-প'ড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কেমন ক'রে যাবে?

বি। সে উপায়টা কি তবে বল?

ল। পোয়াতিকে একটু আফিঙের আরোক খাইয়ে দিলেই ওটা নিবারণ হতে পারে।

বি। আফিঙের আরোক কি রকম?

ল। ইংরিজি দাওয়াই খানায়, লডেনম ব'লে ঐ আরোক বিক্রি হয়। লডেনম্ ব'লে চাইলেই ও পাওয়া যায়। এ আরোকটা বড় দরকারী। সকলেরই এ ঘরে রাখা উচিত। কিন্তু এমন জায়গায় এটী রাখ্‌তে হবে যে, ছেলে পিলে যেন লাগাল না পায়।

বি। কেন, ছেলে পিলে তা পেলে কিছু দোষ আছে না কি?

ল। দোষ একটু আধটু নয়। বিলক্ষণ আছে। ছেলে পিলের পক্ষে সে আরোক বিষ। এই জন্যে, তাদের তার কাছেও যেতে নিষেধ।

বি। ও আরোক কতটুকু ক'রে খাওয়াবে?

ল। একবারে পোনর ফোঁটা খাওয়াতে পার।

বি। জলের সঙ্গে খাওয়াতে হবে না কি?

ল। হাঁ, আধ ছটাক খানেক হিম জলে পোনর ফোঁটা আরোক দিয়ে পোয়াতিকে খেতে দেবে।

বি। একবার খাওয়াইলেই হবে, না বারে বারেঐ রকম ক'রে খাওয়াতে হবে?

ল। কতবার খাওয়াতে হবে, তার কিছু এমন নিয়ম নেই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যথা আসা ক্ষান্ত না হবে, ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে আরোকটা খাওয়াতে হবে। তার পর, যখন দেখ্‌বে যে ব্যথা আর আস্‌ছে না, তখন আর ও আরোক খাওয়াবার দরকার নেই।

বি। আচ্ছা, বাজারে-আফিং খেতে দিলে কি সে রকম উপকার হয় না?

ল। উপকার হয় না, এমন বলা যায় না। তবে বাজারে-আফিঙে অনেক মিশেল থাকে বলে'ই বেশী পরিমাণে না খেলে তত উপকার হয় না। এ ছাড়া, আফিঙের আরোক খেলে বেশী ফল দর্শায়।

বি। তবে বাজারে-আফিং না দিয়ে, আফিঙের আরোক খেতে দেওয়াই ভাল। আর ও আরোক মেলানও কিছু কঠিন নয়। যাক্, তার পর বল, পোয়াতির বেশী রক্ত-ভাংলে কি কর্‌বে?

ল। তা বল্‌ছি শোন। বেশী রক্ত-ভ্যাংলে প্রায়ই গর্ভ-রক্ষা কর্‌তে পারা যায় না, তা জান?

বি। হাঁ, তা ত তুমি এর আগেই বলেছ।

ল। গিয়ে যদি দেখ যে বেশী রক্ত ভাংছে, তা হ'লে পোয়াতিকে একটা শক্ত বিছানায় তখনি শোয়াবে, আর হিম জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে প্রসবের দুওরে আর তার চারি পাশে দেবে।

বি। ভিজে নাকড়া সেখানে দিয়ে রাখ্‌তে হবে, না মধ্যে মধ্যে তুলে নিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে?

ল। হাঁ, বারে বারে তুলে নেবে, আর ভিজিয়ে ভিজিয়ে দেবে। নৈলে বরাবর ভিজে ন্যাক্‌ড়া সেখানে দিয়ে রাখ্‌লে কোন ফল হবে না। এই, ন্যাক্‌ড়া ভিজিয়ে দিলে, খানিক পরেই আবার সেটা তুলে নেবে। তার পর, খানিক বাদে আবার সেই ন্যাক্‌ড়া হিম জলে ডুবিয়ে প্রসবের দুওরে আর তার চারি পাশে বেশ ক'রে দেবে। এই রকম বারে বারে কর্‌তে চাও।

বি। ভাল, এ রকমে যদি রক্ত-ভাঙা না থাম্‌লো, তা হ'লে কি কর্‌বে?

ল। তা হ'লে প্রসবের দুওরে, আগে যেমন বলিছি ন্যাকৃড়ার বুজ্‌লো বেশ ক'রে দেবে। কেন-না, এ না কর্‌লে বেশী রক্ত-ভেঙে পোয়াতি মারা যেতে পারে।

বি। বেশ কথা। কিন্তু ন্যাকৃড়ার বুজ্‌লো দিয়ে প্রসবের দুওর বন্ধ ক'রে দিলে রক্ত বেরুতে না পেরে যদি জরায়ুর মধ্যে জমা হয় ত তার উপায় কি কর্‌বে? জরায়ুর মধ্যে বেশী রক্ত জম্‌লে ত পোয়াতি মারা পড়্‌তেও পারে?

ল। হাঁ, তা পারে বৈ কি?

বি। তবেই ত, তার উপায় কি?

ল। উপায় তার এই যে, আপাতক বুজ্‌লো দিয়ে রক্ত-ভাঙাটা বন্ধ কর্‌বে। তার পর, পোয়াতির কাছে ব'সে থেকে সাবধান হ'য়ে দেখ্‌বে যে তার জরায়ুর মধ্যে রক্ত জমছে কি না?

বি। তা জানা যাবে কেমন ক'রে?

ল। তা জান্‌বের উপায় আছে। লক্ষণ দেখ্‌লেই তা জান্তে পারা যায়।

বি। লক্ষণটা কি?

ল। চোক মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, পেট চচ্চড় কর্‌তে থাকে, নাড়ী ক্ষীণ হয়ে আসে, শরীরে কিছু বল থাকে না পোয়াতি ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে থাকে, আর যেন তার নিদেন কাল উপস্থিত হ'ল এমনি বোধ হয়। এই লক্ষণ গুলি দেখ্‌লে ঠিক কর্‌বে যে জরায়ুর মধ্যে রক্ত জমেছে আর ক্রমে জম্‌ছে।

বি। বেশ কথা, এ গুলি দেখ্‌লে কি কর্‌বে?

ল। প্রসবের দুওর থেকে বুজ্‌লো খুলে নেবে। তার পর, হিম জলে ন্যাকৃড়া ভিজিয়ে আগে যেমন বলিছি, প্রসবের দুওরে আর তার চারি পাশে বেশ ক'রে দেবে। তোমাকে একটা মোটামুটি কথা বলে রাখি। পেটেরটা না প'ড়ে গেলে আর রক্ত-ভাঙাটা বন্ধ হবে না। তবে বেশী রক্ত ভেঙে পোয়াতি না মারা যায়, কি ভারি কাবু হয়ে না পড়ে, এই জন্যে জল প্রভৃতি প্রসবের দুওর রক্ত-ভাঙাটা কমাবার চেষ্টা কর্‌বে।

তার পর কাঁচ্চা খানেক ব্রাণ্ডি, আর আধ ছটাক খানেক হিম জল একত্র ক'রে মধ্যে মধ্যে খেতে দেবে। পোয়াতি বেশী কাবু হয়ে পড়্‌লে ওটা ঘন-ঘন খাওয়াবে। এতে রক্ত-ভাঙার দরুণ পোয়াতি বড় কাবু হতে পার্‌বে না।

বি। তার পর বল, পেট প'ড়ে গেলে পর পোয়াতিকে কি নিয়মে রাখ্‌বে?

ল। পোয়াতিকে খুব সাবধানে রাখা চাই। কেন না, পূর পেটের চেয়ে কাঁচা পেটে বিপদ্ বেশী। পূর মাসে খালাস হ'লে আঁতুড়-ঘরে পোয়াতির যে যে নিয়মে থাক্‌তে হয়, গর্ভ-স্রাবের পরও তাকে সেই সেই নিয়মে রাখা চাই। বরং আরও বেশী সাবধান থাকা আবশ্যক। দশ পোনর দিন ত মোটেই উঠে হেঁটে বেড়াবে না। প্রসবের দুওর থেকে কিছু দিন পর্য্যন্ত একটু একটু ক'রে যে রক্ত নির্গত হয়ে থাকে, সেটা যেন বন্ধ না হয়, আর কোষ্ঠবদ্ধ না হ'তে পায় তারও উপায় করা উচিত।

বি। গর্ভ-স্রাব সংক্রান্ত আর কিছু বলবে না কি?

ল। আর বেশী কিছু বল্‌বো না। দুই একটী বল্যেই হয়।

বি। তবে তা ব'লে ফেল?

ল পেট প'ড়ে যাওয়া যে পোয়াতির অভ্যেস পেয়ে গিয়েছে, সে অভ্যেস ভাংবের উপায় কি, এর আগেই বলিছি, মনে আছে ত?

বি। ও মা, তা মনে আছে বৈ কি? তা ভুলে গেলে আর ছাই মনে রাখ্‌বো কি?

ল। যে পোয়াতির একবার পেট প'ড়ে গিয়েছে, তার আবার গর্ভ হ'য়ে সেই সময় উপস্থিত হ'লে খুব সাবধান হওয়া আবশ্যক। মোটেই উঠে হেঁটে বেড়াবে না। চুপ্ ক'রে শুয়ে থাক্‌বে। যত দিন না সেই সময়টা উৎরে যায়, তত দিন এই নিয়মে থাক্‌তে হয়ে। উঠে হেঁটে না বেড়িয়ে চুপ্ ক'রে বিছানায় শুয়ে থাকা এই রোগ নিবারণের একটী প্রধান উপায়। এ যেন সকল পোয়াতিকেই বেশ মনে থাকে। আর পোয়াতি যত দিন না ছেলে নড়া টের পাবে, তত দিন স্বামী সহবাস কর্‌বে না। একটীও মনে ক'রে রাখা ভারি আবশ্যক। গর্ভ হয়েছে জান্তে পার্‌লেই স্বামী-সহবাস ত্যাগ কর্‌বে। চারি মাসের পর, স্বামী-সহবাস তত দোষের নয়। এটী কখনও ভুলো না। পোয়াতির যদি কোনও রোগ

থাকে, তা আরাম কর্‌বের উপায় আগে দেখ্‌বে। নৈলে গর্ভ-রক্ষা করা কঠিন হবে। আর পোয়াতি দুর্ব্বল থাক্‌লে তার শরীর যাতে সবল হয়, তার উপায় করবে।

বি। দুর্ব্বল শরীর সবল হয় কিসে?

ল। বলকারক অসুদ খেলে, আর বলকারক আহার পেলে। বলকারক আহার কারে বলে, জান?

বি। তা আর জান্‌বো না কেন? আমাদের তোমাদের ত একটু দুধ, মাছের ঝোল, একটা ডাল্‌না, আর খেঁসারির ডা'ল ছাড়া যে সে একটা ডা'ল হ'লেই ভাল আহার হ'ল। কেমন নয়?

ল। হাঁ, তা না ত কি? আমাদের পক্ষে এই উত্তম আহার, এতেই শরীরে বেশ বল হয়। আর এ[illegible] কথা বল্যেই আমার সব বলা হয়।

বি। কি কথা?

ল। পেট প'ড়ে যাওয়ার যাদের ভয় আছে, প্রতি দিন নিয়ম মত তাদের হিম জলে নাইতে অভ্যেস করা ভাল। কিন্তু তাই ব'লে গায়ে হঠাৎ যেন হিম জল ঢালে না। সেটা ভারি দোষ। তাতে সহজ পোয়াতিরও দোষ আছে।

দশম সর্গ।

মৃত-বৎসা।

বিনোদিনী। আচ্ছা, পোয়াতির হয়ে হয়ে ম'রে যায়, তার সন্তান রক্ষা কর্‌বের কি কোন উপায় নাই?

লক্ষ্মী। নেই কে বলে? উপায় কল্যেই উপায় আছে।

বি। উপায়টা কি গা?

ল। তা বল্‌ছি শোন। বারে বারে পেট প'ড়ে যাওয়া যেমন কোন কোন পোয়াতির অভ্যেস পেয়ে যায়, বারে বারে সন্তান নষ্ট হওয়াও সেই রকম অনেক পোয়াতির অভ্যেস পেয়ে যায়। এই সব পোয়াতিকে

লেকে মড়ুঞ্চে পোয়াতি বলে। মড়ুঞ্চে পোয়াতির সন্তান রক্ষা করা বড় কঠিন।

বি। তাতেই ত বল্‌ছি যে মড়ুঞ্চে পোয়াতির সন্তান বাঁচিয়ে রাখ্‌বের যদি কোন উপায় থাকে ত বল? কেন না, আমরা সোমরা জানি যে, মড়ুঞ্চে পোয়াতির ছেলে বাঁচে না।

ল। উপায় এর একটী বৈ নেই। যে পোয়াতির দেখ্‌লে যে উপরো উপরি দুটী সন্তান প্রায় ঠিক্ এক সময়েই গেল, সেই পোয়াতির জেনো যে ঐ দোষটী জন্মাল। এ দেখেও যদি সাবধান না হ'লে, তা হ'লেই ও দোষও পেকে দাঁড়াল। বছর বছর একটী ক'রে ছেলে হবে আর নষ্ট হবে। এ দিকে গর্ভ-সঞ্চার হবে, ও দিকে আবার সন্তানটী মারা যাবে, মড়ুঞ্চে পোয়াতির লক্ষণই এই। কেমন এই কি না?

বি। হাঁ ঐ বৈ কি? তুমি যা বল্‌ছো, তার কি তফাত হবার যো আছে?

ল। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মড়ুঞ্চে পোয়াতিরে কি বলে সন্তান কামনা করে?

বি। কেন?

ল। যখন জান্‌ছো যে, সন্তান হ'লেই সন্তান নষ্ট হবে, তখন কি বিবেচনায় পেটে আবার [illegible] মনে মনে ত একবার ভাবতেও হয় যে, সন্তান রক্ষার কোন [illegible] না, কি ব'লে আবার পেটে সন্তান ধরি। এতে কি কোন পাপ নেই ভাবছো না কি? বাপ, মা দুয়েরই এতে সমান পাপ আছে।

বি। তাই ত, তোমার কথা শুনে যে আমার জ্ঞান জন্মালো। এতে যে এত দোষ, তা আমরা ত একবার মনেও ভাবিবে। যা হোক; তুমি যে বল্‌ছো, পোয়াতিরে এ রোগ নিবারণের কোন উপায় দেখে না, তা কিন্তু নয়। কেন না যে যা বলে, ঠুকু-ঠাকা অসুদ-বিসুদ একে একে প্রায় সবই ত ক'রে থাকে। এ ছাড়া, এ রোগ সারা কি তাদের অসাধ্য?

ল। ঠুকু-ঠাকা অসুদ ত আমাদের মাথা আর মুণ্ড। পরের মন্দ ক'রে আপনার ভাল্ করবো এই বৈ ত আর চেষ্টা নয়। কেমন এই কি না?

বি। হাঁ, তা আর নয় বলবো কেমন ক'রে।

ল। অন্য পোয়াতির মন্দ ক'রে আপনার সন্তান রক্ষা কল্যে কি কখনও ভাল হয়? কখনই নয়। তা হ'লে দিন রাত মিথ্যে। আমাদের কপালে আগুন। ভাল মন্দ কিছুই বুঝিনে। যে যা বলে, তাই করি। এক জন যদি বলে যে অমুক পোয়াতির ছেলেটী কোন কৌশল করে যদি মেরে ফেলতে পার, তা হ'লে তোমার সন্তান রক্ষা পায়। সন্তান রক্ষার জন্যে এ রকম পাপ কত্যেও পেছুই নে। এই কি উচিত, পশুতেও ত এমন গর্হিত কর্ম্ম করে না। পরের মন্দ ক'রে যদি কখনও আপনার ভাল কত্যে পারে, সে ভাল কি চিরকাল থাকে মনে কর? কখনই না। তা না হ'লেই কি হ'ল? ইহকালও গেল, পরকালও গেল। কেমন নয়?

বি। না আর কেমন ক'রে? তুমি যা বল্‌ছো, তা কি অঠিক হবার যো আছে?

ল। অনেক মড়ুঞ্চে পোয়াতি দেখিছি তেমাথা পথে, ঘাটে, এখানে ওখানে তুক করে। তার তাৎপর্য্য আর কিছুই নয়, অন্য পোয়াতিতে সেই তুক মাড়ালে কি ডিঙুলে তার মন্দ হবে, আর যে তুক করেছে তার, দোষ কেটে যাবে। এ ছাড়া, অন্য পোয়াতির প্রথম ছেলের মাথার চুল কেটে নিয়েও মন্দ কত্যে দেখা গিয়েছে। এতে নিজের ভাল হোক্ না হোক্, পরের মন্দ চেষ্টা করা ত হয়?

বি। তা হয়ই ত।

ল। তবেই দেখ, এতে কত অধর্ম্ম। পরের মন্দ ক'রে আপনার ভাল হবে, এ যদি নিশ্চয় জান্‌তে পার, তবু পরের মন্দ করা কখনও উচিত নয়। এ ছাড়া, পরের মন্দ কল্যে ঈশ্বর তার কখনও ভাল করেন না। পোয়াতিদের এটী বিশেষ ক'রে জেনে রাখা উচিত।

বি। মড়ুঞ্চে পোয়াতির কথা উপস্থিত ক'রে আমার যে চোক কান ফুটে গেল। পোয়াতিরে তবে ত ভয়ানক পাপ করে দেখছি। ভাল, মড়ুঞ্চে পোয়াতির সন্তান রক্ষার উপায় ব'লে দেও, তা হ'লে আর কোন পোয়াতি এমন পাপ কর্‌তে চাবে না।

ল। এর আগেই বলিছি যে, এ রোগের কেবল একটী মাত্র উপায় আছে। মড়ুঞ্চে পোয়াতি এক যদি বছর কি দেড় বছর কাল স্বামী-সহবাস পরিত্যাগ করে, তা হ'লে তোর দোষ কেটে যায়।

বি। পেট প'ড়ে যাওয়া যে পোয়াতির অভ্যেস পেয়ে গিয়েছে, তার পক্ষেও না এই ব্যবস্থা বলেছ ?

ল। তা বলিছিই ত। ব্যাপারও ত এক। এক বছর কি দেড় বছর কাল একবারে স্বামী-সহবাস পরিত্যাগ কর্‌বে। তার পর গর্ভ হ'লে সেই গর্ভে যে সন্তান হবে, সে স্বচ্ছন্দ থাক্‌বে। এই হ'লেই পোয়াতির দোষ কেটে গেল। এমন উপায় থাক্‌তে মা বাপে যেন কখনও পশুর মত কাজ করে না।

বি। আর বলতে হবে না। পোয়াতিরে একবার জান্তে পাল্যে হয় যে, এ রোগের এমন অসুদ আছে।

ল। তা এখন ইস্তক জান্‌বে বৈ কি ? চিরকালই কি ভাবো, পোয়াতিরে কষ্ট ভোগ কর্‌বে ? এ কি রকম দুঃখের কথা যে, অমুক পোয়াতির পাঁচটী, অমুকের সাতটী, অমুকের দশটী, অমুকের বারটী সন্তান উপ্‌রো-উপ্‌রি নষ্ট হয়েছে। এত গুলি সন্তান বছর বছর মর্‌তে দেখা কি রকম ধর্ম্ম, তা ত বুঝ্‌তে পারিনে। আর ছাই, মিন্সেদের কি একটু লজ্জা কি ধর্ম্ম ভয় নেই !

বি। আর ব'লো না, আর ব'লো না। ক্ষান্ত হও। তোমার শরীরে বেশ রাগ হয়েছে দেখ্‌ছি ?

ল। তা এ রোগের কথাই ত। রাগ কি সাধে হয় ?

বি। এ সব উপায় টুপায় ব'লে দিলে, আর এমন কর্ম্ম হবে না। পেটের সন্তান মেরে ফেলা কি পোয়াতিদের সাধ ? এর যে এমন উপায় আছে, তা কি ছাই আমরা জানি ? তা হ'লে আর আমাদের এমন দুর্দ্দশা হবে কেন ?

ল। যাক্, যা হয়ে গিয়েছে, তার ত হাত নেই। এখন আর ও রকম ভয়ানক ভুল না হ'লেই বাঁচি।

বি। না তার আর কখনও হবে না। "নেড়া কি আর বেল তলায় যায় ?"

একাদশ সর্গ।

ভাদালির কামড়।

বিনোদিনী। হাঁ গা, ভাদালির কামড়ের কোন অসুদ আছে? ওতে পোয়াতিরে ত বড়ই কষ্ট পায়। ছেলে হওয়ার যে কষ্ট, ভাদালির কামড়ে ত আবার তার বাড়া ক্লেশ দেখ্‌তে পাই। পোয়াতি এম্‌নি অস্থির হয়ে পড়ে, মনে মনে ভাবে আবার বুঝি একটা হয়।

লক্ষ্মী। তা ভাব্ গতিকে সেই রকম বটে। এ নিবারণের অসুদ নেই, এমন বলা যায় না। তবে ভাদালির কামড়ে উপকার বৈ অনুপকার নেই। কেন না, এত রক্ত ভাঙার ভয় থাকে না। এ ছাড়া জরায়ুর মধ্যে যে রক্তের দলা টলা থাকে, তাও নির্গত হয়ে যায়। এই রক্তের দলা টলা বার ক'রে দেবার জন্যেই জরায়ু সংকোচ করে। জরায়ুর এই সংকোচকে ভাদালির কামড় বলে। আর এই রকম ক'রে জরায়ু ছোট হ'য়ে সাবেক আকারে গিয়ে দাঁড়ায়। এ কি কম উপকার বোধ কর না কি?

বি। তা এমন যদি হয়, ত খুব উপকার বল্‌তে হবে বৈ কি? প্রথম পোয়াতিরে ভাদালির কামড়ে বড় কষ্ট পায় না, কেমন?

ল। হাঁ, যত বার সন্তান হবে, ভাদালির কামড়ে ততই বেশী কষ্ট পাবে। এই একটা মোটামুটী নিয়ম জেনে রাখ।

বি। ছেলে হওয়ার পর কতক্ষণ বাদে ভাদালির কামড় ধরে?

ল। তা কি আর তুমি জান না?

বি। তা আমি জান্‌বো কেমন ক'রে, আমার ত একটা বৈ আর হয় নি। মোহিনীরও এই প্রথম ছেলে।

ল। তাও ত বটে। ও কথাটা আমার মনে ছিল না। ছেলে হ'লে পর দণ্ড খানেক বাদেই ভাদালির কামড় ধরে। তার পর, কারো কারো ও ব্যথা এক দিনও থাকে, দেড় দিনও থাকে। কোন কোন পোয়াতির আবার তার বেশী ও থাকে।

বি। আচ্ছা, এতে যদি পোয়াতি বেশী কষ্ট পায়, তা হ'লেও কি এর কোন উপায় করবে না?

ল। না, তা করবে বৈ কি? বাড়াবাড়িটে যে কিছুরই ভাল নয়।

বাড়াবাড়ি দেখ্‌লেই আফিঙের আরোক পোনর ফোঁটা আন্দাজ ছটাক খানেক হিম জলের সঙ্গে পোয়াতিকে তখনি খাইয়ে দেবে।

বি। আফিঙের আরোক খেলেই ওটা নিবারণ হবে নাকি?

ল। হাঁ, খানিক বাদেই এক বারে আগুণে জল দেওয়ার মত হবে।

বি। বল কি, আফিঙের আরোকের এত গুণ। তবে ত এ কিছু ঘর ক'রে রাখা উচিত?

ল। শুধু আফিঙের আরোক ব'লে কেন, অর্গট অব রাই আর ব্রাণ্ডি এ দুটী দ্রব্যও ঘর ক'রে রাখা চাই। প্রসবের দিন নিকট হয়ে এলে, এই তিনটী দ্রব্য কিছু কিছু ক'রে আনিয়ে রাখা ভাল। এর মধ্যে ব্রাণ্ডির দামই কিছু বেশী, নইলে ও দুটো জিনিষ চারি আনাতে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বি। তা, দামের জন্যে কি যায় আসে? না হয় দুটো টাকাই খরচ হবে। এর বেশী ত নয়।

ল। অতই বা কেন হবে? এক টাকা পাঁচ সিকাতেই ভেসে যায়।

বি। যাই হোক্ ও তিন দ্রব্য ঘর ক'রে রাখা চাই-ই চাই।

দ্বাদশ সর্গ।

সূতিকাগারে শিশুর অঙ্গ পরীক্ষা।

বিনোদিনী। ভাল, ছেলে-পিলের যে দেখিছি হাতের, পায়ের আঙুল বেশী থাকে, আর গায়ের এখানে ওখানে বড় বড় আঁচিলও থাকে, তা হবা মাত্র সেই গুলো দেখে কেটে দিলে হয় না?

লক্ষ্মী। তা হয়ই ত। আর কেটে দিয়েও ত থাকে। ছেলের নাড়ী কাটা হ'লে, আর পোয়াতি একটু সুস্থির হলে পর, শিশুর হাত, পা মুখ, চোক, কান, নাক, ঠোঁট মল-দুওর প্রভৃতি একে একে সব পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বে। হাতের কি পায়ের আঙুল বেশী থাক্‌লে তা তখনি-কেটে ফেল্‌বে?

বি। কি দিয়ে কাট্‌বে?

ল। ধারাল ছুরি দিয়ে।

বি। যদি রক্ত পড়ে ত কি হবে?

ল। তা পড়্‌বে না। অস্ত্র দিয়ে কেটে একটু পাতলা ন্যাকড়া হিম জলে ভিজিয়ে, সেই জায়গাটা বেঁধে রাখ্‌লেই হ'ল। তা হ'লে আর রক্তও পড়্‌বে না, ব্যথা ফুলোও বড় হবে না। কোন খানে বড় আঁচিল দেখলেও ঠিক্ ঐ রকম ক'রে কাট্‌বে। আঁচিল যদি খুব ছোট হয়, আর কাট্‌বের সুবিধে না হয়, তা হ'লে তা কাট্‌বের দরকার নেই।

বি। মল-দুওর পরীক্ষা ক'রে কি দেখ্‌বে?

ল। ও মা, তা জান না, না কি? কোন কোন ছেলের যে মল-দুওর থাকে না।

বি। বল কি। তা হ'লে কি কত্তো হবে?

ল। নিকটে যদি কোন ভাল ডাক্তার থাকে, তাকেই দেখাবে। নৈলে ছেলে বাহ্যে না যেতে পেরে মারা পড়্‌বে। কোন কোন ছেলের আবার ধোনে মুদো থাকে। এরও উপায় ডাক্তার ক'রে দিতে পারে। গল্লাকাটা ছেলে বোধ হয় দেখে থাক্‌বে? এর উপায়ও ডাক্তরের দ্বারায় হবে। ধাই কেবল এই গুলি দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে, বুঝেছ ত?

বি। হাঁ, তা বেড় বুঝিছি আর বল্‌তে হবে না। ভাল আঁচিল না কানের গোড়াতেই বেশী হয়ে থাকে?

ল। হাঁ, তা হয়ই ত। ওগো, আজ আবার অনেক বেলা হয়েছে। আর বস্‌তে পারিনে। এখন চল্যেম্। আর তুমিও আমার বিদ্যে প্রায় সব শিখে নিলে।

বি। ওঃ তা শিখ্‌বার এখনও অনেক দেরি।

ল। আর দেখ, তোমাকে একটী কথা বল্‌তে ভুলিছি। এ কথাটী এর আগেই বলা উচিত ছিল।

বি। কি গা, কি?

ল। বিশেষ এমন কিছু নয়। প্রসবের দিন নিকট হয়ে এলে, পোয়াতিকে একটা ক্যাষ্টর অইল জোলাপ দেওয়া উচিত। এটী তোমাকে বলে দেওয়া হয় নি।

বি। তা এখন ব'লে দেও, তা হ'লেই ত হবে। খালাস হওয়ার ক' দিন থাক্‌তে জোলাপ দেবে?

ল। দিন আষ্টেক থাক্‌তে দেওয়াই পরামর্শ। আন্দাজ ক'রে দেবে, তা এর দু দিন আগেই হোক্, আর পরেই হোক্।

বি। ক্যাষ্টর অইলের মাত্রা ও খাওয়াবার নিয়ম আগে যেমন যেমন বলেছ, এখানেও ঠিক্ সেই রকম ?

আচ্ছা, এ সময় দেওয়ার দরকার কি ?

ল। প্রসবের পূর্ব্বে দাস্ত পরিষ্কার হয়ে গেলে, পোয়াতি সহজেই খালাস হ'তে পারে। এমন অনেক জায়গায় দেখা গিয়াছে, জোলাপ খুল্যেই প্রসব বেদনা এসে উপস্থিত হয়েছে। তার পর পোয়াতি খালাস হ'তে কোন কষ্টই পায় নি।

বি। পূর মাসে, পোয়াতি খালাস হ'তে আর দেরি না হয়, এমন ইচ্ছে, হ'লে, এতে সে ইষ্টও তবে সিদ্ধি হয়, দেখ্‌ছি ?

ল। তা হয়ই ত। আমি ত তোমাকে ঠিক্ এই কথাটী বল্‌তে যাচ্ছিলাম। খালাস হওয়ার আগে পোয়াতিকে জোলাপ দেওয়ার ভারি উপকার আছে, এটা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে ?

বি। হাঁ, তা আবার একবার ক'রে বল্‌ছো ? পূর মাসে পোয়াতিকে জোলাপ দিতে তবে কোন শঙ্কাই কর্‌বো না ?

ল। শঙ্কা কি, ওতে উপকার বৈ ত অনুপকার হবে না। পোয়াতি ক্লেশ না পেয়ে শীঘ্র খালাস হয়, যদি এমন ইচ্ছে কর, তা হ'লে প্রসবের দিন নিকট হয়ে এলে, পোয়াতিকে একটা জোলাপ দেবে। অধিক আর কি বল্‌বো ?

বি। আর বল্‌তে হবে না।

ল। এখন তবে আমি আসি।

বি। হাঁ এস, আমিও গিয়ে কাজ কর্ম্ম দেখি।